

بُخَارِي

বুখারী শরীফ

চতুর্থ খণ্ড

ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাইল বুখারী (রঃ)

বুখারী শরীফ

চতুর্থ খণ্ড

আবু 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (র)

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বুখারী শরীফ (চতুর্থ খণ্ড)

আবু 'আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী আল-জু'ফী (র)

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ৯১

ইফাবা প্রকাশনা : ১৬৯০/২

ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭-১২৪১

ISBN : 984-06-0471-6

প্রথম প্রকাশ

জুন ১৯৯১

তৃতীয় সংস্করণ

মার্চ ২০০৩

ফাল্গুন ১৪০৯

মহররম ১৪২৪

প্রকাশক

মোহাম্মদ আবদুর রব

পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

প্রচ্ছদ

সবিহ্-উল আলম

মুদ্রণ ও বাঁধাই

মুহাম্মদ মুনসুরউদ্দৌলাহ্ পাহলোয়ান

প্রকল্প ব্যবস্থাপক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

মূল্য : ১৫০.০০ টাকা মাত্র

BUKHARI SHARIF (4TH PART) (Compilation of Hadith Sharif) : by Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari Al-Ju'fi (R) in Arabic, edited by Editorial Board and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207.

March 2003

Price : Tk 150.00 ; US Dollar : 5.00

সম্পাদনা পরিষদ

প্রথম সংস্করণ

| | | |
|----|--------------------------------|------------|
| ১. | মাওলানা উবায়দুল হক | সভাপতি |
| ২. | মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী | সদস্য |
| ৩. | মাওলানা কাজী মুতাসিম বিল্লাহ | " |
| ৪. | মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুস সালাম | " |
| ৫. | ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ | " |
| ৬. | মাওলানা রুহুল আমিন খান | " |
| ৭. | মাওলানা এ. কে. এম. আবদুস সালাম | " |
| ৮. | অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম | সদস্য সচিব |

সম্পাদনা পরিষদ

দ্বিতীয় সংস্করণ

| | | |
|----|-----------------------------------|------------|
| ১. | মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম | সভাপতি |
| ২. | মাওলানা মুহম্মদ ফরীদুদ্দীন আস্তার | সদস্য |
| ৩. | মাওলানা এ. কে. এম. আবদুস সালাম | " |
| ৪. | মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী | " |
| ৫. | মাওলানা ইমদাদুল হক | " |
| ৬. | মাওলানা আবদুল মান্নান | " |
| ৭. | এ. কে. এম. জিয়াউল হক | সদস্য সচিব |

মহাপরিচালকের কথা

বুখারী শরীফ নামে খ্যাত হাদীসগ্রন্থটির মূল নাম হচ্ছে — ‘আল-জামেউল মুসনাদুস সহীহ আল-মুখতাসার মিন সুনানে রাসূলিল্লাহে সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ওয়া আইয়্যামিহি।’ হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এই হাদীসগ্রন্থটি যিনি সংকলন করেছেন, তাঁর নাম ‘আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী। মুসলিম পণ্ডিতগণ বলেছেন, পবিত্র কুরআনের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিতাব হচ্ছে এই বুখারী শরীফ। ৭ম হিজরী শতাব্দীর বিখ্যাত আলিম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, আকাশের নিচে এবং মাটির উপরে ইমাম বুখারীর চাইতে বড় কোন মুহাদ্দিসের জন্ম হয়নি। কাজাকিস্তানের বুখারা অঞ্চলে জন্ম লাভ করা এই ইমাম সত্যিই অতুলনীয়। তিনি সহীহ হাদীস সংরক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করে বহু দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে সনদসহ প্রায় ৬ (ছয়) লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করেন এবং দীর্ঘ ১৬ বছর মহানবী (সা)-এর রাওজায়ে আকদাসের পাশে বসে প্রতিটি হাদীস গ্রন্থিত করার পূর্বে মোরাকাবার মাধ্যমে মহানবী (সা)-এর সম্মতি লাভ করতেন। এইভাবে তিনি প্রায় সাত হাজার হাদীস চয়ন করে এই ‘জামে সহীহ’ সংকলনটি চূড়ান্ত করেন। তাঁর বিশ্বয়কর স্মরণশক্তি, অগাধ পাণ্ডিত্য ও সুগভীর আন্তরিকতা থাকার কারণে তিনি এই অসাধারণ কাজটি সম্পন্ন করতে পেরেছেন।

মুসলিম বিশ্বের এমন কোন জ্ঞান-গবেষণার দিক নেই যেখানে এই গ্রন্থটির ব্যবহার নেই। পৃথিবীর প্রায় দেড়শত জীবন্ত ভাষায় এই গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে। মুসলিম জাহানের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ইসলামী পাঠ্যক্রমে এটি অন্তর্ভুক্ত। দেশের কামিল পর্যায়ে মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সংশ্লিষ্ট বিভাগে এই গ্রন্থটি পাঠ্যতালিকাভুক্ত। তবে এই গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ হয়েছে বেশ বিলম্বে। এ ধরনের প্রামাণ্য গ্রন্থের অনুবাদ যথাযথ ও সঠিক হওয়া আবশ্যিক। এ প্রেক্ষিতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কিছুসংখ্যক যোগ্য অনুবাদক দ্বারা এর বাংলা অনুবাদের কাজ সম্পন্ন করে একটি উচ্চ পর্যায়ের সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক যথারীতি সম্পাদনা করে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৮৯ সালে গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার পর পাঠকমহলে বিপুল সাড়া পড়ে যায় এবং অল্পকালের মধ্যেই ফুরিয়ে যায়। দ্বিতীয় মুদ্রণের প্রাক্কালে এ গ্রন্থের অনুবাদ আরো স্বচ্ছ ও মূলানুগ করার জন্য দেশের বিশেষজ্ঞ আলোচনামণ্ডলের সমন্বয়ে গঠিত সম্পাদনা কমিটির মাধ্যমে সম্পাদনা করা হয়েছে। ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে আমরা এবার এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করলাম। আশা করি গ্রন্থটি আগের মতো সর্বমহলে সমাদৃত হবে।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাহ অনুসরণ করে চলার তৌফিক দিন।

সৈয়দ আশরাফ আলী

মহাপরিচালক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

বুখারী শরীফ হচ্ছে বিশুদ্ধতম হাদীস সংকলন। মহানবী (সা)-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী, তাঁর কর্ম এবং মৌন সমর্থন ও অনুমোদন হচ্ছে হাদীস বা সুন্নাহ। পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা এবং শরীয়তের বিভিন্ন হুকুম-আহুকাম ও দিকনির্দেশনার জন্য সুন্নাহ হচ্ছে দ্বিতীয় উৎস। প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কুরআন ও হাদীস উভয়ই ওহী দ্বারা প্রাপ্ত। কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কালাম আর হাদীস হচ্ছে মহানবীর বাণী ও অভিব্যক্তি। মহানবী (সা)-এর আমলে এবং তাঁর তিরোধানের অব্যবহিত পরে মুসলিম দিগ্বিজয়ীগণ ইসলামের দাওয়াত নিয়ে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। এ সময় দুর্গম পথের অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে যে কয়জন অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণের জন্য কঠোর সাধনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী। তিনি 'জামে সহীহ' নামে প্রায় সাত হাজার হাদীস-সম্বলিত একটি সংকলন প্রস্তুত করেন, যা তাঁর জন্মস্থানের নামে 'বুখারী শরীফ' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে ইসলামের প্রায় প্রতিটি দিক নিয়েই বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে সুবিন্যস্ত এ গ্রন্থটি ইসলামী জ্ঞানের এক প্রামাণ্য ভাণ্ডার।

বাংলাদেশের মাদ্রাসাগুলোতে এটি একটি অপরিহার্য পাঠ্যগ্রন্থ। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জন সকল মুসলমানের জন্যই অপরিহার্য। এ বাস্তবতা থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সিহাহ সিত্তাহ ও অন্যান্য বিখ্যাত এবং প্রামাণ্য হাদীস সংকলন অনুবাদ ও প্রকাশ করে চলেছে। বিজ্ঞ অনুবাদকমণ্ডলী ও যোগ্য সম্পাদনা পরিষদের মাধ্যমে এর কাজ সম্পন্ন হওয়ায় এর অনুবাদ হয়ে উঠেছে বিশুদ্ধ, প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য। ১৯৮৯ সালে বুখারী শরীফের প্রথম খণ্ডের অনুবাদ প্রকাশিত হবার পর থেকেই ছাত্র-শিক্ষক, গবেষক ও সর্বস্তরের সচেতন পাঠকমহল তা বিপুল আগ্রহের সাথে গ্রহণ করে। পরবর্তীতে এর প্রতিটি খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে প্রিয় পাঠকমহলের কাছে সমাদৃত হয়। জনগণের এই বিপুল চাহিদার প্রেক্ষিতে এবার চতুর্থ খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

আমরা এই অনুবাদ কর্মটিকে ভুল-ত্রুটি মুক্ত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তারপরও যদি কারো নজরে ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে তাহলে আমাদেরকে অবহিত করলে আমরা তা পরবর্তী সংস্করণে প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা নেব ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মহানবী (সা)-এর পবিত্র সুন্নাহ জানা ও মানার তাওফিক দিন।
আমীন॥

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সম্পাদনা পরিষদের বক্তব্য

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ অনুদিত বুখারী শরীফের প্রথম সংস্করণে বিভিন্ন কারণে কিছু ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়ায় ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ আমাদের প্রতি তা সংশোধন ও সম্পাদন করার দায়িত্ব অর্পণ করেন। আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। সর্বাত্মক সাফল্য লাভ করতে পেরেছি কিনা সুধী পাঠক তা বিচার করে দেখবেন। বড় ধরনের কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করলে বাধিত হবো।

অনিচ্ছাকৃত কিছু ভুল-ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। তবে আন্তরিকভাবে নির্ভুল ও নিখুঁত করার আগ্রহের অভাব মোটেই ছিল না।

পাঠকবৃন্দের কাছে গ্রন্থখানি সাদরে গৃহীত হলে আমরা সুখী হবো। মহান আল্লাহ্ সকল পাঠক, প্রকাশক ও এ সংক্রান্ত ব্যাপারে জড়িত সবাইকে দুনিয়া ও আখিরাতে পরম সাফল্য দান করুন। আমাদের এ সাধনা মহান আল্লাহ্র নিকট মকবুল হোক, এ আমাদের ফরিয়াদ।

সূচীপত্র

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|--|--------|
| অধ্যায় : ক্রয়-বিক্রয় | |
| আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ আল্লাহ্ বেচা-কেনাকে বৈধ এবং সূদকে অবৈধ করেছেন | ৩ |
| আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণী সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে, (ইরশাদ করেছেন) সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে.....। | ৩ |
| হালাল সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট উভয়ের মাঝে অস্পষ্ট বিষয় রয়েছে | ৬ |
| সন্দেহজনক কাজের ব্যাখ্যা | ৭ |
| সন্দেহযুক্ত থেকে বাঁচা | ৯ |
| ওয়াসওয়াসা ইত্যাদিকে যে সন্দেহ বলে গণ্য করে না | ৯ |
| আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ যখন তারা দেখল ব্যবসা ও কৌতুক তখন তারা সে দিকে ছুটে গেল | ১০ |
| যে ব্যক্তি কোথা থেকে সম্পদ উপার্জন করল তার পরোয়া করে না | ১০ |
| কাপড় ও অন্যান্য দ্রব্যের ব্যবসা | ১১ |
| ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বের হওয়া | ১২ |
| সমুদ্রে/নৌপথে ব্যবসা-বাণিজ্য করা | ১৩ |
| আল্লাহ্র বাণীঃ যখন তারা দেখল ব্যবসা ও কৌতুক তখন তারা আপনাকে দাঁড়ান | |
| অবস্থায় রেখে তারা সেদিকে ছুটে গেল | ১৩ |
| মহান আল্লাহ্র বাণীঃ তোমরা যা উপার্জন কর তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর | ১৪ |
| যে ব্যক্তি জীবিকায় বৃদ্ধি কামনা করে | ১৫ |
| নবী (সা.) কর্তৃক বাকীতে খরিদ করা | ১৫ |
| লোকের উপার্জন এবং নিজ হাতে কাজ করা | ১৬ |
| ক্রয়-বিক্রয়ে নম্রতা ও সদ্যবহার | ১৮ |
| সচ্ছল ব্যক্তিকে অবকাশ দেওয়া | ১৮ |
| অভাবগ্রস্তকে অবকাশ প্রদান করা | ১৯ |
| ক্রেতা-বিক্রেতা কর্তৃক কোন কিছু গোপন না করে পণ্যের পূর্ণ অবস্থা বর্ণনা | |
| করা এবং একে অন্যের কল্যাণ কামনা করা। | ২০ |
| মিশ্রিত খেজুর বিক্রি করা | ২০ |
| গোশত বিক্রেতা ও কসাই প্রসংগে | ২১ |
| মিথ্যা বলা ও দোষ গোপন করায় ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত নষ্ট হওয়া | ২১ |
| আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : হে মু'মিনগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সূদ খেয়ো না | ২২ |
| সূদ গ্রহণকারী, তার সাক্ষী ও লেখক | ২২ |
| সূদদাতা | ২৩ |
| আল্লাহ্ সূদকে নিষিদ্ধ করেন এবং দান বর্ধিত করেন | ২৪ |
| ক্রয়-বিক্রয়ে কসম খাওয়া নিষিদ্ধ | ২৪ |

| | |
|---|--------|
| বিষয় | পৃষ্ঠা |
| স্বর্ণকার প্রসংগে | ২৫ |
| তীরের ফলক প্রস্তুতকারী ও কর্মকার প্রসংগে | ২৬ |
| দরজী প্রসংগে | ২৬ |
| তাতী প্রসংগে | ২৭ |
| সূত্রধর প্রসংগে | ২৮ |
| ইমাম কর্তৃক নিজেই প্রয়োজনীয় বস্তু খরিদ করা | ২৯ |
| জন্তু ও গাধা খরিদ করা | ২৯ |
| জাহিলী যুগে যে সকল বাজার ছিল এরপর ইসলামী যুগে সেগুলোতে লোকদের বেচাকেনা করা | ৩১ |
| অতি পিপাসাকাতর অথবা চর্মরোগে আক্রান্ত উট ক্রয় করা | ৩২ |
| ফিত্নার সময় বা অন্য সময়ে অস্ত্র বিক্রয় করা | ৩২ |
| আতর বিক্রেতা ও মিস্ক বিক্রি করা | ৩৩ |
| শিংগা লাগানো প্রসংগে | ৩৩ |
| পুরুষ এবং মহিলার জন্য যা পরিধান করা নিষিদ্ধ তার ব্যবসা করা | ৩৪ |
| পণ্যের মালিক মূল্য বলার অধিক হকদার | ৩৫ |
| (ক্রেতা-বিক্রেতার) খিয়ার কতক্ষণ পর্যন্ত থাকবে | ৩৫ |
| খিয়ারের সময়-সীমা নির্ধারণ না করলে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে কি? | ৩৬ |
| ক্রেতা-বিক্রেতা বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের উভয়ের ইখতিয়ার থাকবে | ৩৭ |
| ক্রয়-বিক্রয় শেষে একে অপরকে ইখতিয়ার প্রদান করলে ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হয়ে যাবে | ৩৭ |
| বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকলে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে কি? | ৩৮ |
| পণ্য খরিদ করে উভয়ের বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে সে মুহূর্তেই দান করে দিল | ৩৯ |
| ক্রয়-বিক্রয়ে প্রতারণা করা দোষণীয় | ৪০ |
| বাজার সম্পর্কে যা উল্লেখ করা হয়েছে | ৪০ |
| বাজারে চীৎকার করা অপসন্দনীয় | ৪৩ |
| মেপে দেওয়ার দায়িত্ব বিক্রেতা ও দাতার উপর | ৪৪ |
| মেপে দেওয়া মুস্তাহাব | ৪৫ |
| নবী (সা.) -এর সা' ও মুদ এর বরকত | ৪৬ |
| খাদ্য বিক্রয় ও মজুতদারী সম্পর্কে যা উল্লেখ করা হয় | ৪৬ |
| অধিকারে আনার পূর্বে খাদ্য বিক্রি করা এবং যে পণ্য নিজের নিকট নেই তা বিক্রি করা | ৪৮ |
| অনুমানে পরিমাণ ঠিক করে খাদ্য দ্রব্য খরিদ | ৪৯ |
| যদি কোন ব্যক্তি দ্রব্য সামগ্রী বা জানোয়ার খরিদ করে হস্তগত করার পূর্বে তা | |
| বিক্রেতার নিকট রেখে দেয় | ৪৯ |
| কেউ যেন তার ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় না করে | ৫০ |
| নিলামের মাধ্যমে বিক্রি | ৫১ |
| প্রতারণামূলক দালালী এবং এরূপ ক্রয়-বিক্রয় না জাযিয় নয় বলে যিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন | ৫১ |
| প্রতারণামূলক বিক্রি এবং গর্ভস্থিত বাচ্চা গর্ভ থেকে খালাস হওয়ার পর তা গর্ভবতী হয়ে বাচ্চা | |
| প্রসব করা পর্যন্ত মেয়াদে বিক্রি | ৫২ |

| | |
|---|--------|
| বিষয় | পৃষ্ঠা |
| স্পর্শের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় | ৫২ |
| পারস্পরিক নিষ্ক্ষেপের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় করা | ৫৩ |
| বিক্রেতার প্রতি নিষেধ যে, উটনী, গাভী ও বকরী এবং প্রত্যেক দুগ্ধবতী জন্তুর দুধ সে যেন জমা করে না রাখে | ৫৩ |
| দুধ আটকিয়ে রাখা পশুর ক্রেতা ইচ্ছা করলে তা ফেরত দিতে পারে | ৫৫ |
| ব্যভিচারী গোলামের বিক্রয় | ৫৫ |
| মহিলার সাথে ক্রয়-বিক্রয় | ৫৬ |
| পারিশ্রমিক ছাড়া শহরবাসী কি গ্রামবাসীর পক্ষে বিক্রয় করতে পারে | ৫৭ |
| পারিশ্রমিকের বিনিময়ে গ্রামবাসীর পক্ষে শহরবাসীর বিক্রয় করা যারা নিষিদ্ধ মনে করেন | ৫৮ |
| দালালীর মাধ্যমে শহরবাসী যেন গ্রামবাসীর পক্ষে বিক্রয় না করে | ৫৮ |
| (শহরে প্রবেশের পূর্বে কমমূল্যে খরিদের আশায়) বণিক দলের সাথে সাক্ষাৎ করা নিষেধ | ৫৯ |
| (বণিক দলের সাথে) সাক্ষাতের সীমা | ৬০ |
| ক্রয়-বিক্রয়ে এমন শর্ত করা যা অবৈধ | ৬১ |
| খেজুরের বিনিময়ে খেজুর বিক্রি | ৬২ |
| কিসমিসের বিনিময়ে কিসমিস ও খাদ্য দ্রব্যের বিনিময়ে খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করা | ৬৩ |
| যবের বিনিময়ে যব বিক্রি করা | ৬৩ |
| স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রয় করা | ৬৪ |
| রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রয় | ৬৪ |
| দীনারের বিনিময়ে দীনার বাকীতে ক্রয়-বিক্রয় করা | ৬৫ |
| বাকীতে স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্যের ক্রয়-বিক্রয় | ৬৬ |
| নগদ-নগদ রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রয় | ৬৭ |
| মুযাবানা ক্রয়-বিক্রয় | ৬৭ |
| স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে গাছের মাথার ফল বিক্রি করা | ৬৮ |
| আরিয়্যা এর ব্যাখ্যা | ৭০ |
| ফলের উপযোগিতা প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে তা বিক্রয় করা | ৭১ |
| খেজুর উপযোগী হওয়ার পূর্বে তা বিক্রয় করা | ৭২ |
| ফলের উপযোগিতা প্রকাশ হওয়ার পূর্বে বিক্রি করার পরে যদি তাতে মড়ক দেখা দেয় তবে তা বিক্রেতার হবে | ৭৩ |
| নির্ধারিত মেয়াদে বাকীতে খাদ্য ক্রয় করা | ৭৪ |
| উৎকৃষ্ট খেজুরের বিনিময়ে খেজুর বিক্রি করতে চাইলে | ৭৪ |
| তাবীরকৃত খেজুর গাছ অথবা ফসলকৃত জমি বিক্রয় করলে বা ভাড়া নিয়ে | ৭৫ |
| মাপে খাদ্যের বদলে ফসল বিক্রি করা | ৭৫ |
| মূল খেজুর গাছ বিক্রি করা | ৭৬ |
| কাঁচা ফল ও শস্য বিক্রি করা | ৭৬ |
| খেজুরের মাথি বিক্রয় করা এবং খাওয়া | ৭৭ |
| ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা, মাপ ও ওয়ন ইত্যাদির ব্যাপারে বিভিন্ন শহরে প্রচলিত রিওয়াজ ও নিয়ম গ্রহণীয় | ৭৭ |

[বারো]

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|--|--------|
| এক শরীক অপর শরীক থেকে ক্রয় করা | ৭৯ |
| এজমালী সম্পত্তি, বাড়িঘর ও আসবাবপত্রের বিক্রয় | ৭৯ |
| বিনা অনুমতিতে অন্যের জন্য কিছু খরিদ করার পরে সে রাখী হলে | ৮০ |
| মুশরিক ও শত্রুপক্ষের সাথে বেচা-কেনা | ৮১ |
| শত্রুপক্ষ থেকে গোলাম খরিদ করা, হেবা করা এবং আশাদ করা | ৮২ |
| পাকা করার পূর্বে মৃত জন্তুর চামড়ার ব্যবহার | ৮৫ |
| শূকর হত্যা করা | ৮৫ |
| মৃত জন্তুর চর্বি গলানো বৈধ নয় এবং তার তেল বিক্রি করাও বৈধ নয় | ৮৬ |
| প্রাণী ব্যতীত অন্য বস্তুর ছবি বিক্রয় এবং এ সম্পর্কে যা নিষিদ্ধ | ৮৬ |
| শরাবেবের ব্যবসা হারাম | ৮৭ |
| আশাদ মানুষ বিক্রোতার পাপ | ৮৮ |
| গোলামের বিনিময়ে গোলাম এবং জানোয়ারের বিনিময়ে জানোয়ার বাকীতে বিক্রয় | ৮৯ |
| গোলাম বিক্রয় করা | ৮৯ |
| মুদাব্বার গোলাম বিক্রয় করা | ৯০ |
| ইস্‌তিবরা অর্থাৎ জরায়ু গর্ভমুক্ত কি-না তা জানার পূর্বে বান্দীকে নিয়ে সফর করা | ৯১ |
| মৃত জন্তু ও মূর্তি বিক্রয় | ৯২ |
| কুকুরের মূল্য | ৯৩ |

অধ্যায় ৪ সলম

| | |
|--|-----|
| নির্দিষ্ট পরিমাপে সলম করা | ৯৭ |
| নির্দিষ্ট ওযনে সলম করা | ৯৭ |
| যার কাছে মূল বস্তু নেই তার সঙ্গে সলম করা | ৯৯ |
| খেজুরে সলম করা | ১০০ |
| সলম ক্রয়-বিক্রয়ে যামিন নিযুক্ত করা | ১০১ |
| সলম ক্রয়-বিক্রয়ে বন্ধক রাখা | ১০১ |
| নির্দিষ্ট মেয়াদে সলম (পদ্ধতিতে) ক্রয়-বিক্রয় | ১০২ |
| উটনী বাচ্চা প্রসবের মেয়াদে সলম করা | ১০৩ |

অধ্যায় ৪ শূফ্‌আ

| | |
|---|-----|
| ভাগ-বাটোয়ারা হয়নি এমন যমীনে শূফ্‌আ এর অধিকার | ১০৭ |
| বিক্রয়ের পূর্বে শূফ্‌আ এর অধিকারীর নিকট (বিক্রয়ের) প্রস্তাব করা | ১০৭ |
| কোন প্রতিবেশী অধিকতর নিকটবর্তী | ১০৮ |

অধ্যায় ৪ ইজারা

| | |
|-----------------------------------|-----|
| সৎ ব্যক্তিকে শ্রমিক নিয়োগ করা | ১১১ |
| কয়েক কীরাতের বিনিময়ে বকরী চরানো | ১১২ |

| | |
|---|--------|
| বিষয় | পৃষ্ঠা |
| প্রয়োজনে অথবা কোন মুসলমান পাওয়া না গেলে মুশরিকদেরকে মজদুর নিয়োগ করা | ১১২ |
| নির্দিষ্ট মেয়াদে শ্রমিক নিয়োগ জাযিয় | ১১৩ |
| যুদ্ধে শ্রমিক নিয়োগ | ১১৩ |
| যদি কোন ব্যক্তি মজদুর নিয়োগ করে সময়সীমা উল্লেখ করল কিন্তু কাজের উল্লেখ করল না | ১১৪ |
| পতনোন্মুখ কোন দেয়াল খাঁড়া করে দেওয়ার জন্য মজদুর নিয়োগ করা বৈধ | ১১৫ |
| দুপুর পর্যন্ত সময়ের জন্য শ্রমিক নিয়োগ করা | ১১৫ |
| আসরের সালাত পর্যন্ত মজদুর নিয়োগ করা | ১১৬ |
| মজদুরকে পারিশ্রমিক প্রদান না করার গুনাহ | ১১৭ |
| আসর থেকে রাত পর্যন্ত মজদুর নিয়োগ করা | ১১৭ |
| কোন লোককে মজদুর নিয়োগ করার পর সে মজুরী না নিলে | ১১৮ |
| নিজেকে পিঠে বোঝা বহনের কাজে নিয়োজিত করে প্রাপ্ত মজুরী থেকে সাদকা করা এবং | |
| বোঝা বহনকারীর মজুরী | ১২০ |
| দালালীর মজুরী | ১২১ |
| কোন (মুসলিম) ব্যক্তি নিজেকে দারুল হারবের কোন মুশরিকের মজদুরী বানাতে পারবে কি? | ১২১ |
| আরব কবীলায় সূরা ফাতিহা পড়ে ঝাড়-ফুক করার বিনিময়ে কিছু দেওয়া হলে | ১২২ |
| গোলামের উপর মাসুল নির্ধারণ দাসীর মাসুলের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা | ১২৪ |
| শিংগা প্রয়োগকারীর উপার্জন | ১২৪ |
| গোলামের মালিকের নিকট মাসুল কমিয়ে দেয়ার সুপারিশ | ১২৫ |
| পতিতা ও দাসীর উপার্জন | ১২৫ |
| পশুকে পাল দেওয়া | ১২৬ |
| যদি কেউ জমি ইজারা নেয় এবং তাদের দু'জনের কেউ মারা যায় | ১২৬ |

অধ্যায় : হাওয়ালা

| | |
|--|-----|
| হাওয়ালা করা, হাওয়ালা করার পর পুনরায় হাওয়ালাকারীর নিকট দাবী করা যায় কি? | ১৩১ |
| যখন (ঋণ) কোন ধনী ব্যক্তির হাওয়ালা করা হয়, তখন (তা মেনে নেওয়ার পর) তার পক্ষে | |
| প্রত্যাখ্যান করার ইখতিয়ার নেই | ১৩২ |
| মৃত ব্যক্তির ঋণ কোন জীবিত ব্যক্তির হাওয়ালা করা হলে তা জাযিয় | ১৩২ |

অধ্যায় : যামিন হওয়া

| | |
|---|-----|
| ঋণ ও দেনার ব্যাপারে দেহ এবং অন্য কিছুর যামিন হওয়া | ১৩৮ |
| আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ যাদের সঙ্গে তোমরা অংগীকারাবদ্ধ তাদের অংশ দিয়ে দিবে | ১৩৯ |
| যদি কোন ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির ঋণের যামানত গ্রহণ করে তবে তার এ দায়িত্ব প্রত্যাহারে | |
| ইখতিয়া নেই | ১৪০ |
| নবী (সা.)-এর যুগে আবু বকর সিদ্দীক (রা.) কর্তৃক (মুশরিকদের) নিরাপত্তা দান ও | |
| তার চুক্তি সম্পাদন | ১৪২ |

অধ্যায় : ওয়াকালাত

| | |
|--|-----|
| বণ্টন ইত্যাদির ক্ষেত্রে এক শরীক অন্য শরীকের ওয়াকীল হওয়া | ১৪৯ |
| দরুল হারব বা দারুল ইসলামে কোন মুসলিম কর্তৃক দারুল হারবে বসবাসকারী | |
| অমুসলিমকে ওয়াকীল বানানো বৈধ | ১৫০ |
| সোনা-রূপার ক্রয়-বিক্রয়ে ও ওয়ানে বিক্রয়যোগ্য বস্তু সমূহের ওয়াকীল নিয়োগ | ১৫১ |
| যখন রাখাল অথবা ওয়াকীল দেখে যে, কোন বকরী মারা যাচ্ছে অথবা কোন জিনিস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তখন সে তা যবেহ করে দিবে এবং যে জিনিসটা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়, সে জিনিসটাকে ঠিক করে দেব। | ১৫২ |
| উপস্থিত ও অনুপস্থিত ব্যক্তিকে ওয়াকীল নিয়োগ করা জাযিয় | ১৫২ |
| ঋণ পরিশোধ করার জন্য ওয়াকীল নিয়োগ | ১৫৩ |
| কোন ওয়াকীলকে অথবা কোন সম্প্রদায়ের সুপারিশকারীকে কোন বস্তু হিবা করা জাযিয় | ১৫৩ |
| যদি কোন ব্যক্তি কোন লোককে কিছু প্রদানের জন্য ওয়াকীল নিয়োগ করে | ১৫৫ |
| মহিলা কর্তৃক বিয়ের ব্যাপারে ইমামকে ওয়াকীল নিয়োগ করা | ১৫৬ |
| যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে ওয়াকীল নিয়োগ করে, আর সে ওয়াকীল কোন কিছু ছেড়ে দেয়, মুয়াক্কিল (ওয়াকীল নিয়োগকারী) যদি তা অনুমোদন করে, তাহলে তা জাযিয় | ১৫৭ |
| যদি ওয়াকীল কোন দ্রব্য এভাবে বিক্রি করে যে, তা বিক্রি শরীআতের দৃষ্টিতে ফাসিদ, তবে তার বিক্রি গ্রহণযোগ্য নয় | ১৫৯ |
| ওয়াক্ফকৃত সম্পদে ওয়াকীল নিয়োগ ও তার ব্যয় ভার বহন এবং তার বন্ধু- বান্ধবকে | |
| খাওয়ানো; আর নিজেও শরীআত সম্মতভাবে খাওয়া | ১৬০ |
| (শরীআত নির্ধারিত) দণ্ড প্রয়োগের জন্য ওয়াকীল নিয়োগ | ১৬০ |
| কুরবানীর উট ও তার দেখাশোনার জন্য ওয়াকীল নিয়োগ | ১৬১ |
| যখন কোন লোক তার ওয়াকীলকে বলল, এ মাল আপনি যেখানে ভাল মনে করেন খরচ করুন এবং ওয়াকীল বলল, আপনি যা বলেছেন, তা আমি শুনেছি | ১৬১ |
| কোষাগার ইত্যাদিতে বিশ্বস্ত ওয়াকীল নিয়োগ করা | ১৬২ |

অধ্যায় : বর্গাচাষ

| | |
|--|-----|
| আহারের জন্য ফসল ফলানো এবং ফলবান বৃক্ষ রোপণের ফযীলত | ১৬৫ |
| কৃষি যন্ত্রপাতি নিয়ে ব্যস্ত থাকার পরিণতি সম্পর্কে সতর্কীকরণ ও নির্দেশিত সীমা | |
| অতিক্রম করা প্রসঙ্গে | ১৬৫ |
| খেত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কুকুর পোষা | ১৬৬ |
| হাল-চাষের কাজে গরু ব্যবহার করা | ১৬৭ |
| যখন কোন ব্যক্তি বলে যে, তুমি খেজুর ইত্যাদির বাগানে কাজ কর, আর তুমি উৎপাদিত ফলে আমার অংশীদার হও | ১৬৭ |
| খেজুর গাছ ও অন্যান্য গাছ কেটে ফেলা | ১৬৮ |
| অর্ধেক বা এর কাছাকাছি পরিমাণ ফসলের শর্তে ভাগে চাষাবাদ করা | ১৬৯ |
| বর্গাচাষে যদি বছর নির্দিষ্ট না করে | ১৭০ |

| | |
|---|--------|
| বিষয় | পৃষ্ঠা |
| ইয়াহুদীদেরকে জমি বর্ণা দেওয়া | ১৭১ |
| বর্ণাচাষে যে সব শর্ত করা অপসন্দীয় | ১৭১ |
| যদি কেউ অন্যদের মাল দিয়ে তাদের অনুমতি ছাড়া কৃষি কাজ করে এবং তাতে তাদের কল্যাণ নিহিত থাকে | ১৭২ |
| নবী করীম (সা.) সাহাবীগণের ওয়াক্ফ ও খাজনার জমি এবং তাদের বর্ণাচাষ ও চুক্তি ব্যবস্থা | ১৭৪ |
| অনবাদী জমি আবাদ করা | ১৭৪ |
| যদি জমির মালিক বলে যে, আমি তোমাকে তত দিন থাকতে দিব যতদিন আল্লাহ তোমাকে রাখেন এবং কোন নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ করল না | ১৭৬ |
| নবী (সা.)-এর সাহাবীগণ (রা.) কৃষিকাজ ও ফল-ফসল উৎপাদনে একে অপরকে সহযোগিতা করতেন | ১৭৭ |
| সোনা-রূপার বিনিময়ে জমি ইজারা দেওয়া | ১৭৯ |
| বৃক্ষ রোপণ প্রসঙ্গে | ১৮০ |

অধ্যায় : পানি সিধ্বন

| | |
|--|-----|
| পানি বণ্টনের হুকুম। মহান আল্লাহর বাণীঃ আর আমি প্রাণবান সবকিছু সৃষ্টি করলাম পানি থেকে, তবুও কি তারা ঈমান আনবে না? | ১৮৫ |
| যিনি বলেন, পানির মালিক পানি ব্যবহারের বেশী হকদার, তার জমি পরিসিদ্ধিত না হওয়া পর্যন্ত | ১৮৬ |
| কেউ যদি নিজের জায়গায় কূপ খনন করে (এবং তাতে যদি কেউ পড়ে মারা যায়) | |
| তা হলে মালিক তার জন্য দায়ী নয় | ১৮৭ |
| কূপ নিয়ে বিবাদ এবং এ ব্যাপারে ফায়সালা | ১৮৭ |
| যে ব্যক্তি মুসাফিরকে পানি দিতে অস্বীকার করে, তার পাপ | ১৮৮ |
| নদী-নালায় বাঁধ দেওয়া | ১৮৯ |
| নীচু জমির আগে উঁচু জমিতে সিধ্বন | ১৯০ |
| উঁচু জমির মালিক পায়ের টাখনু পর্যন্ত পানি ভরে নিবে | ১৯০ |
| পানি পান করানোর ফযীলত | ১৯১ |
| যাদের মতে হাউজ ও মশকের মালিক সে পানির অধিক হকদার | ১৯২ |
| সংরক্ষিত চারণভূমি রাখা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছাড়া আর কারো অধিকার নেই | ১৯৪ |
| নহর থেকে মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তুর পানি পান করা | ১৯৫ |
| শুকনো লাকড়ী ও ঘাস বিক্রি করা | ১৯৬ |
| জায়গীর | ১৯৮ |
| জায়গীর লিখে দেওয়া | ১৯৮ |
| পানির কাছে উটের দুধ দোহন করা | ১৯৮ |
| খেজুরের বা অন্য কিছুর বাগানে কোন লোকের চলার পথ কিংবা পানির কূপ থাকা | ১৯৯ |

অধ্যায় : ঋণ গ্রহণ, ঋণ পরিশোধ, নিষেধাজ্ঞা আরোপ ও দেউলিয়া ঘোষণা

| | |
|---|-----|
| যে ধারে খরিদ করে অথচ তার কাছে তার মূল্য নেই কিংবা তার সঙ্গে নেই | ২০৩ |
|---|-----|

| | |
|--|--------|
| বিষয় | পৃষ্ঠা |
| যে ব্যক্তি মানুষের সম্পদ গ্রহণ করে পরিশোধ করার উদ্দেশ্যে অথবা বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে ঋণ পরিশোধ করা | ২০৪ |
| উট ধার দেওয়া | ২০৪ |
| সুন্দরভাবে (প্রাপ্য) তাগাদা করা | ২০৬ |
| কম বয়সের উটের বদলে বেশী বয়সের উট দেওয়া যায় কি? | ২০৬ |
| উত্তমরূপে ঋণ পরিশোধ করা | ২০৭ |
| ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি পাওনাদারের প্রাপ্য থেকে কম পরিশোধ করে অথবা পাওনাদার তার প্রাপ্য মাফ করে দেয় তবে তা বৈধ | ২০৮ |
| ঋণদাতার সংগে কথা বলা এবং ঋণ খেজুর অথবা অন্য কিছু বিনিময়ে অনুমান করে আদায় করা জাযিয় | ২০৮ |
| ঋণ থেকে পানাহ চাওয়া | ২০৯ |
| ঋণগ্রস্ত মৃত ব্যক্তির উপর সালাতে জানাযা | ২১০ |
| ধনী ব্যক্তির (ঋণ আদায়ে) টালবাহানা করা যুল্ম | ২১১ |
| হকদারের বলার অধিকার রয়েছে | ২১১ |
| ক্রয়-বিক্রয়, ঋণ ও আমানত এর ব্যাপারে কেউ যদি তার মাল নিঃস্বলের নিকট পায়, তবে সে-ই অধিক হকদার | ২১২ |
| যে ব্যক্তি পাওনাদারকে আগামীকাল বা দু'তিন দিনের সময় পিছিয়ে দেয় আর একে টালবাহানা মনে করে না | ২১৩ |
| গরীব বা অভাবী ব্যক্তির মাল বিক্রি করে তা পাওনাদারদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া অথবা তার নিজের খরচের জন্য দিয়ে দেওয়া | ২১৩ |
| নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণ দেওয়া কিংবা ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে সময় নির্ধারণ করা | ২১৪ |
| ঋণ থেকে কমিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে সুপারিশ | ২১৪ |
| ধন সম্পত্তির বিনষ্ট করা নিষিদ্ধ | ২১৫ |
| গোলাম তার মালিকের সম্পদের রক্ষক। সে তার মালিকের অনুমতি ছাড়া তা ব্যয় করবে না | ২১৬ |

অধ্যায় ৪ কলহ-বিবাদ

| | |
|--|-----|
| ঋণগ্রস্তকে স্থানান্তরিত করা এবং মুসলিম ও ইয়াহুদীর মধ্যে কলহ-বিবাদ | ২২১ |
| যিনি বোকা ও নির্বোধ ব্যক্তির লেন-দেন করা প্রত্যাখ্যান করেছেন | ২২৪ |
| বিবাদমানদের পরস্পরে কথাবার্তা | ২২৪ |
| গুনাহ ও বিবাদে লিপ্ত লোকদের অবস্থা জানার পর ঘর থেকে বের করে দেওয়া | ২২৬ |
| মৃত ব্যক্তির ওসী হওয়ার দাবী | ২২৭ |
| কারো দ্বারা অনিষ্ট হওয়ার আশংকা থাকলে তাকে বন্দী করা | ২২৮ |
| হারাম শরীফে (কাউকে) বেঁধে রাখা এবং বন্দী করা | ২২৮ |
| (ঋণদাতা ঋণী ব্যক্তির) পিছনে লেগে থাকা | ২২৯ |
| ঋণের তাগাদা করা | ২২৯ |

বিষয়

পৃষ্ঠা

অধ্যায় : পড়েথাকা বস্তু উঠান

| | |
|--|-----|
| পড়েথাকা বস্তুর মালিক আলামতের বিবরণ দিলে মালিককে ফিরিয়ে দিবে | ২৩৩ |
| হারিয়ে যাওয়া উট | ২৩৪ |
| হারিয়ে যাওয়া বকরী | ২৩৪ |
| এক বছরের পরেও যদি পড়েথাকা বস্তুর মালিক পাওয়া না যায় তাহলে সেটা যে পেয়েছে তারই হবে | ২৩৫ |
| সমুদ্রে কাঠ বা চাবুক বা এ জাতীয় কোনকিছু পাওয়া গেলে | ২৩৬ |
| পথে খেজুর পাওয়া গেলে | ২৩৬ |
| মক্কাবাসীদের পড়েথাকা জিনিসের কিভাবে ঘোষণা দেওয়া হবে | ২৩৭ |
| অনুমতি ব্যতীত কারো পশু দোহন করা যাবে না | ২৩৮ |
| পড়েথাকা জিনিসের মালিক এক বছর পরে আসলে তার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দিবে কারণ সেটা তার কাছে আমনত স্বরূপ | ২৩৯ |
| পড়েথাকা বস্তু যাতে নষ্ট না হয় এবং কোন অনুপযুক্ত ব্যক্তি যাতে তুলে না নেয় সে জন্য তা তুলে নিবে কি? | ২৪০ |
| যে ব্যক্তি পড়েথাকা জিনিসের ঘোষণা দিয়েছে, কিন্তু তা সরকারের কাছে জমা দেয়নি | ২৪১ |

অধ্যায় : যুল্ম ও কিসাস

| | |
|---|-----|
| যুল্ম ও ছিনতাই | ২৪৫ |
| অপরাধের দণ্ড | ২৪৬ |
| আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ সাবধান! যালিমদের উপর আল্লাহর লা'নত | ২৪৬ |
| মুসলমান মুসলমানের প্রতি যুল্ম করবে না এবং তাকে অপমানিতও করবে না | ২৪৭ |
| তোমার ভাইকে সাহায্য কর, সে যালিম হোক বা মাযলুম | ২৪৭ |
| মাযলুমকে সাহায্য করা | ২৪৮ |
| যালিম থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ | ২৪৯ |
| মাযলুমকে মাফ করে দেওয়া | ২৪৯ |
| যুল্ম কিয়ামতের দিন অনেক অন্ধকারের রূপ ধারণ করবে | ২৫০ |
| মাযলুমের ফরিয়াদকে ভয় করা এবং তা থেকে বেঁচে থাকা | ২৫০ |
| মাযলুম যালিমকে মাফ করে দিল, এমতাবস্থায় সে যালিমের যুল্মের কথা প্রকাশ করতে পারবে কি? | ২৫১ |
| যদি কেউ কারো যুল্ম মাফ করে দেয় তবে সে যুল্মের জন্য পুনরায় তাকে দায়ী করা চলবে না | ২৫১ |
| যদি কোন ব্যক্তি কাউকে কোন বিষয়ে অনুমতি প্রদান করে তাকে মাফ করে, কিন্তু কি পরিমাণ মাফ করল তা ব্যক্ত করেনি | ২৫২ |
| যে ব্যক্তি কারো জমির কিছু অংশ যুল্ম করে নিয়ে নেয় তার গুনাহ | ২৫২ |
| যদি কোন ব্যক্তি কাউকে কোন বিষয়ে অনুমতি প্রদান করে তবে তা জায়য | ২৫৩ |
| মহান আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ প্রকৃতপক্ষে সে কিন্তু অতি ঝগড়াটে | ২৫৪ |
| যে ব্যক্তি জেনে শুনে না হক বিষয়ে ঝগড়া করে, তার অপরাধ | ২৫৫ |

| | |
|---|--------|
| বিষয় | পৃষ্ঠা |
| ঝগড়া করার সময় অশ্লীল ভাষা ব্যবহার | ২৫৫ |
| যালিমের মাল যদি মায়লুমের হস্তগত হয় তবে তা থেকে সে নিজের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারে | ২৫৬ |
| ছায়া ছাউনী প্রসঙ্গে | ২৫৭ |
| কোন প্রতিবেশী যেন তার প্রতিবেশীকে তার দেয়ালে খুঁটি পুঁততে বাধা না দেয় | ২৫৭ |
| রাস্তায় মদ ঢেলে দেওয়া | ২৫৮ |
| ঘরের আগুনা ও তাতে বসা এবং রাস্তার উপর বসা | ২৫৯ |
| রাস্তায় কূপ খনন করা, যদি তাতে কারো কষ্ট না হয় | ২৫৯ |
| কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা | ২৬০ |
| ছাদ ইত্যাদির উপর উঁচু বা নীচু চিলেকোঠা বা কক্ষ নির্মাণ করা | ২৬০ |
| যে তার উট মসজিদের আগুিনায় কিংবা মসজিদের দরজায় বেঁধে রাখে | ২৬৬ |
| লোকজনের ময়লা আবর্জনা ফেলার স্থানে দাঁড়ানো ও পেশাব করা | ২৬৬ |
| যে ব্যক্তি ডালপালা এবং মানুষকে কষ্ট দেয় এমন বস্তু রাস্তা থেকে তুলে তা অন্যত্র ফেলে দেয় | ২৬৭ |
| লোকজনের চলাচলের প্রশস্ত রাস্তায় মালিকরা কোন কিছু নির্মাণ করতে চাইলে এবং এতে মতানৈক্য করলে রাস্তার জন্য সাত হাত জায়গা ছেড়ে দিবে | ২৬৭ |
| মালিকের অনুমতি ছাড়া ছিনিয়ে নেওয়া | ২৬৮ |
| ফ্রুশ ভেঙ্গে ফেলা ও শূকর হত্যা করা | ২৬৮ |
| যে মটকায় মদ রয়েছে, তা কি ভেঙ্গে ফেলা হবে, অথবা মশকে ছিদ্র করা হবে কি? | |
| যদি কেউ নিজের লাঠি দিয়ে মূর্তি কিংবা ফ্রুশ বা তানুরা অথবা কোন অপ্রয়োজনীয় বস্তু ভেঙ্গে ফেলে | ২৬৯ |
| মাল রক্ষা করতে গিয়ে যে ব্যক্তি নিহত হয় | ২৭০ |
| যদি কেউ অন্য কারুর পিয়লা বা কোন জিনিষ ভেঙ্গে ফেলে | ২৭১ |
| যদি কেউ (কারো) দেয়াল ভেঙ্গে ফেলে তা হলে সে অনুরূপ দেয়াল তৈরী করে দিবে | ২৭১ |

অধ্যায় : অংশীদারিত্ব

| | |
|---|-----|
| আহার্য, পাথের এবং দ্রব্য সামগ্রীতে শরীক হওয়া | ২৭৫ |
| যেখানে দু'জন অংশীদার থাকে যাকাতের ক্ষেত্রে তারা উভয়ে তারা নিজ নিজ অংশ হিসাবে | |
| নিজেদের মধ্যে আদান-প্রদান করে নিবে | ২৭৮ |
| বকরী বন্টন | ২৭৮ |
| এক সংগে খেতে বসলে সাথীদের অনুমতি ব্যতীত এক সঙ্গে দুটো খেজুর খাওয়া | ২৭৯ |
| কয়েক শরীকের ইজমালী বস্তুর ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ | ২৮০ |
| কুর'আর মাধ্যমে বন্টন ও অংশ নির্ধারণ করা যাবে কি? | ২৮১ |
| ইয়াতীম ও ওয়ারিসদের অংশীদারিত্ব | ২৮১ |
| জমি ইত্যাদিতে অংশীদারিত্ব | ২৮৩ |
| শরীকগণ বাড়ীঘর অন্যান্য সম্পত্তি বন্টন করে নেওয়ার পর তাদের তা প্রত্যাহারের বা শুক'আর | |
| অধিকার থাকে না | ২৮৩ |

| | |
|--|--------|
| বিষয় | পৃষ্ঠা |
| সোনা ও রূপা ও বিনিময়যোগ্য মুদ্রার অংশীদার হওয়া | ২৮৪ |
| কৃষিকাজে যিহ্মী ও মুশরিকদের অংশীদার করা | ২৮৪ |
| ছাগল বণ্টন করা ও তাতে ইনসাফ করা | ২৮৫ |
| খাদ্য-দ্রব্য ইত্যাদিতে অংশীদারিত্ব | ২৮৫ |
| গোলাম বাঁদীতে অংশীদারিত্ব | ২৮৬ |
| কুরবানীর পশু ও উটে শরীক হওয়া এবং হাদী রওয়ানা করার পর কেউ কাউকে শরীক করলে তার বিধান | ২৮৭ |
| যে ব্যক্তি বণ্টনকালে দশটি বকরীকে একটা উটের সমান মনে করে | ২৮৮ |

অধ্যায় : বন্ধক

| | |
|--|-----|
| আবাসে থাকা অবস্থায় বন্ধক রাখা | ২৯৩ |
| নিজ বর্ম বন্ধক রাখা | ২৯৩ |
| অস্ত্র বন্ধক রাখা | ২৯৪ |
| বন্ধকী রাখা প্রাণীর উপর আরোহণ করা যায় এবং দুধ দোহন করা যায় | ২৯৫ |
| ইয়াহুদী ও অন্যান্য (অমুসলিমের) কাছে বন্ধক রাখা | ২৯৫ |
| বন্ধকদাতা ও বন্ধক গ্রহীতার মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে বা অনুরূপ বা কোন কিছু হলে | |
| বাদীর দায়িত্ব সাক্ষী পেশ করা আর বিবাদীর দায়িত্ব কসম করা | ২৯৬ |

অধ্যায় : গোলাম আযাদ করা

| | |
|--|-----|
| গোলাম আযাদ করা ও তার ফযীলত | ৩০১ |
| কোন ধরনের গোলাম আযাদ করা উত্তম ? | ৩০১ |
| সূর্যগ্রহণ ও (আল্লাহ কুদরতের) বিভিন্ন নিদর্শন প্রকাশকালে গোলাম আযাদ করা মুস্তাহাব | ৩০২ |
| দু' ব্যক্তির মালিকানাধীন গোলাম বা কয়েকজন অংশীদারের বাঁদী আযাদ করা | ৩০৩ |
| কেউ গোলামের নিজের অংশ আযাদ করে দিলে এবং তার প্রয়োজনীয় অর্থ না থাকলে চুক্তিবদ্ধ গোলামের মত তাকে অতিরিক্ত কষ্ট না দিয়ে উপার্জন করতে বলা হবে | ৩০৫ |
| ভুলবশত কিংবা অনিচ্ছায় গোলাম আযাদ করা ও ক্রীকে তালাক দেওয়া ইত্যাদি | ৩০৬ |
| আযাদ করার নিয়তে কোন ব্যক্তি নিজের গোলাম সম্পর্কে “সে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট বলা” | |
| এবং আযাদ করার ক্ষেত্রে সাক্ষী রাখা | ৩০৬ |
| উম্মু ওয়ালাদ প্রসংগ | ৩০৮ |
| মুদাব্বার বিক্রি করা | ৩০৯ |
| গোলামের অভিভাবকত্ব বিক্রি বা দান করা | ৩০৯ |
| কারো মুশরিক ভাই বা চাচা বন্দী হলে কি তাদের পক্ষে থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে? | ৩১০ |
| মুশরিক কর্তৃক গোলাম আযাদ করা | ৩১১ |
| কোন ব্যক্তি আরবী গোলাম-বাঁদীর মালিক হয়ে তা দান করলে বা বিক্রি করলে বাঁদীর সাথে | |
| সহবাস করলে বা মুক্তিপণ হিসাবে দিলে এবং সন্তানদের বন্দী করলে (তার হুকুম কি হবে?) | ৩১১ |
| আপন বাঁদীকে জ্ঞান ও শিষ্টাচার শিখানোর ফযীলত | ৩১৪ |

বিষয়

পৃষ্ঠা

| | |
|---|-----|
| নবী (সা.)-এর ইরশাদ : তোমাদের গোলামেরা তোমাদেরই ভাই। কাজেই তোমরা যা খাবে তা থেকে তাদেরও খাওয়াবে | ৩১৫ |
| গোলাম যদি উত্তমরূপে তার প্রতিপালকের ইবাদত করে আর তার মালিকের হিতাকাঙ্ক্ষী হয় | ৩১৬ |
| গোলামের উপর নির্যাতন করা এবং আমার গোলাম ও আমার বান্দী এরূপ বলা অপসন্দনীয় | ৩১৭ |
| খাদিম যখন খাবার পরিবেশন করে | ৩১৯ |
| গোলাম আপন মনিবের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারী | ৩২০ |
| গোলামের মুখমণ্ডলে আঘাত করবে না | ৩২০ |

অধ্যায় : মুকাতাব

| | |
|---|-----|
| মুকাতাব ও দেয় অর্থের কিস্তি প্রসঙ্গে। প্রতি বছরে এক কিস্তি করে আদায় করা | ৩২৬ |
| মুকাতাবের উপর যে সব শর্ত আরোপ করা জায়িয় এবং আল্লাহর কিতাবে নেই এমন শর্ত আরোপ করা | ৩২৭ |
| মানুষের কাছে মুকাতাবের সাহায্য চাওয়া ও যাচনা করা | ৩২৮ |
| মুকাতাবের সম্মতি সাপেক্ষে তাকে বিক্রি করা | ৩২৯ |
| মুকাতাব যদি (কাউকে) বলে আমাকে ক্রয় করে আযাদ করে দিন। আর সে যদি সে উদ্দেশ্যে তাকে ক্রয় করে | ৩৩০ |

অধ্যায় : হিবা ও তার ফযীলত এবং এর প্রতি উৎসাহ প্রদান

| | |
|--|-----|
| সামান্য পরিমাণ হিবা করা | ৩৩৬ |
| কেউ যদি তার সাথীদের কাছে কোন কিছু চায় | ৩৩৬ |
| পানি চাওয়া | ৩৩৮ |
| শিকারের গোশ্ত হাদিয়া স্বরূপ গ্রহণ করা | ৩৩৮ |
| হাদিয়া গ্রহণ করা | ৩৩৯ |
| সংগীকে হাদিয়া দিতে গিয়ে তার কোন স্ত্রীর জন্য নির্ধারিত দিনের অপেক্ষা করা | ৩৪২ |
| যে সব হাদিয়া ফিরিয়ে দিতে নেই | ৩৪৪ |
| যে বস্তু কাছে নেই তা হিবা করা যিনি জায়িয় মনে করেন | ৩৪৫ |
| হিবার প্রতিদান দেওয়া | ৩৪৫ |
| সন্তানকে কোন কিছু দান করা | ৩৪৬ |
| হিবার ক্ষেত্রে সাক্ষী রাখা | ৩৪৭ |
| স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে এবং স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে দান করা | ৩৪৮ |
| মহিলার জন্য স্বামী থাকা অবস্থায় স্বামী ছাড়া অন্য কাউকে দান করা বা | |
| গোলাম আযাদ করা; যদি সে নির্বোধ না হয় তবে জায়িয় | ৩৪৯ |
| হাদিয়া দানের ক্ষেত্রে কাকে প্রথমে দিবে | ৩৫১ |
| কোন কারণে হাদিয়া গ্রহণ না করা | ৩৫১ |
| হাদিয়া পাঠিয়ে কিংবা পাঠানোর ওয়াদা করে তা পৌছানোর আগেই মারা গেলে | ৩৫২ |
| গোলাম বা অন্যান্য সামগ্রী কিভাবে অধিকারে আনা যায় | ৩৫৩ |

| | |
|---|--------|
| বিষয় | পৃষ্ঠা |
| হাদিয়া পাঠালে অপরজন গ্রহণ করলাম (একথা) না বলেই যদি তা নিজ অধিকারে নিয়ে নেয় | ৩৫৪ |
| এক ব্যক্তির কাছে প্রাপ্য ঋণ অন্যকে দান করে দেওয়া | ৩৫৫ |
| একজন কর্তৃক একদলকে দান করা | ৩৫৬ |
| দখলকৃত বা দখল করা হয়নি এবং বণ্টনকৃত বা বণ্টন করা হয়নি এমন সম্পদ দান করা | ৩৫৭ |
| একদল অপর দলকে অথবা এক ব্যক্তি একদলকে দান করলে তা জাযিয় | ৩৫৮ |
| সংগীদের মাঝে কাউকে হাদিয়া করা হলে সেই এর হকদার | ৩৬০ |
| উটের পিঠে আরোহী কোন ব্যক্তিকে সে উটটি দান করা জাযিয় | ৩৬১ |
| এমন কিছু হাদিয়া করা যা পরিধান করা অপসন্দনীয় | ৩৬১ |
| মুশরিকদের হাদিয়া গ্রহণ করা | ৩৬২ |
| মুশরিকদেরকে হাদিয়া দেওয়া | ৩৬৪ |
| দান বা সাদকা করার পর তা ফিরিয়ে নেওয়া কারো জন্যই বৈধ নয় | ৩৬৫ |
| উমরা ও রুক্বা সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে | ৩৬৭ |
| কারো কাছ থেকে ঘোড়া, চতুষ্পদ জন্তু বা অন্য কোন কিছু ধার নেওয়া | ৩৬৭ |
| বাসর সজ্জার সময় নব দম্পতির জন্য কোন কিছু ধার করা | ৩৬৮ |
| মানীহা অর্থাৎ দুধ পানের জন্য উট বা বকরী দেওয়ার ফযীলত | ৩৬৯ |
| প্রচলিত অর্থে কেউ যদি কাউকে বলে এই বাঁদীটি তোমার সেবার জন্য | |
| দান করছি, তা হলে তা জাযিয় | ৩৭২ |
| কেউ কাউকে আরোহণের জন্য ঘোড়া দান করলে তা উমরা ও সাদকা বলেই গণ্য হবে | ৩৭২ |

অধ্যায় : শাহাদাত

| | |
|--|-----|
| বাঁদীকেই প্রমাণ পেশ করতে হবে | ৩৭৫ |
| কেউ যদি কারো সততা প্রমাণের উদ্দেশ্যে বলে একে তো ভালো বলেই জানি অথবা | |
| বলে যে, এর সম্পর্কে তো ভালো ছাড়া কিছু জানি না | ৩৭৫ |
| অন্তরালে অবস্থানকারী ব্যক্তির সাক্ষ্যদান | ৩৭৬ |
| এক বা একাধিক ব্যক্তি কোন বিষয়ে সাক্ষ্য দিলে আর অন্যরা বলে যে, আমরা এ | |
| বিষয়ে জানি না সেক্ষেত্রে সাক্ষ্যদাতার বক্তব্য মুতাবিক ফায়সালা করা হবে | ৩৭৮ |
| ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী প্রসংগে | ৩৭৯ |
| কারো সততা প্রমাণের ক্ষেত্রে ক'জনের সাক্ষ্য প্রয়োজন | ৩৮০ |
| বংশধারা, সর্ব অবহিত দুধপান ও পূর্বের মৃত্যু সম্পর্কে সাক্ষ্য দান | ৩৮১ |
| ব্যভিচারের অপবাদদাতা, চোর ও ব্যভিচারীর সাক্ষ্য | ৩৮৩ |
| অন্যায়ের পক্ষে সাক্ষী করা হলেও সাক্ষ্য দিবে না | ৩৮৫ |
| মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া প্রসংগে | ৩৮৬ |
| অন্ধের সাক্ষ্যদান, কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দান, নিজে বিয়ে করা, কাউকে বিয়ে দেওয়া, | |
| ক্রয়-বিক্রয় করা, আযান দেওয়া ইত্যাদি | ৩৮৮ |
| মহিলাদের সাক্ষ্যদান | ৩৯০ |
| গোলাম ও বাঁদীর সাক্ষ্য | ৩৯০ |

| | |
|--|--------|
| বিষয় | পৃষ্ঠা |
| দুগ্ধদায়িনীর সাক্ষ্য | ৩৯১ |
| এক মহিলা অপর মহিলার সততা সম্পর্কে সাক্ষ্যদান | ৩৯১ |
| কারো নির্দোষ প্রমাণের জন্য একজনের সাক্ষীই যথেষ্ট | ৪০০ |
| প্রশংসার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন অপসন্দনীয়। যা জানে সে যেন তাই বলে | ৪০০ |
| বাচ্চাদের প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া এবং তাদের সাক্ষ্যদান | ৪০১ |
| শপথ করানোর পূর্বে বিচারক কর্তৃক বাদীকে জিজ্ঞাসা করা যে, তোমার কি কোন প্রমাণ আছে? | ৪০২ |
| অর্থ-সম্পদ ও হদ্দ (শরীআত নির্ধারিত দণ্ডসমূহ)-এর বেলায় বিবাদীর কসম করা | ৪০৩ |
| কেউ কোন দাবী করলে কিংবা (কারো প্রতি) কোন মিথ্যা আরোপ করলে তাকেই | |
| প্রমাণ করতে হবে এবং প্রমাণ সন্ধানের জন্য বের হতে হবে | ৪০৫ |
| আসরের পর কসম করা | ৪০৫ |
| যে স্থানে বিবাদীর উপর হলফ ওয়াজিব হয়েছে, সেখানেই তাকে হলফ করানো হবে। একস্থান | |
| থেকে অন্যস্থানে নেওয়া হবে না। | ৪০৬ |
| কতিপয় লোকজন কে কার আগে হলফ করবে তা নিয়ে প্রতিযোগিতা করা | ৪০৬ |
| আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ যারা আল্লাহ্র সাথে কৃত ওয়াদা এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে | |
| বিক্রয় করে | ৪০৭ |
| কিভাবে হলফ নেওয়া হবে? মহান আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ তারপর তারা | |
| আপনার কাছে এসে আল্লাহ্র নামে শপথ করে বলবে | ৪০৮ |
| (বিবাদী) হলফ করার পর বাদী সাক্ষী উপস্থিত করলে | ৪১০ |
| ওয়াদা পূর্ণ করার নির্দেশ দান | ৪১০ |
| সাক্ষী ইত্যাদির ক্ষেত্রে মুশরিকদের কিছু জিজ্ঞাসা করা হবে না | ৪১২ |
| জটিল বিষয়ে কুর'আর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা | ৪১৩ |

বুখারী শরীফ

চতুর্থ খণ্ড

كِتَابُ الْبَيْعِ
অধ্যায় : ক্রয়-বিক্রয়

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

كِتَابُ الْبَيْعِ

অধ্যায় : ক্রয়-বিক্রয়

وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَاحِلُ اللَّهِ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا وَقَوْلُهُ : إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ

এবং আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ আল্লাহ বেচা-কেনাকে বৈধ এবং সূদকে অবৈধ করেছেন (২ঃ ২৭৫) এবং আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ কিন্তু তোমরা পরস্পর যে ব্যবসায় নগদ আদান-প্রদান কর....।

١٢٧٧. بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَسْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا نِ انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ، قُلْ مَا مِنْ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ، وَقَوْلُهُ : لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

১২৭৭. পরিচ্ছেদঃ আল্লাহ তা'আলার এ বাণী সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে (ইরশাদ করছেন)ঃ সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে যাতে তোমরা সকলকাম হও। যখন তারা দেখল ব্যবসায় কৌতুক তখন তারা আপসাকে দাঁড়ান অবস্থায় রেখে সেদিকে ছুটে গেল। বলুন, আল্লাহর নিকট যা আছে, তা ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যবসা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ প্রদাতা। (৬২ঃ ১০-১১) আর আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ তোমরা নিজেদের মধ্যে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কিন্তু তোমাদের পরস্পর রাখী হয়ে ব্যবসা করা বৈধ।

١٩١٩ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّكُمْ تَقُولُونَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ

يُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتَقُولُونَ مَا بَالُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ لَا يُحَدِّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِنْ أَخُوْتِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْفَلُهُمْ صَفْقٌ بِالْأَسْوَاقِ ، وَكُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى مِْلَةٍ بَطْنِي فَاشْهَدُ إِذَا غَابُوا وَأَحْفَظُ إِذَا نَسُوا ، وَكَانَ يَشْفَلُ أَخُوْتِي مِنَ الْأَنْصَارِ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ وَكُنْتُ أَمْرًا مِسْكِينًا مِنْ مَسَاكِينِ الصُّفَّةِ أَعْيَ حَيْثُ يَنْسُونُ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَدِيثٍ يُحَدِّثُهُ أَنَّهُ لَنْ يَبْسُطَ أَحَدٌ نَوْبَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي هَذِهِ ثُمَّ يَجْمَعُ إِلَيْهِ نَوْبُهُ الْأَوْعَى مَا أَقُولُ فَبَسْطَتْ نَمْرَةً عَلَىَّ حَتَّى إِذَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَقَالَتَهُ جَمَعْتُهَا إِلَى صَدْرِي ، فَمَا نَسِيتُ مِنْ مَقَالَةٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تِلْكَ مِنْ شَيْءٍ -

১৯১৯ আবুল ইয়ামান (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আপনারা বলে থাকেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আবু হুরায়রা (রা.) বেশী বেশী হাদীস বর্ণনা করে থাকে এবং আরো বলেন, মুহাজির ও আনসারদের কি হলো যে, তারা তো রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন না? (কিন্তু ব্যাপার হলো এই যে,) আমার মুহাজির ভাইগণ বাজারে কেনা-বেচায় ব্যস্ত থাকতেন আর আমি কোন প্রকারে আমার পেটের চাহিদা মিটিয়ে (খেয়ে না খেয়ে) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে পড়ে থাকতাম। তাঁরা যখন (কাজের ব্যস্ততায়) অনুপস্থিত থাকতেন আমি তখন উপস্থিত থাকতাম। তাঁরা যা ভুলে যেতেন আমি তা সংরক্ষণ করতাম। আর আমার আনসার ভাইয়েরা নিজেদের খেত-খামারের কাজে ব্যাপ্ত থাকতেন। আমি ছিলাম সুফফার মিসকীনদের একজন মিসকীন। তাঁরা যা ভুলে যেতেন, আমি তা সংরক্ষণ করতাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর এক বর্ণনায় বললেন, আমার এ কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত যে কেউ তার কাপড় বিছিয়ে দিবে এবং পরে নিজের শরীরের সাথে তার কাপড় জড়িয়ে নেবে, আমি যা বলছি সে তা স্মরণ রাখতে পারবে। [আবু হুরায়রা (রা.) বলেন] আমি আমার গায়ের চাদরখানা বিছিয়ে দিলাম, যতক্ষণ না রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কথা শেষ করলেন, পরে আমি তা আমার বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলাম। ফলে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সে কথার কিছুই ভুলি নি।

১৯২০ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَخَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ إِنِّي أَكْثَرُ الْأَنْصَارِ مَا لَا فَاقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مَالِي وَاتَّظَرُ أَى زَوْجَتِي هَوَيْتَ لَكَ عَنْهَا فَإِذَا حَلَّتْ تَزَوُّجَتَهَا قَالَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لَا حَاجَةَ لِي فِي ذَلِكَ هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ تِجَارَةٌ قَالَ سُوقٌ قَيْثُقَاعٍ قَالَ فَغَدَا إِلَيْهِ

عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَتَى بِأَقِطٍ وَسَمَنٍ قَالَ ثُمَّ تَابَعَ الْغَنُوَ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَيْهِ أَكْرُ صُفْرَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَزَوَّجْتُ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَمَنْ قَالَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ كَمْ سَأَلْتُ قَالَ زِنَةَ نَوَافٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ نَوَافٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ -

১৯২০ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ (র.).... আবদুর রাহমান ইব্ন আওফ (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন মদীনায আসি, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার এবং সা'দ ইব্ন রাবী' (রা.)-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সৃষ্টি করে দেন। পরে সা'দ ইব্ন রাবী' বললেন, আমি আনসারদের মাঝে অধিক ধন-সম্পত্তির অধিকারী। আমার অর্ধেক সম্পত্তি তোমাকে ভাগ করে দিচ্ছি এবং আমার উভয় স্ত্রীকে দেখে যাকে তোমার পসন্দ হয়, বল আমি তাকে তোমার জন্য পরিত্যাগ করব। যখন সে (ইদ্রত পূর্ণ করবে) তখন তুমি তাকে বিবাহ করে নিবে। আবদুর রাহমান (রা.) বললেন, এ সবে আমার কোন প্রয়োজন নেই। বরং (আপনি বলুন) ব্যবসা-বাণিজ্য করার মত কোন বাজার আছে কি? তিনি বললেন, কায়নুকার বাজার আছে। পরের দিন আবদুর রাহমান (রা.) সে বাজারে গিয়ে পানীর ও ঘি (খরিদ করে) নিয়ে আসলেন। এরপর ক্রমাগত যাওয়া-আসা করতে থাকেন। কিছুকাল পরে আবদুর রাহমান (রা.)-এর কাপড়ে বিয়ের মেহেদী দেখা গেল। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি বিবাহ করেছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সে কে? তিনি বললেন, জনৈকা আনসারী মহিলা। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কী পরিমাণ মাহর দিয়েছ? আবদুর রাহমান (রা.) বললেন, খেজুরের এক আঁটি পরিমাণ স্বর্ণ। নবী করীম ﷺ তাঁকে বললেন, একটি বকরী দিয়ে হলেও ওয়ালায়মা কর।

১৯২১ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الْمَدِينَةَ فَأَخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ سَعْدٌ ذَا غِنَى فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ أَقَاسِمُكَ مَالِي نِصْفَيْنِ وَأَزْوَجُكَ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ دُلُونِي عَلَى السُّوقِ فَمَا رَجَعَ حَتَّى اسْتَفْضَلَ أَقِطًا وَسَمَنًا فَأَتَى بِهِ أَهْلَ مَنْزِلِهِ فَمَكَّنُونَا يَسِيرًا أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ فَجَاءَ وَعَلَيْهِ وَضُرُّ مِنْ صُفْرَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مَهْمٌ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ مَا سَأَلْتُ إِلَيْهَا قَالَ نَوَافٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَزَنَ نَوَافٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ -

১৯২২ আহমাদ ইব্ন ইউনুছ (র.).... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুর রাহমান ইব্ন আওফ (রা.) মদীনায আগমন করলে নবী করীম ﷺ তাঁর ও সা'দ ইব্ন রাবী' আনসারীর মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন করে দেন। সা'দ (রা.) ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আবদুর রাহমান (রা.)-কে বললেন, আমি

তোমার উদ্দেশ্যে আমার সম্পত্তি অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করে নিতে চাই এবং তোমাকে বিবাহ করিয়ে দিতে চাই। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমার পরিবার ও সম্পদে বরকত দান করুন। আমাকে বাজার দেখিয়ে দাও। তিনি বাজার হতে মুনাফা করে নিয়ে আসলেন পণীর ও ঘি। এভাবে কিছু কাল কাটালেন। একদিন তিনি এভাবে আসলেন যে, তাঁর গায়ে বিয়ের মেহেদীর রংয়ের চিহ্ন লেগে আছে। নবী করীম ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কী ব্যাপার? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমি জনৈক আনসারী মহিলাকে বিবাহ করেছি। তিনি (নবী ﷺ) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি তাকে কী দিয়েছে? তিনি বললেন, খেজুরের এক আঁটি পরিমাণ স্বর্ণ। তিনি (নবী ﷺ) বললেন, একটি বকরী দিয়ে হলেও ওয়ালীমা কর।

১৭২২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَتْ عُكَاظٌ وَمَجْنَةُ وَذُو الْمَجَازِ أَشْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ فَكَانَهُمْ تَأْلُمُوا فِيهِ فَنَزَلَتْ: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رِبِّكُمْ، فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ قَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

১৯২২ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র)...ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উকায, মাজিন্না ও যুল-মাজায (নামক স্থানে) জাহিলিয়াতের যুগে বাজার ছিল। ইসলামের আবির্ভাবের পরে লোকেরা ঐ সকল বাজারে যেতে ওনাহ মনে করতে লাগল। ফলে (কুরআন মজীদে আয়াত) নাযিল হলঃ তোমাদের রবের অনুগ্রহ সন্ধানে তোমাদের কোন পাপ নেই। (২ : ১৯৮) ইবন আব্বাস (রা.) (আয়াতের সংগে) হজ্জের মওসুমে কথাটুকুও পড়লেন।

১২৭৮. بَابُ الْحَلَالِ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ

১২৭৮. পরিচ্ছেদ : হালাল সুম্পট, হারামও সুম্পট, উভয়ের মাঝে অস্পষ্ট বিষয় রয়েছে।

১৭২৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ الشَّعْبِيِّ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُودٌ مُشْتَبِهَةٌ، فَمَنْ تَرَكَ مَا شَبِهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ كَانَ

لِمَا اسْتَبَانَ أَتَرَكَ وَمَنْ اجْتَزَأَ عَلَى مَا يَشْكُ فِيهِ مِنَ الْأَثَمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ
وَالْمَعَاصِي حِمْلِي اللَّهُ مَنْ يَزْتَعِ حَوْلَ الْحِمْلِي يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ۔

[১৯২৩] মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না, আলী ইব্ন আবদুল্লাহ, আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র.)... নু'মান ইব্ন বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, হালাল সুম্পষ্ট এবং হারামও সুম্পষ্ট, উভয়ের মাঝে বহু অস্পষ্ট বিষয় রয়েছে। যে ব্যক্তি গুনাহের সন্দেহযুক্ত কাজ পরিত্যাগ করে, সে ব্যক্তি যে বিষয়ে গুনাহ হওয়া সুম্পষ্ট, সে বিষয়ে অধিকতর পরিত্যাগকারী হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি গুনাহের সন্দেহযুক্ত কাজ করতে দুঃসাহস করে, সে ব্যক্তির সুম্পষ্ট গুনাহের কাজে পতিত হবার যথেষ্ট আশংকা রয়েছে। গুনাহসমূহ আত্মাহূর সংরক্ষিত এলাকা, যে জানোয়ার সংরক্ষিত এলাকার চার পাশে চরতে থাকে, তার ঐ সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশ করার সম্ভাবনা রয়েছে।

١٢٧٩ بَابُ تَفْسِيرِ الْمُشَبَّهَاتِ وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا
أَهْوَنَ مِنَ الْوَدْعِ دَعَا مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ

১২৭৯ পরিচ্ছেদ ৪ সন্দেহজনক কাজের ব্যাখ্যা। হাসসান ইব্ন আবু সিনান (র.) বলেন, আমি পরহেযগারী থেকে বেশী সহজ কাজ দেখতে পাইনি। (তা হলো) যা তোমার কাছে সন্দেহযুক্ত মনে হয়, তা পরিত্যাগ করে সন্দেহমুক্ত কাজ কর।

[১৭২৫] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
أَبِي حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ
امْرَأَةً سَوْدَاءَ جَاءَتْ فَرَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَعْرَضَ عَنْهُ وَتَبَسَّمَ
النَّبِيُّ ﷺ قَالَ كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ وَقَدْ كَانَتْ تَحْتَهُ ابْنَةُ أَبِي إِمَابٍ التَّمِيمِيَّ۔

[১৯২৪] মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র.).... উক্বা ইব্ন হারিছ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একজন কালো মেয়েলোক এসে দাবী করল যে, সে তাদের উভয় (উক্বা ও তার স্ত্রী)-কে দুধপান করিয়েছে। তিনি এ কথা নবী ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করলে নবী ﷺ তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং মুচকি হেসে বললেন, কি ভাবে? অথচ এমনটি বলা হয়ে গেছে। তাঁর স্ত্রী ছিলেন আবু ইহাব তামীমীর কন্যা।

[১৭২৫] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ

أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةَ زَمَعَةَ مَنِيَّ فَأَقْبَضَهُ قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَقَالَ ابْنُ أَخِي قَدْ عَهَدَ إِلَيَّ فِيهِ فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمَعَةَ فَقَالَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةَ أَبِي وَلِدَ عَلِيَّ فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ سَعْدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي كَانَ قَدْ عَهَدَ إِلَيَّ فِيهِ فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمَعَةَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةَ أَبِي وَلِدَ عَلِيَّ فِرَاشِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمَعَةَ ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ، ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمَعَةَ ذَوِجَ النَّبِيِّ ﷺ احْتَجِبِي مِنْهُ لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعَثْبَةٍ فَمَارَاهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهُ .

১৯২৫ ইয়াহুইয়া ইবন কাযাআ (র.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উত্বা ইবন আবু ওয়াক্কাস তার ভাই সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা.)-কে ওয়াসীয়াত করে যান যে, যাম'আর বাঁদীর গর্ভস্থিত পুত্র আমার ঔরসজাত; তুমি তাকে (ভ্রাতৃপুত্র রূপে) তোমার অধীনে নিয়ে আসবে। 'আয়িশা (রা.) বলেন, মক্কা বিজয়ের কালে ঐ ছেলেটিকে সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস (রা.) নিয়ে নিলেন এবং বললেন, এ আমার ভাইয়ের পুত্র। তিনি আমাকে এর সম্পর্কে ওয়াসীয়াত করে গেছেন। এদিকে যাম'আর পুত্র আব্দ দাবী করে যে, এ আমার ভাই, আমার পিতার বাঁদীর পুত্র। তার শয্যা সজ্জিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে। তারপর উভয়ে নবী ﷺ-এর কাছে গেলেন। সা'দ বললেন, ইয়া রাসূলান্নাহ! এ আমার ভাইয়ের পুত্র, সে এর ব্যাপারে আমাকে ওয়াসীয়াত করে গেছে। এবং আব্দ ইবন যাম'আ বললেন, আমার ভাই। আমার পিতার দাসীর পুত্র, তাঁর সঙ্গে শায়িনীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেছে। তখন নবী ﷺ বললেন, হে 'আব্দ ইবন যাম'আ! এ ছেলেটি তোমার প্রাপ্য। তারপর নবী ﷺ বললেন, শয্যা যার, সন্তান তার। ব্যভিচারী যে, বঞ্চিত সে। এরপর তিনি নবী সহধর্মিণী সাওদা বিন্ত যাম'আ (রা.)-কে বললেন, তুমি ঐ ছেলেটি থেকে পর্দা করবে। কারণ তিনি ঐ ছেলেটির মধ্যে উত্বার সাদৃশ্য দেখতে পান। ফলে মৃত্যু পর্যন্ত ঐ ছেলেটি আর সাওদা (রা.)-কে দেখে নি।

১৯২৬ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمِعْرَاضِ ، فَقَالَ إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّهُ وَقِيدٌ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُرْسِلْ كَلْبِي وَأَسْمِيَ فَأَجِدُ مَعَهُ عَلَى الصَّيْدِ كَلْبًا أُخْرَ لَمْ أَسْمِ عَلَيْهِ وَلَا أَذْرِ أَيُّهُمَا أَخَذَ قَالَ لَا تَأْكُلْ إِنَّمَا سَمَّيْتُ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى الْآخَرِ

১৯২৬ আবুল ওয়ালীদ (র.)....আদী ইবন হাতিম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে পার্শ্বফলা বিহীন তীর (দ্বারা শিকার) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, যদি প্রীরের ধারালো

পার্শ্ব আঘাত করে, তবে সে (শিকারকৃত জানোয়ারের গোশত) খাবে, আর যদি এর ধারহীন পাশ্বের আঘাতে মারা যায়, তবে তা খাবে না। কেননা তা প্রহারে মৃত। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি বিসমিল্লাহ্ পড়ে আমার (শিকারী) কুকুর ছেড়ে দিয়ে থাকি। পরে তার সাথে শিকারের কাছে (অনেক সময়) অন্য কুকুর দেখতে পাই যার উপর আমি বিসমিল্লাহ্ পড়িনি এবং আমি জানি না যে, উভয়ের মধ্যে কে শিকার ধরেছে। তিনি বললেন, তুমি তা খাবে না। তুমি তো তোমার কুকুরের উপর বিসমিল্লাহ্ পড়েছ, অন্যটির উপর পড় নাহি।

১২৮০. بَابُ مَا يُتَنَزَّهُ مِنَ الشُّبُهَاتِ

১২৮০. পরিচ্ছেদ : সন্দেহযুক্ত থেকে বাঁচা

১৯২৭ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِتَمْرَةٍ مَسْقُوطَةٍ فَقَالَ لَوْلَا أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً لَأَكَلْتُهَا وَقَالَ هَمَامٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَجِدُ تَمْرَةً سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي-

১৯২৭ কাবীসা (র.).... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একবার) পথ অতিক্রমকালে নবী ﷺ পড়ে থাকা একটি খেজুর দেখে বললেন, যদি এটা সাদ্কার খেজুর বলে সন্দেহ না হতো, তবে আমি তা খেতাম। আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে হাম্মাম (র.) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমার বিছানায় পড়ে থাকা খেজুর আমি পাই।

১২৮১. بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الْوَسَائِسَ وَنَحْوَهَا مِنَ الْمُشَبَّهَاتِ

১২৮১. পরিচ্ছেদ : ওয়াসওয়াসা ইত্যাদিকে যে সন্দেহ বলে গণ্য করে না

১৯২৮ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ الرَّجُلُ يَجِدُ فِي الصَّلَاةِ شَيْئًا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ قَالَ لَا حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ لَوْضُوءٌ إِلَّا فِيمَا وَجَّهَتْ الرِّيحُ أَوْ سَمِعَتْ الصَّوْتُ-

১৯২৮ আবু নু'আঈম (র.) আব্বাদ ইবন তামীমের চাচা (আবদুল্লাহ্ ইবন যায়দ ইবন আসিম) (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হল যে, সালাত আদায়

কালে তার উযু ভঙ্গের কিছু হয়েছে বলে মনে হয়, এতে কি সে সালাত ছেড়ে দেবে? তিনি বলেন, না, যতক্ষণ না সে আওয়াজ শোনে বা দুর্গন্ধ টের পায় অর্থাৎ নিশ্চিত না হয়। ইব্ন আবু হাফসা (র.) যুহরী (র.) থেকে বর্ণনা করেন, তুমি গন্ধ না পেলে অথবা আওয়াজ না শোনলে উযু করবে না।

১৯২৭ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْمُقْدَامِ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قَوْمًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لَأَنْتَدِرِي أَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، أَمْ لَا : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَمُوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَكُلُّوهُ

১৯২৯ আহমদ ইব্ন মিকদাম ইজলী (র.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, কিছু সংখ্যক লোক বলল, ইয়া রাসূলান্নাহ্! বহু লোক আমাদের কাছে গোশত নিয়ে আসে আমরা জানি না, তারা বিস্মিত্তাহ্ পড়ে যবেহ করেছিল কিনা? নবী ﷺ বললেন, তোমরা এর উপর আল্লাহর নাম লও এবং তা খাও (ওয়াসওয়াসার শিকার হয়ো না।)

১২৮২. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا نِ انْفَضُّوا إِلَيْهَا

১২৮২. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণীঃ যখন তারা দেখল ব্যবসা ও কৌতুক তখন তারা সে দিকে ছুটে গেল। (৬২ : ১১)

১৯৩০ حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَامٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّيُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَقْبَلَتْ مِنَ الشَّامِ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا فَالْتَفَتُوا إِلَيْهَا حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا فَنَزَلَتْ : وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا نِ انْفَضُّوا إِلَيْهَا

১৯৩৩ তাল্ক ইব্ন গান্নাম (র.)... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন একবার আমরা নবী ﷺ -এর সঙ্গে সালাত আদায় করছিলাম। তখন সিরিয়া হতে একটি ব্যবসায়ী কাফেলা খাদ্য নিয়ে আগমন করল। লোকজন সকলেই সে দিকে চলে গেলেন, নবী ﷺ -এর সঙ্গে মাত্র বারোজন থেকে গেলেন। এ প্রসঙ্গে নায়িল হলঃ যখন তারা দেখল ব্যবসা ও কৌতুক তখন তারা সে দিকে ছুটে গেল।

১২৮৩. بَابُ مَنْ لَمْ يُبَالِ مِنْ حَيْثُ كَسَبَ الْعَال

১২৮৩. পরিচ্ছেদ, যে ব্যক্তি কোথা থেকে সম্পদ উপার্জন করল, তার পরোয়া করে না।

১৯৩১ حَدَّثَنَا أَبُو حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنْ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ

১৯৩২ আদম (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এমন এক যুগ আসবে, যখন মানুষ পরোয়া করবে না যে, সে কোথা থেকে অর্জন করল, হালাল থেকে না হারাম থেকে।

১২৮৪. بَابُ التِّجَارَةِ فِي الْبَزِّ وَغَيْرِهِ وَقَوْلُهُ : رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَقَالَ قَتَادَةُ كَانَ الْقَوْمُ يَتَّبَاعُونَ وَيَتَجَرَّوْنَ وَلَكِنَّهُمْ إِذَا نَابَهُمْ حَقٌّ مِنْ حَقِّهِمْ لَمْ تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ حَتَّى يُثْبِتَهُ إِلَى اللَّهِ

১২৮৪. পরিচ্ছেদ : কাপড় ও অন্যান্য দ্রব্যের ব্যবসা। আল্লাহ তা'আলার বাণী : সে সব লোক যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর যিকির থেকে বিরত রাখে না। (সূরা নূর : ৩৭০) কাতাদা (র.) বলেন, লোকেরা ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন এবং যখন তাঁদের সামনে আল্লাহর কোন হুক এসে উপস্থিত হত, তখন তাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত রাখতো না, যতক্ষণ না তাঁরা আল্লাহর সমীপে তা আদায় করে দিতেন।

১৯৩২ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالٍ قَالَ كُنْتُ أَتَجَرُّ فِي الصَّرْفِ ، فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ح وَحَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا الْمُنْهَالٍ يَقُولُ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَا كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَدٌ بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ نِسَاءً فَلَا يَصْلُحُ

১৯৩২ আবু আসিম (র.)... আবুল মিনহাল (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সোনা-রূপার ব্যবসা করতাম। এ সম্পর্কে আমি যায়দ ইব্ন আরকাম (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, নবী ﷺ বলেছেন ফায়ল ইব্ন ইয়া'কুব (র.) অন্য সনদে আবুল মিনহাল (র.) থেকে বর্ণিত,

তিনি বলেন, আমি বারা ইব্ন আযিব ও যায়দ ইব্ন আরকাম (রা.)-কে সোনা-রূপার ব্যবসা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা উভয়ে বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে ব্যবসায়ী ছিলাম। আমরা তাঁকে সোনা-রূপার ব্যবসা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, যদি হাতে হাতে (নগদ) হয়, তবে কোন দোষ নেই; আর যদি বাকী হয় তবে দূরন্ত নয়।

১২৮৫. **بَابُ الْخُرُوجِ فِي التِّجَارَةِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ**

১২৮৫. পরিচ্ছেদ : ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বের হওয়া। মহান আল্লাহর বাণীঃ তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহের সন্ধান কর। (৬২ : ১০)

১৭২৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ وَكَأَنَّهُ كَانَ مَشْغُولًا فَرَجَعَ أَبُو مُوسَى فَفَزِعَ عُمَرُ فَقَالَ أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ اسْتِذْنُوا لَهُ قِيلَ قَدْ رَجَعَ فِدْعَاهُ فَقَالَ كُنَّا نُوَمِّرُ بِذَلِكَ فَقَالَ تَاتَيْنِي عَلَى ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ فَانْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسِ الْأَنْصَارِ فَسَأَلَهُمْ فَقَالُوا لَا يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا إِلَّا أَصْفَرْنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَذَهَبَ بِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَقَالَ عُمَرُ : أَخْفَى عَلَى مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْهَانِي الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ يَعْنِي الْخُرُوجَ إِلَى تِجَارَةٍ

১৯৩৬ মুহাম্মদ (রা.)... উবায়দুল্লাহ ইব্ন উমায়র (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আবু মুসা আশআরী (রা.) উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.)-এর, নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দেওয়া হয়নি; সম্ভবতঃ তিনি কোন কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তাই আবু মুসা (রা.) ফিরে আসেন। পরে উমর (রা.) পেরেশান হয়ে বললেন, আমি কি আবদুল্লাহ ইব্ন কায়স (আবু মুসার নাম)-এর আওয়াজ শুনেতে পাইনি? তাঁকে আসতে বল। কেউ বলল, তিনি তো ফিরে চলে গেছেন। উমর (রা.) তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তিনি (উপস্থিত হয়ে) বললেন, আমাদের এরূপই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উমর (রা.) বললেন, তোমাকে এর উপর সাক্ষী পেশ করতে হবে। আবু মুসা (রা.) ফিরে গিয়ে আনসারদের এক মজলিসে পৌছে তাদের এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁরা বললেন, এ ব্যাপারে আমাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ আবু সাঈদ খুদরী (রা.)-ই সাক্ষ্য দেবে। তিনি আবু সাঈদ খুদরী (রা.)-কে নিয়ে গেলেন। উমর (রা.) (তার কাছ থেকে সে হাদীসটি শুনে) বললেন, (কি আশ্চর্য) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ কি আমায় কাছ থেকে গোপন রয়ে গেল? (আসল ব্যাপার হল) বাজারের ক্রয়-বিক্রয় অর্থাৎ ব্যবসায়ের জন্য বের হওয়া আমাদের অনবহিত রেখেছে।

১২৮৬. بَابُ التِّجَارَةِ فِي الْبَحْرِ وَقَالَ مَطَرٌ لَا بَأْسَ بِهِ ، وَمَا ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ إِلَّا بِحَقِّ ثُمَّ تَلَا : وَ تَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلَيَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ، وَالْفُلْكَ السَّفْنُ الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ سَوَاءٌ وَقَالَ مُجَاهِدٌ تَمَخَّرَ السَّفْنُ الرِّيحَ وَلَا تَمَخَّرُ الرِّيحُ مِنَ السَّفْنِ إِلَّا الْفُلْكَ الْعِظَامُ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ خَرَجَ فِي الْبَحْرِ فَقَضَى حَاجَتَهُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ

১২৮৬. পরিচ্ছেদ : সমুদ্রে/ নৌপথে ব্যবসা-বাণিজ্য করা। মাতার (র.) বলেন, এতে কোন দোষ নেই এবং তা যথাযথ বলেই আল্লাহ কুরআনে এর উল্লেখ করেছেন। তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেনঃ এবং তোমরা এতে নৌযানকে দেখতে পাও তার বুক চিরে চলাচল করে, বা এজন্য যে, তাঁর অনুগ্রহের অনুসন্ধান করতে পার। (১৬ : ১৪) আয়াতে উল্লেখিত (الْفُلْكَ) 'আল-ফুলক' শব্দের অর্থ নৌযান। একবচন ও বহুবচনে সমভাবে ব্যবহৃত হয়। মুজাহিদ (র.) বলেন, নৌযান, বায়ু বিদীর্ণ করে চলে এবং নৌযানের মধ্যে বৃহৎ নৌযানই বায়ুতে বিদীর্ণ করে বায়ু চলে। লাইছ (র.) আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বনী ইসরাইলের জনৈক ব্যক্তির আলোচনায় বলেন, সে নদীপথে বের হল এবং নিজের প্রয়োজন সেরে নিল। এরপর রাবী পুরা হাদীসটি বর্ণনা করেন।

১২৮৭. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : رَجَاءٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَقَالَ قَتَادَةُ كَانُوا يَتَجَرَّفُونَ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا نَابَهُمْ حَقٌّ مِنْ حَقُوقِ اللَّهِ لَمْ تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ حَتَّى يُؤْتُوهُ إِلَى اللَّهِ

১২৮৭. পরিচ্ছেদ : আল্লাহর বাণী : যখন তারা দেখল ব্যবসা ও কৌতুক তখন তারা আপনাকে দাঁড়ান অবস্থায় রেখে সেদিকে ছুটে গেল। (৬২ : ১১) এবং আল্লাহর বাণীঃ সে সব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর যিকির থেকে পাকিল রাখে না। কাতাদা (র.) বলেন, সাহাবীগণ (রা.) ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন বটে, কিন্তু যখন তাঁদের সামনে আল্লাহর কোন হুক এসে উপস্থিত হত, যতক্ষণ না তাঁরা এ হুক আল্লাহর সমীপে আদায় করে দিতেন, ততক্ষণ ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর যিকির থেকে গাফেল করতে পারত না।

১৭২৬ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَقْبَلْتُ عِثْرًا وَنَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْجُمُعَةَ فَانْفَضَّ النَّاسُ إِلَّا اثْنَى عَشَرَ رَجُلًا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكَوْكَ قَائِمًا

১৯৩৪ মুহাম্মদ (র.).... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সংগে জুমু'আর দিন সালাত আদায় করছিলাম। এমন সময় এক বাণিজ্যিক কাফেলা এসে হাযির হয়, তখন বারজন লোক ছাড়া সকলেই কাফেলার দিক ছুটে যান। তখন এ আয়াত নাযিল হয়ঃ যখন তারা দেখল ব্যবসা ও কৌতুক; তখন তারা আপনাকে দাঁড়ান অবস্থায় রেখে সেদিকে ছুটে গেল। (৬২ : ১০)।

১২৪৪ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

১২৮৮. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : তোমরা যা উপার্জন কর, তন্মধ্যে উৎকৃষ্ট থেকে ব্যয় কর। (২ : ২৬৭)

১৭৩০ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا

১৯৩৫ উছমান ইবন আবু শায়বা (র.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যখন কোন মহিলা তার ঘরের খাদ্য থেকে ফাসাদের উদ্দেশ্যে ছাড়া ব্যয় করে তখন তার জন্য সাওয়াব রয়েছে তার খরচ করার, তার স্বামীর জন্য সাওয়াব রয়েছে তার উপার্জনের এবং সংরক্ষণকারীর জন্যও অনুরূপ রয়েছে। তাদের কারো কারণে কারোর সাওয়াব কিছুই কম হবে না।

১৭৩৬ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ

১৯৩৬ ইয়াহুইয়া বিন্ জা'ফর (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন কোন মহিলা তার স্বামীর উপার্জন থেকে তার অনুমতি ছাড়াই ব্যয় করবে, তখন তার জন্য অর্ধেক সাওয়াব রয়েছে।

১২৮৭. بَابُ مَنْ أَحَبَّ الْبَسْطَ فِي الرِّزْقِ

১২৮৯. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি জীবিকায় বৃদ্ধি কামনা করে

১৯৩৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكِرْمَانِيُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ رِزْقُهُ أَوْ يَنْسَأَ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

১৯৩৭ মুহাম্মদ ইবন আবু ইয়া'কুব কিরমানী (র.).... আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি পসন্দ করে যে, তার জীবিকা বৃদ্ধি হোক অথবা তার মৃত্যুর পরে সুনাম থাকুক, তবে সে যেন আত্মীয়ের সঙ্গে সদাচরণ করে।

১২৯০. بَابُ شَرَعِ النَّبِيِّ ﷺ بِالنَّسِيبَةِ

১২৯০. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ কর্তৃক বাকীতে খরিদ করা

১৯৩৮ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ ذَكَرْنَا عَنْ عَبْدِ إِبرَاهِيمَ الرُّهْنِ فِي السَّلَمِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

১৯৩৮ মুয়াল্লা ইবন আসাদ (র.).... আমাশ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ইব্রাহীম (র.)-এর কাছে বাকীতে ক্রয়ের জন্য বন্ধক রাখা সম্পর্কে আমরা আলোচনা করছিলাম। তখন তিনি বলেন, আসওয়াদ (র.) 'আয়িশা (রা.) থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ জনৈক ইয়াহুদীর নিকট থেকে নির্দিষ্ট মেয়াদে মূল্য পরিশোধের শর্তে খাদ্য ক্রয় করেন এবং তার নিকট নিজের লোহর বর্ম বন্ধক রাখেন।

১৯৩৯ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَحْمُودٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوْشَبٍ حَدَّثَنَا أَشْبَاطُ أَبُو الْيَسَعِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ الدُّسْتَوَانِيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَأَمَالَةٍ سَنِيخَةٍ وَلَقَدْ رَهَنَ

النَّبِيُّ ﷺ دَرَعَا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَآخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ صَاعٌ بُرٍّ وَلَا صَاعٌ حَبٍّ وَإِنْ عِنْدَهُ لَتَسْعَ نِسْوَةٌ

১৯৩৩ মুসলিম ও মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাওশাব (র.).... আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একবার তিনি যবের আটা ও পুরোনো গন্ধযুক্ত চর্বি নিয়ে নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলেন। রাবী বলেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, মদীনায অবস্থান কালে তাঁর বর্ম জনৈক ইয়াহুদীর নিকট বন্ধক রেখে তিনি নিজ পরিবারের জন্য তার থেকে যব খরিদ করেন। [রাবী কাতাদা (র.) বলেন] আমি তাঁকে [আনাস (রা.)-কে] বলতে শুনেছি যে, মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবারের কাছে এক সা' পরিমাণ গম বা এক সা' পরিমাণ আটাও থাকত না, অথচ সে সময় তাঁরা নয়জন সহধর্মিণী ছিলেন।

১২৭১. بَابُ كَسْبِ الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بِيَدِهِ

১২৯১. পরিচ্ছেদ : লোকের উপার্জন এবং নিজ হাতে কাজ করা

১৭৬০ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الرُّبَيْثِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ النَّصِيبِيُّ قَالَ : لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنْ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَوْنَةِ أَهْلِي وَشَغَلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَسَيَاكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ

১৯৪০ ইসমাইল ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-কে খলীফা বানানো হল, তখন তিনি বললেন, আমার কণ্ঠ জানে যে, আমার উপার্জন আমার পরিবারের ভরণ পোষণে অপরিপূর্ণ ছিল না। কিন্তু এখন আমি মুসলিম জনগণের কাজে সার্বক্ষণিক ব্যাপ্ত হয়ে গেছি। অতএব আবু বকরের পরিবার এই রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে খাদ্য গ্রহণ করবে এবং আবু বকর (রা.) মুসলিম জনগণের সম্পদের তত্ত্বাবধান করবে।

১৭৬১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَمَالًا أَنْفُسِهِمْ فَكَانَ يَكُونُ لَهُمْ أَرْوَاحٌ فَقِيلَ لَهُمْ لَوْ اغْتَسَلْتُمْ رَوَاهُ هَمَامٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ

১৯৪১ মুহাম্মদ (র.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীগণ নিজেদের কাজ-কর্ম নিজেরা করতেন। ফলে তাদের শরীর থেকে ঘামের গন্ধ বের হত। সেজন্য তাদের

বলা হল, যদি তোমরা গোসল করে নাও (তবে ভাল হয়)। হাম্মাম (র.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

১৭৬২ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ الْمُقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

১৯৪২ ইব্রাহীম ইবন মুসা (র.)... মিকদাম (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নিজ হাতে উপার্জিত জীবিকার খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য কখনো কেউ খায় না। আল্লাহর নবী দাউদ (আ.) নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন।

১৭৬৩ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

১৯৪৩ ইয়াহুইয়া ইবন মুসা (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর নবী দাউদ (আ.) নিজের হাতের উপার্জন থেকেই খেতেন।

১৭৬৬ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَنْ يَخْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُرْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ

১৯৪৪ ইয়াহুইয়া ইবন বুকাইর (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কারো পক্ষে এক বোঝা লাকড়ী সংগ্রহ করে পিঠে বহন করে নেওয়া উত্তম কারো কাছে সাওয়াল করার চাইতে। (যার কাছে যাবে) সে দিতেও পারে অথবা নাও দিতে পারে।

১৭৬৫ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبَلَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ النَّاسَ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوَابٍ وَثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ الْحَدِيثُ

১৯৪৫ ইয়াহুইয়া ইবন মুসা (র.)...যুবাইর ইবন আওয়াম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ

বলেছেন, তোমাদের কারো পক্ষে তার রশি নিয়ে কাঠ সংগ্রহ করতে বের হওয়া তার সাওয়াল করা থেকে উত্তম। আবু নু'আঈম (র.) বলেন, মুহাম্মদ ইবন সওয়াব ও ইবন নুমাইর (র.) হিশাম (র.)-এর মাধ্যমে তার পিতা থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

১২৭২. **بَابُ السُّهُولَةِ وَالسُّمَّاحَةِ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَمَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَقَابٍ**

১২৯২. পরিচ্ছেদ : ক্রয়-বিক্রয়ে নম্রতা ও সহ্যবহার। আর যে ব্যক্তি তার পাওনার তাগাদা করে সে যেন অন্যায় বর্জন করে তাগাদা করে।

১৭৬৭ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْأَثَكَدِرِ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى

১৯৪৬ আলী ইবন আইয়্যাস (র.).... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয় এবং পাওনা তাগাদায় নম্র ব্যবহার করে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর রহম করুন।

১২৭৩. **بَابُ مَنْ أَنْظَرَ مُوسِرًا**

১২৯৩. পরিচ্ছেদ : সচ্ছল ব্যক্তিকে অবকাশ দেওয়া

১৭৬৭ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ أَنَّ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ حَدَّثَهُ أَنَّ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَلَقَّتِ الْمَلَائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قَالُوا أَعْمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا قَالَ كُنْتُ أَمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يَنْظُرُوا وَيَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُوسِرِ قَالَ قَالَ فَتَجَاوَزُوا عَنْهُ وَقَالَ أَبُو مَالِكٍ عَنْ رِبْعِيٍّ كُنْتُ أَيْسِرُ عَلَى الْمُوسِرِ وَأَنْظِرُ الْمُعْسِرَ، وَتَابَعَهُ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رِبْعِيٍّ وَقَالَ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رِبْعِيٍّ فَأَنْظِرُ الْمُوسِرَ، وَاتَّجَاوَزَ عَنِ الْمُعْسِرِ وَقَالَ نَعِيمُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ رِبْعِيٍّ فَأَقْبَلُ مِنَ الْمُوسِرِ، وَاتَّجَاوَزَ عَنِ الْمُعْسِرِ

১৯৪৭ আহমদ ইব্ন ইউনুস (র.)... হুয়ায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তিগণের মধ্যে এক ব্যক্তির রুহের সাথে ফেরেশতা সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞাসা করলেন! তুমি কি কোন নেক কাজ করেছ? লোকটি উত্তর দিল, আমি আমার কর্মচারীদের আদেশ করতাম যে, তারা যেন সচ্ছল ব্যক্তিকে অবকাশ দেয় এবং তার উপর পীড়াপীড়ি না করে। রাবী বলেন, তিনি বলেছেন, ফেরেশতারাত্তাকে ক্ষমা করে দেন। আবু মালিক (র.) রিব্বি ইব্ন হিরিশ (র.) সূত্রে বর্ণনা করেন, আমি সচ্ছল ব্যক্তির ব্যাপারে সহজ করতাম এবং অভাবগ্রস্তকে অবকাশ দিতাম। শু'বা (র.) আবদুল মালিক (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। আবু আওয়ানা (র.) আবদুল মালিক (র.) সূত্রে বর্ণনা করেন, আমি সচ্ছলকে অবকাশ দিতাম এবং অভাবগ্রস্তকে মাফ করে দিতাম এবং নুআঈম ইব্ন আবু হিন্দ (র.) রিব্বি (র.) সূত্রে বলেন, আমি সচ্ছল ব্যক্তি থেকে গ্রহণ করতাম এবং অভাবগ্রস্তকে ক্ষমা করে দিতাম।

১২৭৮. بَابُ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا

১২৯৪. পরিচ্ছেদ : অভাবগ্রস্তকে অবকাশ প্রদান করা

১৭৬৮ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ تَاجِرٌ يَدَايْنِ النَّاسِ فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفَتْيَانِهِ تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ

১৯৪৮ হিশাম ইব্ন আম্মার (র.)....আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যবসায়ী লোকদের ঋণ দিত। কোন অভাবগ্রস্তকে দেখলে সে তার কর্মচারীদের বলত, তাকে মাফ করে দাও, হয়তো আল্লাহ তা'আলা আমাদের মাফ করে দিবেন। এর ফলে আল্লাহ তা'আলা তাকে মাফ করে দেন।

১২৭৯. بَابُ إِذَا بَيْنَ الْبَيْعَانِ وَلَمْ يَكُنْتُمَا وَتَصَحَّاحًا وَيُذَكَّرُ عَنِ الْعَدَاءِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ كَتَبَ لِي النَّبِيُّ ﷺ هَذَا مَا اشْتَرَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْعَدَاءِ بْنِ خَالِدٍ بَيْعُ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمِ لَا دَاءَ وَلَا خَبِيئَةَ وَلَا غَائِلَةَ ، وَقَالَ فَتَادَةُ الْغَائِلَةِ الرِّثَا وَالسَّرِقَةُ وَالْإِبْقَاءُ وَقِيلَ لِإِبْرَاهِيمَ إِنَّ بَعْضَ النُّخَاسِيْنَ يُسَمَّى أَرِيَّ خُرَاسَانَ وَسَجِسْتَانُ فَيَقُولُ جَاءَ أَمْسِرُ مِنْ خُرَاسَانَ جَاءَ الْيَوْمَ مِنْ

سَجِسْتَانٌ ، فَكَرِمَهُ كَرَامِيَةً شَدِيدَةً ، وَ قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ لَا يَحِلُّ لِأَيِّمٍ
يَبِيعُ سِلْعَةً يَعْلَمُ أَنَّ بِهَا دَاءً إِلَّا أَخْبَرَهُ

১২৯৫. পরিচ্ছেদ : ক্রেতা-বিক্রেতা কর্তৃক কোন কিছু গোপন না করে পণ্যের পূর্ণ অবস্থা বর্ণনা করা এবং একে অন্যের কল্যাণ কামনা করা। আদা ইব্ন খালিদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে লিখে দেন যে, এটি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ আদা ইব্ন খালিদ (রা.) থেকে খরিদ করলেন। এ হলো এক মুসলিমের সঙ্গে আর এক মুসলিমের ক্রয়-বিক্রয়। এতে নেই কোন খুঁৎ, কোন অবৈধতা এবং গায়েলা। কাতাদা (র.) বলেন, গায়িলা অর্থ ব্যভিচার, চুরি ও পলায়নের অভ্যাস। ইবরাহীম নাখরী (র.)-কে বলা হল, কোন কোন দালাল খুরাসান ও সিজিস্তান এর খাসবারশি নাম উচ্চারণ করে এবং বলে, এটি কালকে এসেছে খুরাসান থেকে, আর এটি আজ এসেছে সিজিস্তান থেকে। তিনি এরূপ বলাকে খুবই গর্হিত মনে করলেন। উকবা ইব্ন আমির (র.) বলেন, কোন ব্যক্তির জন্য বৈধ নয় যে, সে কোন পণ্য বিক্রি করছে এবং এর দোষ-ত্রুটি জেনেও তা প্রকাশ করে না।

۱۹۴۹ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَنَقَا وَيِّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي
بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

১৯৪৯ সুলায়মান ইব্ন হারব (র.) হাকীম ইব্ন হিয়াম (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ক্রেতা-বিক্রেতা যতক্ষণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হয়, ততক্ষণ তাদের ইখতিয়ার থাকবে। যদি তারা সত্য বলে এবং অবস্থা ব্যক্ত করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে আর যদি মিথ্যা বলে এবং দোষ গোপন করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত চলে যাবে।

۱۲۹۶. بَابُ بَيْعِ الْخِلَاطِ مِنَ التَّمْرِ

১২৯৬. পরিচ্ছেদ : মিশ্রিত খেজুর বিক্রি করা

۱۹۵۰ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ وَهُوَ الْخِلَاطُ مِنَ التَّمْرِ وَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ فَقَالَ
النَّبِيُّ ﷺ لَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ دَرَاهِمَيْنِ بِدِرْهَمٍ

১৯৫০ আবু নুআঈম (র.)... আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের মিশ্রিত খেজুর দেওয়া হত, আমরা তার দু'সা' এক সা'-এর বিনিময়ে বিক্রি করতাম। নবী ﷺ বললেন, এক সা' এর পরিবর্তে দু'সা' এবং এক দিরহামের পরিবর্তে দু'দিরহাম বিক্রি করবে না।

১২৭৭. بَابُ مَا قِيلَ فِي اللَّحَامِ وَالْجَزَارِ

১২৯৭. পরিচ্ছেদ : গোশত বিক্রেতা ও কসাই প্রসংগে

১৯০১ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُكْنَى أَبَا شُعَيْبٍ ، فَقَالَ لِغُلَامٍ لَهُ قَصَابٍ اجْعَلْ لِي طَعَامًا يَكْفِي خَمْسَةَ ، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُو النَّبِيَّ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةِ فَإِنِّي قَدْ عَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ فَدَعَاهُمْ فَجَاءَ مَعَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ هَذَا قَدْ تَبِعَنَا فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ فَأَذَنَ لَهُ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ يَرْجِعَ رَجَعَ فَقَالَ لَا بَلَّ قَدْ أَذِنْتُ لَهُ

১৯৫১ উমর ইবন হাফস (র.)..... আবু মাসুউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু শুআইব নামক জনৈক আনসারী এসে তার কসাই গোলামকে বললেন, পাঁচ জনের উপযোগী খাবার তৈরী কর। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-সহ পাঁচ জনকে দাওয়াত করতে যাই। তাঁর চেহারায় আমি ক্ষুধার চিহ্ন দেখতে পেয়েছি। তারপর সে লোক এসে দাওয়াত দিলেন। তাদের সঙ্গে আরেকজন অতিরিক্ত এলেন। নবী ﷺ বললেন, এ আমাদের সঙ্গে এসেছে, তুমি ইচ্ছা করলে একে অনুমতি দিতে পার আর তুমি যদি চাও সে ফিরে যাক, তবে সে ফিরে যাবে। সাহাবী বললেন, না, বরং আমি তাকে অনুমতি দিলাম।

১২৭৮. بَابُ مَا يَمْتَقُ الْكُذْبُ وَالْكِتْمَانُ فِي الْبَيْعِ

১২৯৮. পরিচ্ছেদ : মিথ্যা বলা ও দোষ গোপন করায় ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত নষ্ট হওয়া

১৯০২ حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْخَلِيلِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا -

১৯৫২ বদল ইবন মুহাব্বার (র.)... হাকীম ইবন হিয়াম (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, যতক্ষণ বিচ্ছিন্ন না হবে ততক্ষণ ক্রেতা-বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। যদি তাঁরা সত্য বলে ও যথাযথ

অবস্থা বর্ণনা করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে, আর যদি পণ্যের প্রকৃত অবস্থা গোপন করে ও মিথ্যা বলে তবে ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত চলে যাবে।

১২৭৭. **بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ**

১২৯৯. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তা‘আলার বাণী : হে মু‘মিনগণ! তোমরা চক্র বৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার (৩ : ১৩০)।

১৭০৩ حَدَّثَنَا أَبُو حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالَى الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ

১৯৫৬ আদম ইবন আবু ইয়াস (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, মানুষের উপর এমন এক যুগ অবশ্যই আসবে যখন মানুষ পরোয়া করবে না যে কিভাবে সে মাল অর্জন করল হালাল থেকে না হারাম থেকে।

১৩০০. **بَابُ أَكْلِ الرِّبَا وَشَامِدِهِ وَكَاتِبِهِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى : الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ**

১৩০০. পরিচ্ছেদ : সুদ গ্রহণকারী, তার সাক্ষী ও লেখক। আল্লাহ তা‘আলার বাণীঃ যারা সুদ খায় তারা সেই ব্যক্তিরই ন্যায় দাঁড়াবে, যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে। এ জন্য যে, তারা বলে, বেচাকেনা তো সুদের মত..... তারা অগ্নির অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে (২ : ২৭৫)।

১৭০৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَتَّوْرٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ آخِرُ الْبَقَرَةِ قَرَأَهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِمْ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ

১৯৫৪ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র.).... ‘আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলো নাযিল হল, তখন নবী ﷺ তা মসজিদে পড়ে শোনালেন। তারপর মদের ব্যবসা হারাম বলে ঘোষণা করেন।

১৯০০ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ بِنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ قَانِطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ وَعَلَى وَسْطِ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهْرِ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِيهِ فَرْدُهُ حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِيهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ فَكُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ الَّذِي رَأَيْتُهُ فِي النَّهْرِ أَكَلِ الرَّبِّ

১৯৫৫ মুসা ইবন ইসমাঈল (র.)... সামুরা ইবন জুনদুব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, আজ রাতে আমি স্বপ্ন দেখেছি যে, দু'ব্যক্তি আমার নিকট এসে আমাকে এক পবিত্র ভূমিতে নিয়ে গেল। আমরা চলতে চলতে এক রক্তের নদীর কাছে পৌঁছলাম। নদীর মধ্যস্থলে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে এবং আরেক ব্যক্তি নদীর তীরে, তার সামনে পাথর পড়ে রয়েছে। নদীর মাঝখানে লোকটি যখন বের হয়ে আসতে চায় তখন তীরের লোকটি তার মুখে পাথর খণ্ড নিক্ষেপ করে তাকে স্বস্থানে ফিরিয়ে দিচ্ছে। এভাবে যতবার সে বেরিয়ে আসতে চায় ততবারই তার মুখে পাথর নিক্ষেপ করছে আর সে স্বস্থানে ফিরে যাচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ কে? সে বলল, যাকে আপনি (রক্তের) নদীতে দেখেছেন, সে হল সূদখোর।

১২.১. بَابُ مُوَكِّلِ الرَّبِّوَا ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُّوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاوَا ... ثُمَّ تَوَفَّى كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذِهِ آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ

১৩০১. পরিচ্ছেদ : সূদদাতা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলার বাণী : হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সূদের যা বকেয়া আছে, তা ছেড়ে দাও।কর্মকল পুরাপুরি দেওয়া হবে আর তাদের ঋতি কোনরূপ অন্যায করা হবে না。(২ : ২৭৮ - ২৮১)। ইবন আব্বাস (রা.) বলেন. এটিই শেষ আয়াত, যা নবী ﷺ-এর উপর নাযিল হয়েছে।

১৯০১ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ : رَأَيْتُ أَبِي إِشْتَرَى عَبْدًا حَجَامًا فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكَسَّرَتْ فَسَأَلَتْهُ فَقَالَ : نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَثَمَنِ الدَّمِ وَنَهَى عَنِ الْوَاشِمَةِ وَالْمَوْشُومَةِ وَأَكْلِ الرَّبِّوَا وَمُوكِلِهِ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ

১৯৫৬ আবুল ওয়ালীদ (র.)... আওন ইবন আবু জুহাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতাকে দেখেছি, তিনি এক গোলাম খরিদ করেন যে শিঙ্গা লাগানোর কাজ করত। তিনি তার শিঙ্গার

যন্ত্রপাতি সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন এবং তা ভেঙ্গে ফেলা হল। আমি এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, নবী ﷺ কুকুরের মূল্য এবং রক্তের মূল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন, আর দেহে দাগ দেওয়া ও লওয়া থেকে নিষেধ করেছেন। সূদ খাওয়া ও খাওয়ানো নিষেধ করেছেন আর ছবি অংকনকারীর উপর লা'নত করেছেন।

১৩.২. **بَابُ يَمَحُقُ اللَّهُ الرَّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ**

১৩০২. পরিচ্ছেদ : (আল্লাহ তা'আলার বাণী) : আল্লাহ সূদকে নিষিদ্ধ করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ কোন অকৃত্রিম পাপীকে ভালবাসেন না (২৪২৭৬)।

১৯০৭ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْحَلْفُ مَنْفَقَةٌ لِلْسُلْعَةِ مَمْحُوقَةٌ لِلْبَرَكَةِ -

১৯৫৭ ইয়াহইয়া ইবন বুকাযর (র.) আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, মিথ্যা কসম পণ্য চালু করে দেয় বটে, কিন্তু বরকত নিষিদ্ধ করে দেয়।

১৩.৩. **بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْحَلْفِ فِي الْبَيْعِ**

১৩০৩. পরিচ্ছেদ : ক্রয়-বিক্রয়ে কসম খাওয়া নিষিদ্ধ

১৯০৮ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَقَامَ سَلْعَةً وَهُوَ فِي السُّوقِ فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا مَالٌ يُعْطَى لِيُوقَعَ فِيهَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَنَزَلَتْ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا

১৯৫৮ আমর ইবন মুহাম্মদ (র.) ... আবদুল্লাহ ইবন আবু আওফা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি বাজারে পণ্য আমদানী করে আব্দুল্লাহর নামে কসম খেল যে, এর এত দাম লাগান হয়েছে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা কেউ বলেনি। এতে তার উদ্দেশ্য সে যেন কোন মুসলিমকে পণ্যের ব্যাপারে ধোঁকায় ফেলতে পারে। এ প্রসঙ্গে আয়াত নাযিল হয়, যারা আব্দুল্লাহর সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছমূল্যে বিক্রি করে (৩ : ৭৭)।

১২০৬. **بَابُ مَا قِيلَ فِي الصَّوْغِ وَقَالَ طَاوُسٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَخْتَلَى خَلَامًا قَالَ الْعَبَّاسُ إِلَّا الْأَذْخَرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَيُؤْتِيهِمْ فَقَالَ إِلَّا الْأَذْخَرَ**

১৩০৪. পরিচ্ছেদ : স্বর্ণকার প্রসঙ্গে। তাউস (র.) ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, মক্কার কাচা ঘাস কাটা যাবে না। আব্বাস (রা.) বললেন, কিছু ইযখির ঘাস ব্যতীত। কেননা তা মক্কাবাসীদের কর্মকারদের ও তাদের ঘরের কাজে ব্যবহৃত হয়। নবী ﷺ বলেন, আচ্ছা, ইযখির ঘাস ব্যতীত।

১৯০৭ **حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلَىُّ بْنُ حُسَيْنٍ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِيبِي مِنَ الْمَغْنَمِ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَعْطَانِي شَارِفًا مِنَ الْخُمْسِ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتِنِي بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَعَدْتُ رَجُلًا صَوَاغًا مِنْ بَنِي قَيْنَقَاعَ أَنْ يَرْحَلَ مَعِيَ فَنَاتِي بِإِذْخِرٍ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَّوْغِ غَيْرَ بِهِ فِي وَلِيْمَةٍ عُرْسِي**

১৯৫৯ আবদান (র.)... হুসাইন ইবন আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন, আলী (রা.) বলেছেন, (বদর যুদ্ধের) গনীমতের মাল থেকে আমার অংশের একটি উটনী ছিল এবং নবী ﷺ তাঁর খুমস থেকে একটি উটনী আমাকে দান করলেন। যখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা ফাতিমা (রা.) এর সঙ্গে বাসর রাত যাপনের ইচ্ছা করলাম সে সময় আমি কায়নুকা গোত্রের একজন স্বর্ণকারের সাথে এই চুক্তি করেছিলাম যে, সে আমার সঙ্গে (জংগলে) যাবে এবং ইযখির ঘাস বহন করে আনবে এবং তা স্বর্ণকারদের নিকট বিক্রি করে তার মূল্য দ্বারা আমার বিবাহের ওয়ালীমার ব্যবস্থা করব।

১৯৬০ **حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَةً وَلَمْ تَحِلْ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا لِأَحَدٍ بَعْدِي وَإِنَّمَا حَلَّتْ لِي سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ لَا يَخْتَلَى خَلَامًا وَلَا يَقْعُدُ شَجَرَهَا وَلَا يَنْفَرُ صَيْدُهَا وَلَا يَلْتَقِطُ لُقْطَتُهَا إِلَّا لِعُمَرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِلَّا الْأَذْخَرَ لِمَا غَنَيْنَا وَلِسُقْفٍ بِيُوتِنَا فَقَالَ الْأَذْخَرَ فَقَالَ عِكْرِمَةُ هَلْ تَدْرِي مَا يَنْفَرُ صَيْدُهَا هُوَ أَنْ تَنْجِيَهُ مِنَ الظِّلِّ وَتَنْزِلَ مَكَانَهُ قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ خَالِدٍ لِمَا غَنَيْنَا وَقَبُورِنَا**

১৯৬০ ইসহাক (র.)... ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ (মক্কা বিজয়ের দিন) বলেন, আল্লাহ তা'আলা মক্কায় (রক্তপাত) হারাম করে দিয়েছেন। আমার আগেও কারো জন্য মক্কা হালাল করা হয়নি এবং আমার পরেও কারো জন্য হালাল করা হবে না। আমার জন্য শুধুমাত্র দিনের কিছু অংশে মক্কায় (রক্তপাত) হালাল হয়েছিল। মক্কার কোন ঘাস কাটা যাবে না, কোন গাছ কাটা যাবে না। কোন শিকারকে তাড়ানো যাবে না। ঘোষণাকারী ব্যতীত কেউ মক্কার যমীনে পড়ে থাকা মাল উঠাতে পারবে না। তখন আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব (রা.) বললেন, কিন্তু ইযখির ঘাস, যা আমাদের স্বর্ণকারদের ও আমাদের ঘরের ছাদের জন্য ব্যবহৃত তা ব্যতীত। নবী ﷺ বললেন, ইযখির ঘাস ব্যতীত। রাবী ইকরামা (র.) বলেন, তুমি জানো শিকার তাড়ানোর অর্থ কি? তা হল, ছায়ায় অবস্থিত শিকারকে তাড়িয়ে তার স্থানে নিজে বসা। আবদুল ওহাব (র.) খালিদ (র.) সূত্রে বলেছেন, আমাদের স্বর্ণকারদের জন্য ও আমাদের কবরের জন্য।

১২০. بَابُ ذِكْرِ الْقَيْنِ وَالْحَدَادِ

১৩০৫ পরিচ্ছেদঃ তীরের ফলক প্রস্তুতকারী ও কর্মকার প্রসঙ্গে

১৭৭১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ خُبَّابٍ قَالَ كُنْتُ قَيْنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ ابْنِ وَائِلٍ دَيْنٌ فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ قَالَ لَا أُعْطِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ فَقُلْتُ لَا أَكْفُرُ حَتَّى يُعْطِيَكَ اللَّهُ ثُمَّ تَبَعْتُ قَالَ دَعْنِي حَتَّى أَمُوتَ وَأُبْعَثَ فَسَأَوْنِي مَا لَوْ لَدَا فَأَقْضِيكَ فَنَزَلَتْ: أَفْرَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِينَ مَا لَوْ لَدَا أَطْلَعَ الْغَيْبَ أَمْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا

১৯৬১ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র.).... খাব্বাব (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহিলিয়াতের যুগে আমি কর্মকারের পেশায় ছিলাম। আস ইবন ওয়াইলের কাছে আমার কিছু পাওনা ছিল আমি তার কাছে তাগাদা করতে গেলে সে বলল, যতক্ষণ তুমি মুহাম্মদ ﷺ-কে অস্বীকার না করবে ততক্ষণ আমি তোমাকে তোমার পাওনা দিব না। আমি বললাম, আল্লাহ তোমাকে মৃত্যু দিয়ে তারপর তোমাকে পুনরোদ্ভূত করা পর্যন্ত আমি তাঁকে অস্বীকার করব না। সে বলল, আমি মরে পুনরোদ্ভূত হওয়া পর্যন্ত আমাকে অব্যাহতি দাও। শীগগীরই আমাকে সম্পদ ও সন্তান দেওয়া হবে, তখন আমি তোমার পাওনা পরিশোধ করব। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হলঃ তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে, যে আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেওয়া হবেই (১৯ঃ৭৭)।

১২.৬. بَابُ الْخِيَابِ

১৩০৬. পরিচ্ছেদঃ দরজী প্রসঙ্গে

১৭৭২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ

أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنَّ خِيَاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِبَطْعَامٍ صَنَعَهُ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خُبْزًا وَمَرَقًا فِيهِ دُبَاءٌ وَقَدِيدٌ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَتَبَعُ الدُّبَاءَ مِنْ حَوَالِي الْقُصْعَةِ، قَالَ فَلَمْ أَزَلْ أَحِبُّ الدُّبَاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ

১৯৬২ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.).... আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক দরজী খাবার তৈরী করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দাওয়াত করলেন। আনাস ইবন মালিক (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামানে রুটি এবং সুক্কয়া যাতে কদু ও গোশ্বতের টুকরা ছিল, পেশ করলেন। আমি নবী ﷺ-কে দেখতে পেলাম যে, পেয়ালার পার্শ্ব থেকে তিনি কদুর টুকরা খোঁজ করে নিচ্ছেন। সেদিন থেকে আমি সর্বদা কদু-সবুজের বাসতে থাকি।

১৩.৭. بَابُ النِّسَاءِ

১৩০৭. পরিচ্ছেদ ৪ তাঁতী প্রসঙ্গে

১৭৬৩ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ بِبُرْدَةٍ قَالَتْ ادْرُؤْنَ مَا الْبُرْدَةُ فَقِيلَ لَهُ نَعَمْ هِيَ لِلشَّمْلَةِ مَنَسُوجٌ فِي حَاشِيَتِهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَسَجْتُ هَذِهِ بِيَدِي أَكْسُوْكَهَا فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنهَا إِزَارُهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكْسَنِیْهَا فَقَالَ نَعَمْ فَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْمَجْلِسِ ثُمَّ رَجَعَ فَطَوَّأَهَا، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ مَا أَحْسَنْتَ سَأَلْتَهَا إِيَّاهُ وَلَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ سَائِلًا فَقَالَ الرَّجُلُ وَاللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِتَكُونَ كَفَنِي يَوْمَ أَمُوتُ قَالَ سَهْلٌ فَكَانَتْ كَفَنَهُ

১৯৬৩ ইয়াহইয়া ইবন বুকাইর (র.).... সাহল ইবন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক মহিলা একটি বুরদা আনলেন। (সাহল রা.) বললেন, তোমরা জান বুরদা কি? তাকে বলা হয়, ইয়া, তা হল এমন চাদর, যার পাড় বুনা। মহিলা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনাকে পরিধান করানোর জন্য আমি এটি নিজ হাতে বুনে নিয়ে এসেছি। নবী ﷺ তা গ্রহণ করলেন এবং তাঁর এর প্রয়োজন ছিল। তারপর তিনি তা তহবন্দররূপে পরিধান করে আমাদের সামনে এলেন। উপস্থিত লোকজনের মধ্যে একজন বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তা আমাকে পরিধান করতে দিন। তিনি

বললেন, আচ্ছা। নবী ﷺ কিছুক্ষণ মজলিসে বসে পরে ফিরে গেলেন। তারপর চাদরটি ভাঁজ করে সে লোকটির কাছে পাঠিয়ে দিলেন। লোকজন সে ব্যক্তিকে বললেন, তুমি ভাল কর নি, তুমি তাঁর কাছে চাদরটি চেয়ে ফেললে, অথচ তুমি জান যে, তিনি কোন সাওয়ালকারীকে ফিরিয়ে দেন না। সে লোকটি বললেন, আল্লাহর কসম, আমি চাদরটি এ জন্যই সাওয়াল করেছি যে, তা যাতে আমার মৃত্যুর পর আমার কাফন হয়। রাবী সাহল (রা.) বলেন, সেটি তার কাফন হয়েছিল।

১৩০৮. بَابُ النُّجَارِ

১৩০৮. পরিচ্ছেদ : সূত্রধর প্রসঙ্গে

১৭৭৬ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ أَتَى رَجُلًا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْمُنْبَرِ فَقَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى فُلَانَةٍ امْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ أَنْ مَرَى غُلَامَكَ النُّجَارَ يَعْمَلُ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ فَأَمَرْتُهُ يَفْعَلُهَا مِنْ طَرَفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَأَرْسَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِهَا فَأَمَرَهَا فَوُضِعَتْ فَجَلَسَ عَلَيْهِ -

১৯৬৪ কুতাইবা ইবন সাঈদ (র.)... আবু হাযিম (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিছু লোক সাহল ইবন সা'দ (রা.) -এর কাছে এসে মিশরে নবী ﷺ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একজন (আনসারী) মহিলা সাহল (রা.) যার নাম উল্লেখ করেছিলেন, তার কাছে তিনি সংবাদ পাঠালেন যে, তোমার সূত্রধর গোলামকে বল, সে যেন আমার জন্য কাঠ দিয়ে একটি (মিশর) তৈরি করে দেয়। লোকদের সাথে কথা বলার সময় যার উপর আমি বসতে পারি। সে মহিলা তাকে গাবা নামক স্থানের কাঠ দিয়ে মিশর বানানোর নির্দেশ দিলেন। তারপর গোলামটি তা নিয়ে এল এবং সে মহিলা এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তার নির্দেশক্রমে তা স্থাপন করা হল, পরে তার উপর নবী ﷺ উপবেশন করলেন।

১৭৭০ حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا أَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ فَإِنِ لِي غُلَامًا نَجَارًا قَالَ إِنْ شِئْتَ قَالَ فَعَمِلْتُ لَهُ الْمُنْبَرِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَعَدَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمُنْبَرِ الَّذِي صُنِعَ فَصَاحَتِ النُّخْلَةُ الَّتِي كَانَ يَخْطُبُ عَنْهَا حَتَّى كَادَتْ أَنْ تَنْشَقَّ فَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أَخَذَهَا فَضَمَّهَا إِلَيْهِ فَجَعَلَتْ تَنْزِيءُ أَنْيْنَ الصَّبِيِّ الَّذِي يُسْكُتُ حَتَّى اسْتَقَرَّتْ قَالَ بَكَتْ عَلَى مَا كَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ -

১৯৬৬ খাল্লাদ ইবন ইয়াহইয়া (র.)...জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একজন আনসারী মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কি আপনার জন্য এমন একটি জিনিস তৈরি করে দিব না, যার উপর আপনি উপবেশন করবেন? কেননা, আমার একজন সূত্রধর গোলাম আছে। তিনি বললেন, যদি তুমি ইচ্ছা কর। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর সে মহিলা তাঁর জন্য মিশ্বর বানিয়ে দিলেন। যখন জুমু'আর দিন হলো, নবী ﷺ সেই তৈরি মিশ্বরের উপরে বসলেন। সে সময় যে খেঁজুর গাছের কাণ্ডের উপর ভর দিয়ে তিনি খুতবা দিতেন, সেটি এমনভাবে চীৎকার করে উঠল, যেন তা ফেটে পড়বে। নবী ﷺ নেমে এসে তাকে নিজের সংগে জড়িয়ে ধরলেন। তখন সেটি ফোঁপাতে লাগল, যেমন ছোট শিশুকে চুপ করানোর সময় ফোঁপায়। অবশেষে তা স্থির হয়ে গেল। (রাবী বলেন,) খেঁজুর কাণ্ডটি যে যিকির- নসীহত শুনত, তা হারানোর কারণে কেঁদেছিল।

১৩.৯. **بَابُ شَرَى الْإِمَامِ الْحَوَائِجَ بِنَفْسِهِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اشْتَرَى النَّبِيُّ ﷺ جَمَلًا مِنْ عُمَرَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا جَاءَ مُشْرِكٌ بِفَنَمٍ فَاشْتَرَى النَّبِيُّ ﷺ مِنْهُ شَاةً وَاشْتَرَى مِنْ جَابِرٍ بَعِيرًا.**

১৩০৯. পরিচ্ছেদ ৪ ইমাম কর্তৃক নিজেই প্রয়োজনীয় বস্তু খরিদ করা। ইবন উমর (রা.) বলেন, নবী ﷺ উমর (রা.)-এর নিকট থেকে একটি উট খরিদ করেছিলেন। আবদুর রাহমান ইবন আবু বকর (রা.) বলেন, জনৈক মুশরিক তার ছাগলের পাল নিয়ে আসলে নবী ﷺ তার থেকে একটি বকরী খরিদ করেন। আর তিনি জাবির (রা.) থেকে একটি উট খরিদ করেছিলেন।

১৭৭৭ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنِسِيئَةٍ وَرَهْنَةً بِرُغْمَةٍ

১৯৬৮ ইউসুফ ইবন ইসা (র.)...‘আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক ইয়াহুদী থেকে বাকীতে খাদ্য ক্রয় করেন এবং নিজের লৌহ বর্ম তার কাছে বন্ধক রাখেন।

১৩.১০. **بَابُ شِرَاءِ الدَّوَابِّ وَالْحَمِيرِ، وَإِذَا اشْتَرَى دَابَّةً أَوْ جَمَلًا وَفُوَ عَلَيْهِ مَلٌ يَكُونُ ذَلِكَ قَبْضًا قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِعْنِي جَمَلًا مَتْعَبًا**

১৩১০. পরিচ্ছেদ ৪ জন্তু ও গাধা খরিদ করা। জন্তু বা উট খরিদ কালে বিক্রেতা যদি তার পিঠে আরোহী অবস্থায় থাকে তবে তার অবতরণের পূর্বেই কি ক্রেতার হস্তগত হয়েছে বলে গণ্য

হতে পারে? ইবন উমর (রা.) বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ উমর (রা.) -কে বললেন, আমার কাছে তা অর্থাৎ অবাধ্য উটটি বিক্রয় করে দাও।

১৭৬৭

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزَاةٍ فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا فَأَتَى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ جَابِرُ، فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا شَأْنُكَ، قُلْتُ أَبْطَأَ عَلَى جَمَلِي وَأَعْيَا فَتَخَلَّفْتُ فَنَزَلَ يَحْجُنُهُ بِمِحْجَنِهِ ثُمَّ قَالَ : اِرْكَبْ فَرَكِبْتُ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَكْفُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ تَزَوَّجْتُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِكَرًا أَمْ ثِيْبًا قُلْتُ بَلْ ثِيْبًا قَالَ أَفَلَا جَارِيَةٌ تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ قُلْتُ إِنْ لِي أَخَوَاتٍ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ وَتَمْشُطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ، قَالَ أَمَا إِنَّكَ قَادِمٌ فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسُ الْكَيْسُ، ثُمَّ قَالَ أَتَبِيعُ جَمَلَكَ قُلْتُ نَعَمْ فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِأُوقِيَةٍ ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلِي وَقَدِمْتُ بِالْفِدَاةِ فَجِئْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ قَالَ الْآنَ قَدِمْتُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَدَعُ جَمَلَكَ فَأَدْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ فَأَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَرِنَ لِي أُوقِيَةٌ فَوَزَنَ لِي بِلَالٌ فَأَرْجَعَ لِي فِي الْمِيزَانِ فَأَنْطَلَقْتُ حَتَّى وَلَّيْتُ فَقَالَ أَدْعُ لِي جَابِرًا قُلْتُ الْآنَ يَرُدُّ عَلَى الْجَمَلِ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغُضُ إِلَى مِنْهُ قَالَ خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمْنُهُ -

১৯৬৭ মুহাম্মদ ইবন বাশশার (র.)....জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক যুদ্ধে আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। আমার উটটি অত্যন্ত ধীরে চলছিল বরং চলতে অক্ষম হয়ে পড়েছিল। এমতাবস্থায় নবী ﷺ আমার কাছে এলেন এবং বললেন, জাবির? আমি বললাম, জী। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার অবস্থা কী? আমি বললাম, আমার উট আমাকে নিয়ে অত্যন্ত ধীরে চলছে এবং অক্ষম হয়ে পড়েছে। ফলে আমি পিছনে পড়ে গেছি। তখন তিনি নেমে চাবুক দিয়ে উটটিকে আঘাত করতে লাগলেন। তারপর বললেন, এবার আরোহণ কর। আমি আরোহণ করলাম। এরপর অবশ্য আমি উটটিকে এমন পেলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অগ্রসর হওয়ায় বাধা দিতে হয়েছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি বিবাহ করেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, কুমারী না বিবাহিতা? আমি বললাম, বিবাহিতা। তিনি বললেন, তরুণী বিবাহ করলে না কেন? তুমি তার সাথে হাঁসি-তামাসা এবং সে তোমার সাথে পূর্ণভাবে হাঁসি তামাসা করত। আমি বললাম, আমার কয়েকটি বোন রয়েছে, ফলে আমি এমন এক মহিলাকে বিবাহ করতে পসন্দ করলাম, যে তাদেরকে মিল-মহক্বতে রাখতে, তাদের পরিচর্যা করতে এবং তাদের উপর উত্তমরূপে কর্তৃত্ব করতে সক্ষম হয়। তিনি

বললেন, শোন! তুমি তো বাড়ীতে পৌছবে? যখন তুমি পৌছবে তখন তুমি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেবে। তিনি বললেন, তোমার উটটি বিক্রি করবে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি তা এক উকীয়ার^১ বিনিময়ে আমার নিকট থেকে কিনে নিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার আগে (মদীনায়) পৌছলেন এবং আমি (পরের দিন) ভোরে পৌছলাম। আমি মসজিদে নববীতে গিয়ে তাঁকে দরজার সামনে পেলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এখন এলে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমার উটটি রাখ এবং মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকআত সালাত আদায় কর। আমি মসজিদে প্রবেশ করে সালাত আদায় করলাম। তারপর তিনি বিলাল (রা.)-কে উকীয়া ওয়ন করে আমাকে দিতে বললেন। বিলাল (রা.) ওয়ন করে দিলেন এবং আমার পক্ষে ঝুঁকিয়ে দিলেন। আমি রওয়ানা হলাম। যখন আমি পিছন ফিরেছি তখন তিনি বললেন, জাবিরকে আমার কাছে ডাক। আমি ভাবলাম, এখন হয়ত উটটি আমাকে ফিরিয়ে দেবেন। আর আমার কাছে এর চাইতে অপসন্দনীয় আর কিছুই ছিল না। তিনি বললেন, তোমার উটটি নিয়ে যাও এবং তার মূল্যও তোমার।

১২১১. بَابُ الْأَسْوَاقِ الَّتِي كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَتَبَايَعَ بِهَا النَّاسُ فِي الْإِسْلَامِ

১৩১১. পরিচ্ছেদ : জাহিলী যুগে যে সকল বাজার ছিল এরপর ইসলামী যুগে সেগুলোতে লোকদের বেচাকেনা করা

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عُبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَتْ عُكَاظٌ وَمَجَنَّةٌ وَنَوُ الْمَجَازِ أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ تَأْتَمُّوا مِنَ التَّجَارَةِ فِيهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَذًا -

১৯৬৮ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র.).... ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, উকায, মাজান্না ও যুল-মাজায জাহিলী যুগের বাজার ছিল, ইসলামের আবির্ভাবের পরে লোকেরা তথায় ব্যবসা করা গুনাহের কাজ মনে করল। এ প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেনঃ তোমাদের উপর কোন গুনাহ নাই....(অর্থাৎ) হজ্জের মওসুমে। ইবন আব্বাস (রা.) এরূপ পড়েছেন।

১২১২. بَابُ شِرَاءِ الْأَيْلِ الْهَيْمِ أَوْ الْأَجْرَبِ الْهَائِمِ الْمُخَالِفِ لِلْقَصْدِ فِي كُلِّ شَيْءٍ

১৩১২. পরিচ্ছেদ ৪ অতি পিপাসাকাতর অথবা চর্মরোগে আক্রান্ত উট ক্রয় করা। হায়িম অর্থ সকল বিষয়ে মধ্যপন্থা বিরোধী

১৭৭৭ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ عُمَرُو كَانَ هَامُنَا رَجُلٌ اسْمُهُ نَوَاسٌ وَكَانَتْ عِنْدَهُ إِبِلٌ هَيْمٌ فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَاشْتَرَى تِلْكَ الْإِبِلَ مِنْ شَرِيكِ لَهُ فَجَاءَ إِلَيْهِ شَرِيكُهُ فَقَالَ بَعْنَا تِلْكَ الْإِبِلَ فَقَالَ مِمَّنْ بَعْتَهَا قَالَ مِنْ شَيْخٍ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ وَيْحَكَ ذَاكَ وَاللَّهِ ابْنُ عُمَرَ فَجَاءَهُ فَقَالَ إِنَّ شَرِيكِي بَاعَكَ إِبِلًا هَيْمًا وَلَمْ يَعْرِفَكَ قَالَ فَاسْتَقْبَهَا قَالَ فَلَمَّا ذَهَبَ يَسْتَأْذِنُهَا فَقَالَ دَعْنَهَا رَضِينَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا عُنَى سَمِعَ سُفْيَانُ عَمْرًا

১৯৬৯ আলী ইবন আবদুল্লাহ্ (র.)...আমর (ইবন দীনার) (র.) বলেন, এখানে নাওওয়াস নামক এক ব্যক্তি ছিল। তার নিকট অতি পিপাসা রোগে আক্রান্ত একটি উট ছিল। ইবন উমর (রা.) তার শরীকের কাছ থেকে সে উটটি কিনে নেন। পরে তার শরীক তার নিকট উপস্থিত হলে বলল, সে উটটি বিক্রি করে দিয়েছি। নাওওয়াস জিজ্ঞাসা করলেন, কার কাছে বিক্রি করেছে? সে বলল, এমন আকৃতির এক বৃদ্ধের কাছে। নাওওয়াস বলে উঠলেন, আরে কি সর্বনাশ! তিনি তো আল্লাহর কসম ইবন উমর (রা.) ছিলেন। এরপর নাওওয়াস তাঁর নিকট এলেন এবং বললেন, আমার শরীক আপনাকে চিনতে না পেয়ে আপনার কাছে একটি পিপাসাক্রান্ত উট বিক্রি করেছে। তিনি বললেন, তবে উটটি নিয়ে যাও। সে যখন উটটি নিয়ে যেতে উদ্যত হলো, তখন তিনি বললেন, রেখে দাও। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ফায়সালায় সন্তুষ্ট যে, রোগে কোন সংক্রামন নেই। সুফ্য়ান, (র.) আমর (র.) থেকে উক্ত হাদীসটি শুনেছেন।

১৩১৩. بَابُ بَيْعِ السَّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ وَغَيْرِهَا وَكَرِهَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ بَيْعَهُ فِي الْفِتْنَةِ

১৩১৩. পরিচ্ছেদ ৪ ফিতনার সময় বা অন্য সময়ে অস্ত্র বিক্রয় করা। ইমরান ইবন হুসায়ন (রা.) ফিতনার সময় অস্ত্র বিক্রয়কে ভাল মনে করেন নি।

১৭৭০ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ ابْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حُنَيْنٍ فَأَعْطَاهُ يَعْْنَى الدَّرْعُ فَبِيعْتُ الدَّرْعَ فَأَبْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلَمَةَ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَالٍ تَأْتَلَّتُهُ فِي الْإِسْلَامِ

১৯৭০ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র.)... আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে হনায়নের যুদ্ধে গেলাম। তখন তিনি আমাকে একটি বর্ম দিয়েছিলেন। আমি সেটি বিক্রি করে তার মূল্য দ্বারা বনু সালিমা গোত্রের এলাকায় অবস্থিত একটি বাগান খরিদ করি। এ ছিল ইসলাম গ্রহণের পর আমার প্রথম স্থাবর সম্পত্তি অর্জন।

১৩১৬. بَابُ فِي الْعَطَارِ وَيَبِيعُ الْمِسْكَ

১৩১৪. পরিচ্ছেদ : আতর বিক্রেতা ও মিস্ক বিক্রি করা।

১৭৭১ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوِّءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ وَكَثِيرِ الْحَدَّارِ لَا يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ تَشْتَرِيَهُ وَإِمَّا تَجِدَ رِيحَهُ وَكَثِيرِ الْحَدَّارِ يُحْرِقُ بَيْتَكَ أَوْ تُؤْيِكَ أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً

১৯৭১ মুসা ইব্ন ইসমাইল (র.)... আবু মুসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ মিস্ক বিক্রেতা ও কর্মকারের হাপরের ন্যায়। আতর বিক্রেতাদের থেকে তুমি রেহাই পাবে না। হয় তুমি আতর খরিদ করবে, না হয় তার সুঘ্রাণ পাবে। আর কর্মকারের হাপর হয় তোমার ঘর অথবা তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে, না হয় তুমি তার দুর্গন্ধ পাবে।

১৩১৫. بَابُ ذِكْرِ الْحَجَامِ

১৩১৫. পরিচ্ছেদ : শিংগা লাগানো

১৭৭২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خَرَاكِهِ

১৯৭২ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র.)... আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু তায়বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে শিংগা লাগালেন তখন তিনি তাকে এক সা পরিমাণ খেজুর দিতে আদেশ করলেন এবং তার মালিককে তার দৈনিক পারশ্রমিকের হার কমিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

১৭৭৩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ
إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَعْطَى الذِّي حَجَمَهُ ، وَلَوْ كَانَ
حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ

১৯৭৩ মুসাদ্দ (র.)... ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ শিংগা লাগালেন
এবং যে তাঁকে শিংগা লাগিয়েছে, তাকে তিনি মজুরী দিলেন। যদি তা হারাম হত তবে তিনি তা দিতেন
না।

১২১৬. بَابُ التَّجَارَةِ فِيمَا يُكْرَهُ لِبُسَةِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

১৩১৬ পরিচ্ছেদ : পুরুষ এবং মহিলার জন্য যা পরিধান করা নিষিদ্ধ তার ব্যবসা করা।

১৭৭৬ حَدَّثَنَا إِدْمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِحُلَّةٍ حَرِيرٍ أَوْ
سِيرَاءَ فَرَأَاهَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أُرْسِلْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا إِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لَأَخْلَقَ
لَهُ إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتَسْتَمْتَعَ بِهَا يَعْنِي تَبِيعُهَا

১৯৭৪ আদম (র.).... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী ﷺ উমর
(রা.)-এর নিকট একটি রেশমী চাদর পাঠিয়ে দেন, পরে তিনি তা তাঁর গায়ে দেখতে পেয়ে বলেন,
আমি তা তোমাকে এ জন্য দেইনি যে, তুমি তা পরিধান করবে। অবশ্য তা তারাই পরিধান করে, যার
(আখিরাতে) কোন অংশ নেই। আমি তো তা তোমার কাছে এজন্য পাঠিয়েছি যে, তুমি তা দিয়ে
উপকৃত হবে অর্থাৎ তা বিক্রি করবে।

১৭৭৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَخْبَرَتْ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نَمْرُقَةً فِيهَا
تَصَاوِيرٌ فَلَمَّا رَأَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْهُ فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ
الْكِرَاهِيَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ مَاذَا أَذْنَبْتُ فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ مَا بَالُ هَذِهِ النَّمْرُقَةِ قُلْتُ اشْتَرَيْتُهَا لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ فَيَقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ
وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ هَذِهِ الصُّورُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ

[১৯৭৫] আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).. উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বর্ণনা করেন যে, তিনি একটি ছবিযুক্ত বালিশ খরিদ করেন। রাসূলুল্লাহ্ তা দেখতে পেয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন, ভিতরে প্রবেশ করলেন না। আমি তাঁর চেহারা অসন্তুষ্টির ভাব দেখতে পেলাম। তখন বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কাছে তওবা করছি। আমি কী অপরাধ করেছি? তখন রাসূলুল্লাহ্ বললেন, এ বালিশের কী সমাচার? 'আয়িশা (রা.) বলেন, আমি বললাম, আমি এটি আপনার জন্য খরিদ করেছি, যাতে আপনি হেলান দিয়ে বসতে পারেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ বললেন, এই ছবিওয়ালাদেরকে কিয়ামতের দিন আযাব দেওয়া হবে। তাদের বলা হবে, তোমরা যা বানিয়েছিলে, তা জীবিত কর। তিনি আরো বলেন, যে ঘরে এ সব ছবি থাকে, সে ঘরে (রহমতের) ফেরেশতাগণ প্রবেশ করেন না।

১৩১৭. بَابُ صَاحِبِ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسُّؤْمِ

১৩১৭. পরিচ্ছেদ : পণ্যের মালিক মূল্য বলার অধিক হকদার

[১৭৭৭] حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي الثَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ وَفِيهِ خَرْبٌ وَنَحْلٌ

[১৯৭৬] মুসা ইব্ন ইসমাঈল (র.)...আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী বললেন, হে বানু নাজ্জার! আমাকে তোমাদের বাগানের মূল্য বল। বাগানটিতে ঘরের ভাঙা চুরা অংশ ও খেঁজুর গাছ ছিল।

১৩১৮. بَابُ كَمْ يَجُوزُ الْخِيَارُ

১৩১৮ পরিচ্ছেদ : (ক্রেতা-বিক্রেতার) খিয়ার কতকণ পর্যন্ত থাকবে?

[১৭৭৭] حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنْ الْمُتَبَايعَيْنِ

১। খিয়ার অর্থ ইখ্তিয়ার, অধিকার স্বাধীনতা। যে কোন কাজ-কারবার ও লেন-দেনে উভয় পক্ষের স্বাধীনতা থাকা স্বতঃসিদ্ধ কথা। ক্রয়-বিক্রয়ে সাধারণতঃ কয়েক ধরনের খিয়ার থাকে। প্রথমতঃ ক্রয়-বিক্রয়ের প্রস্তাবে অপর পক্ষের গ্রহণ করা না করার ইখ্তিয়ার, একে খিয়ারুল কবূল খিয়ার বলে। দ্বিতীয়তঃ লাভ-লোকসান সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়ার জন্য ক্রয়-বিক্রয় কালীন শর্তারোপ করতঃ অবকাশের সুযোগ গ্রহণ করা। অধিকাংশের মতে এটা তিন দিনের মিয়াদে হয়। একে খিয়ারুল শর্ত (খিয়ার শর্ত) বলে।

بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ الْبَيْعُ خِيَارًا، قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ

[১৯৭৭] সাদাকা (র.)... ইবন উমর (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ক্রেতা-বিক্রেতা যতক্ষণ বিচ্ছিন্ন না হবে, ততক্ষণ তাদের বেচা-কেনার ব্যাপারে উভয়ের ইখতিয়ার থাকবে। আর যদি খিয়ারের শর্তে ক্রয়-বিক্রয় হয় (তাহলে পরেও ইখতিয়ার থাকবে)। নafi' (র.) বলেন, ইবন উমর (রা.) কোন পণ্য ক্রয়ের পর তা পসন্দ হলে মালিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তেন।

[১৭৭৮] حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَزَادَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا بِهِ قَالَ قَالَ هَمَّامٌ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي النَّيَّاحِ فَقَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي الْخَلِيلِ لَمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بِهَذَا الْحَدِيثِ

[১৯৭৮] হাফস ইবন উমর (র.).... হাকীম ইবন হিয়াম (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যতক্ষণ ক্রেতা-বিক্রেতা বিচ্ছিন্ন না হবে ততক্ষণ তাদের খিয়ারের অধিকার থাকবে। আহমদ (র.) বাহ্য (র) সূত্রে অতিরিক্ত বর্ণনা করেন যে হাম্মাম (র.) বলেন, আমি আবু তাইয়্যাহ (র.)-কে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন, আবদুল্লাহ ইবন হারিছ যখন এই হাদীসটি আবু খলীলকে বর্ণনা করেন, তখন আমি তার সঙ্গে ছিলাম।

১৩১৭. بَابُ إِذَا لَمْ يُؤْتِ الْخِيَارَ فَلَا يَجُوزُ الْبَيْعُ

১৩১৯. পরিচ্ছেদ : খিয়ারের সময়-সীমা নির্ধারণ না করলে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে কি?

[১৭৭৭] حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْتُ وَرَبِّمَا قَالَ أَوْ يَكُونُ بَيْعُ خِيَارٍ

[১৯৭৯] আবু নু'মান (র.).... ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের খিয়ার থাকবে অথবা এক পক্ষ অপর পক্ষকে বলবে, গ্রহণ করে নাও। রাবী অনেক সময় বলেছেন, অথবা খিয়ারে শর্তে ক্রয়-বিক্রয় হলে।

১৩২২. بَابُ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَشُرَيْحُ وَالشُّعْبِيُّ وَطَائِفٌ وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ

১৩২০. পরিচ্ছেদ : ক্রেতা-বিক্রেতা বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের উভয়ের ইখতিয়ার থাকবে।
ইবন উমর (রা.), শুরাইহ, শা'বী, তাউস ও ইবন আবু মুলায়কা (র.) এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

১৯৮০ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ هُوَ ابْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قَتَادَةُ أَخْبَرَنِي عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ حَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكُتِمَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

১৯৮০ ইসহাক (র.)....হাকীম ইবন হিয়াম (রা.) সূত্রে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, ক্রেতা-বিক্রেতা বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের উভয়ের ইখতিয়ার থাকবে। যদি তারা উভয়ে সত্য কথা বলে ও (পণ্যের দোষক্রটি) যথাযথ বর্ণনা করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে, আর যদি তারা মিথ্যা বলে ও (দোষ) গোপন করে, তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত বিনষ্ট হয়ে যাবে।

১৯৮১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْمُتَبَايعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعُ الْخِيَارِ

১৯৮১ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.)....ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ক্রেতা-বিক্রেতা প্রত্যেকের একে অপরের উপর ইখতিয়ার থাকবে, যতক্ষণ তারা বিচ্ছিন্ন না হবে। তবে খিয়ার-এর শর্তে ক্রয়-বিক্রয়ে (বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরও ইখতিয়ার থাকবে)।

১৩২১. بَابُ إِذَا خَيْرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ

১৩২১. পরিচ্ছেদ : ক্রয়-বিক্রয় শেষে একে অপরকে ইখতিয়ার প্রদান করলে ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

১৯৮২ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ

১৯৮২ কুতায়বা (র.).... ইব্ন উমর (রা.) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন দু' ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয় করে, তখন তাদের উভয়ে যতক্ষণ বিচ্ছিন্ন না হবে অথবা একে অপরকে ইখতিয়ার প্রদান না করবে, ততক্ষণ তাদের উভয়ের ইখতিয়ার থাকবে। এভাবে তারা উভয়ে যদি ক্রয়-বিক্রয় করে তবে তা সাব্যস্ত হয়ে যাবে। আর যদি তারা উভয়ে ক্রয়-বিক্রয়ের পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং তাদের কেউ যদি তা পরিত্যাগ না করে তবে ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

১২২২. بَابُ إِذَا كَانَ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ

১৩২২. পরিস্ফেদ : বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকলে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে কি?

১৯৮৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ بَيْعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ

১৯৮৩ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র.).... ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে যতক্ষণ বিচ্ছিন্ন না হবে, ততক্ষণ তাদের মাঝে কোন ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হবে না। অবশ্য ইখতিয়ার -এর শর্তে ক্রয়-বিক্রয় হলে তা সাব্যস্ত হবে।

১৯৮৬ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا قَالَ هَمَّامٌ وَجَدْتُ فِي كِتَابِي يَخْتَارُ ثَلَاثَ مِرَارٍ فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكُتِمَا فَعَسَى أَنْ يَرْبَحَا رِبْحًا وَيَمْحَقَا بَرَكَةً بَيْعِهِمَا * قَالَ وَحَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الثَّيَّاحِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১৯৮৪ ইসহাক (র.).... হাকীম ইব্ন হিয়াম (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, ক্রেতা-বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে উভয়ের বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত। যদি তারা উভয়ে সত্য কথা বলে এবং (পণ্যের দোষগুণ) যথাযথ বর্ণনা করে, তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত দেওয়া হবে, আর যদি তারা মিথ্যা বলে এবং গোপন করে, তবে হয়ত খুব লাভ করবে কিন্তু তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত মুছে যাবে। অপর সনদে হাম্মাম... আবদুল্লাহ ইব্ন হারিছ (র.) হাকীম ইব্ন হিয়াম (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

১২২২. بَابُ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا فَوَقَّعَ مِنْ سَاعَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا وَ لَمْ يُنْكِرِ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَوْ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ وَقَالَ طَائُسٌ فِيمَنْ

يَشْتَرِي السَّلْعَةَ عَلَى الرِّضَا ثُمَّ بَاعَهَا وَجَبَتْ لَهُ وَالرِّبْحُ لَهُ، وَقَالَ
 الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
 قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَكُنْتُ عَلَى يَكْرِ صَعْبٍ لِعُمَرَ فَكَانَ
 يَغْلِبُنِي فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ الْقَوْمِ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ
 وَيَرُدُّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعُمَرَ بِعْنِيهِ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعْنِيهِ فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ
 ﷺ هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ تَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ * قَالَ وَقَالَ اللَّيْثُ
 حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعْتُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ
 عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ مَالًا بِالْوَادِي بِمَالٍ لَهُ بِخَيْبَرَ فَلَمَّا تَبَايَعْنَا رَجَعْتُ عَلَى
 عَقِبِي حَتَّى خَرَجْتُ مِنْ بَيْتِهِ خَشْيَةً أَنْ يُرَادَنِي الْبَيْعُ وَكَانَتْ السَّنَةُ أَنْ
 الْمُتَبَايَعِينَ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَلَمَّا وَجَبَ بَيْعِي
 وَبَيْعُهُ رَأَيْتُ أَنِّي قَدْ غَبَنْتُهُ بِأَنِّي سَقَيْتُهُ إِلَى أَرْضٍ تُعَوَّدُ بِثَلَاثِ لَيَالٍ وَسَأَقْنِي
 إِلَى الْمَدِينَةِ بِثَلَاثِ لَيَالٍ

১৩২৩. পরিচ্ছেদ ৪ পণ্য খরিদ করে উভয়ের বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে সে মুহূর্তেই দান করে দিল, এবং ক্রেতার উপর বিক্রেতা কোন আপত্তি করল না অথবা একটি গোলাম খরিদ করে তাকে আযাদ করে দিল। তাউস (র.) বলেন, স্বৈচ্ছায় পণ্য ক্রয় করে পরে তা বিক্রি করে দিলে তা সাব্যস্ত হয়ে যবে এবং মুনাফা সেই (প্রথম ক্রেতা যে পরে বিক্রি করল) পাবে। হুমায়দী (র.)..... ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা এক সফরে নবী ﷺ-এর সংগে ছিলাম। আমি (আমার পিতা) উমর (রা.)-এর একটি অবাধ্য জওয়ান উটের উপর সাওয়ার ছিলাম। উটটি আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে গিয়ে সকলের আগে আগে চলে যাচ্ছিল। উমর (রা.) তাকে তাড়িয়ে ফিরিয়ে আনছিলেন। আবার সে আগে বেড়ে যাচ্ছিল, আবার উমর (রা.) তাকে তাড়িয়ে ফিরিয়ে আনছিলেন। তখন নবী ﷺ উমর (রা.)-কে বললেন, এটি আমার কাছে বিক্রয় করে দাও। তিনি বললেন, ইয়া রাসুল্লাহ! এটা আপনারই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি এটি আমার কাছে বিক্রি কর। তখন তিনি সেটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বিক্রি করে দিলেন। নবী ﷺ

বললেন, হে আবদুল্লাহ ইব্ন উমর! এটি তোমার, তুমি এটি দিয়ে যা ইচ্ছা তা কর। লাইস (র.)... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমীরুল মু'মিনীন উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা.)-এর খায়বারের যমীনের বিনিময়ে আমি ওয়াদির যমীন তাঁর কাছে বিক্রি করলাম। আমরা যখন ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন করলাম, তখন আমি পিছনের দিকে ফিরে তাঁর ঘর হতে এই ভয়ে বের হয়ে গেলাম যে, তিনি হয়ত আমার এ বিক্রয় রদ করে দিবেন। সে সময়ে এ রীতি প্রচলিত ছিল যে, বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত ক্রেতা-বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকত। আবদুল্লাহ (রা.) বললেন, যখন আমার ও তাঁর মাঝের ক্রয়-বিক্রয় নিশ্চিত হয়ে গেল তখন আমি চিন্তা করে দেখলাম যে, আমি এভাবে তাঁকে ঠকিয়েছি। আমি তাঁকে ছামুদ ভূখণ্ডের তিন দিনের পথের দূরত্বের পরিমাণ পৌছিয়ে দিয়েছি আর তিনি আমাকে মদীনার তিন দিনের পথের দূরত্বের পরিমাণ পৌছে দিয়েছেন।

১২২৪. بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخِدَاعِ فِي الْبَيْعِ

১৩২৪. পরিশ্ছেদ : ক্রয়-বিক্রয়ে প্রভারণা করা দোষণীয়

১৭৮৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ

১৯৮৫ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র.)... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এক সাহাবী নবী ﷺ-এর নিকট উল্লেখ করলেন যে, তাকে ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকা দেওয়া হয়। তখন তিনি বললেন, যখন তুমি ক্রয়-বিক্রয় করবে তখন বলে নিবে কোন প্রকার ধোঁকা নেই।

১২২৫. بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الْأَسْوَاقِ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ قُلْتُ هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ تِجَارَةٌ قَالَ سُوقُ قَيْنُقَاعَ وَقَالَ أَنَسُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ دُلَّنِي عَلَى السُّوقِ وَقَالَ عُمَرُ أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ

১৩২৫. পরিশ্ছেদ : বাজার সম্পর্কে যা উল্লেখ করা হয়েছে। আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা.) বলেন, আমরা মদীনায় আগমনের পর জিজ্ঞাসা করলাম, এমন কোন বাজার আছে কি, যেখানে ব্যবসা বাণিজ্য হয়? সে বলল, কায়নুকার বাজার আছে। আনাস (রা.) বলেন, আবদুর রহমান (রা.) বললেন, আমাকে বাজারের রাস্তা দেখিয়ে দাও। উমর (রা.) বলেন, আমাকে বাজারের ক্রয়-বিক্রয় গাফেল করে রেখেছে।

১৭৮৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْزُوا جَيْشُ الْكَعْبَةِ ، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخَسَفُ بِأُولِهِمْ وَأَخْرِهِمْ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يُخَسَفُ بِأُولِهِمْ وَأَخْرِهِمْ وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ قَالَ يُخَسَفُ بِأُولِهِمْ وَأَخْرِهِمْ ثُمَّ يُبْعَوْنَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ

১৯৮৬ মুহাম্মদ ইব্ন সাব্বাহ (র.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, (পরবর্তী যামানায়) একদল সৈন্য কা'বা (ধ্বংসের উদ্দেশ্যে) অভিযান চালাবে। যখন তারা বায়দা নামক স্থানে পৌছবে তখন তাদের আগের পিছের সকলকে যমীনে ধসিয়ে দেওয়া হবে। 'আয়িশা (রা.) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাদের অগ্রবাহিনী ও পশ্চাৎবাহিনী সকলকে কীভাবে ধসিয়ে দেওয়া হবে, অথচ সে সেনাবাহিনীতে তাদের বাজারের (পণ্য-সামগ্রী বহনকারী) লোকও থাকবে এবং এমন লোকও থাকবে যারা তাদের দলভুক্ত নয়, তিনি বললেন, তাদের আগের-পিছের সকলকে ধসিয়ে দেওয়া হবে। তারপরে (কিয়ামতের দিবসে) তাদের নিজদের নিয়্যাত অনুযায়ী উত্থান করা হবে।

১৭৮৭ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَوةٌ أَحَدِكُمْ فِي جَمَاعَةٍ تَرِيدُ عَلَى صَلَوتِهِ فِي سُوْقِهِ وَيَبْتِئُ بِضَعَا وَعِشْرَيْنَ دَرَجَةً وَذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يَرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رَفَعَ بِهَا دَرَجَةً وَحُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ وَالْمَلَائِكَةُ تَصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ أَرْحَمَهُ مَا لَمْ يَحْدَثْ فِيهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ وَقَالَ أَحَدِكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتْ الصَّلَاةُ تَحْسِنُهُ

১৯৮৭ কুতায়বা (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কারো জামা'আতে সালাত আদায় নিজ ঘরের সালাতের চাইতে বিশ গুণেরও অধিক মর্তবা রয়েছে। কারণ সে যখন উত্তমরূপে উযু করে মসজিদে আসে, সালাত আদায় ছাড়া অন্য কোন অভিপ্রায়ে আসে না, সালাত ছাড়া অন্য কিছুই তাকে উদ্বুদ্ধ করে না। এমতাবস্থায় তার প্রতি কদমে এক মর্তবা বৃদ্ধি করা হবে এবং একটি গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আর ফেরেশতাগণ তোমাদের সে ব্যক্তির জন্য

(এমর্মে) দু'আ করতে থাকবেন, যতক্ষণ সে যেখানে সালাত আদায় করেছে, সেখানে থাকবেঃ আয় আল্লাহ্ আপনি তার প্রতি অনুগ্রহ করুন, তার প্রতি রহম করুন। যতক্ষণ না সে তথায় উযু ভঙ্গ করে, যতক্ষণ না সে তথায় কাউকে কষ্ট দেয়। তিনি আরো বলেছেন, তোমাদের সে ব্যক্তি সালাতেরত গণ্য হবে, যতক্ষণ সে সালাতের অপেক্ষায় থাকে।

১৭৮৮ حَدَّثَنَا أَدَمُ بْنُ أَبِي إِيَّاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي السُّوقِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ إِنَّمَا دَعَوْتُ هَذَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْنُوا بِكُنْيَتِي

১৯৮৮ আদম ইব্ন আবু ইয়াস (র.).... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী এক সময় বাজারে ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি বললেন, হে আবুল কাসিম! নবী তার দিকে তাকালে তিনি বললেন, আমি তো তাকে ডেকেছি। তখন নবী বললেন, তোমরা আমার নামে নাম রাখ কিন্তু আমার কুনিয়াতে কুনিয়াত রেখো না।

১৭৮৯ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَعَا رَجُلٌ بِالْبَقِيعِ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لَمْ أَعْنِكَ فَقَالَ سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْنُوا بِكُنْيَتِي

১৯৮৯ মালিক ইব্ন ইসমাঈল (র.)... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সাহাবী বাকী' নামক স্থানে আবুল কাসিম বলে (কাউকে) ডাক দিলেন। তখন নবী তার দিকে তাকালেন। তিনি বললেন, আমি আপনাকে উদ্দেশ্য করিনি। তখন তিনি বললেন, তোমরা আমার নামে নাম রাখ কিন্তু আমার কুনিয়াতে কারো কুনিয়াত রেখো না।

১৭৯০ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ ابْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الْوُسْعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِي طَائِفَةٍ النَّهَارِ لَا يَكْلِمُنِي وَلَا أَكْلِمُهُ حَتَّى أَتَى سُوقَ بَنِي قَيْنُقَاعَ فَجَلَسَ بِفِنَاءِ بَيْتِ فَاطِمَةَ فَقَالَ أَتَمُّ لَكُمْ أَتَمُّ لَكُمْ فَحَبَسَتْهُ شَيْئًا فَظَنَنْتُ أَنَّهَا تُلْبِسُهُ سَخَابًا أَوْ تُغَسِّلُهُ فَجَاءَ يَشْتَدُّ حَتَّى عَانَقَهُ وَقَبَّلَهُ وَقَالَ اللَّهُمَّ أَحِبَّهُ وَارْحَبْ مَنْ يُحِبُّهُ * قَالَ سُفْيَانُ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ رَأَى نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَوْتَرَ بِرُكْعَةٍ

১৯৯০ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.)... আবু হুরায়রা দাওসী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ দিনের এক অংশে বের হলেন, তিনি আমার সঙ্গে কথা বলেন নি এবং আমিও তাঁর সঙ্গে কথা বলিনি। অবশেষে তিনি বানু কায়নুকা বাজারে এলেন (সেখান থেকে ফিরে এসে) ফাতিমা (রা.)-এর ঘরের আঙিনায় বসে পড়লেন। তারপর বললেন, এখানে থোকা (হাসান রা.) আছে কি? এখানে থোকা আছে কি? ফাতিমা (রা.) তাঁকে কিছুক্ষণ দেবী করালেন। আমার ধারণা হল তিনি তাঁকে পুতির মালা সোনা রোপা ছাড়া যা বাচ্চাদের পরানো হত, পরাচ্ছিলেন বা তাকে গোসল করালেন। তারপর তিনি দৌড়িয়ে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন এবং চুমু খেলেন। তখন তিনি বললেন, আয় আল্লাহ্! তুমি তাঁকেও (হাসানকে) মহব্বত কর এবং তাকে যে ভালবাসবে তাকেও মহব্বত কর। সুফিয়ান (র) বলেন, আমার কাছে উবায়দুল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নাফি ইব্ন জুবারকে এক রাকআত মিলিয়ে বিতর আদায় করতে দেখেছেন।

১৯৯১ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَيَبِيعُهُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ حَيْثُ اشْتَرَوْهُ حَتَّى يَنْقُلُوا حَيْثُ يَبَاعُ الطَّعَامُ، قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَبَاعَ الطَّعَامُ إِذَا اشْتَرَاهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

১৯৯২ ইব্রাহীম ইব্ন মুনিযির (র.).... ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তারা নবী ﷺ-এর সময়ে বাণিজ্যিক দলের কাছ থেকে (পথিমধ্যে) খাদ্য খরিদ করতেন। সে কারণে খাদ্য-দ্রব্য বিক্রয়ের স্থানে তা স্থানান্তর করার আগে, বণিক দলের কাছ থেকে ক্রয়ের স্থলে বেচা-কেনা করতে নিষেধ করার জন্য তিনি তাদের কাছে লোক পাঠাতেন। রাবী বলেন, ইব্ন উমর (রা.) আরো বর্ণনা করেছেন, নবী ﷺ পূর্ণভাবে অধিকারে আনার আগে খরিদ করা পণ্য বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

۱۲۲۶. بَابُ كَرَاهِيَةِ الصُّخْبِ فِي السُّوقِ

১৩২৬. পরিশ্বেদ : বাজারে চীৎকার করা অপসন্দনীয়

১৯৯২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هِلَالٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ صِفَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي التَّوَرَةِ، قَالَ أَجَلٌ : وَاللَّهِ إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ فِي التَّوَرَةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِي الْقُرْآنِ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ ، أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي، سَمَّيْتُكَ

الْمُتَوَكِّلَ لَيْسَ بِفِظٍّ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا صَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ، وَلَا يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَغْفِرُ وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءُ بَانَ يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَتَفْتَحَ بِهَا أَعْيُنَ عَمَى وَأَذَانٌ صُمٌّ وَقُلُوبٌ غُلْفٌ * تَابِعَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ هِلَالٍ وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ هِلَالٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ سَلَامٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ غُلْفٌ كُلُّ شَيْءٍ فِي غِلَافٍ فَهُوَ أَغْلَفٌ سَيْفٌ أَغْلَفٌ وَقَوْسٌ غُلْفَاءُ وَرَجُلٌ أَغْلَفٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَخْتُونًا

[১৯৯২] মুহাম্মদ ইব্ন সিনান (র.)... আতা ইব্ন ইয়াসার (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রা.)-কে বললাম, আপনি আমাদের কাছে তাওরাতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গুণাবলী বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, আচ্ছা। আল্লাহর কসম! কুরআনে বর্ণিত তাঁর কিছু গুণাবলী তাওরাতে ও উল্লেখ করা হয়েছে : হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরণ করেছি এবং উম্মীদের রক্ষক হিসাবেও। আপনি আমার বান্দা ও আমার রাসূল। আমি আপনার নাম মুতাওয়াক্কিল (আল্লাহর উপর ভরসাকারী) রেখেছি। তিনি মন্দ স্বভাবের নন, কঠোর হৃদয়ের নন এবং বাজারে চীৎকারকারীও নন। তিনি অন্যায়কে অন্যায় দ্বারা প্রতিহত করেন না বরং মাফ করে দেন, ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ততক্ষণ মৃত্যু দিবেন না যতক্ষণ না, তাঁর দ্বারা বিকৃত মিল্লাতকে ঠিকপথে আনেন অর্থাৎ যতক্ষণ না তারা (আরববাসীরা) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর ঘোষণা দিবে। আর এ কালিমার মাধ্যমে অন্ধ-চক্ষু, বধির-কর্ণ ও আচ্ছাদিত হৃদয় খুলে যাবে। আবদুল আযীয ইব্ন আবু সালামা (র.) হিলাল (র.) থেকে হাদীস বর্ণনায় ফুলাইহ (র.)-এর অনুসরণ করেছেন। সাঈদ (র.)... ইব্ন সালাম (র.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবু আবদুল্লাহ বুখারী (র.) বলেন, যে সকল বস্তু আবরণের মধ্যে থাকে তাকে গُلْف বলে। তার একবচন رَجُلٌ أَغْلَفٌ। যেমন, বলা হয়, سَيْفٌ أَغْلَفٌ কোষবদ্ধ তরবারি। قَوْسٌ غُلْفَاءُ কোষবদ্ধ ধনুক। খাতনা না করা পুরুষ।

۱۳۲۷. بَابُ الْكَيْلِ عَلَى الثَّانِعِ وَالْمُعْطَى وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ يَعْنِي كَالُوا لَهُمْ وَوَزَنُوا لَهُمْ كَقَوْلِهِ يَسْمَعُونَكُمْ يَسْمَعُونَ لَكُمْ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِكْتَالُوا حَتَّى يَسْتَوْفُوا وَيَذْكُرُوا عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ إِذَا بَعْتَ فِكْلًا وَإِذَا ابْتَعْتَ فَامْكُلْ

১৩২৭. পরিচ্ছেদ : মেপে দেওয়ার দায়িত্ব বিক্রেতা ও দাতার উপর। আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ যখন তারা লোকদের মেপে দেয় অথবা ওজন করে দেয় তখন কম দেয় (৮৩ : ৩) এখানে

وَزَنُوا لَهُمْ অর্থাৎ কَالُوا لَهُمْ এবং يَسْمَعُونَكُمْ অর্থাৎ يَسْمَعُونَ لَكُمْ বোঝানো হয়েছে, ঠিকভাবে মেপে নিবে।

উসমান (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁকে বলেছেন, যখন তুমি বিক্রি করবে তখন মেপে দিবে আর যখন খরিদ করবে তখন মেপে নিবে।

১৭৭৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

১৯৯৬ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.).... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি খাদ্য খরিদ করবে, সে তা পুরাপুরী আয়ত্তে না এনে বিক্রি করবে না।

১৭৭৬ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ تَوَفَّى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَاسْتَعْنَتْ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى غُرْمَانِهِ أَنْ يَضَعُوا مِنْ دَيْنِهِ فَطَلَبَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَفْعَلُوا فَقَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ اذْهَبْ فَصَنْفُ تَمْرَكَ أَصْنَافًا، الْعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ وَعَذْقُ زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى فَفَعَلْتُ ثُمَّ أَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَ فَجَلَسَ عَلَى أَعْلَاهُ أَوْفَى وَسَطِهِ ثُمَّ قَالَ كُلْ لِلْقَوْمِ فَكَلَّتُهُمْ حَتَّى أَوْفَيْتُهُمُ الَّذِي لَهُمْ وَيَقَى تَمْرِي كَأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ شَيْءٌ * وَقَالَ فِرَاسٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَنِي جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَمَا زَالَ يَكِيلُ لَهُمْ حَتَّى آدَى، وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ جَذَلَهُ فَأَوْفَى لَهُ -

১৯৯৬ আবদান (র.)... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আমার পিতা) আবদুল্লাহ ইবন আমর ইবন হারাম (রা.) ঋণী অবস্থায় মারা যান। পাওনাদারেরা যেন তাঁর কিছু ঋণ ছেড়ে দেয়, এজন্য আমি নবী ﷺ-এর কাছে সাহায্য চাইলাম। নবী ﷺ তাদের কাছে কিছু ঋণ ছেড়ে দিতে বললে, তারা তা করল না। তখন নবী ﷺ আমাকে বললেন, যাও, তোমার প্রত্যেক ধরনের খেজুরকে আলাদা আলাদা করে রাখ, আজওয়া আলাদা এবং আযকা যায়দ আলাদা করে রাখ। পরে আমাকে খবর দিও। [জাবির (রা.) বলেন] আমি তা করে নবী ﷺ-কে খবর দিলাম। তিনি এসে খেজুরের (তুপ এর) উপরে বা তার মাঝখানে বসলেন। তারপর বললেন, পাওনাদারদের মেপে দাও। আমি তাদের মেপে দিতে লাগলাম, এমনকি তাদের পাওনা পুরোপুরী দিয়ে দিলাম। আর আমার খেজুর একরূপ থেকে গেল, যেন এ থেকে কিছুই কমেনি। ফিরাস (র.) শাবী (র.) সূত্রে জাবির (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ তাদের এ পর্যন্ত মেপে দিতে থাকলেন যে তাদের ঋণ পরিশোধ করে দিলেন। হিশাম (র.) ওহাব (র.) সূত্রে জাবির (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছিলেন গাছ থেকে খেজুর কেটে নাও এবং পুরোপুরী আদায় করে দাও।

১২২৮. بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَيْلِ

১৩২৮. পরিচ্ছেদ : মেপে দেওয়া মুস্তাহাব

১৭৭০ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ
الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَيْلُوا طَعَامَكُمْ يَبَارِكْ لَكُمْ۔

১৯৯৫ ইব্রাহীম ইবন মুসা (র.)... মিকদাম ইবন মা'দীকারিব (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা তোমাদের খাদ্য মেপে নিবে, তাতে তোমাদের জন্য বরকত হবে।

১২২৭. بَابُ بَرَكَةِ صَاعِ النَّبِيِّ ﷺ وَمُدِّهِمْ، فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১৩২৯. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর সা'১ ও মুদ এর বরকত। এ প্রসঙ্গে 'আয়িশা (রা) সূত্রে নবী
ﷺ থেকে হাদীস বর্ণিত রয়েছে।

১৭৭১ حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ الْأَنْصَارِيِّ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا
وَحَرَّمَتْ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمَ مَكَّةَ وَدَعَوْتُ لَهَا فِي مُدِّهَا وَصَاعِهَا مِثْلَ مَا دَعَا
إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِمَكَّةَ

১৯৯৬ মুসা (র.)..... আবদুল্লাহ ইবন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, ইব্রাহীম (আ.)
মক্কাকে হারম ঘোষণা করেছেন ও তার জন্য দু'আ করেছেন। আমি মাদীনাতে হারম ঘোষণা করেছি,
যেমন ইব্রাহীম (আ.) মক্কাকে হারম ঘোষণা করেছেন এবং আমি মদীনার এক মুদ ও সা' এর জন্য
দু'আ করেছি। যেমন ইব্রাহীম (আ.) মক্কার জন্য দু'আ করেছিলেন।

১৭৭৭ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مَكْيَالِهِمْ
وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ يَغْنَى أَهْلَ الْمَدِينَةِ

১৯৯৭ আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র.)... আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ
বলেছেন, ইয়া আল্লাহ! আপনি তাদের মাপের পাত্রে বরকত দিন এবং তাদের সা'ও মুদ-এ বরকত দিন
অর্থাৎ মাদীনাবাসীদের।

১২৩. بَابُ مَا يُذَكَّرُ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ وَالْحُكْرَةِ

১৩৩০. পরিচ্ছেদ : খাদ্য বিক্রয় ও মজুতদারী সম্পর্কে যা উল্লেখ করা হয়

১৭৭৯ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُوْثَّهَ إِلَى رِحَالِهِمْ

১৯৯৮ ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র.)... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যারা অনুধানে (না মেপে) খাদ্য খরিদ করে নিজের স্থানে পৌছানোর আগেই তা বিক্রি করত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সময়ে আমি দেখেছি যে, তাদেরকে মারা হত।

১৭৭৭ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ كَيْفَ ذَاكَ قَالَ ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمٍ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ اللَّهُ مُرْجُونَ مُؤَخَّرُونَ

১৯৯৯ মুসা ইব্ন ইসমাঈল (র.).... ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ খাদ্য (খরিদ করে) পুরাপুরী আয়ত্তে না এনে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। (রাবী তাউস (র.) বলেন,) আমি ইব্ন আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, এ কিভাবে হয়ে থাকে? তিনি বললেন, এ এভাবে হয়ে থাকে যে, দিরহাম এর বিনিময়ে দিরহাম আদান-প্রদান হয় অথচ পণদ্রব্য অনুপস্থিত থাকে। ইমাম বুখারী (র.) বলেন, আয়াতে বর্ণিত مُرْجُونَ অর্থ যারা আল্লাহর নির্দেশ পালনে বিলম্বিত করে।

২০০০ حَدَّثَنِي أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ ابْتِاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ

২০০০ আবুল ওয়ালীদ (র.)... ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, খাদ্য খরিদ করে কেউ যেন তা হস্তগত করার পূর্বে বিক্রি না করে।

২০০১ حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كَانَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يُحَدِّثُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّهُ قَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ صَرْفٌ فَقَالَ طَلْحَةُ أَنَا حَتَّى يَجِيءَ خَازِنُنَا مِنَ الْغَابَةِ قَالَ سُفْيَانُ هُوَ الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ الذَّهَبُ بِالدَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّبَرُّ بِالتَّبَرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ-

২০০১ আলী (র.).... মালিক ইব্ন আওস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি ঘোষণা দিলেন যে, কে সারফ এর বেচা-কেনা (দিরহাম এর বিনিময়ে দীনার এর বেচা-কেনা) করবে? তালহা (রা.) বললেন, আমি করব। অবশ্য আমার পক্ষের বিনিময় প্রদানই আমার হিসাব রক্ষক গা'বা (এলাকা) থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত দেবী হবে। (বর্ণনাকারী) সুফিয়ান (র.) বলেন, আমি যুহরী (র.) থেকে এটুকু মনে রেখেছি, এর থেকে বেশী নয়। এরপর যুহরী (র.) বলেন, মালিক ইব্ন আওস (রা.) আমাকে বলেছেন যে, তিনি উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করতে শুনেছেন যে, তিনি বলেছেন, নগদ হাতে হাতে বিনিময় ছাড়া সোনার বদলে সোনা বিক্রি, গমের বদলে গম বিক্রি, খেজুরের বদলে খেজুর বিক্রি, যবের বদলে যব বিক্রি করা সূদ হিসাবে গণ্য।

১২২১. بَابُ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ وَيَبْعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

১৩৩১. পরিচ্ছেদ : অধিকারে আনার পূর্বে খাদ্য বিক্রি করা এবং যে পণ্য নিজের নিকট নেই তা বিক্রি করা

২০.২ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنْ عُمَرِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَمَا الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يَبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ -

২০০২ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র.).... ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যা নিষেধ করেছেন, তা হল অধিকারে আনার পূর্বে খাদ্য বিক্রয় করা। ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, আমি মনে করি, প্রত্যেক পণ্যের ব্যাপারে অনুরূপ নির্দেশ প্রযোজ্য হবে।

২০.৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ ابْتِاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ زَادَ اسْمُعِيلُ مَنْ ابْتِاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ

২০০৩ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র.).... ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, খাদ্য খরিদ করে পুরোপুরী মেপে না নিয়ে। রাবী ইসমাঈল (র.) আরো বলেন খাদ্যদ্রব্য খরিদ করে নিজের অধিকারে না এনে কেউ যেন তা বিক্রি না করে।

১২২২. بَابُ مَنْ رَأَى إِذَا اشْتَرَى طَعَامًا جِزَافًا أَنْ لَا يَبِيعَهُ حَتَّى يُوَفِّيَهُ إِلَى رَحْلِهِ وَالْأَدَبِ فِي ذَلِكَ

১৩৩২. পরিচ্ছেদ : অনুমানে পরিমাণ ঠিক করে খাদ্যদ্রব্য খরিদ করে নিজের ঘরে না এনে তা বিক্রয় করা যিনি বৈধ মনে করেন না এবং এরূপ করা শাস্তিযোগ্য।

২০০৮ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يَبْتَاعُونَ جِزَافًا يَعْنِي الطَّعَامَ يُضْرِبُونَ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ حَتَّى يُوَفَّهِ إِلَى رِحَالِهِمْ

২০০৮ ইয়াহুইয়া ইবন বুকাইর (র.).... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর সময়ে দেখেছি যে, লোকেরা খাদ্য আনুমানিক পরিমাণের ভিত্তিতে বেচা-কেনা করত, পরে তা সেখানেই নিজেদের ঘরে তুলে নেওয়ার আগেই বিক্রি করলে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হত।

১২২২. بَابُ إِذَا اشْتَرَى مَتَاعًا أَوْ دَابَّةً فَوَضَعَهُ عِنْدَ الْبَائِعِ فَبَاعَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَا أَدْرَكْتَ الصَّفْقَةَ حَيًّا مَجْمُوعًا فَهُوَ مِنَ الْمُبْتَاعِ

১৩৩৩. পরিচ্ছেদ : যদি কোন ব্যক্তি দ্রব্য সামগ্রী বা জানোয়ার খরিদ করে হস্তগত করার পূর্বে তা বিক্রেতার নিকটই রেখে দেয়, এরপর বিক্রেতা সে পণ্য বিক্রি করে দেয় বা বিক্রেতা মারা যায়। ইবন উমর (রা.) বলেন, যদি বিক্রয় কালে বিক্রিত পণ্য জীবিত ও যথাযথ অবস্থায় থাকে (এবং পরে তার কোন ক্ষতি হয়) তবে তা ক্রেতার মাল নষ্ট হয়েছে বলে গণ্য হবে।

২০০৫ حَدَّثَنَا فَرُؤَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَقَدْ لَوْ كَانِ يَأْتِي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا يَأْتِي فِيهِ بَيْتُ أَبِي بَكْرٍ أَحَدَ طَرَفِي النَّهَارِ فَلَمَّا أُنْذِنَ لَهُ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَدِينَةِ لَمْ يَرْعُنَا إِلَّا وَقَدْ أَتَانَا ظَهْرًا فُخِّرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ مَا جَاءَنَا النَّبِيُّ ﷺ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ لَا بَيْتَ بَكْرٍ آخِرُجْ مِنْ عِنْدِكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَايَ يَعْنِي عَائِشَةَ وَأَسْمَاءَ قَالَ أَشَعَرْتَ أَنَّهُ قَدْ أُنْذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ قَالَ الصُّحْبَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الصُّحْبَةُ، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ عِنْدِي نَاقَتَيْنِ أَعَدْتُهِمَا لِلْخُرُوجِ فَخُذْ أَحَدَهُمَا فَقَالَ قَدْ أَخَذْتُهَا بِالتَّمَنِ

২০০৫ ফারওয়া ইব্ন আবুল মাগরা (র.)....'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এমন দিন খুব কমই গিয়েছে, যে দিন সকালে বা বিকালে নবী করীম ﷺ (আমার পিতা) আবু বকর (রা.)-এর ঘরে আসেন নি। যখন তাঁকে (আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে) মদীনার উদ্দেশ্যে বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া হল, তখন তিনি একদিন দুপুরের সময় আগমন করায় আমরা শংকিত হয়ে পড়লাম। আবু বকর (রা.)-কে এ সংবাদ জানানো হলে তিনি বলে উঠলেন, নবী ﷺ বিশেষ কোন ঘটনার কারণেই অসময়ে আগমন করেছেন। যখন নবী করীম ﷺ প্রবেশ করলেন তখন তিনি আবু বকর (রা.)-কে বললেন, যারা তোমার কাছে আছে তাদের সরিয়ে দাও। আবু বকর (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ এরা তো আমার দুই কন্যা 'আয়িশা ও আসমা। তিনি বললেন, তুমি কি জান আমাকে তো বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে? আপনার সংগী সফর হওয়া আমার কাম্য ইয়া রাসূলুল্লাহ্! তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি আমার সফর সংগী হবে। আবু বকর (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমার কাছে দু'টি উটগী রয়েছে, যা আমি হিজরতের জন্য প্রস্তুত রেখেছি। এর একটি আপনি গ্রহণ করুন। তিনি বললেন, আমি মূল্যের বিনিময়ে তা গ্রহণ করলাম।

۱۳۳۴ بَابُ لَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَسْتُمُّ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ أَوْ يَتَرَكَ

১৩৩৪. অনুচ্ছেদ : কেউ যেন তার ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় না করে, দর-দাম করার উপর দর-দাম না করে যতক্ষণ সে তাকে অনুমতি না দেয় বা ত্যাগ না করে

۲۰.۶ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ -

২০০৬ ইসমাইল (র.).... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন তোমাদের কেউ যেন তার ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয় না করে।

۳۰.۷ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنْثَاهَا.

২০০৭ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.)....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গ্রামবাসীর পক্ষে শহরবাসী কর্তৃক বিক্রয় করা থেকে নিষেধ করেছেন এবং তোমরা প্রতারণামূলক দালালী করবে না। কোন ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় না করে। কেউ যেন

তার ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়। কোন মহিলা যেন তার বোনের (সতীনের) তালাকের দাবী না করে, যাতে সে তার পায়ে যা কিছু আছে, তা নিজেই নিয়ে নেয়।

১২২৫. **بَابُ بَيْعِ الْمَزَايِدَةِ وَقَالَ عَطَاءٌ أَذْرَكْتُ النَّاسَ لَا يَرْفَعُونَ بَيْعَ الْمَغَانِمِ فِيمَنْ يَزِيدُ**

১৩৩৫. পরিচ্ছেদ : নিলামের মাধ্যমে বিক্রি। আতা (র.) বলেন, আমি লোকদের (সাহাবায়ে কিরামকে) দেখেছি যে, তারা গনীমতের মাল অধিক মূল্য দানকারীর কাছে বিক্রি করাতে দোষ মনে করতেন না।

২০.৮ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ الْمُكْتَبِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَاحْتِاجَ فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي، فَاشْتَرَاهُ نَعِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِكَذَا وَكَذَا فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ

২০০৮ বিশর ইবন মুহাম্মদ (র.).... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি তার মৃত্যুর পরে তার গোলাম আযাদ হবে বলে ঘোষণা দিল। তার পর সে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ল। নবী ﷺ গোলামটিকে নিয়ে নিলেন এবং বললেন, কে একে আমার নিকট থেকে খরিদ করবে? নুআঈম ইবন আবদুল্লাহ (রা.) (তার কাছ থেকে) সেটি এত এত মূল্যে খরিদ করলেন। তিনি গোলামটি তার হাওলা করে দিলেন।

১২২৬. **بَابُ النُّجْشِ وَمَنْ قَالَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ الْبَيْعُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ النَّاجِشُ أَكَلُ رِبَاً خَائِنٌ وَمَوْ خِدَاعٌ بَاطِلٌ لَا يَحِلُّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ وَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ**

১৩৩৬. পরিচ্ছেদ : প্রতারণামূলক দালালী এবং এরূপ ক্রয়-বিক্রয় জাযিয় নয় বলে যিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইবন আবু আওফা (রা.) বলেন, দালাল হলো সূদখোর, খিয়ানতকারী। আর দালালী হল প্রতারণা, যা বাতিল ও অবৈধ। নবী ﷺ বলেন, প্রতারণার ঠিকানা জাহান্নাম। যে এরূপ আমল করে যা আমাদের শরীআতের পরিপন্থী; তা পরিত্যাজ্য।

২০.৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النُّجْشِ

২০০৪ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র.).... ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ প্রতারণামূলক দালালী থেকে নিষেধ করেছেন।

১২২৭. بَابُ بَيْعِ الْغَرَرِ وَحَبْلِ الْحَبْلَةِ

১৩৩৭. পরিচ্ছেদ : প্রতারণামূলক বিক্রি এবং গর্ভস্থিত বাচ্চা গর্ভ থেকে খালাস হওয়ার পর তা গর্ভবতী হয়ে বাচ্চা প্রসব করা পর্যন্ত মেয়াদে বিক্রি

২.১০. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَّبَاعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُؤَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجَ الْتِي فِي بَطْنِهَا -

২০১০ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র.)...আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ গর্ভস্থিত বাচ্চার গর্ভের প্রসবের মেয়াদের উপর বিক্রি নিষেধ করেছেন। এ এক ধরনের বিক্রয়, যা জাহিলিয়াতের যুগে প্রচলিত ছিল। কেউ এ শর্তে উটগী ক্রয় করত যে, এই উটগীটি প্রসব করবে পরে ঐ শাবক তার গর্ভ প্রসব করার পর তার মূল্য দেওয়া হবে।

১২২৮. بَابُ بَيْعِ الْمَلَامَسَةِ وَقَالَ أَنَسٌ نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ

১৩৩৮. পরিচ্ছেদ : স্পর্শের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়। আনাস (রা.) বলেন, নবী ﷺ এরূপ বেচা-কেনা থেকে নিষেধ করেছেন

২.১১. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَهِيَ طَرَحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقْلِبَهُ أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ وَنَهَى عَنِ الْمَلَامَسَةِ وَالْمَلَامَسَةُ لَمْسُ الثَّوبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ

২০১১ সাঈদ ইব্ন উফায়র (র.).... আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুনাবাযা পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করেছেন। তা হল, বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রেতা কাপড়টি উল্টানো পাষ্টানো অথবা দেখে নেওয়ার আগেই বিক্রেতা কর্তৃক তা ক্রেতার দিকে নিক্ষেপ করা। আর তিনি মুলামাসা পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় করতেও নিষেধ করেছেন। মুলামাসা হল কাপড়টি না দেখে স্পর্শ করা (এতেই বেচা-কেনা সম্পন্ন হয়েছে বলে গণ্য হত)।

২০১২ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى عَنْ لِبَسَتَيْنِ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوبِ الْوَاحِدِ ثُمَّ يَرْفَعَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ اللَّمَّاسِ وَالنِّبَازِ

২০১২ কুতায়বা (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দুই ধরনের পোশাক পরিধান করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। তা হলো একটি কাপড় শরীরে জড়িয়ে তার এক পার্শ্ব কাঁধের উপর তুলে দেওয়া এবং দুই ধরনের বেচা-কেনা হতে নিষেধ করা হয়েছে; স্পর্শের এবং নিক্ষেপের বেচা-কেনা।

১২৩৯. بَابُ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ وَقَالَ أَنَسُ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ

১৩৩৯. পরিচ্ছেদ : পারস্পরিক নিক্ষেপের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় করা। আনাস (রা.) বলেন, নবী ﷺ এরূপ ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করেছেন।

২০১৩ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ وَعَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

২০১৩ ইসমাইল (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্পর্শ ও নিক্ষেপের পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করেছেন।

২০১৬ حَدَّثَنَا عِيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لِبَسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ الْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

২০১৪ আইয়্যাক ইবন ওয়ালীদ (র.).... আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী ﷺ দু' ধরনের পোশাক পরিধান এবং স্পর্শ ও নিক্ষেপ এরূপ দু' ধরনের (পদ্ধতিতে) বেচা-কেনা নিষেধ করেছেন।

১২৪০. بَابُ النَّهْيِ لِلْبَائِعِ أَنْ لَا يُحْفَلَ الْإِبِلَ وَالْبَقَرِ وَالْفَنَمَ وَكُلَّ مُحْفَلَةٍ وَالْمُصْرَاةِ الَّتِي صَرَّى لِبْنُهَا وَحَقْنِ فِيهِ وَجَمِيعَ فَلَمَّ يُحَلَبُ أَيَّامًا وَأَصْلُ التَّصْرِيفِ حَبْسُ الْمَاءِ يُقَالُ مِنْهُ صَرَيْتُ الْمَاءَ إِذَا حَبَسْتَهُ

১৩৪০: পরিচ্ছেদ : বিক্রেতার প্রতি নিষেধ যে, উটনী, গাভী ও বকরী এবং প্রত্যেক দুগ্ধবতী জন্তুর দুধ সে যেন জমা করে না রাখে। মুসাররাত সে জন্তুকে বলা হয়, যার দুধ কয়েক দিন

দোহন না করে আটকিয়ে। এবং জমা করে রাখা হয়। তাসরিয়ার মূল অর্থ ৪ পানি আটকিয়ে রাখা। এ থেকে বলা হয় **هَرِيْرَةُ الْمَاءِ** আমি পানি আটকিয়ে রেখেছি বলবে, যখন তুমি পানিকে আটকিয়ে রাখবে

২০১৫ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا تُصَرُّوا الْأَيْلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتِاعَهَا بَعْدَ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ * وَيَذْكُرُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْوَالِيدِ بْنِ رَبَاحٍ وَمُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ صَاعَ تَمْرٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ وَلَمْ يَذْكُرْ ثَلَاثًا وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ

২০১৬ ইয়াহইয়া ইবন বুকাযর (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তোমরা উটগী ও বকরীর দুধ (স্তন্যে) আটকিয়ে রেখ না। যে ব্যক্তি এরূপ পশু খরিদ করবে, সে দুধ দোহনের পরে দু'টি অধিকারের যেটি তার পক্ষে ভাল মনে করবে, তাই করতে পারবে। যদি সে ইচ্ছা করে তবে ক্রীত পশুটি রেখে দিবে আর যদি ইচ্ছা করে তবে তা ফেরৎ দিবে এবং এর সাথে এক সা' পরিমাণ খেজুর দিবে। আবু সালিহ মুজাহিদ, ওয়ালীদ ইবন রাবাহ ও মুসা ইবন ইয়াসার (র.) আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এক সা' খেজুরের কথা উল্লেখ রয়েছে। কেউ কেউ ইবন সীরীন (র.) সূত্রে এক সা' খাদ্যের কথা বলেছেন। এবং ক্রেতার জন্য তিন দিনের ইখতিয়ার থাকবে। আর কেউ কেউ ইবন সীরীন (র.) সূত্রে এক সা' খেজুরের কথা বলেছেন, তবে তিন দিনের ইখতিয়ারের কথা উল্লেখ করেননি। (ইমাম বুখারী (র.) বলেন অধিকাংশের বর্ণনায় খেজুরের উল্লেখ রয়েছে)।

২০১৭ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُحْفَلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَلْقَى الْبَيُوعُ

২০১৬ মুসাদ্দাদ (র.).... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি (স্তন্যে) দুধ আটকিয়ে রাখা বকরী খরিদ করে তা ফেরৎ দিতে চায়, সে যেন এর সঙ্গে এক সা' পরিমাণ খেজুরও দেয়। আর নবী (পণ্য খরিদ করার জন্য) বণিক দলের সাথে (শহরে প্রবেশের পূর্বে পথিমধ্যে) সাক্ষাৎ করতে নিষেধ করেছেন।

২০১৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَلِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ

بَعْضٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُصَرُّوا الْغَنَمَ وَمَنْ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ
النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ

২০১৭ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা (পণ্যবাহী) কাফেলার সাথে (শহরে প্রবেশের পূর্বে) সাক্ষাৎ করবে না তোমাদের কেউ যেন কারো ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয় বিক্রয় না করে। তোমরা প্রতারণামূলক দালালী করবে না। শহরবাসী তোমাদের কেউ যেন গ্রামবাসীর পক্ষে বিক্রয় না করে। তোমরা বকরীর দুধ আটকিয়ে রাখবে না। যে এ রূপ বকরী খরিদ করবে, সে দুধ দোহনের পরে এ দু'টির মধ্যে যেটি ভাল মনে করবে, তা করতে পারে। সে যদি এতে সন্তুষ্ট হয় তবে বকরী রেখে দিবে, আর যদি সে তা অপসন্দ করে তবে ফেরৎ দিবে এবং এক সা' পরিমাণ খেজুর দিবে।

১২৪১. بَابُ إِنْ شَاءَ رَدُّ الْمُصْرَاةِ وَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ

১৩৪১. পরিচ্ছেদ : দুধ আটকিয়ে রাখা পশুর ক্রেতা ইচ্ছা করলে ফেরত দিতে পারে এবং দুহিত দুধের বিনিময়ে এক সা' পরিমাণ খেজুর দিবে

২০১৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ أَنَّ
ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ اشْتَرَى غَنَمًا مُصْرَاةً فَاحْتَلَبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا
فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ

২০১৮ মুহাম্মদ ইব্ন আমর (র.) আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি (স্তনে) দুধ আটকিয়ে রাখা বকরী খরিদ করে, তবে দোহনের পরে যদি ইচ্ছা করে তবে সেটি রেখে দেবে আর যদি অপসন্দ করে তবে দুহিত দুধের বিনিময়ে এক সা' খেজুর দিবে।

১২৪২. بَابُ بَيْعِ الْعَبْدِ الزَّانِي وَقَالَ شَرِيحٌ إِنْ شَاءَ رَدُّ مِنَ الزَّانَا

১৩৪২. পরিচ্ছেদ : ব্যভিচারী গোলামের বিক্রয়। (কাযী) শুয়ায়হ (র.) বলেন, ক্রেতা ইচ্ছা করলে ব্যভিচারের দোষের কারণে গোলাম ফেরত দিতে পারে

২০১৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ. قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ الْقُمْبَرِيُّ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا زَنْتِ الْأَمَةَ فَتَبَيَّنَ

زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُتْرَبْ ثُمَّ إِنِ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِيعْهَا وَلَوْ
بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ

২০১৯ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যদি বান্দী ব্যভিচার করে এবং তার ব্যভিচার প্রমাণিত হয়, তবে তাকে বেত্রাঘাত করবে। আর তিরস্কার করবে না। তারপর যদি আবার ব্যভিচার করে তাকে বেত্রাঘাত করবে, তিরস্কার করবে না। এরপর যদি তৃতীয়বার ব্যভিচার করে তবে তাকে বিক্রি করে দিবে; যদিও পশমের রশির (ন্যায় সামান্য বস্তুর) বিনিময়েও হয়।

২০২০ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْنُ قَالَ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَابِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لَا أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ

২০২০ ইসমাইল (র.).... আবু হুরায়রা ও যায়দ ইবন খালিদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কে অবিবাহিতা দাসী যদি ব্যভিচার করে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, যদি সে ব্যভিচার করে, তবে তাকে বেত্রাঘাত কর। আবার যদি সে ব্যভিচার করে আবার বেত্রাঘাত কর। এরপর যদি ব্যভিচার করে তবে তাকে রশির বিনিময়ে হলেও বিক্রি করে দাও। রাবী ইবন শিহাব (র.) বলেন, একথা তৃতীয় বারের না চতুর্থ বারের পর বলেছেন, তা আমার ঠিক জানা নাই।

১২৬২. بَابُ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مَعَ النِّسَاءِ

১৩৪৩. পরিচ্ছেদ ৪ মহিলার সাথে ক্রয়-বিক্রয়

২০২১ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اشْتَرَيْ وَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْعَشِيِّ فَأَتَنِي عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ مَا بَالَ أَنْاسٌ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ، شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ

২০২১ আবুল ইয়ামান (র.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার ঘরে প্রবেশ করলেন তখন আমি তাঁর নিকট (বারীরা নামী দাসীর খরিদ সংক্রান্ত ঘটনা) উল্লেখ

করলাম। তিনি বললেন, তুমি খরিদ কর এবং আযাদ করে দাও। কেননা যে আযাদ করবে ওয়ালা (আযাদ সূত্রে উত্তরাধিকার) তারই। তারপর নবী ﷺ বিকালের দিকে (মসজিদে নববীতে) দাঁড়িয়ে আল্লাহ্ তা'আলার যথাযথ প্রশংসা বর্ণনা করে তারপর বললেন, লোকদের কী হলো যে, তারা এরূপ শর্তারোপ করে, যা আল্লাহর কিতাবে নেই। কোন ব্যক্তি যদি এমন শর্তারোপ করে, যা আল্লাহর কিতাবে নেই, তা বাতিল, যদিও সে শত শত শর্তারোপ করে। আল্লাহর শর্তই সঠিক ও সুদৃঢ়।

২০২২ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَادٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سَأَمَتْ بَرِيرَةَ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَمَّا جَاءَ قَالَتْ إِنَّهُمْ أَبَوَا أَنْ يَبِيعُوهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُوا ﷺ الْوَلَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قُلْتُ لِنَافِعٍ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا فَقَالَ مَا يُدْرِيْنِي

২০২২ হাসসান ইব্ন আবু আব্বাদ (র.).... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, 'আয়িশা (রা.) বারীরার দরদাম করেন। নবী ﷺ সালাতের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যান। যখন ফিরে আসেন তখন 'আয়িশা (রা.) তাঁকে বললেন যে, তারা (মালিক পক্ষ) ওয়ালা এর শর্ত ছাড়া বিক্রি করতে রাযী নয়। নবী ﷺ বললেন, ওয়ালা তো তারই, যে আযাদ করে। (রাবী হাম্মাম (র.) বলেন, আমি নাবি (র.) -কে জিজ্ঞাসা করলাম, বারীরার স্বামী আযাদ ছিল, না দাস? তিনি বললেন, আমি কি করে জানব?

১২৪৬. بَابُ هَلْ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِغَيْرِ أَجْرٍ وَقُلْ يُعِينُهُ أَوْ يَنْصَحُهُ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ وَرَخَصَ فِيهِ عَطَاءٌ

১৩৪৪. পরিচ্ছেদ : পারিশ্রমিক ছাড়া শহরবাসী কি গ্রামবাসীর পক্ষে বিক্রয় করতে পারে? সে কি তার সাহায্য এবং উপকার করতে পারে? নবী ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের সাহায্য কামনা করে তখন সে যেন তার উপকার করে। এ বিষয়ে আতা (র.) অনুমতি প্রদান করেছেন।

২০২৩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ سَمِعْتُ جَرِيرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآيَتَاءَ الزَّكَاةِ وَالسَّمْعَ وَالطَّاعَةَ، وَالنَّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

২০২৩ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র.)...জারীর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাতে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ -এ কথা সাক্ষ্য দেওয়ার, সালাত কায়েম করার, যাকাত দেওয়ার আমীরের কথা শুনার ও মেনে চলার এবং প্রত্যেক মুসলমানের হিত কামনা করার উপর বায়আত করেছিলাম।

২০২৬ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَلْتَفُوا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سِمَسَارًا

২০২৪ সাল্ত ইবন মুহাম্মদ (র.)....ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা পণ্যবাহী কাফেলার সাথে (শহরে প্রবেশের পূর্বে সন্ধ্যা পণ্য খরিদের উদ্দেশ্যে) সাক্ষাৎ করবে না এবং শহরবাসী যেন গ্রামবাসীর পক্ষে বিক্রয় না করে। রাবী তাউস (র.) বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, শহরবাসী যেন গ্রামবাসীর পক্ষে বিক্রয় না করে, তাঁর একথার অর্থ কী? তিনি বললেন, তার হয়ে যেন সে প্রতারণামূলক দালালী না করে।

১২৪৫. بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِأَجَرٍ

১৩৪৫. পরিচ্ছেদ : পারিশ্রমিকের বিনিময় গ্রামবাসীর পক্ষে শহরবাসীর বিক্রয় করা যারা নিষিদ্ধ মনে করেন

২০২৫ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنْفِيُّ هُوَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ

২০২৬ আবদুল্লাহ ইবন সাব্বাহ (র.).... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, গ্রামবাসীর পক্ষে শহরবাসীর বিক্রয় রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন। ইবন আব্বাস (রা.) ও এ মত পোষণ করেছেন।

১২৪৬. بَابُ لَا يَبِيعُ خَاضِرٌ لِبَادٍ بِالسُّمُسَرَةِ وَكَرِهَهُ ابْنُ سَيَرِينَ وَإِبْرَاهِيمُ لِبَائِعٍ وَالْمُشْتَرَى وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ إِنَّ الْعَرَبَ تَقُولُ بِعَ لِي ثَوْبًا وَمَعَى تَغْنِي الْفُتْرَى

১৩৪৬. পরিচ্ছেদ : দালালীর মাধ্যমে শহরবাসী যেন গ্রামবাসীর পক্ষে বিক্রয় না করে। ইবন সীরীন ও ইব্রাহীম (নাখ্বী) (র.) ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জন্য তা নাজায়েয বলেছেন। ইব্রাহীম (র.) বলেন, আরববাসী বলে, بِعَ لِي ثَوْبًا তার্যা এর অর্থ গ্রহণ করে খরিদ করার, অর্থাৎ আমাকে একটি কাপড় খরিদ করে দাও

২০২৬ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَبْتَاعُ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ

২০২৬ মক্কী ইব্ন ইব্রাহীম (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কেউ যেন তার ভাইয়ের কেনা-বেচার উপরে খরিদ না করে। আর তোমরা প্রতারণামূলক দালালী করবে না এবং শহরবাসী যেন গ্রামবাসীর পক্ষে বিক্রি না করে।

২০২৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَهَيْنَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

২০২৭ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র.).... আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, গ্রামবাসীর পক্ষে শহরবাসীর বিক্রয় করা থেকে আমাদের কে নিষেধ করা হয়েছে।

১৩৪৭. بَابُ النُّهْيِ عَنِ تَلْقَى الرُّكْبَانِ وَأَنْ يَبِيعَهُ مَرْئُودٌ لِأَنْ صَاحِبَهُ عَاصِرٌ أَيْمٌ إِذَا كَانَ بِهِ عَالِمًا وَهُوَ خِدَاعٌ فِي التَّبِيعِ وَالْخِدَاعُ لَا يَجُوزُ

১৩৪৭. পরিচ্ছেদ : (শহরে প্রবেশের পূর্বে কমমূল্যে খরিদের আশায়) বণিক দলের সাথে সাক্ষাৎ করা নিষেধ। এরূপ ক্রয় করা প্রত্যাখ্যাত। কেননা এরূপ ক্রেতা অন্যায়কারী ও অপরাধী হবে, যদি তা জ্ঞাত থাকে। ক্রয়-বিক্রয়ে এ এক রকমের ধোঁকা, আর ধোঁকা জাযিয নয়

২০২৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ التَّلْقَى وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

২০২৮ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, শহরে প্রবেশের পূর্বে বণিক দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা এবং গ্রামবাসীর পক্ষে শহরবাসীর বিক্রয় করা থেকে নবী করীম ﷺ নিষেধ করেছেন।

২০২৯ حَدَّثَنِي عِيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَا مَعْنَى قَوْلِهِ لَا يَبِيعُنْ حَاضِرٌ لِبَادٍ فَقَالَ لَا يَكُنْ لَهُ سِمْسَارًا

২০২৯ আইয়্যাশ ইবন ওয়ালীদ (র.).... তাউস (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রা.)-কে গ্রামবাসীর পক্ষে শহরবাসী বিক্রয় করবে না, এ উক্তির অর্থ কী, তা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তার পক্ষে দালালী করবে না।

২০৩০ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنِي التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَنْ اشْتَرَى مُحَقْلَةً فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا قَالَ وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ تَلْقَى الْبَيْعِ

২০৩১ মুসাদ্দাদ (র.).... আবদুল্লাহ্ (ইবন মাসউদ) (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি স্তনে দুধ আটকিয়ে রাখা (বকরী-গাভী) উটনী খরিদ করে (তা ফেরৎ দিলে) সে যেন তার সাথে এক সা' (খেজুরও) ফেরৎ দেয়। তিনি আরো বলেন, নবী করীম ﷺ বণিক দলের সাথে (শহরে প্রবেশের পূর্বে) সাক্ষাৎ করতে নিষেধ করেছেন।

২০৩২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَلْقُوا السِّلْعَ حَتَّى يَهْبِطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ

২০৩৩ আবদুল্লাহ্ ইবন ইউসুফ (র.)..... আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ কারো ক্রয়-বিক্রয়ের উপর যেন ক্রয়-বিক্রয় না করে এবং তোমরা পণ্য ক্রয় করো না তা বাজারে উপস্থাপিত না করা পর্যন্ত।

১২৪৮. بَابُ مُنْتَهَى التَّلْقَى

১৩৪৮ পরিচ্ছেদ ৪ (বণিক দলের সাথে) সাক্ষাতের সীমা

২০৩৪ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَتَلْقَى الرُّكْبَانَ فَتَشْتَرِي مِنْهُمْ الطَّعَامَ فَتَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَبْلُغَ بِهِ سُوْقَ الطَّعَامِ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا فِي أَعْلَى السُّوقِ وَيُبَيِّنُهُ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ -

২০৩৫ মূসা ইবন ইসমাইল (র.).... আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা বণিক দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের থেকে খাদ্য খরিদ করতাম। নবী করীম ﷺ খাদ্যের বাজারে পৌছানোর পূর্বে আমাদের তা খরিদ করতে নিষেধ করেছেন। আবু আবদুল্লাহ্ (বুখারী (র.) বলেন, তা হল বাজারের প্রান্ত সীমা। উবায়দুল্লাহ্ (র.)-এর হাদীসে এ বর্ণনা রয়েছে।

২০৩৩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ فِي أَعْلَى السُّوقِ فَيَبِيعُونَهُ فِي مَكَانِهِمْ فَتَنَاهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقَلُوهُ

২০৩৩ মুসাদ্দাদ (র.) আবদুল্লাহ (ইবন উমর) (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা বাজারের প্রান্ত সীমায় খাদ্য খরিদ করে সেখানেই বিক্রি করে দিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ স্থানান্তর না করে সেখানেই বিক্রি করতে তাদের নিষেধ করলেন।

১৩৬৭. بَابُ إِذَا اشْتَرَطَ شَرْطًا فِي الْبَيْعِ لَا تَحِلُّ

১৩৪৯ পরিচ্ছেদ : ক্রয়-বিক্রয়ে এমন শর্ত করা যা অবৈধ

২০৩৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفٍ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَ ثَنِيُّ بَرِيرَةَ فَقَالَتْ كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ وَفِيَّةٌ فَأَعْيِنِي فَقُلْتُ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكَ أَنْ أَعْدَمَا لَهُمْ وَيَكُونُوا لِي فَعَلْتُ ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَقَالَتْ لَهُمْ فَأَبُوا عَلَيْهَا فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ ، فَقَالَ أَنَّى قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبُوا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ فَفَعَلْتُ عَائِشَةُ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهُ وَاثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ مَا بَالُ رَجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شَرْطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

২০৩৬ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.)....‘আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বারীরা (রা.) আমার কাছে এসে বলল, আমি আমার মালিক পক্ষের সাথে নয় উকিয়া দেওয়ার শর্তে মুকাতাবা^১ করেছি-- প্রতি বছর যা থেকে এক উকিয়া^২ করে দেওয়া হবে। আপনি (এ ব্যাপারে) আমাকে সাহায্য করুন। আমি বললাম, যদি তোমার মালিক পক্ষ পসন্দ করে যে, আমি তাদের একবারেই তা পরিশোধ

১. নিজের দাস-দাসীকে কোন কিছুর বিনিময়ে আযাদ করার চুক্তিকে মুকাতাবা বলে।

২. এক উকিয়া ৪০ দিরহাম পরিমাণ।

করব এবং তোমার ওয়ালা-এর অধিকার আমার হবে, তবে আমি তা করব। তখন বারীরা (রা.) তার মালিকদের নিকট গেল এবং তাদের তা বলল। তারা তা অস্বীকার করল। বারীরা (রা.) তাদের নিকট থেকে (আমার কাছে) এল। আর তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সে বলল, আমি (আপনার) সে কথা তাদের কাছে পেশ করেছিলাম। কিন্তু তারা নিজেদের জন্য ওয়ালায় অধিকার সংরক্ষণ ছাড়া রাযী হয় নি। নবী করীম ﷺ তা শোনলেন, ‘আয়িশা (রা.) নবী করীম ﷺ কে তা সবিস্তারে জানালেন। তিনি বললেন, তুমি তাকে নিয়ে নাও এবং তাদের জন্য ওয়ালায় শর্ত মেনে নাও। কেননা, ওয়ালা এর হক তারই, যে আযাদ করে। ‘আয়িশা (রা.) তাই করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ জন সমক্ষে দাঁড়িয়ে আল্লাহর হাম্দ ও সানা বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, লোকদের কী হলো যে, তারা এমন শর্ত আরোপ করে যা আল্লাহর বিধানে নেই। আল্লাহর বিধানে যে শর্তের উল্লেখ নেই, তা বাতিল বলে গণ্য হবে, শত শর্ত হলেও। আল্লাহর ফায়সালাই সঠিক, আল্লাহর শর্তই সুদৃঢ়। ওয়ালায় হক তো তারই, যে আযাদ করে।

২০৩৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفٍ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عَائِشَةَ أُمَ الْمُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً فَتُعْتِقَهَا فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِّئُكِهَا عَلَى أَنْ وَلَاءَ مَا لَنَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَا يَمْنَعُكَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

২০৩৫ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.)... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, উম্মুল মুমিনীন ‘আয়িশা (রা.) একটি দাসী খরিদ করে তাকে আযাদ করার ইচ্ছা করেন। দাসীটির মালিক পক্ষ বলল, দাসীটি এ শর্তে বিক্রি করব যে, তার ওয়ালায় হক আমাদের থাকবে। তিনি একথা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, এতে তোমার বাধা হবে না। কেননা, ওয়ালা তারই, যে আযাদ করে।

১২৫০. بَابُ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ

১৩৫০. পরিশ্বেদ : খেজুরের বিনিময়ে খেজুর বিক্রি করা

২০৩৬ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ سَمِعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالثَّمَرُ بِالثَّمَرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

২০৩৬ আবুল ওয়ালীদ (র.).... উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, হাতে হাতে (নগদ নগদ) ছাড়া গমের বদলে গম বিক্রি করা সূদ, নগদ নগদ ছাড়া যবের বদলে যব বিক্রয় সূদ, নগদ নগদ ব্যতীত খেজুরের বিনিময়ে খেজুর বিক্রয় সূদ।

১২৫১. بَابُ بَيْعِ الزُّبَيْبِ بِالزُّبَيْبِ وَالطَّعَامِ بِالطَّعَامِ

১৩৫১. পরিচ্ছেদ : কিসমিসের বিনিময়ে কিসমিস ও খাদ্য দ্রব্যের বিনিময়ে খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করা

২.৩৭ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُرَابَنَةِ وَالْمُرَابَنَةِ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ كَيْلًا وَبَيْعُ الزُّبَيْبِ بِالْكَرْمِ كَيْلًا

২০৩৭ ইস্মাইল (র.).... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুযাবানা নিষেধ করেছেন। তিনি (ইবন উমর) বলেন, মুযাবানা হলো তাজা খেজুর শুকনো খেজুরের বদলে ওয়ন করে বিক্রয় করা এবং কিসমিস তাজা আঙ্গুরের বদলে ওয়ন করে বিক্রি করা।

২.৩৮ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُرَابَنَةِ قَالَ وَالْمُرَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرُ بِكَئِيلٍ إِنْ زَادَ فَلَيْ وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَى قَالَ وَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا

২০৩৮ আবু নু'মান (র.).... ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ মুযাবানা নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, মুযাবানা হলো- শুকনো খেজুর তাজা খেজুরের বিনিময়ে ওয়ন করে বিক্রি করা, বেশি হলে আমার তা আমার প্রাপ্য, কম হলে তা পূরণ করা আমার দায়িত্ব। রাবী বলেন, আমাকে যায়দ ইবন সাবিত (রা.) বলেন যে, নবী করীম ﷺ অনুমান করে আরায়া^১ এর অনুমতি দিয়েছেন।

১২৫২. بَابُ بَيْعِ الشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ

১৩৫২. পরিচ্ছেদ : যবের বিনিময়ে যব বিক্রি করা

২.৩৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ اتَّخَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى

اِصْطَرَفَ مِنِّي فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقْلِبُهَا فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ حَتَّى يَأْتِيَ خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ، وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ، فَقَالَ وَاللَّهِ لَا تَفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّبَرُّ بِالتَّبَرِّ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمَرُ بِالتَّمَرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

২০৩৯ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.).... মালিক ইবন আওস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি একবার এক দীনারের বিনিময় সারফ-এর জন্য লোক সন্ধান করছিলেন। তখন তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ (রা.) আমাকে ডাক দিলেন। আমরা বিনিময় দ্রব্যের পরিমাণ নিয়ে আলোচনা করতে থাকলাম। অবশেষে তিনি আমার সঙ্গে সারফ করতে রাযী হলেন এবং আমার থেকে স্বর্ণ নিয়ে তার হাতে নাড়া-চাড়া করতে করতে বললেন, আমার খাযাজী গাবা (নামক স্থান) হতে আসা পর্যন্ত (আমার জিনিস পেতে) দেবী করতে হবে। ঐ সময়ে উমর (রা.) আমাদের কথা-বার্তা শুনছিলেন। তিনি বলে উঠলেন, আল্লাহর কসম! তার জিনিস গ্রহণ না করা পর্যন্ত তুমি তার থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারবে না। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নগদ নগদ না হলে স্বর্ণের বদলে স্বর্ণের বিক্রয় রিবা (সুদ) হবে। নগদ নগদ ছাড়া গমের বদলে গমের বিক্রয় রিবা হবে। নগদ নগদ ছাড়া যবের বদলে যবের বিক্রয় রিবা হবে। নগদ নগদ না হলে খেজুরের বদলে খেজুরের বিক্রয় রিবা হবে।

১২০২. بَابُ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ

১৩৫৩. পরিচ্ছেদ : স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রয় করা

২.৬০. حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي اسْحَقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ،

২০৪০ সাদাকা ইবন ফযল (র.).... আবু বাকরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সমান সমান ছাড়া তোমরা সোনার বদলে সোনা বিক্রয় করবে না। অনুরূপ রূপার বদলে রূপা সমান সমান ছাড়া (বিক্রি করবে না)। রূপার বদলে সোনা এবং সোনার বদলে রূপা তোমরা যে রূপ দাও, ক্রয়-বিক্রয় করতে পার।

১২০৬. بَابُ بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ

১৩৫৪. পরিচ্ছেদ : রৌপের বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রয়

১. স্বর্ণ-রৌপের পরস্পর ক্রয়-বিক্রয়কে সারফ বলে।

২০৮১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا عَمِي حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمِّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَهُ مِثْلَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ مَا هَذَا الَّذِي تَحْدِثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ فِي الصَّرْفِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ -

২০৮২ আবদুল্লাহ ইবন সা'দ (র.)... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আবু সাঈদ খুদরী (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে (আবু বাকরার হাদীসের)-অনুরূপ একটি হাদীস তাঁর কাছে বর্ণনা করেন। আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) তাঁর (আবু সাঈদ (রা.)-এর) সঙ্গে দেখা করে বললেন, হে আবু সাঈদ! রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আপনি কী হাদীস বর্ণনা করে থাকেন? আবু সাঈদ (রা.) সার্বফ (মুদ্রার বিনিময়) সম্পর্কে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি যে, সোনার বদলে সোনার বিক্রয় সমান পরিমাণ হতে হবে। রূপার বদলে রূপার বিক্রয় সমান হতে হবে।

২০৮২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِرٍ

২০৮২ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.)... আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সমান পরিমাণ ছাড়া তোমরা সোনার বদলে সোনা বিক্রি করবে না, একটি অপরটি থেকে কম-বেশী করবে না। সমান ছাড়া তোমরা রূপার বদলে রূপা বিক্রি করবে না ও একটি অপরটি থেকে কমবেশী করবে না। আর নগদ মুদ্রার বিনিময়ে বাকী মুদ্রা বিক্রি করবে না।

১৩০০. بَابُ بَيْعِ الدِّينَارِ بِالدِّينَارِ نَسَاءً

১৩৫৫. পরিচ্ছেদ : দীনারের বিনিময়ে দীনার বাকীতে ক্রয়-বিক্রয় করা

২০৮৩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الضُّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ أَبَا صَالِحٍ الزِّيَّاتِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالْدِّرْهُمُ بِالدِّرْهُمِ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَقُولُهُ فَقَالَ

أَبُو سَعِيدٍ سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ كُلُّ ذَلِكَ لَا أَقُولُ وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنِّي وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا رَبَّ إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ حَرْبٍ يَقُولُ لَا رَبِّي إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ قَالَ هَذَا عِنْدَنَا فِي الذَّهَبِ بِالْوَرَقِ وَالْحِنْطَةِ بِالشَّعِيرِ مَقَاضِيلًا لِأَبَاسَ بِهِ يَدَا بَيْدٍ وَلَا خَيْرَ فِيهِ نَسِيئَةٍ

[২০৪৩] আলী ইবন আবদুল্লাহ (র.).... আবু সালিহ যায়যাত (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আবু সাঈদ খুদরী (রা.)-কে বলতে শুনলাম, দীনারের বদলে দীনার এবং দিরহামের বদলে দিরহাম (সমান সমান বিক্রি করবে)। এতে আমি তাঁকে বললাম, ইবন আব্বাস (রা.) তো তা বলেন না? উত্তরে আবু সাঈদ (রা.) বলেন, আমি তাঁকে (ইবন আব্বাসকে) জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, আপনি তা নবী করীম ﷺ-এর নিকট থেকে শুনেছেন, না আল্লাহর কিতাবে পেয়েছেন? তিনি বললেন, এর কোনটি বলিনি। আপনারাই তো আমার চাইতে নবী করীম ﷺ সম্পর্কে বেশী জানেন। অবশ্য আমাকে উসামা (ইবন যায়দ (রা.) জানিয়েছেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, বাকী বিক্রয় ব্যতীত রিবা হয় না। আবু আবদুল্লাহ (বুখারী) (র.) বলেন, আমি সুলায়মান ইবন হার্ব (র.)-কে বলতে শুনেছি, বাকী বিক্রয় ব্যতীত রিবা হয় না, এ কথার অর্থ আমাদের মতে এই যে, সোনা-রূপার বিনিময়ে, গম যবের বিনিময়ে কম বেশী বেচাকেনা করাতে দোষ নেই যদি নগদ নগদ হয়, কিন্তু বাকী বেচা কেনাতে কোন মঙ্গল নেই।

১২৫৬. بَابُ بَيْعِ الْوَرَقِ بِالذَّهَبِ نَسِيئَةً

১৩৫৬. পরিচ্ছেদ : বাকীতে স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্যের ক্রয়-বিক্রয়

[২০৪৬] حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الثَّمَنِهَالِ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ الصَّرْفِ ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ هَذَا خَيْرٌ مِنِّي فَكِلَاهُمَا يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرَقِ دَيْنًا -

[২০৪৮] হাফস ইবন উমর (র.)... আবু মিনহাল (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বারা ইবন আযিব ও যায়দ ইবন আরকাম (রা.)-কে সার্বফ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তাঁরা উভয়ে (একে অপরের সম্পর্কে) বললেন, ইনি আমার চাইতে উত্তম। এরপর উভয়েই বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বাকীতে রূপার বিনিময়ে সোনার ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

১৩৫৭. بَابُ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَقْرِ يَدًا بِيَدٍ

১৩৫৭. পরিচ্ছেদ : নগদ-নগদ রৌপের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রয়

২০৬৫ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي اسْحَقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا سُوءًا بِسُوءٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا

২০৬৫ ইমরান ইব্ন মায়সারা (র.).... আবু বাকরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ সমান সমান ছাড়া রূপার বদলে রূপার ক্রয়-বিক্রয় এবং সোনার বদলে সোনার ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি রূপার বিনিময়ে সোনার বিক্রয়ে এবং সোনার বিনিময়ে রূপার বিক্রয়ে আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী অনুমতি দিয়েছেন।

১৩৫৮. بَابُ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ فِي بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ وَبَيْعِ الزُّبَيْبِ بِالْكَرْمِ وَبَيْعِ الْعَرَايَا قَالَ أَنَسُ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ

১৩৫৮ পরিচ্ছেদ : মুযাবানা ক্রয়-বিক্রয়। এর অর্থ হলো; তাজা খেজুরের বিনিময়ে শুকনা খেজুর, তাজা আংশুরের বিনিময়ে কিসমিসের ক্রয়-বিক্রয় করা আর আরায়া এর ক্রয়-বিক্রয়। আনাস (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ মুযাবানা ও মুহাকলা থেকে নিষেধ করেছেন।

২০৬৬ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالثَّمَرِ قَالَ سَالِمٌ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الثَّمَرِ بِالرُّطْبِ أَوْ بِالثَّمَرِ وَلَمْ يَرَخَّصْ فِي غَيْرِهِ

২০৬৬ ইয়াহইয়া ইব্ন বুকাইর (র.).... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, উপযোগিতা প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত তোমরা ফল বিক্রি করবে না এবং শুকনা খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রি করবে না। রাবী সালিম (র.) বলেন, আবদুল্লাহ (রা.) যায়দ ইব্ন সাবিত (রা.) সূত্রে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরে তাজা বা শুকনা খেজুরের বিনিময়ে আরিয়্যা বিক্রয়ের অনুমতি দিয়েছেন। আরিয়্যা ব্যতীত অন্য কিছুতে এরূপ বিক্রির অনুমতি দেন নি।

২০৪৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمَزَابِنَةِ وَالْمَزَابِنَةِ إِشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ كَيْلًا وَيَبِيعُ الْكَرْمَ بِالزَّيْتِ كَيْلًا

২০৪৭ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.).... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুযাবানা থেকে নিষেধ করেছেন। মুযাবানার অর্থ হলো মেপে শুকনা খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর এবং মেপে কিসমিসের বিনিময়ে আংগুর ক্রয় করা।

২০৪৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمَزَابِنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ إِشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ فِي رُؤُسِ النَّخْلِ

২০৪৮ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.).... আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুযাবানা ও মুহাকালার নিষেধ করেছেন। মুযাবানার অর্থ- শুকনা খেজুরের বিনিময়ে গাছের মাথায় অবস্থিত তাজা খেজুর ক্রয় করা।

২০৪৯ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمَزَابِنَةِ

২০৪৯ মুসাদ্দাদ (র.).... ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ মুহাকালার ও মুযাবানার নিষেধ করেছেন।

২০৫০ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا

২০৫০ আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র.).... যায়দ ইবন হাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আরিয়্যা এর মালিককে তা অনুমানে বিক্রি করার অনুমতি দিয়েছেন।

১২৫১. بَابُ بَيْعِ الثَّمَرِ عَلَى رُؤُسِ النَّخْلِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

১৩৫৯. পরিচ্ছেদ : স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে গাছের মাথায় ফল বিক্রি করা

২০৫১ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى يَطْيَبُ وَلَا يَبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلَّا بِالْدينَارِ وَالدينَارِ إِلَّا الْغَرَايَا

২০৫১ ইয়াহইয়া ইবন সুলায়মান (র.)... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ উপযোগী হওয়ার আগে ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। (এবং এ-ও বলেছেন যে,) এর কিছুই দীনার ও দিরহাম এর বিনিময় ব্যতীত বিক্রি করা যাবে না, তবে আরায্যার হুকুম এর ব্যতিক্রম।

২০৫২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا وَسَأَلَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الرَّبِيعِ أَحَدَكُمْ دَاوُدَ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْغَرَايَا فِي خُمُسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ ثَوْنِ خُمُسَةٍ أَوْسُقٍ قَالَ نَعَمْ

২০৫২ আবদুল্লাহ ইবন আবদুল ওহাব (র.) বলেন যে, আমি মালিকের কাছে শুনেছি, উবায়দুল্লাহ ইবন রাবী' (র.) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আবু সুফিয়ান (রা.) সূত্রে আবু হুরায়রা (রা.) থেকে দাউদ (র.) এই হাদীস কি আপনার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ পাঁচ ওসাক^১ অথবা পাঁচ ওসাকের কম পরিমাণে আরিয়্যা বিক্রয়ের অনুমতি দিয়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

২০৫৩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ سَمِعْتُ بُشَيْرًا قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَنْظَلَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطْبًا وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَبِيعُهَا أَهْلُهَا بِخَرْصِهَا يَأْكُلُونَهَا رُطْبًا قَالَ هُوَ سَوَاءٌ قَالَ سُفْيَانُ فَقُلْتُ لِيَحْيَى وَأَنَا غُلَامٌ إِنْ أَهْلَ مَكَّةَ يَقُولُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَا، فَقَالَ وَمَا يَدْرِي أَهْلَ مَكَّةَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ عَنْ جَابِرٍ فَسَكَتَ قَالَ سُفْيَانُ إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنَّ جَابِرًا مِنْ أَهْلِ الْمَبِينَةِ قِيلَ لِسُفْيَانَ وَلَيْسَ فِيهِ نَهْيٌ عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ قَالَ لَا

২০৫৩ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র.)... সাহল ইবন আবু হাসমা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ শুকনা খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন এবং আরিয়্যা-এর ক্ষেত্রে অনুমতি দিয়েছেন। তা হল তাজা ফল অনুমানে বিক্রি করা, যাতে (ফ্রেতা) তাজা খেজুর খাওয়ার সুযোগ লাভ করতে পারে। রাবী সুফিয়ান (র.) আর একবার এভাবে বর্ণনা করেছেন, অবশ্য তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ

আরিয়্যা এর ক্ষেত্রে অনুমতি দিয়েছেন যে, ফলের মালিক অনুমানে তাজা খেজুর বিক্রয় করে, যাতে তারা (ক্রেতাগণ) তাজা খেজুর খেতে পারে। রাবী বলেন, এ কথা পূর্বের কথা একই এবং সুফিয়ান (র.) বলেন, আমি তরুণ বয়সে (আমার উস্তাদ) ইয়াহুইয়া (ইবন সাঈদ র.)-কে বললাম, মক্কাবাসিগণ তো বলে, নবী করীম ﷺ আরায়্যা-এর ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দিয়েছেন। তিনি বললেন, মক্কাবাসীদের তা কিসে অবহিত করল? আমি বললাম, তারা জাবির (রা.) থেকে বর্ণনা করে থাকেন। এতে তিনি নীরব হয়ে গেলেন। সুফিয়ান (র.) বলেন, আমার কথার মর্ম এই ছিল যে, জাবির (রা.) মদীনাবাসী। সুফিয়ান (র.)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, এ হাদীসে এ কথাটুকু নাই যে, উপযোগিতা প্রকাশের আগে ফল বিক্রি নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, না।

১২৬. بَابُ تَفْسِيرِ الْعَرَايَا وَقَالَ مَالِكٌ الْعَرِيَّةُ أَنْ يُعْرَى الرَّجُلُ الرَّجُلُ النُّخْلَةَ ثُمَّ يَتَأَذَى بِدُخُولِهِ عَلَيْهِ فَرُخِمَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ بِتَمَرٍ ، وَقَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ الْعَرِيَّةُ لَا تَكُونُ إِلَّا بِالتَّكْيِلِ مِنَ التَّمْرِ يَدًا بِيَدٍ وَلَا تَكُونُ بِالْجَزَافِ وَمِمَّا يُقَوِّيه قَوْلُ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ بِالْأَوْسُقِ الْمُوسَقَةِ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَتِ الْعَرَايَا أَنْ يُعْرَى الرَّجُلُ فِي مَالِهِ النُّخْلَةَ وَالنَّخْلَتَيْنِ وَ قَالَ يَزِيدُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ الْعَرَايَا نَخْلٌ كَانَتْ تُؤَفَّبُ لِلْمَسَاكِينِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَنْتَظِرُوا بِهَا رُخْمَ لَهُمْ أَنْ يَبْيَعُوهَا بِمَا شَاءُوا مِنَ التَّمْرِ

১৩৬০. পরিচ্ছেদ : আরিয়্যা এর ব্যাখ্যা। (ইমাম) মালিক (র.) বলেন, আরিয়্যা এর অর্থ-কোন একজন কর্তৃক কাউকে খেজুর গাছ (তার ফল খাওয়ার জন্য) দান করা। পরে ঐ ব্যক্তির বাগানে প্রবেশের কারণে সে বিরক্তিবোধ করে, ফলে তাকে অনুমতি দেওয়া হয় যে, সে শুকনা ফলের বিনিময়ে গাছগুলো (এর ফল) ঐ ব্যক্তির নিকট থেকে খরিদ করে নিবে।^১ মুহাম্মদ ইবন ইদরীস (ইমাম শাফিঈ র.) বলেন, শুকনা খেজুর এর বিক্রি নগদ নগদ এবং মাপের মাধ্যমে হবে, অনুমানে হবে না। (ইমাম বুখারী (র.) বলেন,) ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতের সমর্থন পাওয়া যায় সাহল ইবন আবু হাসমা (রা.)-এর এ উক্তির দ্বারা সুনির্দিষ্ট মাপের মাধ্যমে। ইবন ইসহাক (র.), নাফি' (র.)-এর সূত্রে ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, মালিক কর্তৃক তার বাগান থেকে একটি বা দু'টি খেজুর গাছ দান করাকে আরায়্যা বলা হয়। সুফিয়ান ইবন হুসায়ন (র.) ইয়াযীদ

১. ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর ব্যাখ্যা প্রায় অনুরূপ, তবে তিনি বলেন যে, খেজুর গাছগুলো দখলে বা হস্তগত না হওয়ায় ঐ ব্যক্তি গাছগুলোর মালিক হয় নি বিধায় এই বাহ্যিক বিনিময় প্রকৃতপক্ষে দান মাত্র, আইনের দৃষ্টিতে বিক্রয় নয়।

(র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আরায়া হলো কিছু সংখ্যক খেজুর গাছ গরীব মিসকীনদের দান করা হত, কিন্তু তারা খেজুর পাকা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারত না বিধায় তাদের অনুমতি দেওয়া হতো যে, তারা যে পরিমাণ খেজুরের ইচ্ছা, তা বিক্রি করে দিবে।

২০৫৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَالْعَرَايَا نَخْلَاتٌ مَغْلُومَاتٌ يَأْتِيهَا فَيَشْتَرِيهَا

২০৫৮ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র.).... যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আরায়ায়র ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন যে, ওয়ন করা খেজুরের বদলে গাছের অনুমান কৃত খেজুর বিক্রি করা যেতে পারে। মুসা ইব্ন উকবা (র.) বলেন, আরিয়া বলা হয়, বাগানে এসে কতকগুলো নির্দিষ্ট গাছের খেজুর (শুকনা খেজুরের বদলে) খরিদ করে নেওয়া।

১৩৬১. بَابُ بَيْعِ الْيَمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صِلَاحُهَا، وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَتْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَتَبَايَعُونَ الْيَمَارَ فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ قَالَ الْمُبْتَاعُ إِنَّهُ أَصَابَ الثَّمَرَ الدَّمَانُ أَصَابَهُ مُرَاضٌ أَصَابَهُ قُشَامٌ عَامَاتٌ يَحْتَاجُونَ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الْخُصُومَةُ فِي ذَلِكَ، فَمَا لَا فَلَا يَتَبَايَعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صِلَاحُ الثَّمَرِ كَالْمَشْوَرَةِ يُشِيرُ بِهَا لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ وَأَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ لَمْ يَكُنْ يَبِيعُ يَمَارَ أَرْضِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الثَّرِيَّا فَيَتَبَيَّنُ الْأَصْفَرُ مِنَ الْأَحْمَرِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا حَكَّامٌ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ عَنْ زَكَرِيَاءَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ

১৩৬১. পরিচ্ছেদ : ফলের উপযোগিতা প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে তা বিক্রয় করা। লাইস (র.).... যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সময়ে লোকেরা (গাছের) ফলের বেচা-কেনা করত। আবার যখন লোকদের ফল পাড়ার এবং তাদের মূল্য দেওয়ার সময় হত, তখন ক্রেতা ফলে পোকা ধরেছে, নষ্ট হয়ে গিয়েছে, শুকিয়ে গিয়েছে এসব অনিষ্টকারী আপদের কথা উল্লেখ করে ঝগড়া করত। তখন এ

ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে অনেক অভিযোগ পেশ হতে লাগল, তখন তিনি বললেন, তোমরা যদি এ ধরনের বেচা-কেনা বাদ দিতে না চাও তবে ফলের উপযোগিতা প্রকাশ পাওয়ার পর তার বেচা-কেনা করবে। অনেক অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ার কারণে তিনি এ কথাটি পরামর্শ স্বরূপ বলেছেন। রাবী বলেন, খারিজা ইবন যায়দ (র.) আমাকে বলেছেন যে, যায়দ ইবন ছাবিত (রা.) সুরাইয়া তারকা উদিত হওয়ার পর ফলের হলুদ ও লাল রংয়ের পূর্ণ প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর বাগানের ফল বিক্রি করতেন না। আবু আবদুল্লাহ [ইমাম বুখারী (র.)] বলেন, আলী ইবন বাহর (র.).... যায়দ (রা.) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

২০৫৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفٍ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ التِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ

২০৫৫ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.).... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফলের উপযোগিতা প্রকাশ হওয়ার আগে তা বিক্রি করতে ক্রেতা ও বিক্রেতাকে নিষেধ করেছেন।

২০৫৬ حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ الطُّوَيْلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةُ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ يَعْْنِي حَتَّى تَحْمَرَ

২০৫৬ ইবন মুকাতিল (র.)..... আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর ফল পোখতা হওয়ার আগে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। আবু আবদুল্লাহ [ইমাম বুখারী (র.)] বলেন, অর্থাৎ লালচে হওয়ার আগে।

২০৫৭ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَلِيمِ بْنِ حَيَّانٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِثْنَاءَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تَشْفِقَ قَالَ تَحْمَارٌ وَتَصْفَارٌ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا

২০৫৭ মুসাদ্দাদ (র.).... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফলের রং পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। রাবী বলেন, অর্থাৎ লালচে বর্ণের বা হলুদ বর্ণের না হওয়া পর্যন্ত এবং তা খাওয়ার যোগ্য না হওয়া পর্যন্ত।

১১৩৬২. بَابُ بَيْعِ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

১৩৬২. পরিচ্ছেদ : খেজুর উপযোগী হওয়ার পূর্বে তা বিক্রয় করা

২০৫৮ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَعَنِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ قِيلٌ وَمَا يَزْهُو قَالَ تَحْمَارٌ أَوْ تَصْفَارٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ كَتَبْتُ أَنَا عَنْ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُورٍ إِلَّا إِنِّي لَمْ أَكْتُبْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْهُ

২০৫৮ আলী ইবন হায়সাম (র.).... আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ ফলের উপযোগিতা প্রকাশ হওয়ার আগে তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন এবং খেজুরের রং ধরার আগে (বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।) জিজ্ঞাসা করা হল, রং ধরার অর্থ কী? তিনি বলেন, লাল বর্ণ বা হলদু বর্ণ ধারণ করা। আবু আবদুল্লাহ্ [ইমাম বুখারী (র.)] বলেন, আমি মু'আল্লা ইবন মানসূর (র.) থেকে হাদীস লিপিবদ্ধ করেছি। কিন্তু এ হাদীস তার থেকে লিখিনি।

১৩৬২. بَابُ إِذَا بَاعَ الثِّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَامَةٌ فَهُوَ مِنَ الْبَائِعِ

১৩৬৩. পরিচ্ছেদ : ফলের উপযোগিতা প্রকাশ হওয়ার পূর্বে বিক্রি করার পরে যদি তাতে মড়ক দেখা দেয় তবে তা বিক্রেতার হবে।

২০৫৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تَزْهَى فَقِيلَ لَهُ وَمَا تَزْهَى قَالَ حَتَّى تَحْمَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرَأَيْتَ أَنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَ بِمِ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ابْتِاعَ ثَمَرًا قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ، ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَامَةٌ كَانَ مَا أَصَابَهُ عَلَى رِيهِ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَتَّبَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَلَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالثَّمَرِ-

২০৫৯ আবদুল্লাহ্ ইবন ইউসুফ (র.)....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রং ধারণ করার আগে ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। জিজ্ঞাসা করা হল, রং ধারণ করা অর্থ কী? তিনি বললেন, লাল বর্ণ ধারণ করা। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, দেখ, যদি আল্লাহ তা'আলা ফল ধরা বন্ধ করে দেন, তবে তোমাদের কেউ (বিক্রেতা) কিসের বদলে তার ভাইয়ের মাল (ফলের মূল্য) নিবে? লাইস (র.)..... ইবন শিহাব (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি যদি ফলের

উপযোগিতা প্রকাশ হওয়ার পূর্বে তা খরিদ করে, পরে তাতে মড়ক দেখা দেয়, তবে যা নষ্ট হবে তা মালিকের উপর বর্তাবে। [যুহরী (র.)] বলেন আমার কাছে সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.) ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, উপযোগিতা প্রকাশ হওয়ার পূর্বে তোমরা ফল খরিদ করবে না এবং শুকনা খেজুরের বিনিময় তাজা খেজুর বিক্রি করবে না।

১৩৬৬. بَابُ شِرَى الطَّعَامِ إِلَى أَجَلٍ

১৩৬৪. পরিচ্ছেদ : নির্ধারিত মেয়াদে বাকীতে খাদ্য ক্রয় করা

২৬০. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلَفِ، فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

২০৬০ উমর ইব্ন হাফস ইব্ন গিয়াস (র.).... আ'মাশ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবরাহীম (র.)-এর কাছে বন্ধক রেখে বাকীতে ক্রয় করার ব্যাপারে আলোচনা করলাম। তিনি বললেন, এতে কোন দোষ নেই। এরপর তিনি আসওয়াদ (র.) সূত্রে 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ নির্দিষ্ট মেয়াদে (মূল্য বাকী রেখে) জনৈক ইয়াহুদীর নিকট থেকে খাদ্য খরিদ করেন এবং তাঁর বর্ম বন্ধক রাখেন।

১৩৬৭. بَابُ إِذَا أَرَادَ بَيْعَ تَمْرٍ بِتَمْرٍ خَيْرٍ مِنْهُ

১৩৬৫. পরিচ্ছেদ : উৎকৃষ্ট খেজুরের বিনিময়ে খেজুর বিক্রি করতে চাইলে

২৬১. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرِ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكُلْتُ تَمْرَ خَيْبَرَ مُكَذًّا قَالَ لَا وَاللَّهِ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَفْعَلْ بِعِ الْجَمْعِ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَغِ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا

২০৬১ কুতায়বা (রা.)...আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তিকে খায়বারে তহসীলদার নিযুক্ত করেন। সে জানীব নামক (উত্তম) খেজুর নিয়ে উপস্থিত হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, খায়বারের সব খেজুর কি এ রকমের? সে বলল, না, আব্দুল্লাহর কসম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! এরূপ নয়, বরং আমরা দু' সা' এর পরিবর্তে এ ধরনের এক সা' খেজুর নিয়ে

থাকি এবং তিন সা' এর পরিবের্তে এর দু' সা'। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এরূপ করবে না। বরং মিশ্রিত খেজুর দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দিরহাম দিয়ে জানীব খেজুর খরিদ করবে।

১৩৬৬. **بَابُ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبْرَتْ أَوْ أَرْضًا مَزْدُوعَةً أَوْ بِجَارَةٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُخْبِرُ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَيَّمَا نَخْلٍ بِيَعْتَ قَدْ أُبْرَتْ لَمْ يُذَكِّرِ التَّمْرَ فَالتَّمْرُ لِلَّذِي أُبْرَهَا، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ وَالْحَرْثُ سَمِيَ لَهُ نَافِعٌ مَوْلَاهُ الثَّلَاثُ**

১৩৬৬. পরিচ্ছেদ : তাবীর^১ কৃত খেজুর গাছ অথবা ফসলকৃত জমি বিক্রয় করলে বা ভাড়ায় নিলে। আবু আবদুল্লাহ [ইমাম বুখারী (র.)] বলেন, ইবরাহীম (র.)... ইবন উমর (রা.)-এর আযায়কৃত গোলাম নাফি' (র.) থেকে বর্ণিত যে, তাবীরকৃত খেজুর গাছ ফলের উল্লেখ ব্যতীত বিক্রি করলে যে, তাবীর করেছে সে ফলের মালিক হবে। তেমনি গোলাম^২ ও জমির ফসলও মালিকেরই থাকবে। রাবী নাফি' (র.) এই তিনটিরই উল্লেখ করেছেন।

২০৭২ **حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبْرَتْ فَتَمْرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ**

২০৭২ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.)... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কেউ তাবীর করার পরে খেজুর গাছ বিক্রি করলে বিক্রেতা সে ফলের মালিক থাকবে, অবশ্য ক্রেতা যদি (ফল লাভের) শর্ত করে, তবে সে পাবে।

১৩৬৭. **بَابُ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ كَيْلًا**

১৩৬৭. পরিচ্ছেদ : মাপে খাদ্যের বদলে ফসল বিক্রি করা

২০৬৩ **حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَرْابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمْرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِثَمْرِ كَيْلًا وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَيْتٍ كَيْلًا أَوْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ**

১. অধিক ফলনের আশায় খেজুরের পুং খেজুর স্ত্রী খেজুর গাছের মধ্যে বিশেষ পদ্ধতিতে সংযোগ স্থাপন করাকে তাবীর বলা হয়।
২. দাস-দাসীর বিক্রয়ের সময় যদি তাদের মালিকানায় কোন মাল থাকে তবে তা বিক্রেতার হবে। দাসীর বিক্রয়ের সময় তার সন্তান থাকলে তা বিক্রেতা পাবে।

২০৬৩ কুতায়বা (র.).... ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুযাবানা নিষেধ করেছেন, আর তা হলো বাগানের ফল বিক্রয় করা। খেজুর হলে মেপে শুকনা খেজুরের বদলে, আংগুর হলে মেপে কিসমিসের বদলে, আর ফসল হলে মেপে খাদ্যের বদলে বিক্রি করা। তিনি এসব বিক্রি নিষেধ করেছেন।

১৩৬৮. بَابُ بَيْعِ النَّخْلِ بِأَصْلِهِ

১৩৬৮. পরিচ্ছেদ : মূল খেজুর গাছ বিক্রি করা

২.৬৬ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَيُّمَا إِمْرٍيْ أَبْرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي أَبْرَ ثَمْرُ النَّخْلِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ

২০৬৪ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র.)... ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি খেজুর গাছে তাবীর করার পরে মূল গাছ বিক্রি করল, সে গাছের ফল যে তাবীর করেছে তারই থাকবে, অবশ্য ক্রেতা যদি ফলের শর্ত করে (তবে সে পাবে)।

১৩৬৯. بَابُ بَيْعِ الْمُخَاضِرَةِ

১৩৬৯. পরিচ্ছেদ : কাঁচা ফল ও শস্য বিক্রি করা

২.৬৫ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ وَهَبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُؤْنُسَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضِرَةِ وَالْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُرَابَنَةِ

২০৬৫ ইসহাক ইব্ন ওহাব (র.).... আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহাকালাহ^১, মুখাদারা^২, মুলামাসাহ, মুনাবাযা ও মুযাবানা নিষেধ করেছেন।

২.৬৬ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمْرِ التَّمْرِ حَتَّى يَزْهُوَ فَقُلْنَا لَأَنَسٍ مَا زَهُوْهَا قَالَ تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمْرَةَ بِمِ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ

১. ওয়ন বা মাপকৃত ফসলের বদলে শীঘ্রে থাকাবস্থায় ফসল বিক্রি করা।

২. কাঁচা ফল শস্য বিক্রি করা।

৩. এ তিনটির অর্থ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

[২০৬৬] কুতায়বা (র.)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ পাকার পূর্বে ফল বিক্রি নিষেধ করেছেন। (রাবী বলেন) আমরা আনাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, ফল পাকার অর্থ কী? তিনি বললেন, লালচে বা হলদে হওয়া। (রাসূলুল্লাহ ﷺ - বলেন) বলত, আল্লাহ তা'আলা যদি ফল নষ্ট করে দেন, তবে কিসের বদলে তোমার ভাইয়ের মাল গ্রহণ করবে?

১৩৭০. بَابُ بَيْعِ الْجُمَارِ وَالْكَلْبِ

১৩৭০. পরিচ্ছেদ : খেজুরের মাথি বিক্রয় করা এবং খাওয়া

[২০৬৭] حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَأْكُلُ جُمَارًا فَقَالَ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ كَالرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِيَ النَّخْلَةُ فَإِذَا أَنَا أَحَدُهُمْ قَالَ هِيَ النَّخْلَةُ

[২০৬৭] আবুল ওয়ালীদ হিশাম ইবন আবদুল মালিক (র.)... ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-এর কাছে ছিলাম, তিনি সে সময়ে খেজুরের মাথি খাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন, গাছের মধ্যে এমনও গাছ আছে, যা মু'মিন ব্যক্তির সদৃশ। আমি বলতে ইচ্ছা করলাম যে, তা হল খেজুর গাছ। কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম যে, আমি সকলের মাঝে বয়ঃকনিষ্ঠ (তাই লজ্জায় বলি নাই। কেউ উত্তর না দেওয়ায়) তিনি বললেন, তা খেজুর গাছ।

১৩৭১. بَابُ مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الْأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ فِي الْبُيُوتِ وَالْإِجَارَةِ وَالْمِكْيَالِ وَالْوَزْنِ وَسُنَنِهِمْ عَلَى نِيَاتِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمُ الْمَشْهُودَةِ وَقَالَ شَرِيحٌ لِلْفَرَايِنِ سُنَّتُكُمْ بَيْنَكُمْ وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ لَابَّاسَ الْعَشْرَةَ بِأَحَدٍ عَشَرَ وَيَأْخُذُ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِهَيْثَرِ خُذْ مِمَّا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ وَقَالَ تَعَالَى: وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، وَكَاتَرَى الْحَسَنُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِرْدَاسٍ جِمَارًا فَقَالَ بِكُمْ قَالَ بِدَانْقَيْنِ فَرَكِبَهُ ثُمَّ جَاءَ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ الْجِمَارُ الْجِمَارُ فَرَكِبَهُ وَلَمْ يُشَارِبْهُ فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ

১৩৭১. পরিচ্ছেদ : ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা, মাপ ও ওজন ইত্যাদির ব্যাপারে বিভিন্ন শহরে প্রচলিত রিওয়াজ ও নিয়ম গ্রহণীয়। এ বিষয়ে তাদের নিয়্যত ও প্রসিদ্ধ পন্থাই অবলম্বন করা

হবে। শুরাইহ (র.) তাঁতী সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমাদের মাঝে প্রচলিত নিয়ম-নীতি (তোমাদের কাজ-কারবারে) গ্রহণযোগ্য। আবদুল ওহাব (র.) আম্বুব (র.) সূত্রে মুহাম্মদ (ইবন সীরীন (র.) থেকে বর্ণনা করেন : দশ টাকায় ক্রীত বস্তু এগার টাকায় বিক্রি করাতে কোন দোষ নেই; খরচের জন্য লাভ গ্রহণ করা যায়। নবী করীম ﷺ (আবু সুফিয়ান রা.)-এর স্ত্রী হিন্দকে বলেছিলেন, তোমার ও তোমার সন্তানাদির জন্য যা প্রয়োজন, তা বিধিসম্মতভাবে গ্রহণ করতে পার। আল্লাহ তা'আলা বলেন : যে অভাবগ্রস্ত, সে যেন সংগত পরিমাণে ভোগ করে (৪ : ৬)। একবার হাসান বসরী (র.) আবদুল্লাহ ইবন মিরদাস (র.) থেকে গাধা ভাড়া করেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, ভাড়া কত? ইবন মিরদাস (র.) বলেন, দুই দানিক।^১ এরপর তিনি এতে আরোহণ করেন। দ্বিতীয় বার এসে তিনি বলেন, গাধাটি আন গাধাটি আন। এরপর তিনি গাধায় আরোহণ করলেন, কিন্তু কোন ভাড়া ঠিক করলেন না। পরে অর্ধ দিরহাম (৩ দানিক) পাঠিয়ে দিলেন (তিনি দয়া করে এক দানিক বেশী দিলেন।)

২০.৬৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبُو طَيْبَةَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاஜٍ

২০৬৮ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.)... আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু তায়বা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে শিংগা লাগালেন। তিনি এক সা' খেজুর দিতে বললেন এবং তার উপর থেকে দৈনিক আয়কর কমানোর জন্য তার মালিককে আদেশ দিলেন।

২০.৬৯ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ هِنْدٌ أُمُّ مَعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَهَلْ عَلَى جُنَاحٍ أَنْ أَخْذُ مِنْ مَالِهِ سِرًّا قَالَ خُذِي أَنْتِ وَيَنُوكِ مَا يَكْفِيكَ بِالْمَعْرُوفِ

২০৬৯ আবু নুআঈম (র.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, মু'আবিয়া (রা.)-এর মা হিন্দ রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলেন, আবু সুফিয়ান (রা.) একজন কৃপণ ব্যক্তি। এমতাবস্থায় আমি যদি তার মাল থেকে গোপনে কিছু গ্রহণ করি, তাতে কি আমার গুনাহ হবে? তিনি বললেন, তুমি তোমার ও সন্তানদের প্রয়োজনানুসারে যথাযথভাবে গ্রহণ করতে পার।

২০.৭০ حَدَّثَنِي إِسْحَقُ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهَا تَقُولُ : وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ، أَنْزَلْتُ فِيهِ إِلَى الْيَتِيمِ الَّذِي يَقِيمُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ فَقِيرًا أَكَلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ

২০৭০ ইসহাক ও মুহাম্মদ ইব্ন সালাম (র.)... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুরআনের আয়াত : যে অভাবমুক্ত সে যেন নিবৃত্ত থাকে এবং যে অভাবগ্রস্ত সে যেন সঙ্গত পরিমাণে ভোগ করে (৪ : ৬)। ইয়াতীমের ঐ অবিভাবক সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়, যে তার তত্ত্বাবধান করে ও তার সম্পত্তির পরিচর্যা করে, সে যদি অভাবগ্রস্ত হয়, তবে তা থেকে নিয়মমাফিক খেতে পারবে।

১২৭২. بَابُ بَيْعِ الشَّرِيكِ مِنْ شَرِيكِهِ

১৩৭২. পরিচ্ছেদ : এক শরীকের অপর শরীক থেকে ক্রয় করা

২০৭১ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقَسَّمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ -

২০৭২ মাহমুদ (র.).... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে সম্পত্তির ভাগ বাঁটোয়ারা হয়নি, নবী করীম ﷺ তাতে শুফআ এর অধিকার প্রদান করেছেন। যখন সীমানা নির্ধারিত হয়ে যায় এবং রাস্তা ভিন্ন করা হয়, তখন আর শুফআ এর অধিকার থাকবে না।

১২৭৩. بَابُ بَيْعِ الْأَرْضِ وَالنَّوْدِ وَالْعُرُوضِ مُشَاعًا غَيْرَ مَقْسُومٍ

১৩৭৩. পরিচ্ছেদ : এজমালী সম্পত্তি, বাড়িঘর ও আসবাবপত্রের বিক্রয়

২০৭৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقَسَّمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ

২০৭২ মুহাম্মদ ইব্ন মাহবুব (র.).... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যে সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়নি, তার মধ্যে শুফআ লাভের ফায়সালা প্রদান করেছেন। তারপর যখন সীমানা নির্ধারিত হয়ে যায় এবং স্বতন্ত্র করা হয় তখন আর শুফআ এর অধিকার থাকবে না।

২০৭৩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بِهَذَا وَقَالَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقَسَّمْ تَابِعُهُ هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقَسَّمْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ

১. যৌথ মালিকানা বা প্রতিবেশী হওয়ার কারণে জমি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে তা লাভ করার অগ্রাধিকারকে শুফআ বলে।

২০৭৩ মুসাদ্দদ (র.)...আবদুল ওয়াহিদ (র.) থেকে এটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, যে সম্পদ ভাগ-বাটোয়ারা হয়নি (তাতে শুফআ)। হিশাম (র.) মা'মর (র.) থেকে হাদীস বর্ণনায় মুসাদ্দদের অনুসরণ করেছেন। আবদুর রায্যাক (র.) বলেছেন, যে সম্পদ ভাগ- বাটোয়ারা হয়নি, সে সব সম্পদেই (শুফআ রয়েছে)। হাদীসটি আবদুর রহমান ইব্ন ইসহাক (র.) যুহরী (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

১২৭৬. بَابُ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا لِيُغَيِّرَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَرَضِي

১৩৭৪. পরিচ্ছেদ ৪: বিনা অনুমতিতে অন্যের জন্য কিছু খরিদ করার পরে সে রাখী হলে

২০৭৬ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَرَجَ ثَلَاثَةُ نَضْرٍ يَمْشُونَ فَأَصَابَهُمُ الْمَطَرُ فَدَخَلُوا فِي غَارٍ فِي جَبَلٍ فَانْحَطَّتْ عَلَيْهِمْ صَخْرَةٌ قَالَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ادْعُوا اللَّهَ بِأَفْضَلِ عَمَلٍ عَمِلْتُمُوهُ فَقَالَ أَحَدُهُمُ اللَّهُمَّ إِنِّي كَانَتْ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأُرْعَى ثُمَّ أَجِيءُ فَأَحْلُبُ فَأَجِيءُ بِالْحِلَابِ، فَاتِي بِهِ أَبُوِّي فَيَشْرِبَانِ، ثُمَّ أَسْقِي الصَّبِيَّةَ وَاهْلِي وَأُمْرَأَتِي فَأَحْتَبَسْتُ لَيْلَةً فَجِئْتُ فَإِذَا هُمَا نَائِمَانِ، قَالَ فَكَرِهْتُ أَنْ أَوْظَّهَمَا، وَالصَّبِيَّةُ يَتَصَاعَوْنَ عِنْدَ رِجْلِي فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَائِبِي وَدَائِبُهُمَا حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ إِنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءً وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، قَالَ فَفَرَّجَ عَنْهُمْ، وَقَالَ الْآخَرُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ إِنِّي كُنْتُ أُحِبُّ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِ عَمِّي كَأَشَدَّ مَا يُحِبُّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ، فَقَالَتْ لَا تَنَالْ ذَلِكَ مِنْهَا حَتَّى تُعْطِيَهَا مِائَةَ دِينَارٍ فَسَعَيْتُ فِيهَا حَتَّى جَمَعْتُهَا فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَفْضُ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ فَقُمْتُ وَتَرَكْتُهَا فَإِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ إِنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءً وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً قَالَ فَفَرَّجَ عَنْهُمْ الثَّلَاثِينَ، وَقَالَ الْآخَرُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرْقٍ مِنْ ذُرَّةٍ فَأَعْطَيْتُهُ وَأَبَى ذَاكَ أَنْ يَأْخُذَ، فَعَمَدْتُ إِلَى ذَلِكَ الْفَرْقِ فَرَزَعْتُهُ حَتَّى اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقْرًا وَرَاعِيَهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ اعْطِنِي حَقِّي فَقُلْتُ انْطَلِقْ إِلَى تِلْكَ الْبَقْرِ وَرَاعِيَهَا فَإِنَّهَا لَكَ فَقَالَ اتَّسَهَزَيْ بِئِي قَالَ فَقُلْتُ مَا اسْتَهَزَيْ بِكَ وَلَكِنَّهَا لَكَ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ إِنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءً وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فَكُشِفَ عَنْهُمْ

২০৭৪ ইয়াকুব ইব্ন ইব্রাহীম (র.)..... ইব্ন উমর (রা.) সূত্রে নবী করীম^স থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা তিন ব্যক্তি হেঁটে চলছিল। এমন সময় প্রবল বৃষ্টি শুরু হলে তারা এক পাহাড়ের গুহায় প্রবেশ করে। হঠাৎ একটি পাথর গড়িয়ে তাদের গুহার মুখ বন্ধ করে দেয়। তাদের একজন আরেক জনকে বলল; তোমরা যে সব আমল করেছ, তার মধ্যে উত্তম আমলের ওয়াসীলা করে আল্লাহর কাছে দু'আ কর। তাদের একজন বলল, ইয়া আল্লাহ! আমার অতিবৃদ্ধ পিতামাতা ছিলেন, আমি (প্রত্যহ সকালে) মেষ চরাতে বের হতাম। তারপর ফিরে এসে দুধ দোহন করতাম। এবং এ দুধ নিয়ে আমার পিতা-মাতার নিকট উপস্থিত হতাম ও তাঁরা তা পান করতেন। তারপরে আমি শিশুদের, পরিজনদের এবং আমার স্ত্রীকে পান করতে দিতাম। একরাত্রে আমি আটকা পড়ে যাই। তারপর আমি যখন এলাম তখন তাঁরা দু'জনে ঘুমিয়ে পড়েছেন। সে বলল, আমি তাদের জাগানো পসন্দ করলাম না। আর তখন শিশুরা আমার পায়ের কাছে (ক্ষুধায়) চীৎকার করছিল। এ অবস্থায়ই আমার এবং পিতামাতার ফজর হয়ে গেল। ইয়া আল্লাহ! তুমি যদি জান তা আমি শুধুমাত্র তোমার সন্তুষ্টি লাভের আশায় করেছিলাম। তা হলে তুমি আমাদের গুহার মুখ এতটুকু ফাঁক করে দাও, যাতে আমরা আকাশ দেখতে পারি। বর্ণনাকারী বলেন, তখন একটু ফাঁকা হয়ে গেল। আরেকজন বলল, ইয়া আল্লাহ! তুমি জান যে, আমি আমার এক চাচাতো বোনকে এত চরম ভালবাসতাম, যা একজন পুরুষ নারীকে ভালবেসে থাকে। সে বলল, তুমি আমা থেকে সে মনস্কামনা সিদ্ধ করতে পারবে না, যতক্ষণ আমাকে একশত দীনার না দেবে। আমি চেষ্টা করে তা সংগ্রহ করি। তারপর যখন আমি তার পদদ্বয়ের মাঝে উপবেশন করি, তখন সে বলে আল্লাহকে ভয় কর। বৈধ অধিকার ছাড়া মাহর কৃত বস্তুর সীল ভাঙবে না। এতে আমি তাকে ছেড়ে উঠে পড়ি। (হে আল্লাহ) তুমি যদি জান আমি তা তোমারই সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে করেছি, তবে আমাদের থেকে আরো একটু ফাঁক করে দাও। তখন তাদের থেকে (গুহার মুখের) দুই-তৃতীয়াংশ ফাঁক হয়ে গেল। অপরজন বলল, হে আল্লাহ! তুমি জান যে, এক ফারাক^১ (পরিমাণ) শস্য দানার বিনিময়ে আমি একজন মজুর রেখেছিলাম। আমি যখন তাকে তা দিতে গেলে সে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করল। তারপর আমি সে এক ফারাক শস্য দানা দিয়ে চাষ করে ফসল উৎপন্ন করি এবং তা দিয়ে গরু খরিদ করি ও রাখাল নিযুক্ত করি। কিছুকাল পরে সে মজুর এসে বলল, হে আল্লাহর বান্দা! আমাকে আমার পাওনা দিয়ে দাও। আমি বললাম, এই গরুগুলো ও রাখাল নিয়ে যাও। সে বলল, তুমি কি আমার সাথে উপহাস করছ? আমি বললাম, আমি তোমার সাথে উপহাস করছি না বরং এসব তোমার। হে আল্লাহ! তুমি যদি জান আমি তা তোমারই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করেছি, তবে আমাদের থেকে (গুহারমুখ) খুলে দাও। তখন তাদের থেকে গুহারমুখ খুলে গেল।

১২৭০. بَابُ الشِّرَى وَالتَّبَيْعِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْحَرْبِ

১৩৭৫. পরিচ্ছেদ : মুশরিক ও শত্রুপক্ষের সাথে বেচা-কেনা

১. তিন সা' পরিমাণের মাপের পাত্র।

২.৭৫ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌ طَوِيلٌ بَغْنَمٍ يَسُوقُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً أَوْ قَالَ أَمْ هِبَةً قَالَ لَا بَلْ بَيْعٌ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً -

২০৭৫ আবুন নু'মান (র.).... আবদুর রাহমান ইব্ন আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। এ সময়ে এলোমেলো লম্বা লম্বা চুল বিশিষ্ট এক মুশরিক ব্যক্তি তার বকরী হাঁকিয়ে উপস্থিত হলো। নবী করীম ﷺ তাকে বললেন, এটা কি বিক্রির জন্য, না দান হিসাবে, অথবা তিনি বললেন, না হেবা হিসাবে? সে বলল, বরং বিক্রির জন্য। তখন তিনি তার কাছ থেকে একটি বকরী খরিদ করলেন।

১৩৭৬. بَابُ شِرْكِ الْمُتَمَلِّكِ مِنَ الْحَرَبِيِّ وَهَبَتِهِ وَعِثْقِهِ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِسُلَيْمَانَ كَاتِبٌ وَكَانَ حُرًّا فَظَلَمُوهُ وَيَاعُوهُ، وَسَبَى عَمَارًا وَمُضَيْبًا وَبِلَالًا وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْبَيْتِ فَمَا الَّذِينَ فَضَّلُوا بِرَادَىِ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

১৩৭৬. পরিচ্ছেদ : শত্রুপক্ষ থেকে গোলাম খরিদ করা, হেবা করা এবং আবাদ করা। নবী করীম ﷺ সালমান (ফারসী রা.)-কে বলেন, (তোমরা মনিবের সাথে) মুক্তির জন্য চুক্তি কর। সালমান (রা.) আসলে স্বাধীন ছিলেন, লোকেরা তাকে অন্যায়ভাবে গোলাম বানিয়ে বিক্রি করে দেয়। আন্সার, সুহাইব ও বিলাল (রা.)-কে বন্দী করে গোলাম বানানো হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আল্লাহ জীবনোপকরণে তোমাদের কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। যাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে, তারা তাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদেরকে নিজেদের জীবনোপকরণ থেকে এমন কিছু দেয় না, যাতে ওরা এ বিষয়ে তাদের সমান হয়ে যায়। তবে কি ওরা আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করে? (১৬:৭১)

২.৭৬ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِسَارَةٍ فَدَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ مِنَ الْمُتَمَلِّكِ أَوْ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ فَقِيلَ دَخَلَ إِبْرَاهِيمُ بِامْرَأَةٍ هِيَ مِنْ أَحْسَنِ

النِّسَاءِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ مَنْ هَذَا الَّتِي مَعَكَ قَالَ أُخْتِي ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهَا فَقَالَ لَا تُكَذِّبْنِي حَدَّثْنِي فَإِنِّي أَخْبَرْتُهُمْ أَنَّكَ أُخْتِي وَاللَّهِ إِنَّ عَلَى الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرُكَ فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ فَقَامَ إِلَيْهَا فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي فَقَالَتْ اللَّهُمَّ إِنَّ كُنْتُ أُمْنُتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي فَلَا تُسَلِّطْ عَلَى الْكَافِرِ فَعَطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ قَالَ الْأَعْرَجُ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَتْ اللَّهُمَّ إِنَّ يَمْتُ يُقَالُ هِيَ قَتَلَتْهُ فَأَرْسَلَ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَا فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي وَتَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ كُنْتُ أُمْنُتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي فَلَا تُسَلِّطْ عَلَى هَذَا الْكَافِرِ فَعَطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ قَالَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَتْ اللَّهُمَّ إِنَّ يَمْتُ يُقَالُ هِيَ قَتَلَتْهُ فَأَرْسَلَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا أَرْسَلْتُمْ إِلَيَّ إِلَّا شَيْطَانًا أَرْجِعُوهُمَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَعْطُوهُمَا جَرَّ فَرَجَعَتْ إِلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَتْ أَشَعَرْتُ أَنْ اللَّهَ كَبَتْ الْكَافِرَ وَأَخَذَمَ وَلَيْدَةً

২০৭৬ আবুল ইয়ামান (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, (হযরত) ইবরাহীম (আ.) সারাকে সাথে নিয়ে হিজরত করলেন এবং এমন এক জনপদে প্রবেশ করলেন, যেখানে এক বাদশাহ ছিল, অথবা বললেন, এক অত্যাচারী শাসক ছিল। তাকে বলা হলো যে, ইবরাহীম (নামক এক ব্যক্তি) এক পরমা সুন্দরী নারীকে নিয়ে (আমাদের এখানে) প্রবেশ করেছে। সে তখন তাঁর কাছে লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করল, হে ইবরাহীম! তোমার সাথে এ নারী কে? তিনি বললেন, আমার বোন। তারপর তিনি সারার কাছে ফিরে এসে বললেন, তুমি আমার কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন কর না। আমি তাদেরকে বলেছি যে, তুমি আমার বোন। আল্লাহর কসম! দুনিয়াতে (এখন) তুমি আর আমি ছাড়া আর কেউ মু'মিন নেই। সুতরাং আমি ও তুমি দীনী ভাই বোন। এরপর ইবরাহীম (আ.) (বাদশাহর নির্দেশে) সারাকে বাদশাহর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। বাদশাহ তাঁর দিকে অগ্রসর হল। সারা উযু করে সালাত আদায়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং এ দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! আমিও তোমার উপর এবং তোমার রাসুলের উপর ঈমান এনেছি এবং আমার স্বামী ছাড়া সকল থেকে আমার লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ করেছে। তুমি এই কফিরকে আমার উপর ক্ষমতা দিও না। তখন বাদশাহ বেহুঁশ হয়ে পড়ে মাটিতে পায়ের আঘাত করতে লাগল। তখন সারা বললেন, আয় আল্লাহ! এ যদি মারা যায় তবে লোকে বলবে, জ্বীলোকটি একে হত্যা করেছে। তখন সে সংজ্ঞা ফিরে পেল। এভাবে দুইবার বা তিনবারের পর বাদশাহ বলল, আল্লাহর কসম! তোমরা তো আমার নিকট এক শয়তানকে পাঠিয়েছ। একে ইবরাহীমের কাছে ফিরিয়ে দাও এবং তার জন্য হাজিরাকে হাদিয়া স্বরূপ দান কর। সারা (রা.) ইবরাহীম (আ.)-এর

নিকট ফিরে এসে বললেন, আপনি জানেন কি, আল্লাহ তা'আলা কাফিরকে লজ্জিত ও নিরাশ করেছেন এবং সে এক বাঁদী হাদিয়া হিসাবে দেয়।

২০৭৭ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدُ هَذَا يَارَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عْتَبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ أَنْظُرْ إِلَيَّ شَبَّهَهُ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلِدَ عَلِيٍّ فِرَاشٍ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى شَبَّهَهُ فَرَأَى شَبَّهًا بَيْنًا بَعْتُبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ الْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَامِرِ الْحَجَرِ وَأَحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةُ قَطُّ

২০৭৭ কুতায়বা ইবন সাঈদ (রা.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সা'দ ইবন আবু ওয়াক্কাস ও আবদ ইবন যাম'আ উভয়ে এক বালকের ব্যাপারে বিতর্ক করেন। সা'দ (রা.) বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ-তো আমার ভাই উত্বা ইবন আবী ওয়াক্কাসের পুত্র। সে তার পুত্র হিসাবে আমাকে ওয়াসিয়ত করে গেছে। আপনি ওর সাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য করুন। আবদ ইবন যাম'আ বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ আমার ভাই, আমার পিতার দাসীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার চেহারার দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন যে, উত্বার সাথে তার পরিষ্কার সাদৃশ্য রয়েছে। তিনি বলেন, এ ছেলেটি তুমি পাবে, হে আবদ ইবন যাম'আ! বিছানা যার, সন্তান তার। ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে বঞ্চনা। হে সাওদা বিন্ত যামআ! তুমি এর থেকে পর্দা কর। ফলে সাওদা (রা.) কখনও তাকে দেখেননি।

২০৭৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِسُحَيْبٍ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَدْعُ إِلَى غَيْرِ أَبِيكَ فَقَالَ صُحَيْبٌ مَا يَسْرُنِي أَنْ لِي كَذَا وَكَذَا وَإِنِّي قُلْتُ ذَلِكَ وَلَكِنِّي سُرِقْتُ وَأَنَا صَبِيٌّ

২০৭৮ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (রা.).... আবদুর রহমান ইবন আওফ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি সুহায়ব (রা.)-কে বলেন, আল্লাহকে ভয় কর। তুমি নিজ পিতা ছাড়া অন্যকে নিজের পিতা বলে দাবী করো না। এর উত্তরে সুহায়ব (রা.) বলেন, আমি এতে আনন্দবোধ করব না যে, এত এত সম্পদ হোক আর আমি আমার পিতৃত্বের দাবী অন্যের প্রতি আরোপ করি, বরং (আসল ব্যাপার) আমাকে শিশুকালে চুরি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

২০৭৯ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّنُ أَوْ أَتَحَنَّنْتُ بِهَا فِي

الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَلَةٍ وَعَتَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ هَلْ لِي فِيهَا أَجْرٌ قَالَ حَكِيمٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
أَسَلَّمْتُ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ

২০৭৯ আবুল ইয়ামান (র.)..... হাকীম ইবন হিয়াম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি বলুন, আমি জাহিলিয়া যুগে দান, খায়রাত, গোলাম আযাদ ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার ইত্যাদি যে সব নেকীর কাজ করেছি, এতে কি আমি সাওয়াব পাব? হাকীম (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, অতীতের সৎ কর্মসহ তুমি ইসলাম গ্রহণ করেছ অর্থাৎ তুমি যে সব নেকী করেছ, তার পুরোপুরি সাওয়াব লাভ করবে।

১৩৭৭. بَابُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْبَغَ

১৩৭৭. পরিচ্ছেদ : পাকা করার পূর্বে মৃত জন্তুর চামড়ার ব্যবহার

২০৮০ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ
حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ هَلَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا بِهَا قَالُوا
إِنَّمَا مَيْتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا

২০৮০ যুহায়র ইবন হার্ব (র.)..... আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একবার) রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মৃত বকরীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন, তোমরা এর চামড়া কাজে লাগাও না কেন? তারা বললেন, এ-তো মৃত। তিনি বললেন, শুধু তার গোশত খাওয়া হারাম করা হয়েছে।

১৩৭৮. بَابُ قَتْلِ الْخِنْزِيرِ وَقَالَ جَابِرٌ حَرَّمَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْعَ الْخِنْزِيرِ

১৩৭৮. পরিচ্ছেদ : শূকর হত্যা করা।

জাবির (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ শূকর বিক্রয় হারাম করেছেন।

২০৮১ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ
سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكُنَّ
أَنْ يَنْزَلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعُ
الْجُزْيَةَ وَيَفِيضُ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ

[২০৮১] কুতায়বা ইবন সাঈদ (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, শপথ সেই সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ। অচিরেই তোমাদের মাঝে ন্যায় বিচারক রূপে মারযাম তনয় (ঈসা আ.) অবতরণ করবেন। তারপর তিনি ক্রুশ ভেঙে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন, জিয়্যা রহিত করবেন এবং ধন-সম্পদের এরূপ প্রাচুর্য হবে যে, কেউ তা গ্রহণ করবে না।

১৩৭৭. بَابُ لَا يَذَابُ شَحْمُ النَّبِيَّةِ وَلَا يُبَاعُ وَذَكَهُ رَوَاهُ جَابِرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১৩৭৯. পরিচ্ছেদ : মৃত জন্তুর চর্বি গলানো বৈধ নয় এবং তার তেল বিক্রি করাও বৈধ নয়। জাবির (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে তা বর্ণনা করেছেন

[২০৮২] حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِي طَاوُسٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ بَلَغَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ فُلَانًا بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ قَاتِلَ اللَّهُ فُلَانًا : أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَاتِلَ اللَّهِ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا

[২০৮২] হুমাইদী (র.) ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবন খাত্তাব (রা.)-এর নিকট সংবাদ পৌছল যে, অমুক ব্যক্তি শরাব বিক্রি করেছে। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা অমুকের বিনাশ করুন। সে কি জানে না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদীদের সর্বনাশ করুন, তাদের জন্য চর্বি হারাম করা হয়েছিল; কিন্তু তারা তা গলিয়ে বিক্রি করে।

[২০৮৩] حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَاتِلَ اللَّهِ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَآكَلُوا أَثْمَانَهَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَاتِلَهُمُ اللَّهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ قَاتِلَ لُعْنٍ-
الْخَرَّاصُونَ الْكَذَّابُونَ

[২০৮৩] আবদান (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদীদের বিনাশ করুন! তাদের জন্য চর্বি হারাম করা হয়েছে। তারা তা (গলিয়ে) বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করে। আবু আবদুল্লাহ (র.) বলেন, (ইমাম বুখারী রَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ এর অর্থ আল্লাহ তাদের বিনাশ করুন قَاتِلَ অর্থ বিনাশ করা গেল-الخرمون এর অর্থ মিথ্যাবাদী

১৩৮০. بَابُ بَيْعِ الثَّعَالِيَةِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا دَوَّحٌ وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ

১৩৮০ পরিচ্ছেদ : প্রাণী ব্যতীত অন্য বস্তুর ছবি বিক্রয় এবং এ সম্পর্কে যা নিষিদ্ধ

২০৮৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبَّاسٍ إِنِّي إِنْسَانٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدَيَّ وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ سَمِعْتُهُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِعٍ فِيهَا أَبَدًا فَرَبَا الرَّجُلُ رُبُوءَ شَدِيدَةٍ وَأَصْفَرَ وَجْهَهُ ، فَقَالَ وَيْحَكَ إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ ، فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ سَمِعَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ مِنَ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ هَذَا الْوَاحِدَ

২০৮৪ আবদুল্লাহ ইবন আবদুল ওয়াহ্‌হাব (র.).... সাঈদ ইবন আবুল হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রা.)- এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, এমন সময়ে তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আবু আব্বাস! আমি এমন ব্যক্তি যে, আমার জীবিকা হস্তশিল্পে। আমি এ সব ছবি তৈরি করি। ইবন আব্বাস (রা.) তাঁকে বলেন, (এ বিষয়) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আমি যা বলতে শুনেছি, তাই তোমাকে শোনাব। তাঁকে আমি বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন ছবি তৈরি করে আল্লাহ তা'আলা তাকে শাস্তি দিবেন, যতক্ষণ না সে তাতে প্রাণ সঞ্চার করে। আর সে তাতে কখনো প্রাণ সঞ্চার করতে পারবে না। (এ কথা শুনে) লোকটি ভীষণভাবে ভয় পেয়ে গেল এবং তার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। এতে ইবন আব্বাস (রা.) বললেন, আক্ষেপ তোমার জন্য, তুমি যদি এ কাজ না-ই ছাড়তে পার, তবে এ গাছ-পালা এবং যে সকল জিনিসে প্রাণ নেই, তা তৈরি করতে পার। আবু আব্দুল্লাহ (ইমাম বুখারী) (র.) বলেন সাঈদ (রা.) বলেছেন আমি নযর ইবন আনাস (রা.) থেকে শুনেছি তিনি বলেছেন, ইবন আব্বাস (রা.) হাদীস বর্ণনা করার সময় আমি তার কাছে ছিলাম। ইমাম বুখারী (র.) আরো বলেন, সাঈদ ইবন আবু আরুবাহ (র.) একমাত্র এ হাদীসটি নযর ইবন আনাস (র.) থেকে শুনেছেন।

১২৮১. بَابُ تَحْرِيمِ التِّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ وَقَالَ جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَرَّمَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْعَ الْخَمْرِ

১৩৮১. পরিচ্ছেদ ৪ শরাবের ব্যবসা হারাম। জাবির (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ শরাব বিক্রি করা হারাম করেছেন

২০৮০ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ آخِرِهَا خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ خُرِمَتِ التِّجَارَةُ فِي الْخَمْرِ

২০৮৫ মুসলিম (র.)..... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলো নাযিল হলো, তখন নবী ﷺ বের হয়ে বললেন, শরাবের ব্যবসা হারাম করা হয়েছে।

১২৮২. بَابُ إِثْمٍ مَنْ بَاعَ حُرًّا

১৩৮২. পরিশ্লেদ : আযাদ মানুষ বিক্রেতার পাপ

২০৮৬ حَدَّثَنِي بَشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

২০৮৬ বিশর ইব্ন মারহুম (র.)....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন যে, কিয়ামতের দিবসে আমি নিজে তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদী হবো। এক ব্যক্তি, যে আমার নামে ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করল। আরেক ব্যক্তি, যে কোন আযাদ মানুষকে বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করল। আর এক ব্যক্তি, যে কোন মজুর নিয়োগ করে তার থেকে পুরা কাজ আদায় করে এবং তার পারিশ্রমিক দেয় না।

১২৮২. بَابُ بَيْعِ الْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَالْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً، وَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعَرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ يُؤْفِقُهَا صَاحِبُهَا بِالرِّبْذَةِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ يَكُونُ الْبَعِيرُ خَيْرًا مِنَ الْبَعِيرَيْنِ وَاشْتَرَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا، وَقَالَ أَتَيْكَ بِالْآخِرِ غَدًا رَهْوًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ لَأَرْبَا فِي الْحَيَوَانِ الْبَعِيرِ بِالْبَعِيرِ وَالشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أَجَلٍ ، وَقَالَ ابْنُ سَيْرِينَ لَا بَأْسَ بِبَعِيرٍ بِبَعِيرَيْنِ وَدِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ نَسِيئَةً

১৩৮৩. পরিচ্ছেদ : গোলামের বিনিময়ে গোলাম এবং জানোয়ারের বিনিময়ে জানোয়ার বাকীতে বিক্রয়। ইবন উমর (রা.) চারটি উটের বিনিময়ে প্রাপ্য একটি আরোহণযোগ্য উট এই শর্তে খরিদ করেন যে, মালিক তা 'রাবাযা' নামক স্থানে হস্তান্তর করবে। ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, অনেক সময় একটি উট দু'টি উট অপেক্ষা উত্তম হয়। রাফি' ইবন খাদীজ (রা.) দু'টি উটের বিনিময়ে একটি উট খরিদ করে দু'টি উটের একটি (তখনই) দিলেন আর বললেন, আর একটি উট ইনশা-আল্লাহ আগামীকাল যথারীতি দিয়ে দিব। ইবন মুসাইয়্যাব (র.) বলেন, জানোয়ারের মধ্যে কোন 'রিবা' হয় না। দু'উটের বিনিময়ে এক উট দু'বকরীর বিনিময়ে এক বকরী বাকীতে বিক্রয় করলে সূদ হয় না। ইবন সীরীন (র.) বলেন, দু'উটের বিনিময়ে এক উট এবং এক দিরহামের বিনিময়ে এক দিরহাম বাকী বিক্রি করাতে কোন দোষ নেই।

۲۰۸۷ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ فِي السَّبْئِ صَفِيَّةٌ، فَصَارَتْ إِلَى بَيْتِ الْكَلْبِيِّ، ثُمَّ صَارَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ

২০৮৭ সুলায়মান ইবন হার্ব (র.).... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাফিয়া (রা.) বন্দীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তিনি দিহ্যা কালবী (রা.)-এর ভাগে পড়েন, এর পরে তিনি নবী করীম ﷺ-এর অধীনে এসে যান।

۱۳۸۴. بَابُ بَيْعِ الرَّقِيقِ

১৩৮৪ পরিচ্ছেদ : গোলাম বিক্রয় করা

۲۰۸۸ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ مُحَيْرِيزٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا، فَنُحِبُّ الْأَثْمَانَ فَكَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ، فَقَالَ : أَوْ أَنْتُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ لَاعَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ذَلِكَ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةً كَتَبَ اللَّهُ أَنْ تَخْرُجَ، إِلَّا هِيَ خَارِجَةٌ

২০৮৮ আবুল ইয়ামান (র.).... আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একদা তিনি নবী করীম ﷺ-এর নিকট বসা ছিলেন, তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা বন্দী দাসীর সাথে সংগত হই। কিন্তু আমরা তাদের (বিক্রয় করে) মূল্য হাসিল করতে চাই। এমতাবস্থায় আয়ল-(নিরুদ্ধ সংগম করা) সম্পর্কে আপনি কি বলেন? তিনি বললেন, আরে তোমরা কি এরূপ করে থাক! তোমরা যদি তা (আয়ল) না কর তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। কারণ আল্লাহ তা'আলা যে সন্তান জন্ম হওয়ার ফায়সালা করে রেখেছেন, তা অবশ্যই জন্ম গ্রহণ করবে।

১২৮০. بَابُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

১৩৮৫. পরিশ্বেদ : মুদাব্বার^১ গোলাম বিক্রয় করা

২০৮৯ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَاعَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُدَبَّرَ -

২০৮৯ ইবন নুমাইর (র.).... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ মুদাব্বার গোলাম বিক্রি করেছেন।

২০৯০ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ بَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

২০৯০ কুতায়বা (র.).... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ মুদাব্বার বিক্রি করেছেন।

২০৯১ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، قَالَ حَدَّثَ ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُنِّلَ عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنَ قَالَ اجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنَّ زَنْتَ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بَيِّعُوهَا بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ

২০৯১ যুহাইর ইবন হারব (র.)... যায়দ ইবন খালিদ ও আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কে অবিবাহিত ব্যভিচারিণী দাসী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তাঁকে বলতে শুনেছেন যে, ব্যভিচারিণীকে বেত্রাঘাত কর। সে আবার ব্যভিচার করলে আবার বেত্রাঘাত কর। এরপর তাকে বিক্রি করে দাও তৃতীয় বা চতুর্থ বারের পরে।

২০৯২ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِذَا زَنْتَ أَمَةً أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنْ زَنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُكْرَبَ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنَّ زَنْتَ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُكْرَبَ عَلَيْهَا، ثُمَّ بَيِّعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِّنْ شَعَرٍ -

২০৯২ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি, তোমাদের কোন দাসী ব্যভিচার করলে এবং তার ব্যভিচার প্রমাণিত হলে তাকে 'হদ' স্বরূপ বেত্রাঘাত করবে এবং তাকে ভৎসনা করবে না। এরপর যদি সে আবার ব্যভিচার করে তাকে 'হদ' হিসাবে বেত্রাঘাত করবে কিন্তু তাকে ভৎসনা করবে না। তারপর সে যদি তৃতীয়বার ব্যভিচার করে এবং তার ব্যভিচার প্রমাণিত হয় তবে তাকে বিক্রি করে দেবে, যদিও তা চুলের রশির (তুচ্ছ মূল্যের) বিনিময়ে হয়।

১২৮৬. بَابُ هَلْ يُسَافِرُ بِالْجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا، وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يَقْبِلَهَا أَوْ يُبَاشِرَهَا ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذَا وَهَبَتْ الْوَلِيدَةُ ابْنَتُهَا تَوْطًا، أَوْ بَيْعَتْ أَوْ عَتَقَتْ فَلْتُسْتَبْرَأَ رَجْمُهَا بِحَيْضَةٍ وَلَا تُسْتَبْرَأَ الْعَذْرَاءُ ، وَقَالَ عَطَاءٌ : لَا بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ مِنْ جَارِيَتِهِ الْحَامِلُ مَا تُؤْنِ الْفَرْجِ ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : إِنْ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَآَنَهُمْ غَيْرَ مَلُومِينَ

১৩৮৬. পরিচ্ছেদ : ইসতিবরা অর্থাৎ জরায়ু গর্ভমুক্ত কি-না তা জানার পূর্বে বাদীকে নিয়ে সফর করা। হাসান (বাসরী) (র.) তাকে চুঘন করা বা তার সাথে মিলামিশা করায় কোন দোষ মনে করেন না। ইব্ন উমর (রা.) বলেন, সহবাসকৃত দাসীকে দান বা বিক্রি বা আবাদ করলে এক হাযয পর্যন্ত তার জরায়ু মুক্ত কি-না দেখতে হবে। কুমারীর বেলায় ইসতিবরার প্রয়োজন নেই। আতা (র.) বলেন, (অপর কর্তৃক) গর্ভবতী নিজ দাসীকে বৌনাংগ ব্যতীত ভোগ করতে পারবে। আল্লাহ তা'আলার বাণী : নিজেদের স্ত্রী অথবা অধিকারভুক্ত বাদী ব্যতীত, এতে তারা নিন্দীয় হবে না....। (২৩ : ৬)

২০৯৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ قَدِيمُ النَّبِيِّ ﷺ خَيْبَرَ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ ذَكَرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حَيٍّ بْنِ أَخْطَبَ وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوسًا فَاسْطَفَامَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغْنَا سَدَّ الرُّوحَاءِ حَلَّتْ فَبَنَى بِهَا، ثُمَّ مَنَعَ حَيْسًا فِي نِطْعٍ صَغِيرٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَذِنَ مَنْ حَوْلَكَ فَكَانَتْ تَلِكَ وَلَيْعَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى صَفِيَّةَ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

يُحَوِّى لَهَا وَرَأَاهُ بِعَبَاةٍ، ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيْرِهِ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ فَتَضَعُ صَفِيَّةٌ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ

২০৯৩ আবদুল গাফফার ইব্ন দাউদ (র.).... আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ খায়বার গমন করেন। যখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর পক্ষে দুর্গের বিজয় দান করেন, তখন তাঁর সামনে সাফিয়া (রা.) বিন্ত হুয়ায়্যা ইব্ন আখতাব এর সৌন্দর্যের আলোচনা করা হয়। তাঁর স্বামী নিহত হয় এবং তিনি তখন ছিলেন নব-বিবাহিতা। অবশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে নিজের জন্য গ্রহণ করে নেন। তিনি তাঁকে নিয়ে রওয়ানা হন। যখন আমরা সাদ্কা রাওহা নামক স্থানে উপনীত হলাম, তখন সাফিয়া (রা.) পবিত্র হলেন! তখন নবী ﷺ তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। তারপর চামড়ার ছোট দস্তুরখানে হায়েস (খেজুরের ছাতু ও ঘি মিশ্রিত খাদ্য) তৈরি করে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা আশেপাশের লোকদের উপস্থিত হওয়ার জন্য খবর দিয়ে দাও। এই ছিল সাফিয়া (রা.)-এর বিবাহে রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক ওলীমা। এরপর আমরা মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। আনাস (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখতে পেলাম যে, তাঁকে নিজের আবা' দিয়ে ঘেরাও করে দিচ্ছেন। তারপর তিনি তাঁর উটের পাশে বসে হাঁটু সোজা করে রাখলেন, পরে সাফিয়া (রা.) তাঁর হাঁটুর উপর পা দিয়ে ভর করে আরোহণ করলেন।

১২৮৭. بَابُ بَيْعِ الْمَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ

১৩৮৭. পরিচ্ছেদ : মৃত জন্তু ও মূর্তি বিক্রয়

২.৭৬ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ تَطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَتُدْفَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا مُوَحَّرَامَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوه فَآكَلُوا ثَمَنَهُ * وَقَالَ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

২০৯৪ কুতায়বা (র.).... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মক্কা বিজয়ের বছর মক্কায় অবস্থানকালে বলতে শুনেছেন : আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল শরাব, মৃত জন্তু, শূকর ও মূর্তি কেনা-বেচা হারাম করে দিয়েছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মৃত জন্তুর চর্বি সম্পর্কে আপনি কি বলেন? তা দিয়ে তো নৌকায় প্রলেপ দেওয়া হয় এবং চামড়া তৈলাক্ত

করা হয় আর লোকে তা দ্বারা চেরাগ জ্বালিয়ে থাকে। তিনি বললেন, না, তাও হারাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্-রাল্লাইহু সাল্লাল্লাইহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহুদীদের বিনাশ করুন! আল্লাহ্ যখন তাদের জন্য মৃতের চর্বি হারাম করে দেন, তখন তারা তা গলিয়ে বিক্রি করে মূল্য ভোগ করে। আবু আসিম (র.).... আতা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জাবির (রা.)-কে (হাদীসটি) নবী রাল্লাইহু সাল্লাল্লাইহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করতে স্মরণে দিচ্ছি।

১২৪৪. بَابُ ثَمَنِ الْكَلْبِ

১৩৮৮. পরিচ্ছেদ : কুকুরের মূল্য

২০৯৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ

২০৯৫ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.).... আবু মাসউদ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্-রাল্লাইহু সাল্লাল্লাইহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুরের মূল্য, ব্যভিচারের বিনিময় এবং গণকের পারিতোষিক (গ্রহণ করা) থেকে নিষেধ করেছেন।

২০৯৬ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِثَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي إِشْتَرَى حَجَّامًا فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِّ وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكُسْبِ الْأَمَةِ، وَلَعْنِ الْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ، وَآكِلِ الرِّبَا وَمُؤْكِلِهِ، وَلَعْنِ الْمُصَوِّرِ

২০৯৬ হাজ্জাজ ইবন মিনহাল (র.).... আউন ইবন আবু জুহায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে দেখেছি যে, তিনি একটি শিংগা লাগানেওয়ালা গোলাম কিনলেন। তিনি তার শিংগা লাগানোর যন্ত্র ভেঙে ফেলতে নির্দেশ দিলে তা ভেঙে ফেলা হলো। আমি তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্-রাল্লাইহু সাল্লাল্লাইহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্তের মূল্য, কুকুরের মূল্য, দাসীর (ব্যভিচারের মাধ্যমে) উপার্জন করা থেকে নিষেধ করেছেন। আর তিনি শরীরে উলকি অংকনকারী ও উলকি গ্রহণকারী, সূদখোর ও সূদ দাতার উপর এবং (জীবের) ছবি অংকনকারীর উপর লা'নত করেছেন।

كِتَابُ السَّلَامِ

অধ্যায় : সলম

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

كِتَابُ السَّلَامِ

অধ্যায় : সলম

١٣٨٩. بَابُ السَّلَامِ فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ

১৩৮৯. পরিচ্ছেদ : নির্দিষ্ট পরিমাপে সলম করা

٢٠٩٧ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَرِ الْعَامِ وَالْعَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ شُكٍّ إِسْمَاعِيلُ، فَقَالَ مَنْ سَلَفَ فِي ثَمَرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَفَزْنٍ مَعْلُومٍ

২০৯৭ আমর ইবন যুরারা (র.).... ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদীনায়া আগমন করেন তখন লোকেরা এক বা দু' বছরের বাকীতে (রাবী ইসমাঈল সন্দেহ করে বলেন, দু' অথবা তিন বছরের (মেয়াদে) খেজুর সলম (পদ্ধতিতে) বেচা-কেনা করত। এতে তিনি বললেন,) যে ব্যক্তি খেজুরে সলম করতে চায় সে যেন নির্দিষ্ট মাপে এবং নির্দিষ্ট ওয়নে সলম করে।

٢٠٩٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ بِهَذَا فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ وَفَزْنٍ مَعْلُومٍ

২০৯৮ মুহাম্মদ (র.)....ইবন আবু নাজীহ (র.) থেকে নির্দিষ্ট মাপে এবং নির্দিষ্ট ওয়নে (সলম করার কথা) বর্ণিত রয়েছে।

١٣٩٠. بَابُ السَّلَامِ فِي وَفْزْنِ مَعْلُومٍ

১৩৯০. পরিচ্ছেদ : নির্দিষ্ট ওয়নে সলম করা

১. অগ্রিম মূল্যে কেনা-বেচাকে সলম বলে।

২০৭৭ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

২০৭৯ সাদাকা (র.).... ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদীনায় আসেন তখন মদীনাবাসী ফলে দু' ও তিন বছরের মেয়াদে সলম করত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কোন ব্যক্তি সলম করলে সে যেন নির্দিষ্ট মাপে এবং নির্দিষ্ট ওয়নে নির্দিষ্ট মেয়াদে সলম করে।

২১০০ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ . حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَقَالَ فَلْيُسْلَفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

২১০০ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র.)..... ইবন আবু নাজীহ (র.) সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সে যেন নির্দিষ্ট মাপে ও নির্দিষ্ট ওয়নে নির্দিষ্ট মেয়াদে সলম করে।

২১০১ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

২১০১ কুতায়বা (র.).... ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী করীম ﷺ (মদীনায়) আসেন এবং বলেন, নির্দিষ্ট মাপে, নির্দিষ্ট ওয়নে ও নির্দিষ্ট মেয়াদে (সলম) কর।

২১০২ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ابْنِ أَبِي الْمَجَالِدِ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمَجَالِدِ ح وَحَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ أَوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْمَجَالِدِ ، قَالَ اخْتَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ وَ أَبُو بَرْدَةَ فِي السَّلَفِ ، فَبَعَثُونِي إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبَى بَكْرٍ وَعُمَرُ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبِيزَى فَقَالَ مِثْلُ ذَلِكَ

২১০২ আবুল ওয়ালীদ (র.) ইয়াহুইয়া (র.) ও হাফস ইবন উমর (র.)..... মুহাম্মাদ অথবা আবদুল্লাহ ইবন আবুল মুজালিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবন শাদ্দাদ ইবন হাদ ও আবু বুরদাহ

(র.)-এর মাঝে সলম কেনা-বেচার ব্যাপারে মতভেদ দেখা দিলে তাঁরা আমাকে ইব্ন আবু আওফা (রা.)-এর নিকট পাঠান। আমি এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর ও উমর (রা.)-এর যুগে আমরা গম, যব, কিসমিস ও খেজুরে সলম করতাম। (তিনি আরো বলেন) এবং আমি ইব্ন আবযা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনিও অনুরূপ বলেন।

১২৭১. بَابُ السَّلْمِ إِلَى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلٌ

১৩৯১. পরিচ্ছেদ : যার কাছে মূল বস্তু নেই তার সঙ্গে সলম করা

২১.২ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ . حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْمَجَالِدِ قَالَ بَعَثَنِي عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ شَدَّادٍ وَأَبُو بَرْدَةَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ سَلِّهُ هَلْ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يُسْلِفُونَ فِي الْحِنْطَةِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : كُنَّا نُسْلِفُ نَبِيْطَ أَهْلِ الشَّامِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ قُلْتُ إِلَى مَنْ كَانَ أَصْلُهُ عِنْدَهُ، قَالَ مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ بَعَثَانِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْرَى، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يُسْلِفُونَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ نَسْأَلُهُمْ أَلَهُمْ حَرْثٌ أَمْ لَا

২১০৩ মুসা ইব্ন ইসমাঈল (র.).... মুহাম্মদ ইব্ন আবু মুজালিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইব্ন সাদ্দাদ ও আবু বুরদাহ (র.) আমাকে আবদুল্লাহ ইব্ন আবু আওফা (রা.)-এর কাছে পাঠান। তাঁরা বললেন যে, (তুমি গিয়ে) তাঁকে জিজ্ঞাসা কর, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সাহাবায়ে কিরাম গম বিক্রয়ে কি সলম (পদ্ধতি গ্রহণ) করতেন? আবদুল্লাহ (রা.) বললেন, আমরা সিরিয়ার লোকদের সঙ্গে গম, যব ও কিসমিস নির্দিষ্ট মাপে ও নির্দিষ্ট মেয়াদে সলম করতাম। আমি বললাম, যার কাছে এসবের মূল বস্তু থাকত তাঁর সঙ্গে? তিনি বললেন, আমরা এ সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞাসা করিনি। তারপর তাঁরা দু'জনে আমাকে আবদুর রাহমান ইব্ন আবযা (রা.)-এর কাছে পাঠালেন এবং আমি তাঁকে (এ ব্যাপারে) জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, নবী করীম ﷺ-এর যুগে সাহাবীগণ সলম করতেন, কিন্তু তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতেন না যে, তাঁদের কাছে মূল বস্তু মওজুদ আছে কি-না

২১.৬ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَجَالِدٍ بِهَذَا، وَقَالَ فَتُسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ

২১০৪ ইসহাক ওয়াসিতি (র.).... মুহাম্মদ ইব্ন আবু মুজালিদ (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, আমরা তাদের সঙ্গে গম ও যবে সলম করতাম।

২১.৫ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ وَقَالَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزُّبَيْبِ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ وَقَالَ وَالزُّبَيْتِ

২১০৫ কুতায়বা (র.).... শায়বানী (র.) থেকে বর্ণিত যে, রাবী বলেন, গম, যব, ও কিসমিসে (সলম করতেন)। 'আবদুল্লাহ ইবনুল ওয়ালীদ (র.) সুফিয়ান (র.) সূত্রে শায়বানী (র.)-এর বর্ণনায় রয়েছে এবং যায়তুনে।

২১.৬ حَدَّثَنَا أَدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا عَمْرُو، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيَّ، قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ السَّلْمِ فِي النَّخْلِ، فَقَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُوَكَّلَ مِنْهُ وَحَتَّى يُوزَنَ، فَقَالَ الرَّجُلُ وَآيُ شَيْءٍ يُوزَنُ فَقَالَ رَجُلٌ إِلَى جَانِبِهِ : حَتَّى يُحَرَزَ، وَقَالَ مُعَاذٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَهَى مِثْلَهُ النَّبِيُّ ﷺ

২১০৬ আদম (র.).... আবুল বাখতারী -তাই (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রা.)-কে খেজুরে সলম করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, নবী করীম ﷺ খেজুর খাবার যোগ্য এবং ওয়ন করার যোগ্য হওয়ার আগে বিক্রি করা নিষেধ করেছেন। ঐ সময় এক ব্যক্তি বলল, কী ওয়ন করবে? তার পাশের এক ব্যক্তি বলল, সংরক্ষিত হওয়া পর্যন্ত। মুআয (র.) সূত্রে শু'বা (র.) থেকে আমর (র.) থেকে বর্ণিত, আবুল বাখতারী (র.) বলেছেন, ইবন আব্বাস (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, নবী ﷺ এরূপ (করতে) নিষেধ করেছেন।

১২৭২. بَابُ السَّلْمِ فِي النَّخْلِ

১৩৯২. পরিচ্ছেদ ৪ খেজুরে সলম করা

২১.৭ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ السَّلْمِ فِي النَّخْلِ، فَقَالَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَصْلُحَ، وَعَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ نِسَاءً بِنَاجِزٍ، وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلْمِ فِي النَّخْلِ فَقَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُوَكَّلَ مِنْهُ، أَوْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَحَتَّى يُوزَنَ

২১০৭ আবুল ওয়ালীদ (র.)..... আবুল বাখতারী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি ইবন উমর (রা.)-কে খেজুর সলম করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন, খেজুর আহারযোগ্য হওয়ার আগে তা বিক্রয় করা নিষেধ করা হয়েছে, আর নগদ রূপার বিনিময়ে বাকী রূপা বিক্রয় করতেও (নিষেধ করা হয়েছে)। আমি ইবন আব্বাস (রা.)-কে খেজুরে সলম করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন, নবী করীম ﷺ খাওয়ার যোগ্য এবং ওয়নের যোগ্য হওয়ার আগে খেজুর বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

২১.৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، فَقَالَ نَهَى عَمْرٌ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَصْلُحَ، وَنَهَى عَنِ الْوَدْقِ بِالذَّهَبِ نِسَاءً بِنَاجِزٍ وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ، أَوْ يُؤْكَلَ وَحَتَّى يُوزَنَ، قُلْتُ وَمَا يُوزَنُ؟ قَالَ رَجُلٌ عَنْهُ حَتَّى يُحَرَّرَ

২১০৮ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র.).... আবুল বাখতারী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবন উমর (রা.)-কে খেজুর সলম করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আহারযোগ্য হওয়ার আগে ফল বিক্রি করতে উমর (রা.) নিষেধ করেছেন এবং তিনি নগদ সোনা বা রূপার বিনিময়ে বাকীতে সোনা বা রূপা বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। আমি এ সম্পর্কে ইবন আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, নবী করীম ﷺ খাওয়ার এবং ওয়ন করার যোগ্য হওয়ার আগে খেজুর বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। আমি বললাম, এর ওয়ন করা কি? তখন তার নিকটে বসা একজন বলে উঠল, (অর্থাৎ) সংরক্ষণ পর্যন্ত।

১২৭২. بَابُ الْكَفِيلِ فِي السَّلَمِ

১৩৯৩. পরিচ্ছেদ : সলম ক্রয়-বিক্রয়ে যামিন নিযুক্ত করা

২১.৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ بِنَسِيئَةٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ -

২১০৯ মুহাম্মদ ইবন সালাম (র.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জৈনৈক ইয়াহুদীর কাছ থেকে বাকীতে খাদ্য খরিদ করে তাঁর লৌহ নির্মিত বর্ম ইয়াহুদীর কাছে বন্ধক রেখেছেন।

১২৭৪. بَابُ الرِّهْنِ فِي السَّلَمِ

১৩৯৪. পরিচ্ছেদ : সলম ক্রয়-বিক্রয়ে বন্ধক রাখা

২১.১০ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ تَذَاكُرُنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرِّهْنِ فِي السَّلَفِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَارْتَهَنَ مِنْهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

২১১০ মুহাম্মদ ইব্ন মাহবুব (র.)... আ'মশ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা সলম ক্রয় বিক্রয়ে বন্ধক রাখা সম্পর্কে ইবরাহীমকে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলেন, আমাকে আসওয়াদ (র.) 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ জনৈক ইয়াহুদীর কাছ থেকে নির্দিষ্ট মেয়াদে বাকীতে খাদ্য খরিদ করে তার নিকট নিজের লৌহ নির্মিত বর্ম বন্ধক রেখেছেন।

১২৯০. **بَابُ السَّلْمِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو سَعِيدٍ وَالْأَشْوَذُ وَالْحَسَنُ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَا بَأْسَ بِالطَّعَامِ الْمُوصُوفِ بِسِعْرِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مَا لَمْ يَكْ ذَلِكْ فِي زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ مَلَاخَةٌ**

১৩৯৫. পরিচ্ছেদ : নির্দিষ্ট মেয়াদে সলম (পদ্ধতিতে) ক্রয়-বিক্রয়। ইব্ন আব্বাস ও সাঈদ (রা.) এবং আসওয়াদ ও হাসান (বাসরী) (র.) এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইব্ন উমর (রা.) বলেন, নির্দিষ্ট মেয়াদে ও নির্দিষ্ট দামের ভিত্তিতে খাদ্য (বাকীতে) বিক্রয় করায় দোষ নেই। অবশ্য যদি তা এমন ফসলে না হয়, যা আহারযোগ্য হয়নি।

২১১১ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ أَسْلِفُوا فِي الثِّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَقَالَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزَنٍ مَعْلُومٍ

২১১১ আবু নু'আঈম (র.).... ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন মদীনায়ে আগমন করেন, তখন তারা (মদীনাবাসী) দু' ও তিন বছরের মেয়াদে ফলের বিক্রয়ে সলম করত। তিনি বলেন, তোমরা নির্দিষ্ট মাপে ও নির্দিষ্ট মেয়াদে সলম করবে। আবদুল্লাহ ইব্ন ওয়ালাদ (র.) ইব্ন আবু নাজীহ (র.) সূত্রে বর্ণিত, আর তিনি বলেন নির্দিষ্ট মাপে ও নির্দিষ্ট ওয়েনে।

২১১২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَجَالِدٍ قَالَ أُرْسِلَنِي أَبُو بُرْدَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي وَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى فَسَأَلْتُهُمَا عَنِ السَّلْفِ، فَقَالَا: كُنَّا نَصِيبُ الْمَغَانِمِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ فَتُسَلِّفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ

وَالشَّعِيرِ وَالزَّيْتِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، قَالَ قُلْتُ أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ، أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ زَرْعٌ قَالَا : مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ

২১১২ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র.).... মুহাম্মদ ইব্ন আবু মুজালিদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বুরদা ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন শাদ্দাদ (র.) আমাকে আবদুর রহমান ইব্ন আবযা ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবু আওফা (রা.)-এর নিকট পাঠালেন। আমি সলম (পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয়) সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা উভয়ে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সংগে (জিহাদে) আমরা মালে গণীমত লাভ করতাম, আমাদের কাছে সিরিয়া থেকে কৃষকগণ আসলে আমরা তাদের সংগে গম, যব ও যায়তুনে নির্দিষ্ট মেয়াদে সলম করতাম। তিনি (মুহাম্মদ ইব্ন আবু মুজালিদ র.) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তাদের কাছে সে সময় ফসল মওজুদ থাকত, কি থাকত না? তাঁরা উভয়ে বললেন, আমরা এ বিষয়ে তাদের জিজ্ঞাসা করিনি।

১২৭৬. بَابُ السَّلْمِ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ

১৩৯৬. পরিচ্ছেদ : উটনী বাচ্চা প্রসবের মেয়াদে সলম করা

২১১৩ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانُوا يَتَّبَاعُونَ الْجَزُودَ إِلَى حَبْلِ الْحَبْلَةِ، فَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ فَسَرَهُ نَافِعٌ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا

২১১৬ মুসা ইব্ন ইসমাইল (র.).... আবদুল্লাহ্ (ইব্ন উমর রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা (মুশরিকরা) গর্ভবর্তী উটনীর বাচ্চার বাচ্চা প্রসব করার মেয়াদে ক্রয়-বিক্রয় করত। নবী করীম ﷺ এ থেকে নিষেধ করলেন। (রাবী) নাফি' (র.)-এর ব্যাখ্যা করেছেন, উটনী তার পেটের বাচ্চা প্রসব করবে।

كِتَابُ الشُّفْعَةِ

অধ্যায় : শূফ্‌আ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করাছি

كِتَابُ الشُّفْعَةِ

অধ্যায় : শুফআ

۱۳۹۷. بَابُ الشُّفْعَةِ فِي مَا لَمْ يُقَسِّمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ

১৩৯৭. পরিচ্ছেদ : ভাগ-বাটোয়ারা হয়নি এমন যমীনে শুফআ^১ এর অধিকার। যখন (ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে) সীমানা নির্ধারিত হয়ে যায়, তখন আর শুফআ এর অধিকার থাকে না।

۲۱۱۵ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ يُقَسَّمُ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِفَتِ الطَّرِيقُ، فَلَا شُفْعَةَ

২১১৫ মুসাদ্দাদ (র.).... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যে সব সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারা হয় নি, তাতে শুফআ এর ফায়সালা দিয়েছেন। যখন সীমানা নির্ধারিত হয়ে যায় এবং রাস্তাও পৃথক হয়ে যায়, তখন শুফআ এর অধিকার থাকে না।

۱۳۹۸. بَابُ عَرْضِ الشُّفْعَةِ عَلَى صَاحِبِهَا قَبْلَ الْبَيْعِ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : إِذَا أُنْزِلَ لَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ ، وَقَالَ الشُّعْبِيُّ : مَنْ بَيْعَتْ شُفْعَتُهُ وَمَوْ شَاهِدٌ لَا يُفَيِّرُهَا فَلَا شُفْعَةَ لَهُ

১৩৯৮. পরিচ্ছেদ : বিক্রয়ের পূর্বে শুফআ এর অধিকারীর নিকট (বিক্রয়ের) প্রস্তাব করা। হাকাম (র.) বলেন, বিক্রয়ের পূর্বে যদি অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তি বিক্রয়ের অনুমতি দেয়, তবে তার শুফআ এর অধিকার থাকে না। শা'বী (র.) বলেন, যদি কারো উপস্থিতিতে তার শুফআ এর যমীন বিক্রি হয় আর সে এতে কোন আপত্তি না করে, তবে (বিক্রয়ের পরে) তার শুফআ এর অধিকার থাকে না।

১. বাড়ী, জমি ইত্যাদি এজমালী সম্পত্তি হতে কেউ নিজের অংশ বিক্রি করলে অপর শরীকের অথবা বাড়ী বা জমির সংলগ্ন থাকার কারণে প্রতিবেশীর উক্ত বিক্রয় মূল্যে খরিদ করার যে অগ্রাধিকার শরীআত প্রদান করেছে তাকে শুফআ বলে।

২১১৫ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ ابْنُ إِسْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي إِسْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَجَاءَ الْمِسُورُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى إِحْدَى مَنَكِبَيْ إِذْ جَاءَ أَبُو رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَاسَعْدُ ابْتَغِ مِنِّي بَيْتِي فِي دَارِكَ فَقَالَ سَعْدُ وَاللَّهِ مَا أَتْبَاعُهُمَا ، فَقَالَ الْمِسُورُ وَاللَّهِ لَتَبْتَا عَنْهُمَا ، فَقَالَ سَعْدُ : وَاللَّهِ لَا أَزِيدُكَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ مُنْجَمَةٍ أَوْ مُقَطَّعَةٍ قَالَ أَبُو رَافِعٍ : لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهِمَا خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ ، وَلَوْ لَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقْبِهِ مَا أُعْطِيتُكُمَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ وَإِنَّمَا أُعْطِيَ بِهِمَا خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ

২১১৫ মাঈী ইবন ইব্রাহীম (র.) আমর ইবন শারীদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সা'দ ইবন আবু ওয়াহ্বাস (রা.)-এর কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তখন মিসওয়ার ইবন মাখরামা (রা.) এসে তাঁর হাত আমার কাঁধে রাখেন। এমতাবস্থায় নবী করীম ﷺ-এর আযাদকৃত গোলাম আবু রাফি' (রা.) এসে বললেন, হে সা'দ! আপনার বাড়ীতে আমার যে দু'টি ঘর আছে, তা আপনি আমার থেকে খরিদ করে নিন। সা'দ (রা.) বললেন, আল্লাহর কসম, আমি সে দু'টি খরিদ করব না। তখন মিসওয়ার (রা.) বললেন, আল্লাহর কসম, আপনি এ দু'টো অবশ্যই খরিদ করবেন। সা'দ (রা.) বললেন, আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে কিস্তিতে চার হাজার (দিরহাম)-এর অধিক দিব না। আবু রাফি' (রা.) বললেন, এই ঘর দু'টির বিনিময়ে আমাকে পাঁচশ' দীনার দেওয়ার প্রস্তাব এসেছে। আমি যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ কথা বলতে না শুনতাম যে, প্রতিবেশী অধিক হকদার তার নৈকট্যের কারণে, তাহলে আমি এ দু'টি ঘর আপনাকে চার হাজার (দিরহাম)-এর বিনিময়ে কিছুতেই দিতাম না। আমাকে এ দু'টি ঘরের বিনিময়ে পাঁচশ' দীনার দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। তারপর তিনি তা তাঁকে (সা'দকে) দিয়ে দিলেন।

১২৭৭. بَابُ أَيُّ الْجَوَارِ أَقْرَبُ

১৩৯৯ পরিচ্ছেদ : কোন্ প্রতিবেশী অধিকতর নিকটবর্তী

২১১৬ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنِي عَلَى حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍان قَالَ سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَأَيُّهُمَا أَهْدَى قَالَ أَقْرَبُهُمَا مِنْكَ بَابًا -

২১১৬ হাজ্জাজ ও আলী (র.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার দু'জন প্রতিবেশী রয়েছে, তাদের মধ্যে কাকে আমি হাদিয়া দিব? তিনি বললেন, উভয়ের মধ্যে যার দরজা তোমার বেশী কাছে।

كِتَابُ الْإِجَارَةِ

অধ্যায় : ইজারা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

كِتَابُ الْأَجَارَةِ

অধ্যায় : ইজারা

١٤٠٠. بَابُ اسْتِئْجَارِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتِئْجَرْتُ الْقَوِيَّ الْأَمِينُ وَالْخَازِنِ الْأَمِينُ وَمَنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْ مَنْ أَرَادَهُ

১৪০০. পরিচ্ছেদ : সৎ ব্যক্তিকে শ্রমিক নিয়োগ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : কারণ তোমার মজদুর হিসাবে উত্তম হলো সে ব্যক্তি, যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত (২৮ : ২৬)। বিশ্বস্ত খাজাঞ্চি নিয়োগ করা এবং কোন পদার্থার্থীকে উক্ত পদে নিয়োগ না করা।

٢١١٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي جَدِّي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْخَازِنُ الْأَمِينُ الَّذِي يُؤْتِي مَا أَمَرَهُ طَيِّبَةً نَفْسَهُ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ

২১১৭ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র.) আবু মুসা আশআরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, আমানতদার খাজাঞ্চি, যাকে কোন কিছু আদেশ করা হলে সন্তুষ্ট চিত্তে তা আদায় করে, সে হলো দানকারীদের একজন।

٢١١٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ قُرَّةِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَمَعِيَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ قَالَ فَقُلْتُ مَا عَلِمْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ فَقَالَ لَنْ أَوْ لَا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ

২১১৮ মুসাদ্দাদ (র.) আবু মুসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি নবী ﷺ-এর নিকট হাযির হলাম, আমার সঙ্গে আশ'আরী গোত্রের দু'জন লোক ছিল। তিনি বলেন আমি বললাম, আমি

জানতাম না যে, এরা কর্মপ্রার্থী হবে। নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কর্মপ্রার্থী হয়, আমরা আমাদের কাজে তাকে কখনো নিয়োজিত করি না অথবা বলেছেন কখনো করব না।

১৪০১. بَابُ رَعَى الْغَنَمَ عَلَى قَرَارِيطٍ

১৪০১ পরিচ্ছেদ : কয়েক কীরাতে^১ বিনিময়ে বকরী চরানো

২১১৭ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ ، فَقَالَ نَعَمْ : كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطٍ لِأَهْلِ مَكَّةَ

২১১৭ আহমদ ইবন মুহাম্মদ মক্কী (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা এমন কোন নবী পাঠাননি, যিনি বকরী চরান নি। তখন তাঁর সাহাবীগণ বলেন, আপনিও? তিনি বলেন, হ্যাঁ; আমি কয়েক কীরাতে^১ বিনিময়ে মক্কাবাসীদের বকরী চরাতাম।

১৪০২. بَابُ اسْتِئْجَارِ الْمُشْرِكِينَ عِنْدَ الضَّرْفَةِ أَوْ إِذَا لَمْ يُوْجَدْ أَهْلُ الْإِسْلَامِ وَعَامِلُ النَّبِيِّ ﷺ يَهُودٌ خَيْبَرُ

১৪০২ পরিচ্ছেদ : প্রয়োজনে অথবা কোন মুসলমান পাওয়া না গেলে মুশরিকদেরকে মজদুর নিয়োগ করা। নবী ﷺ খায়বারের ইয়াহুদীদেরকে চাষাবাদের কাজে নিয়োগ করেন।

২১২০ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ مَنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ ، ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خَرِيتًا ، الْخَرِيتُ الْمَاهِرُ بِالْهَدَايَةِ قَدْ غَمَسَ يَمِينُ حِلْفٍ فِي آلِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ ، وَهُوَ عَلَى دِيْنِ كُفَّارٍ قُرَيْشٍ فَأَمِنَاهُ فَدَفَعْنَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا ، وَوَعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، فَأَتَانَهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا صَبِيحَةَ لَيَالٍ ثَلَاثٍ فَأَرْتَحَلَا وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فَهْرَةَ وَالدَّلِيلُ الدِّيلِيُّ فَأَخَذَ بِهِمْ طَرِيقَ السَّاحِلِ

২১২০ ইবরাহীম মুসা (র.)..... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত (হিজরতের সময়) রাসূলুদ্বাহ ﷺ ও আবু বকর (রা.) বনু দীল ও বনু আব্দ ইবন আদী গোত্রের একজন অত্যন্ত হুশিয়ার ও অভিজ্ঞ

১. কীরাত-নিম্ন মানের আরবী মুদ্রা।

পথপ্রদর্শক মজদুর নিয়োগ করেন। এ লোকটি আস ইব্ন ওয়াইল গোত্রের সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল আর সে কুরায়শী কাফিরদের ধর্মাবলম্বী ছিল। তাঁরা দু'জন [নবী ﷺ ও আবু বকর (রা.)] তার উপর আস্তা রেখে নিজ নিজ সাওয়ারী তাকে দিয়ে দিলেন এবং তিন রাত পর এগুলো সাওর পাহাড়ের গুহায় নিয়ে আসতে বলেন। সে তিন রাত পর সকালে তাদের সাওয়ারী নিয়ে তাঁদের কাছে উপস্থিত হল। তারপর তাঁরা দু'জন রওয়ানা করলেন। তাঁদের সাথে আমির ইব্ন ফুহাইরা ও দীল গোত্রের পথপ্রদর্শক সে লোকটিও ছিল। সে তাঁদেরকে (সাগরের) উপকূলের পথ ধরে নিয়ে গেল।

১৬০২. **بَابُ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِيَعْمَلَ لَهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ بَعْدَ شَهْرٍ أَوْ بَعْدَ سَنَةٍ جَازَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا الَّذِي اشْتَرَطَاهُ إِذَا جَاءَ الْأَجَلُ**

১৪০৩. পরিচ্ছেদ : যদি কোন ব্যক্তি এ শর্তে কোন শ্রমিক নিয়োগ করে যে, সে তিন দিন অথবা এক মাস অথবা এক বছর পর কাজ করে দেবে, তবে তা জাযিয়। যখন নির্দিষ্ট সময় এসে যাবে, তখন উভয়েই তাদের নির্ধারিত শর্তসমূহের উপর বহাল থাকবে।

২১২১ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا رَوَتْ النَّبِيَّ ﷺ قَالَتْ وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ هَادِيَا خَرِيتْنَا وَهُوَ عَلَى دَيْنٍ كُفَّارٍ قُرَيْشٍ فَدَفَعَ إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَعَدَاهُ غَارٌ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ

২১২১ ইয়াহুইয়া ইব্ন বুকাযর (র.).... নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত (হিজরতের ঘটনায়) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং আবু বকর (রা.) বনু দীল গোত্রের এক অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে পথ দেখিয়ে দেওয়ার জন্য মজদুর নিয়োগ করেন। এ লোকটি কুরায়শী কাফিরদের ধর্মাবলম্বী ছিল। তাঁরা দু'জন [নবী ﷺ ও আবু বকর (রা.)] নিজ নিজ সাওয়ারী তার নিকট সোপর্দ করলেন এবং এ মর্মে প্রতিশ্রুতি নিলেন যে, তিন রাত পর তৃতীয় দিন সকাল বেলা তাদের সাওয়ারী সাওর পাহাড়ের গুহায় নিয়ে আসবে।

১৬০৪. **بَابُ الْأَجِيرِ فِي الْغَرَرِ**

১৪০৪ পরিচ্ছেদ : যুদ্ধে শ্রমিক নিয়োগ

২১২২ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ

النَّبِيِّ ﷺ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَكَانَ مِنْ أَوْثَقِ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي ، فَكَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ
إِنْسَانًا ، فَعَضَّ أَحَدَهُمَا إِصْبَعٌ صَاحِبِهِ ، فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ فَأَنْدَرْتُ نَيْبَتَهُ فَسَقَطَتْ فَانْطَلَقَ
إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَمْدَرَ نَيْبَتَهُ ، وَقَالَ أَفِيدِعْ إِصْبَعَهُ فِي فَيْكِ تَقْضُمُهَا قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ
كَمَا يَقْضُمُ الْفَحْلُ * قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ جَدِّهِ بِمِثْلِ
هَذِهِ الصِّفَةِ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَأَنْدَرَ نَيْبَتَهُ فَأَمْدَرَهَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -

২১২২ ইয়াকুব ইবন ইবরাহীম (র.).....ইয়া'লা ইবন উমাইয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে জাইশুল উসরাত অর্থাৎ তাবুকের যুদ্ধে লড়াই করেছিলাম। আমার ধারণায় এটা ই ছিল আমার সব চাইতে নির্ভরযোগ্য আমল। আমার একজন মজদুর ছিল। সে একজন লোকের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং তাদের একজন আরেক জনের আংগুল দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে (বের করার জন্য)। সে আঙ্গুল টান দেয়। এতে তার (প্রতিপক্ষের) একটি সামনের দাঁত পড়ে যায়। তখন লোকটি (অভিযোগ নিয়ে) নবী ﷺ-এর নিকট গেল। কিন্তু তিনি (নবী ﷺ) তার দাঁতের ক্ষতি পূরণের দাবী বাতিল করে দিলেন এবং বললেন সে কি তোমার মুখ তার আঙ্গুল ছেড়ে রাখবে, আর তুমি তা (দাঁত দিয়ে) চিবুতে থাকবে? বর্ণনাকরী (ইয়া'লা রা.) বলেন, আমার মনে পড়ে তিনি (নবী ﷺ) বলেছেন, যেমন উট চিবায়। ইবন জুরাইজ (র.) বলেন, আবদুল্লাহ ইবন আবু মুলায়কা (র.) তার দাদার সূত্রে অনুরূপ একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির হাত দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল। এতে (লোকটি তার হাত বের করার জন্য সজোরে টান দিলে) তার (যে কামড় দিয়েছিল) সামনের দাঁত পড়ে যায়। আবু বকর (রা.)-এর কোন ক্ষতিপূরণের দাবী বাতিল করে দেন।

১৪০. بَابُ مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَبَيَّنَ لَهُ الْأَجَلَ، وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُ الْعَمَلَ، لِقَوْلِهِ :
رَأَيْتُ أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ، إِلَى قَوْلِهِ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ
وَكَيْلٌ ، يَأْجُرُ فَلَانًا يُعْطِيهِ أَجْرًا وَمِنْهُ فِي التَّعْزِيَةِ أَجْرَكَ اللَّهُ

১৪০৫. পরিচ্ছেদ : যদি কোন ব্যক্তি মজদুর নিয়োগ করে সময়সীমা উল্লেখ করল, কিন্তু কাজের উল্লেখ করল না (তবে তা জাযিয)। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ওআইব (আ.) মুসা (আ.)-কে বলেন, আমি আমার এ দু'টি মেয়ের মধ্যে একটিকে তোমার কাছে বিয়ে দিতে চাই.....আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি আল্লাহ তার সাক্ষী। (সূরা কাসাস : ২৭১) (ইমাম বুখারী (র.) বলেন,) يَأْجُرُ فَلَانًا কথাটির অর্থ সে অমুককে মজুরী প্রদান করেছে। অনুরূপভাবে সমবেদনা প্রকাশার্থে বলা হয়ে থাকে اللَّهُ - أَجْرَكَ اللَّهُ - আল্লাহ তোমাকে প্রতিদান দিন।

১৪.৬. بَابُ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا عَلَى أَنْ يُقِيمَ حَانِطًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ جَارَ

১৪০৬. পরিচ্ছেদ : পতনোন্মুখ কোন দেয়াল খাড়া করে দেওয়ার জন্য মজদুর নিয়োগ করা বৈধ।

২১২২ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَغَيْرُهُمَا قَالَ قَدْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّثَنِي أَبِي بْنُ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَنْطَلَقَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ قَالَ سَعِيدُ بِيَدِهِ هَكَذَا وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَاسْتَقَامَ قَالَ يَعْلَى حَسِبْتُ أَنْ سَعِيدًا قَالَ فَمَسَحَهُ بِيَدِهِ فَاسْتَقَامَ قَالَ لَوْ شِئْتُ لَا تَخَذْتُ عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ سَعِيدُ أَجْرًا تَأْكُلُهُ

২১২৩ ইব্রাহীম ইবন মুসা (র.)..... উবাই ইবন কা'ব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তারা উভয়ে (খিযির ও মুসা আ.) চলতে লাগলেন সেখানে তারা এক পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখতে পেলেন। সাঈদ (র.) তার হাত দিয়ে ইশারা করে দেখালেন এভাবে এবং (খিযির) উভয়ে হাত তুললেন এতে দেয়াল ঠিক হয়ে গেল। হাদীসের অপর বর্ণনাকারী ইয়ালা (র.) বলেন, আমার ধারণা যে সাঈদ (র.) বলেছেন, তিনি (খিযির) দেওয়ালটির উপর হাত বুলিয়ে দিলেন, ফলে তা সোজা হয়ে গেল। মুসা আ. (খিযিরকে) বলেন, আপনি ইচ্ছা করলে এ কাজের জন্য পারিশ্রমিক নিতে পারতেন। সাঈদ (র.) বর্ণনা করেন যে, এমন পারিশ্রমিক নিতে পারতেন যা দিয়ে আপনার আহার চলত।

১৪.৬. بَابُ الْأَجَارَةِ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ

১৪০৭. পরিচ্ছেদ : দুপুর পর্যন্ত সময়ের জন্য শ্রমিক নিয়োগ করা

২১২৪ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجْرَاءَ فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ غُدْوَةٍ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيَرَاتٍ فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَوةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيَرَاتٍ فَعَمِلَتِ النَّصَارَى ثُمَّ قَالَ : مَنْ يَعْمَلُ مِنَ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ عَلَى قِيَرَاتَيْنِ فَأَنْتُمْ هُمْ فَغَضِبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالُوا مَا لَنَا أَكْثَرُ عَمَلًا وَأَقَلُّ عَطَاءً قَالَ هَلْ نَقَصْتُمْ مِنْ حَقِّكُمْ قَالُوا لَا قَالَ فَذَلِكَ فَضْلِي أَوْتِيهِ مَنْ أَشَاءَ

২১২৪ সুলায়মান ইব্ন হার্ব (র.)....ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা এবং উভয় আহলে কিতাব (ইয়াহুদী ও খৃষ্টান)-এর উদাহরণ হল এমন এক ব্যক্তির মত, যে কয়েকজন মজদুরকে কাজে নিয়োগ করে বলল, সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত এক কীরাত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে আমার কাজ কে করবে? তখন ইয়াহুদী কাজ করে দিল। তারপর সে ব্যক্তি বলল, কে আছে যে, দুপুর থেকে আসর পর্যন্ত এক কীরাতের বিনিময়ে আমার কাজ করে দেবে? তখন খৃষ্টান কাজ করে দিল। তারপর সে ব্যক্তি বলল কে আছে যে, আসর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দুই কীরাত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাজ করবে? আর তোমরাই হলে (মুসলমানরা) তারা (যারা অল্প পরিশ্রমে অধিক পারিশ্রমিক লাভ করলে) তাতে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা রাগান্বিত হল, তারা বলল, এটা কেমন কথা, আমরা কাজ করলাম বেশী, অথচ পারিশ্রমিক পেলাম কম। তখন সে ব্যক্তি (নিয়োগকর্তা) বলল, আমি তোমাদের প্রাপ্য কম দিয়েছি? তারা বলল না। তখন সে বলল, সেটা তো আমার অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা দান করি।

১৬০৮. بَابُ الْأَجَارَةِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ

১৪০৮. পরিচ্ছেদ : আসরের সালাত পর্যন্ত মজদুর নিয়োগ করা

২১২৫ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا مِثْلُكُمْ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عَمَلًا فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ فَعَمَلَتِ الْيَهُودُ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ ثُمَّ عَمِلَتِ النَّصَارَى عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ ثُمَّ أَنْتُمْ الَّذِينَ تَعْمَلُونَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغَارِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ فَغَضِبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَأَقْلُ عَطَاءً قَالَ هَلْ ظَلَمْتُمْ مَنْ حَقَّكُمْ شَيْئًا قَالُوا لَا فَقَالَ فَذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءَ

২১২৫ ইসমাইল ইব্ন আবু উওয়াইস (র.)....আবদুল্লাহ ইব্ন উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের এবং ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের উদাহরণ এরূপ, যেমন এক ব্যক্তি কয়েকজন মজদুর নিয়োগ করল এবং বলল, দুপুর পর্যন্ত এক এক কীরাতের বিনিময়ে কে আমার কাজ করে দিবে? তখন ইয়াহুদীরা এক এক কীরাতের বিনিময়ে কাজ করল। তারপর খৃষ্টানরা এক এক কীরাতের বিনিময়ে (আসর পর্যন্ত) কাজ করল। তারপর তোমরাই যারা আসরের সালাতের সময় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দুই দুই কীরাতের বিনিময়ে কাজ করলে। এতে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা রাগান্বিত হল। তারা বলল, আমরা কাজ করলাম বেশী অথচ পারিশ্রমিক পেলাম কম। সে (নিয়োগকর্তা) বলল, আমি কি তোমাদের প্রাপ্য কিছু কম দিয়েছি? তারা বলল না। তখন সে বলল, সেটা তো আমার অনুগ্রহ, তা আমি যাকে ইচ্ছা তাকে দিয়ে থাকি।

১৬০৭. بَابُ إِثْمٍ مَنْ مَنَعَ أَجَرَ الْأَجِيرِ

১৪০৯. পরিচ্ছেদ : মজদুরকে পারিশ্রমিক প্রদান না করার গুনাহ।

২১২৬ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَ رَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

২১২৬ ইউসুফ ইবন মুহাম্মদ (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির বিরোধী থাকব। তাদের এক ব্যক্তি হল, যে আমার নামে প্রতিজ্ঞা করল, তারপর তা ভঙ্গ করল। আরেক ব্যক্তি হল যে আযাদ মানুষ বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করে। অপর এক ব্যক্তি হল, যে কোন লোককে মজদুর নিয়োগ করল, এবং তার থেকে কাজ পুরাপুরি আদায় করল, অথচ তার পারিশ্রমিক দিল না।

১৬১০. بَابُ الْإِجَارَةِ مِنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ

১৪১০. পরিচ্ছেদ : আসর থেকে রাত পর্যন্ত মজদুর নিয়োগ করা

২১২৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَ رَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

نِصْفِ النَّهَارِ ، فَقَالُوا لَا حَاجَةَ لَنَا إِلَى أَجْرِكَ الَّذِي شَرَطْتَ لَنَا وَمَا عَمِلْنَا بَاطِلًا ، فَقَالَ لَهُمْ لَا تَفْعَلُوا أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمْ ، وَخُذُوا أَجْرَكُمْ كَامِلًا فَأَبَوْا وَتَرَكُوا وَاسْتَأْجَرَ آخَرِينَ بَعْدَهُمْ ، فَقَالَ لَهُمَا أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ هَذَا ، وَلَكُمْ الَّذِي شَرَطْتُ لَهُمْ مِنَ الْأَجْرِ ، فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا كَانَ حِينَ صَلَوةِ الْعَصْرِ قَالُوا لَكَ مَا عَمِلْنَا بَاطِلًا وَلَكَ الْأَجْرُ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا فِيهِ فَقَالَ أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمْ فَإِنَّمَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ شَيْءٌ يَسِيرٌ فَأَبَوْا فَاسْتَأْجَرَ قَوْمًا أَنْ يَعْمَلُوا لَهُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ فَعَمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ وَاسْتَكْمَلُوا أَجَرَ الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا ، فَذَلِكَ مَثَلُهُمْ وَمَثَلُ مَا قَبِلُوا مِنْ هَذَا النُّورِ

২১২৭ মুহাম্মদ ইবন 'আলা (র.)....আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, মুসলিম, ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের উদাহরণ এরূপ, যেমন কোন এক ব্যক্তি নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করার জন্য কিছু সংখ্যক লোক নিয়োগ করল। তারা দুপুর পর্যন্ত কাজ করে বলল, তুমি আমাদের যে পারিশ্রমিক দিতে চেয়েছিলে তাতে আমাদের প্রয়োজন নেই, আর আমরা যে কাজ করেছি, তা নিষ্ফল। সে ব্যক্তি (নিয়োগকর্তা) বলল, তোমরা এরূপ করবে না, বাকী কাজ পূর্ণ করে পুরো পারিশ্রমিক নিয়ে নাও। কিন্তু তারা তা করতে অস্বীকার করল এবং কাজ করা বন্ধ করে দিল। এরপর সে অন্য দু'জন মজদুর কাজে নিযুক্ত করল এবং তাদেরকে বলল, তোমরা এই দিনের বাকী অংশ পূর্ণ করে দাও। আমি তোমাদেরকে সে পরিমাণ মজুরীই দিব, যা পূর্ববর্তীদের জন্য নির্ধারিত করেছিলাম। তখন তারা কাজ শুরু করল, কিন্তু যখন আসরের সালাতের সময় হল তখন তারা বলতে লাগল, আমরা যা করেছি তা নিষ্ফল, আর আপনি এর জন্য যে মজুরী নির্ধারণ করছেন তা আপনারই। সে ব্যক্তি বলল, তোমরা বাকী কাজ করে দাও, দিনের তো সামান্যই বাকী রয়েছে। কিন্তু তারা অস্বীকার করল। তারপর সে ব্যক্তি অপর কিছু লোককে বাকী দিনের জন্য কাজে নিযুক্ত করল। তারা বাকী দিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাজ করল এবং পূর্ববর্তী দু'দলের পূর্ণ মজুরী নিয়ে নিল। এটা উদাহরণ হল তাদের এবং এই নূর (ইসলাম) যারা গ্রহণ করেছে তাদের।

১৪১১. بَابُ مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَتَرَكَ أَجْرَهُ ، فَعَمِلَ فِيهِ الْمُسْتَأْجِرُ فَرَادَ وَمَنْ عَمِلَ فِي مَالٍ غَيْرِهِ فَاسْتَفْضَلَ

১৪১১. পরিচ্ছেদ : কোন লোককে মজদুর নিয়োগ করার পর সে মজুরী না নিলে নিয়োগকর্তা সে ব্যক্তির মজুরীর টাকা কাজে খাটালো। ফলে তা বৃদ্ধি পেল এবং যে ব্যক্তি অন্যের সম্পদ কাজে লাগালো এতে তা বৃদ্ধি পেল।

২১২৮ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ انْطَلَقَ ثَلَاثَةَ رَهْطٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى أَوَّأَ الْمَبِيتَ إِلَى غَارٍ فَدَخَلُوهُ فَاتَّحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَسَدَتْ عَلَيْهِمُ الْغَارُ فَقَالُوا إِنَّهُ لَا يُنْجِيكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا اللَّهَ بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: اللَّهُمَّ كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ وَكُنْتُ لَا أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلًا وَلَا مَالًا فَنَأَى بِي فِي طَلَبِ شَيْءٍ يَوْمًا فَلَمْ أُرِحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا فَحَمَلْتُ لَهُمَا غُبُوقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ وَكَرِهْتُ أَنْ أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلًا وَلَا مَالًا فَلَبِثْتُ وَالْقَدْحُ عَلَى يَدَيَّ أَنْتَظِرُ اسْتِيقَازَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الْفَجْرُ فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا غُبُوقَهُمَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ

ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَفَرَجَ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ فَاَنْفَرَجَتْ شَيْئًا لَا يَسْتَطِيعُونَ
 الْخُرُوجَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ الْآخَرُ اَللّٰهُمَّ كَانَتْ لِيْ بِنْتُ عَمِّ كَانَتْ اَحَبُّ النَّاسِ اِلَيَّ
 فَاَرَدْتُهَا عَلٰى نَفْسِهَا فَاَمْتَنَعَتْ مِنِّيْ حَتّٰى اَلَمْتُ بِهَا سَنَةً مِنَ السِّنِّينَ فَجَاعَتْنِيْ
 فَاَعْطَيْتُهَا عِشْرَيْنِ وَ مِائَةً دِيْنَارٍ عَلٰى اَنْ تُخَلِّيَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ نَفْسِهَا فَفَعَلَتْ حَتّٰى اِذَا
 قَدَرْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ لَا اَحِلُّ لَكَ اَنْ تَفْضُ الْخَاتَمَ اِلَّا بِحَقِّهِ فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الْوُقُوعِ عَلَيْهَا
 فَاَنْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ اَحَبُّ النَّاسِ اِلَيَّ وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِيْ اَعْطَيْتُهَا اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتُ
 فَعَلْتُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَاَفَرَجَ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ فَاَنْفَرَجَتْ الصَّخْرَةُ غَيْرَ اَنْهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ
 الْخُرُوجَ مِنْهَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ الثَّالِثُ : اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اسْتَاْجَرْتُ اَجْرَاءَ فَاَعْطَيْتُهُمْ
 اَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ وَّاحِدٍ تَرَكَ الَّذِيْ لَهُ وَذَهَبَ، فَتَمَرَّتْ اَجْرُهُ حَتّٰى كَثُرَتْ مِنْهُ الْاَمْوَالُ فَجَاءَ
 نَبِيٌّ بَعْدَ حِينٍ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اِدِّ اِلَيَّ اَجْرِيْ فَقُلْتُ لَهُ كُلُّ مَا تَرٰى مِنْ اَجْرِكَ مِنَ الْاَيْلِ
 وَالْبَقْرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيقِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ لَا تَسْتَهْزِئْ بِيْ فَقُلْتُ اِنِّيْ لَا اَسْتَهْزِئُ بِكَ فَاَخَذَ
 كُلَّهُ فَاسْتَاَقَهُ فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا اَللّٰهُمَّ فَاِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَاَفَرَجَ عَنَّا
 مَا نَحْنُ فِيهِ فَاَنْفَرَجَتْ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ

২১২৮ আবুল ইয়ামান (র.)....আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কে বলতে শুনেছি, তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে তিন ব্যক্তি সফরে বের হয়ে তারা রাত কাটাবার জন্য একটি গুহায় আশ্রয় নেয়। হঠাৎ পাহাড় থেকে এক খণ্ড পাথর পড়ে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। তখন তারা নিজেদের মধ্যে বলতে লাগল তোমাদের সংকার্যাবলীর ওসীলা নিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করা ছাড়া আর কোন কিছুই এ পাথর থেকে তোমাদেরকে মুক্ত করতে পারে না। তখন তাদের মধ্যে একজন বলতে লাগল, হে আল্লাহ, আমার পিতা-মাতা খুব বৃদ্ধ ছিলেন। আমি কখনো তাদের আগে আমার পরিবার-পরিজনকে কিংবা দাস-দাসীকে দুধ পান করাতাম না। একদিন কোন একটি জিনিসের তালাশে আমাকে অনেক দূরে চলে যেতে হয়; কাজেই আমি তাঁদের ঘুমিয়ে পড়ার পূর্বে ফিরতে পারলাম না। আমি তাঁদের জন্য দুধ দোহায়ে নিয়ে এলাম। কিন্তু তাঁদেরকে ঘুমন্ত পেলাম। তাদের আগে আমার পরিবার-পরিজন ও দাস-দাসীকে দুধ পান করতে দেয়াটাও আমি পসন্দ করি নি। তাই আমি তাঁদের জেগে উঠার অপেক্ষায় পেয়ালাটি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। এভাবে ভোরের আলো ফুটে উঠল। তারপর তাঁরা জাগলেন এবং দুধ পান করলেন। হে আল্লাহ! যদি আমি তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এ কাজ করে থাকি, তবে এ পাথরের কারণে আমরা যে বিপদে পড়েছি, তা আমাদের হতে দূর করে দাও। ফলে পাথর সামান্য সরে গেল, কিন্তু তাতে তারা বের হতে পারল না। নবী ﷺ বলেন, তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ! আমার এক চাচাতো বোন ছিল। সে আমার

খুব প্রিয় ছিল। আমি তার সাথে সংগত হতে চাইলাম। কিন্তু সে বাধা দিল। তারপর এক বছর ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে সে আমার কাছে (সাহায্যের জন্য) এল। আমি তাকে একশ' বিশ দীনার এ শর্তে দিলাম যে, সে আমার সাথে একান্তে মিলিত হবে, তাতে সে রাযী হল। আমি যখন সম্পূর্ণ সুযোগ লাভ করলাম, তখন সে বলল, আমি তোমাকে অবৈধভাবে মোহর ভাঙ্গার অনুমতি দিতে পারি না। ফলে সে আমার সর্বাধিক প্রিয় হওয়া সত্ত্বেও আমি তার সাথে সংগত হওয়া পাপ মনে করে তার কাছ থেকে ফিরে আসলাম এবং আমি তাকে যে স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলাম, তাও ছেড়ে দিলাম। হে আল্লাহ্! আমি যদি এ কাজ তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য করে থাকি, তবে আমরা যে বিপদে পড়ে আছি তা দূর কর। তখন সেই পাথরটি (আরো একটু) সরে পড়ল। কিন্তু তাতে তারা বের হতে পারছিল না। নবী ﷺ বলেন, তারপর তৃতীয় ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্! আমি কয়েকজন মজদুর নিয়োগ করেছিলাম এবং আমি তাদেরকে তাদের মজুরীও দিয়েছিলাম, কিন্তু একজন লোক তার প্রাপ্য না নিয়ে চলে গেল। আমি তার মজুরীর টাকা কাজে খাটিয়ে তা বাড়াতে লাগলাম। তাতে প্রচুর ধন-সম্পদ অর্জিত হল। কিন্তু কিছুকাল পর সে আমার নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্র বান্দা! আমাকে আমার মজুরী দিয়ে দাও। আমি তাকে বললাম, এসব উট, গরু-ছাগল ও গোলাম যা তুমি দেখতে পাচ্ছ, তা সবই তোমার মজুরী। সে বলল, হে আল্লাহ্র বান্দা! তুমি আমার সাথে বিদূপ করো না। তখন আমি বললাম, আমি তোমার সাথে মোটেই বিদূপ করছি না। তখন সে সবই গ্রহণ করল এবং নিয়ে চলে গেল। তা থেকে একটাও ছেড়ে গেল না। হে আল্লাহ্, আমি যদি তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এ কাজ করে থাকি, তবে আমরা যে বিপদে পড়েছি, তা দূর কর। তখন সে পাথরটি সম্পূর্ণ সরে পড়ল। তারপর তারা বেরিয়ে এসে পথ চলতে লাগল।

১৪১২. بَابُ مَنْ أَجَرَ نَفْسَهُ لِيَحْمِلَ عَلَى ظَهْرِهِ ، ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ وَأَجْرُ الْحَمَالِ

১৪১২ পরিচ্ছেদ : নিজেকে পিঠে বোঝা বহনের কাজে নিয়োজিত করে প্রাপ্ত মজুরী থেকে সাদকা করা এবং বোঝা বহনকারীর মজুরী

২১২৭ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَمَرَ بِالصَّدَقَةِ ، انْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّوقِ فَيُحَامِلُ فَيُصِيبُ الْمُدَّ وَإِنْ لِبَعْضِهِمْ لِمِائَةُ أَلْفٍ قَالَ مَا نَرَاهُ إِلَّا نَفْسَهُ

২১২৭ সাঈদ ইব্ন ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ কুরায়শী (র.).... আবু মাসউদ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে সাদকা করার নির্দেশ দিলে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ বাজারে চলে যেত এবং বোঝা বহন করে এক মূদ (খাদ্য) মজুরী হিসাবে পেত (এবং তা থেকে দান করত) আর তাদের কারো কারো এখন লক্ষ মূদ্রা রয়েছে। (বর্ণনাকারী শাকীক) বলেন, আমার ধারণা, এর দ্বারা তিনি (আবু মাসউদ) নিজেকে ইঙ্গিত করেছেন।

১৬১৩. بَابُ أَجْرِ السَّمْسَرَةِ وَلَمْ يَرَ ابْنُ سَيْرِينَ وَعَطَاءٌ وَابْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السَّمْسَارِ بَأْسًا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بِعَ هَذَا الثُّوبُ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ وَقَالَ ابْنُ سَيْرِينَ إِذَا قَالَ بِعَهُ بِكَذَا وَكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ، أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ

১৪১৩. পরিচ্ছেদ : দালালীর মজুরী। ইবন সীরীন, আতা, ইবরাহীম ও হাসান (র.) দালালীর মজুরীতে কোন দোষ মনে করেনি। ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, যদি কেউ বলে যে, তুমি এ কাপড়টি বিক্রি করে দাও। এতো এতো এর উপর যা বেশী হয় তা তোমার, এতে কোন দোষ নেই। ইবন সীরীন (র.) বলেন, যদি কেউ বলে যে, এটা এত এত দামে বিক্রি করে দাও, লাভ যা হবে, তা তোমার, অথবা তা তোমার ও আমার মধ্যে সমান হারে ভাগ হবে, তবে এতে কোন দোষ নেই। নবী ﷺ বলেছেন, মুসলিমগণ তাদের পরস্পরের শর্তানুযায়ী কাজ করবে।

২১৩. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَتْلَقَى الرُّكْبَانُ وَلَا يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، قُلْتُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ، لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا

২১৩০ মুসাদ্দাদ (র.).... ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বাণিজ্যিক কাফেলার সাথে সাক্ষাৎ করা থেকে নিষেধ করেছেন, এবং শহরবাসী, গ্রামবাসীর পক্ষে বেচা-কেনা করবে না। (রাবী তাউস (র.) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে ইবন আব্বাস, শহরবাসী গ্রামবাসীর পক্ষে বেচা-কেনা করবে না— এ কথাটির অর্থ কি? তিনি বললেন, শহরবাসী গ্রামবাসীর পক্ষে দালাল হবে না।

১৬১৪. بَابُ هَلْ يُؤَاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ مِنْ مُشْرِكٍ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ

১৪১৪. পরিচ্ছেদ : কোন (মুসলিম) ব্যক্তি নিজেকে দারুল হারবের কোন মুশরিকের মুজদুর বানাতে পারবে কি?

২১৩১. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ حَدَّثَنَا خُبَابٌ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا قَيْنًا فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ فَاجْتَمَعَ لِي عِنْدَهُ فَأَتَيْتُهُ

১. তেজারতী কাফিলা শহরে প্রবেশের পূর্বে তাদের সঙ্গে দেখা করে শহরের প্রকৃত বাজার মূল্য গোপন করে কম মূল্যে তাদের থেকে মাল ক্রয় করে উচ্চ মূল্যে শহরে তা বিক্রি করা।

أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ لَا أَقْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ فَقُلْتُ أَمَا وَاللَّهِ حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تَبُعْتَ فَلَا قَالَ وَإِنِّي لَمَيِّتٌ ثُمَّ مَبْعُوثٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لِي ثُمَّ مَالٌ وَوَلَدٌ فَأَقْضِيكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا

২১৩১ আমর ইব্ন হাফস (র.)....খাব্বা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একজন কর্মকার ছিলাম। আমি 'আস ইব্ন ওয়ায়িলের তরবারি বানিয়ে দিলাম। তার নিকট আমার পাওনা কিছু মজুরী জমে যায়। আমি পাওনা টাকার তাগাদা দিতে তার কাছে গেলাম। সে বলল, আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে টাকা দিব না, যে পর্যন্ত না তুমি মুহাম্মদকে অস্বীকার করবে। আমি বললাম, আল্লাহর কসম আমি তা করব না, যে পর্যন্ত না তুমি মৃত্যুবরণ করবে, তারপর পুনরুত্থিত হবে। সে বলল, আমি কি মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হব? আমি বললাম, হ্যাঁ। সে বলল তাহলে তো সেখানে আমার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিও হবে। তখন আমি তোমার পাওনা পরিশোধ করে দিব। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করলেন : আপনি কি সে ব্যক্তিকে দেখেছেন, যে আমার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে এবং বলে আমাকে (পরকালে) আবশ্যই ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেওয়া হবে (২ : ৭৭)।

১৬১০. بَابُ مَا يُعْطَى فِي الرُّقِيَةِ عَلَى أَحْيَاءِ الْعَرَبِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ لَا يَشْتَرِطُ الْمُعَلِّمُ إِلَّا أَنْ يُعْطَى شَيْئًا فَيَقْبَلُهُ وَقَالَ الْحَكَمُ لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا كَرِهَ أَجْرَ الْمُعَلِّمِ وَأَعْطَى الْحَسَنُ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ وَلَمْ يَرَ ابْنَ سِيرِينَ بِأَجْرِ الْقِسَامِ بَأْسًا وَقَالَ كَانَ يُقَالُ السُّحْتُ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ وَكَانُوا يُعْطَوْنَ عَلَى الْخُرْمِ

১৪১৫. পরিচ্ছেদ : আরব কবীলায় সূরা ফাতিহা পড়ে ঝাড়-ফুক করার বিনিময়ে কিছু দেওয়া হলে। ইব্ন আব্বাস (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, পারিশ্রমিক গ্রহণের ব্যাপারে অধিক হকদার হল আল্লাহর কিতাব। শা'বী (র.) বলেন, শিক্ষক কোনরূপ (পারিশ্রমিকের) শর্তারোপ করবে না। তবে (বিনা শর্তে) যদি তাকে কিছু দেওয়া হয় তিনি তা গ্রহণ করতে পারেন। হাকাম (র.) বলেন, আমি এমন কারো কথা শুনিনি, যিনি (শিক্ষকের পারিশ্রমিক গ্রহণ করাটাকে অপসন্দ মনে করেছেন। হাসান (বাসরী) (র.) শিক্ষকের পারিশ্রমিক বাবত) দশ দিরহাম দিয়েছেন। ইব্ন সীরীন (র.) বন্টকারীর পারিশ্রমিক গ্রহণ করাতে কোন দোষ মনে করেন নি। তিনি বলেন, বিচারে ঘুষ গ্রহণকে সুহ্ত বলা হয়। লোকেরা অনুমান করার জন্য অনুমানকারীদের পারিশ্রমিক প্রদান করত।

২১৩২ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرَةٍ سَافَرُوها حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ فَلَدَغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدَغُ وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْقِي وَلَكِنَّ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعَلًا فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ فَانْطَلَقَ يَتَفَلُّ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَكَانَ نَشِيطٌ مِنْ عِقَالٍ فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلْبَةٌ قَالَ فَأَوْفُوهُمْ جُعَلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اقْسِمُوا فَقَالَ الَّذِي رَقِيَ لَأَتَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَنَذْكُرْهُ الَّذِي كَانَ فَتَنْظُرُ مَا يَأْمُرُنَا فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرُوا لَهُ فَقَالَ وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ ثُمَّ قَالَ قَدْ أَصَبْتُمْ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ سَمِعْتُ أَبَا الْمُتَوَكِّلِ بِهِذَا

২১৩২ আবু নু'মান (র.).... আবু সাদ্দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর একদল সাহাবী কোন এক সফরে যাত্রা করেন। তারা এক আরব গোত্রে পৌঁছে তাদের মেহমান হতে চাইলেন। কিন্তু তারা তাদের মেহমানদারী করতে অস্বীকার করল। সে গোত্রের সরদার বিচ্ছু দ্বারা দংশিত হল। লোকেরা তার (আরোগ্যের) জন্য সব ধরনের চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুতেই কোন উপকার হল না। তখন তাদের কেউ বলল, এ কাফেলা যারা এখানে অবতরণ করেছে তাদের কাছে তোমরা গেলে ভাল হত। সম্ভবত, তাদের কারো কাছে কিছু থাকতে পারে। ওরা তাদের নিকট গেল এবং বলল, হে যাত্রীদল। আমাদের সরদারকে বিচ্ছু দংশন করেছে, আমরা সব রকমের চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুতেই উপকার হচ্ছে না। তোমাদের কারো কাছে কিছু আছে কি? তাদের (সাহাবীদের) একজন বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহর কসম আমি ঝাড়-ফুক করতে পারি। আমরা তোমাদের মেহমানদারী কামনা করেছিলাম, কিন্তু তোমরা আমাদের জন্য মেহমানদারী করনি। কাজেই আমি তোমাদের ঝাড়-ফুক করব না, যে পর্যন্ত না তোমরা আমাদের জন্য পারিশ্রমিক নির্ধারণ কর। তখন তারা এক পাল বকরীর শর্তে তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হল। তারপর তিনি গিয়ে আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন (সূরা ফাতিহা) পড়ে তার উপর ফুঁ দিতে লাগলেন। ফলে সে (এমনভাবে নিরাময় হল) যেন বন্ধন থেকে মুক্ত হল এবং সে এমনভাবে চলতে ফিরতে লাগল যেনো তার কোন কষ্টই ছিল না। (বর্ণনাকারী বলেন,) তারপর তারা তাদের স্বীকৃত পারিশ্রমিক পুরোপুরি দিয়ে দিল। সাহাবীদের কেউ কেউ বলেন, এগুলো বর্ণন কর। কিন্তু যিনি

ঝাড়-ফুক করেছিলেন, তিনি বললেন এটা করব না, যে পর্যন্ত না আমরা নবী ﷺ-এর নিকট গিয়ে তাঁকে এই ঘটনা জানাই এবং লক্ষ্য করি তিনি আমাদের কি হুকুম দেন। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এসে ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি (নবী ﷺ) বলেন, তুমি কিভাবে জানলে যে, সূরা ফাতিহা একটি দু'আ? তারপর বলেন, তোমরা ঠিকই করেছ। বন্টন কর এবং তোমাদের সাথে আমার জন্যও একটা অংশ রাখ। এ বলে নবী ﷺ হাসলেন এবং শো'বা (রা.) বলেন, আমার নিকট আবু বিশর (র.) বর্ণনা করছেন যে, আমি মুতাওয়াক্কিল (র.) থেকে এ হাদীস শুনেছি।

১৬১. بَابُ ضَرْبَةِ الْعَبْدِ وَتَعَامُدِ ضَرَائِبِ الْأَمَاءِ

১৪১৬. পরিচ্ছেদ : গোলামের উপর মাসুল নির্ধারণ এবং বাদীর মাসুলের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা

২১২৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ حَجْمَ أَبُو طَيْبَةَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَّفَ عَنْ غَلَّتِهِ أَوْ ضَرْبَتِهِ

২১৩৬ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র.)....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু তায়বা (রা.) নবী ﷺ-কে শিংগা লাগিয়েছিলেন। তিনি তাকে এক সা' কিংবা দু সা' খাদ্য দিতে আদেশ করলেন এবং তার মালিকের সাথে আলোচনা করে তার উপর ধার্যকৃত মাসুল কমিয়ে দিলেন।

১৬২. بَابُ خَرَاجِ الْحَجَامِ

১৪১৭ পরিচ্ছেদ : শিংগা প্রয়োগকারীর উপার্জন।

২১২৬ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِحْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَعْطَى الْحَجَامَ

২১৩৪ মূসা ইবন ইসমাইল (র.).... ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ শিংগা নিয়েছিলেন এবং শিংগা প্রয়োগকারীকে তার পারিশ্রমিক দিয়েছিলেন।

২১২৫ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِحْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَعْطَى الْحَجَامَ أَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةً لَمْ يُعْطِهِ

১. গোলাম ও বাদীর মালিকের এভাবে মাসুল নির্ধারণ করে দেওয়ার অধিকার রয়েছে যে, প্রতি দিন তারা মনিবকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিতে হবে। একে বলা হয় যারীবা।

২১৩৫ মুসাদ্দাদ (র.).... ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ শিংগা নিয়েছিলেন এবং শিংগা প্রয়োগকারীকে পারিশ্রমিক দিয়েছিলেন। যদি তিনি তা অপসন্দ করতেন তবে তাকে (পারিশ্রমিক) দিতেন না।

২১৩৬ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَحْتَجِمُ وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ

২১৩৬ আবু নুআইম (র.)....আমর ইবন আমির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, নবী ﷺ শিংগা লাগাতেন এবং কোন লোকের পারিশ্রমিক কম দিতেন না।

১৬১৮. **بَابُ مَنْ كَلَّمَ مَوْلَى الْعَبْدِ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ**

১৪১৮. পরিচ্ছেদ : কোন ব্যক্তির কোন গোলামের মালিকের সাথে এ মর্মে সুপারিশ করা সে যেন তার উপর ধার্যকৃত মাসুল কমিয়ে দেয়।

২১৩৭ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ غُلَامًا حَجَّامًا فَحَجَّمَهُ وَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ صَاعَيْنِ أَوْ مِذٍّ أَوْ مِذَيْنِ فَكَلَّمَ فِيهِ فَخَفَّفَ مِنْ ضَرِيئَتِهِ

২১৩৭ আদম (র.).... আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন নবী ﷺ শিংগা প্রয়োগকারী এক গোলামকে ডাকলেন। সে তাঁকে শিংগা লাগাল। তিনি তাকে এক সা' বা দু' সা' অথবা এক মুদ বা দু' মুদ (পারিশ্রমিক) দিতে নির্দেশ দিলেন। এরপর তার ব্যাপারে (তার মালিকের সাথে) কথা বললেন, ফলে তার উপর ধার্যকৃত মাসুল কমিয়ে দেওয়া হল।

১৬১৯. **بَابُ كَسْبِ الْبَيْتِ وَالْإِمَاءِ وَكَرِهَةِ إِبْرَاهِيمَ أَجْرَ النَّائِحَةِ وَالْمُغْنِيَةِ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : وَلَا تُكْرِمُوا فِتْيَانَكُمْ عَلَى الْبِقَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا لِنَبَاتِكُمْ عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِمْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَامِهِمْ غَفُودٌ رَجِيمٌ فِتْيَانَكُمْ إِمَاؤُكُمْ**

১৪১৯. পরিচ্ছেদ : পতিতা ও দাসীর উপার্জন। ইবরাহীম (র.) বিলাপকারিণী ও গায়িকার পারিশ্রমিক গ্রহণ মাকরুহ মনে করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন : তোমাদের বাদী সতীত্ব রক্ষা করতে চাইলে পার্শ্ব জীবনের ধন লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারে লিপ্ত হতে বাধ্য করো না- আল্লাহ অত্যন্ত ক্রমাশীল ও দয়াবান। (২৪ : ৩৩) মুজাহিদ (র.) বলেন **فِتْيَانَكُمْ** অর্থ তোমাদের দাসীরা।

২১২৮ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغْيِ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ

২১৩৮ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র.).... আবু মাসউদ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুকুরের মূল্য, পতিতার উপার্জন এবং গণকের পারিতোষিক নিষিদ্ধ করেছেন।

২১৩৯ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحَادَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْأِمَاءِ

২১৩৯ মুসলিম ইবন ইবরাহীম (রা.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ দাসীদের অবৈধ উপার্জন নিষিদ্ধ করেছেন।

১৪২০. بَابُ عَسْبِ الْفَحْلِ

১৪২০. পরিচ্ছেদ : পশুকে পাল দেওয়া

২১৪০ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ وَاسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

২১৪০ মুসাদ্দাদ (র.)..... ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ পশুকে পাল দেওয়ানো বাবদ বিনিময় নিতে নিষেধ করেছেন।

১৪২১. بَابُ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَقَالَ ابْنُ سَيْرِينَ لَيْسَ لِأَمْلِهِ أَنْ يُخْرِجُوهُ إِلَى تَعَامٍ الْأَجَلِ وَقَالَ الْحَسَنُ وَالْحَكَمُ وَإِيَّاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ تَمَضَى الْإِجَارَةُ إِلَى أَجْلِهَا وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَعْطَى النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ بِالشُّطْرِ فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبَى بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنْ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ جَدَّدَا الْإِجَارَةَ بَعْدَ مَا قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ

১৪২১. পরিচ্ছেদ : যদি কেউ জমি ইজারা নেয় এবং তাদের দু'জনের কেউ মারা যায়। ইবন সীরীন (র.) বলেন, নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার পরিবারের লোকদের তাকে উচ্ছেদ করার ইখতিয়ার নেই এবং হাসান, হাকাম ও ইয়াস ইবন মুআবিয়া (র.) বলেন, ইজারা নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। ইবন উমর (রা.) বলেন, নবী ﷺ অর্ধেক ফসলের শর্তে খায়বারের জমি (ইয়াহুদীদেরকে ইজারা) দিয়েছিলেন এবং এ ইজারা

নবী ﷺ-এর সময় এবং আবু বকর ও উমর (রা.)-এর খিলাফতের প্রথম দিক পর্যন্ত বহাল ছিল। এ কথা কোথাও উল্লেখ নেই যে, নবী ﷺ-এর ইত্তিকালের পর আবু বকর ও উমর (রা.) উক্ত জমি নতুনভাবে ইজারা দিয়েছিলেন।

২১৬১ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ الْمَزَارِعَ كَانَتْ تَكْرَى عَلَى شَيْءٍ سَمَاهُ نَافِعٌ لَا أَحْفَظُهُ وَأَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ حَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ

২১৪৯ মুসা ইব্ন ইসমাঈল (র.).... আবদুল্লাহ্ (ইব্ন উমর) (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বারের জমি (ইয়াহুদীদেরকে) এ শর্তে দিয়েছিলেন যে, তারা তাতে কৃষি কাজ করে ফসল উৎপাদন করবে এবং উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক তাদের প্রাপ্য হবে। ইব্ন উমর (রা.) নাফি' (র.)-কে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যামানায় কিছু মূল্যের বিনিময়ে যার পরিমাণটা নাফি' 'নির্দিষ্ট করে বলেছিলেন, কিন্তু আমার তা মনে নেই, জমি ইজারা দেওয়া হত। নাফি' ইব্ন খাদীজ (রা.) রিওয়ায়েত করেন যে, নবী ﷺ শস্য ক্ষেত বর্ণা দিতে নিষেধ করেছেন। উবায়দুল্লাহ্ (র.) নাফি'-এর বরাত দিয়ে ইব্ন উমর (রা.) থেকে (এটুকু অতিরিক্ত) বর্ণনা করেছেন যে, উমর (রা.) কর্তৃক ইয়াহুদীদেরকে তাড়িয়ে দেয়া পর্যন্ত (খায়বারের জমি তাদের নিকট ইজারা দেওয়া হত)।

كِتَابُ الْحَوَالَاتِ

অধ্যায় : হাওয়ালা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

كِتَابُ الْحَوَالَاتِ

অধ্যায় : হাওয়ালা

١٤٢٢. بَابُ فِي الْحَوَالَةِ وَمَلْ يَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ وَقَالَ الْحَسَنُ وَ قَتَادَةُ إِذَا كَانَ يَوْمَ أَحَالَ عَلَيْهِ مَلِيًّا جَارَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَتَخَارَجُ الشَّرِكَانِ وَأَمْلُ الثَّمِيرَاتِ فَيَأْخُذُ هَذَا عَيْنًا وَ هَذَا دَيْنًا فَإِنْ تَوَيَّ لِأَحَدِهِمَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ

১৪২২. পরিচ্ছেদ : হাওয়ালা করা। হাওয়ালা করার পর পুনরায় হাওয়ালাকারীর নিকট দাবী করা যায় কি? হাসান এবং কাতাদা (র.) বলেন, যে দিন হাওয়ালা করা হল, সে দিন যদি সে মালদার হয় তাহলে হাওয়ালা জারিয় হবে। ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, দু'জন অংশীদার অথবা উত্তরাধিকারী পরস্পরের মধ্যে এভাবে বন্টন করল যে একজন নগদ সম্পদ নিল, অন্যজন সে ব্যক্তির অপরের নিকট পাওনা সম্পদ নিল। এমনভাবেই যদি কারো সম্পদ নষ্ট হয়ে যায়, তবে অন্যজনের নিকট তা আবার দাবী করা যাবে না।

٢١٤٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظَلَمٌ فَإِذَا أَتَبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

২১৪২ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.)....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ধনী ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে গড়িমসি করা জুলুম। যখন তোমাদের কাউকে (তার জন্য) কোন ধনী ব্যক্তির হাওয়ালা করা হয়, তখন সে যেন তা মেনে নেয়।

١٤٢٣. بَابُ إِذَا أَحَالَ عَلَى مَلِيٍّ فَلَيْسَ لَهُ رَدٌّ وَمَنْ أَتَبَعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

مَعْنَاهُ إِذَا كَانَ لِأَحَدٍ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَاحْلُثْهُ عَلَى رَجُلٍ مَلِيٍّ فَضَمِنَ ذَلِكَ مِنْكَ فَإِنْ أَفْلَسْتَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ أَنْ يَتَّبِعَ صَاحِبَ الْحَوَالَةِ فَيَأْخُذَ عَنْهُ

১৪২৩. পরিচ্ছেদ : যখন (ঋণ) কোন ধনী ব্যক্তির হাওয়ালা করা হয়, তখন (তা মেনে নেওয়ার পর) তার পক্ষ প্রত্যাখ্যান করার ইচ্ছা করার নেই। যখন কাউকে কোন ধনী ব্যক্তির হাওয়ালা করা হয় সে যেন তা মেনে নেয় এর অর্থ হলো যদি কারোর তোমার কাছে কোনকিছু পাওনা থাকে আর তুমি তা কোন ধনী ব্যক্তির হাওয়ালা করে থাক এবং সে তোমার পক্ষ থেকে তার দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে তারপর যদি তুমি নিঃস্ব হয়ে যাও তবে প্রাপক হাওয়ালা গ্রহণকারী ব্যক্তির অনুসরণ করবে এবং তার থেকে পাওনা উত্তল করবে।

২১৪৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ زَكَوَانَ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَمَنْ أَتْبَعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

২১৪৩ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র.)....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন, ধনী ব্যক্তির পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধে গড়িমসি করা জুলুম। যাকে (তার পাওনার জন্য) ধনীর হাওয়ালা করা হয়, সে যেন তা মেনে নেয়।

১৪২৪. بَابُ إِنْ أَحَالَ دَيْنَ الْمَيِّتِ عَلَى رَجُلٍ جَارٍ

১৪২৪. পরিচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তির ঋণ কোন জীবিত ব্যক্তির হাওয়ালা করা হলে তা জারি

২১৪৪ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَتَى بِجَنَازَةٍ فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لَا فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَى بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلِّ عَلَيْهِ قَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قِيلَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا ثَلَاثَةٌ دَنَانِيرَ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ أَتَى بِالثَّالِثَةِ فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ هَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا ثَلَاثَةٌ دَنَانِيرَ قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى دَيْنِهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ

২১৪৪ মাক্কী ইব্ন ইবরাহীম (র.)....সালামা ইব্ন আকওয়া (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, একদিন আমরা নবী ﷺ-এর নিকট বসা ছিলাম, এমন সময় একটি জানাযা উপস্থিত করা হল। সাহাবীগণ বললেন, আপনি তার জানাযার সালাত আদায় করে দিন। নবী ﷺ বললেন, তার কি কোন ঋণ আছে? তারা বলল, না। তিনি বললেন, সে কি কিছু রেখে গেছে? তারা বলল, না। তখন তিনি তার জানাযার সালাত আদায় করলেন। তারপর আরেকটি জানাযা উপস্থিত করা হল। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আপনি জানাযার সালাত আদায় করে দিন। তিনি বলেন, তার কি কোন ঋণ আছে? বলা হল হ্যাঁ, আছে। তিনি বললেন, সে কি কিছু রেখে গেছে? তারা বললেন, তিনটি দীনার। তখন তিনি তার জানাযার সালাত আদায় করলেন। তারপর তৃতীয় আরেকটি জানাযা উপস্থিত করা হল। সাহাবীগণ বললেন, আপনি তার জানাযা আদায় করুন। তিনি বলেন, সে কি কিছু রেখে গেছে? তারা বললেন না। তিনি বললেন, তার কি কোন ঋণ আছে? তারা বললেন তিন দীনার। তিনি বললেন, তোমাদের এ লোকটির সালাত তোমরাই আদায় করে নাও। আবু কাতাদা (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার জানাযার সালাত আদায় করুন, তার ঋণের জন্য আমি দায়ী। তখন তিনি তার জানাযার সালাত আদায় করলেন।

كِتَابُ الْكَفَايَةِ

অধ্যায় : যামিন হওয়া

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

كِتَابُ الْكَفَالَةِ

অধ্যায় : যামিন হওয়া

١٤٢٥. بَابُ الْكَفَالَةِ فِي الْقَرْضِ وَالْذِيُونِ بِالْأَيْدِي وَغَيْرِهَا وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرِو الْأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعَثَهُ مُصَوِّقًا فَوَقَعَ رَجُلٌ عَلَى جَارِيَةٍ امْرَأَتِهِ فَأَخَذَ حَمْزَةُ مِنَ الرَّجُلِ كَفِيلًا حَتَّى قَدِمَ عَلَى عُمَرَ وَكَانَ عُمَرُ قَدْ جَلَدَهُ مِائَةً جَلْدَةً فَصَدَّقَهُمْ وَعَذَرَهُ بِالْجَهَالَةِ وَقَالَ جَرِيرٌ وَالْأَشْعَثُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي الْمُرْتَدِّينَ اسْتَتَبْتَهُمْ وَكَفَلْتَهُمْ فَتَابُوا وَكَفَلْتَهُمْ عَشَائِرُهُمْ وَقَالَ حَمَّادٌ إِذَا تَكَلَّلَ بِنَفْسٍ فَمَاتَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَقَالَ الْحَكَمُ يَضْمَنُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسَلِّفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ فَقَالَ اثْنَيْنِ بِالشَّهْدَاءِ أَشْهَدُهُمْ فَقَالَ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا قَالَ فَاتَيْنِي بِالْكَفِيلِ قَالَ كَفَى بِاللَّهِ كَفِيلًا قَالَ صَدَقْتَ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ اِلْتَمَسَ مَرْكَبًا يَرْكَبُهَا يَقْدَمُ عَلَيْهِ لِلْأَجَلِ الَّذِي أَجَلُهُ فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا فَأَخَذَ خَشَبَةً فَتَقَرَّمَا فَاتَّخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ مَحِيفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبِهِ ثُمَّ زَجَّجَ مَوْضِعَهَا ثُمَّ أَتَى بِهَا إِلَى الْبَحْرِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَيُّيَ كُنْتُ تُسَلِّفْتُ فَلَنَا أَلْفَ دِينَارٍ فَسَأَلْنِي كَفِيلًا فَقُلْتُ كَفَى بِاللَّهِ كَفِيلًا قَرَضِي بِكَ

وَسَأَلْنِي شَهِيدًا فَقُلْتُ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا فَرَضِيَ بِكَ وَإِنِّي جَهَدْتُ أَنْ أَجِدَ
مَرْكَبًا أَبْعَثُ إِلَيْهِ الَّذِي لَهُ فَلَمْ أَقْدِرْ وَإِنِّي أَسْتَوْدِعُكَهَا فَرَمَى بِهَا فِي
الْبَحْرِ حَتَّى وَلَجَتْ فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ وَهُوَ فِي ذَلِكَ يَلْتَمِسُ مَرْكَبًا يَخْرُجُ إِلَى
بَلَدِهِ فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ يَنْتَظِرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْجَاءَ بِمَالِهِ فَإِذَا
بِالْخَشْبَةِ الَّتِي فِيهَا أَلْمَالُ فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطْبًا فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ أَلْمَالَ
وَالصُّحُفَةَ ثُمَّ قَدِمَ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ فَأَتَى بِالْأَلْفِ دِينَارٍ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا زِلْتُ
جَاهِدًا فِي طَلَبِ مَرْكَبٍ لِأَتِيكَ بِمَالِكَ فَمَا وَجَدْتُ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي أَتَيْتُ فِيهِ
قَالَ مَلَّ كُنْتُ بَعَثْتُ إِلَى شَيْئًا قَالَ أَخْبِرْكَ إِنِّي لَمْ أَجِدْ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي
جِئْتُ بِهِ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ آدَى عَنْكَ الَّذِي بَعَثْتُ فِي الْخَشْبَةِ فَانْصَرَفَ
بِالْأَلْفِ الدِّينَارِ رَاشِدًا

১৪২৫. পরিচ্ছেদ : ঋণ ও দেনার ব্যাপারে দেহ এবং অন্য কিছুর যামিন হওয়া। আবু যিনাদ (র.) মুহাম্মদ ইবন হামযা ইবন আমর আসলামী (র.)-এর মাধ্যমে তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, উমর (রা.) তাকে সাদকা উত্তোলকারী নিযুক্ত করে পাঠান। সেখানে এক ব্যক্তি তার দ্বীরা দাসীর সাথে ব্যভিচার করে বসল। তখন হামযা (র.) কিছু লোককে তার পক্ষ হতে যামিন স্থির করলেন। পরে তিনি উমর (রা.)-এর নিকট ফিরে আসলেন। উমর (রা.) উক্ত লোকটিকে একশ' বেত্রাঘাত করলেন এবং লোকদের বিবরণকে সত্য বলে গ্রহণ করেন। তারপর লোকটিকে তার অভ্যন্তর জন্য দ্বীরা দাসীর সাথে যৌন সন্মোগ করা যে অবৈধ তা সে জানত না) অব্যাহতি দেন। জরীর ও আশআহ (র.) মুরতাদ-ধর্মচ্যুত ব্যক্তিদের সম্পর্কে আব্দুল্লাহ (ইবন মাসউদ (রা.)-কে বলেন, তাদেরকে তাওবা করতে বলুন এবং তাদের পক্ষ হতে কাউকে যামিন গ্রহণ করুন। ধর্মচ্যুতরা তাওবা করল এবং তাদের গোত্রের লোকেরা তাদের যামিন হয়ে গেল। হাম্বাদ (র.) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি যামিন হওয়ার পর মৃত্যুবরণ করে তবে সে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। হাকাম (র.) বলেন, তার উপর দায়িত্ব থেকে যাবে (অর্থাৎ ওয়ারিসদের উপর সে দায়িত্ব বর্তাবে)। লায়স (র.) আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বনী ইসরাঈলের কোন এক ব্যক্তি বনী ইসরাঈলের অপর এক ব্যক্তির নিকট এক হাজার দীনার ঋণ চাইল। তখন সে (ঋণ দাতা) বলল, কয়েকজন সাক্ষী আন, আমি তাদেরকে সাক্ষী রাখব। সে বলল, সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। তারপর (ঋণ দাতা) বলল, তা হলে একজন যামিনদার উপস্থিত কর। সে বলল, যামিনদার হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। ঋণদাতা বলল, তুমি সত্যই বলেছ। এরপর নির্ধারিত সময়ে পরিশোধের শর্তে তাকে এক হাজার দীনার দিয়ে দিল। তারপর ঋণ গ্রহীতা সামুদ্রিক সফর করল এবং তার প্রয়োজন সমাধা করে সে যানবাহন খুঁজতে

লাগল, যাতে সে নির্ধারিত সময়ের ভেতর ঋণদাতার কাছে এসে পৌঁছতে পারে। কিন্তু সে কোন যানবাহন পেল না। তখন সে এক টুকরো কাঠ নিয়ে তা ছিদ্র করল এবং ঋণদাতার নামে একখানা পত্র ও এক হাজার দীনার তার মধ্যে ভরে ছিদ্রটি বন্ধ করে সমুদ্র তীরে এসে বলল, হে আল্লাহ! তুমি তো জান আমি অমকের নিকট এক হাজার দীনার ঋণ চাইলে সে আমার কাছে যামিনদার চেয়েছিল। আমি বলেছিলাম, আল্লাহই যামিন হিসাবে যথেষ্ট। এতে সে রাবী হয়। তারপর সে আমার কাছে সাক্ষী চেয়েছিল, আমি বলেছিলাম সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট, তাতেও সে রাবী হয়ে যায়। আমি তার ঋণ (যথাসময়ে) পরিশোধের উদ্দেশ্যে যানবাহনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, কিন্তু পাইনি। তাই আমি তোমার নিকট সোপর্দ করলাম, এই বলে সে কাঠখণ্ডটি সমুদ্রে নিক্ষেপ করল। আর কাঠখণ্ডটি সমুদ্রে প্রবেশ করল। অতঃপর লোকটি ফিরে গেল। এবং নিজের শহরে যাওয়ার জন্য যানবাহন খুঁজতে লাগল। ওদিকে ঋণদাতা এই আশায় সমুদ্রতীরে গেল যে, হয়ত বা ঋণগ্রহীতা কোন নৌযানে করে তার মাল নিয়ে এসেছে। তার দৃষ্টি কাঠখণ্ডটির উপর পড়ল, যার ভিতরে মাল ছিল। সে কাঠখণ্ডটি তার পরিবারের জ্বালানির জন্য বাড়ী নিয়ে গেল। যখন সে তাহা চিরল, তখন সে মাল ও পত্রটি পেয়ে গেল। কিছুদিন পর ঋণগ্রহীতা এক হাজার দীনার নিয়ে এসে হাযির হল। এবং বলল, আল্লাহর কসম আমি আপনার মাল যথাসময়ে পৌঁছিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে সব সময় যানবাহনের খোঁজে ছিলাম। কিন্তু আমি যে নৌযানে এখন আসলাম, তার আগে আর কোন নৌযান পাইনি। ঋণদাতা বলল, তুমি কি আমার নিকট কিছু পাঠিয়েছিলে? ঋণগ্রহীতা বলল, আমি তো তোমাকে বললামই যে এর আগে আর কোন নৌযান আমি পাইনি। সে বলল, তুমি কাঠের টুকরোর ভিতরে যা পাঠিয়েছিলে, তা আল্লাহ তোমার পক্ষ হতে আমাকে আদায় করে দিয়েছেন। তখন সে আনন্দচিত্তে এক হাজার দীনার নিয়ে ফিরে চলে এল।

১৪২৬. **بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَاثْوُمُ نَصِيْبَهُمْ**

১৪২৬. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : যাদের সঙ্গে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ তাদের অংশ দিয়ে দিবে (৪ : ৩৩)।

২১৫৫ حَدَّثَنَا الصُّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ إِدْرِيسَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصْرِفٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ قَالَ وَرَأَى وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ قَالَ كَانَ الْمُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَرِثُ الْمُهَاجِرُ الْأَنْصَارِيَّ نَوْنُ نَوَى رَحِمَهُ لِلْأُخُوَّةِ الَّتِي أَخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ نَسَخَتْ ثُمَّ قَالَ : وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ إِلَّا النُّصْرَ وَالرِّقَادَةَ وَالنَّصِيْحَةَ وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ وَيُوصَى لَهُ

٢١٤٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَأَخَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُ وَسَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ

٢١٤٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ قُلْتُ لَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَبْلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ قَدْ حَالَفَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِي

١٤٢٧. بَابُ مَنْ تَكْفَّلَ عَنْ مَيِّتٍ دِينًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ قَالَ حَسَنُ

১৪২৭. পরিচ্ছেদ : যদি কোন ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তির ঋণের যামানত গ্রহণ করে, তবে তার এ দায়িত্ব প্রত্যাহারের ইখতিয়ার নেই। হাসান (র.) এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

২১৪৮ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا لَا فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَى بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا نَعَمْ قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَى دَيْنِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ.

২১৪৮ আবু আসিম (র.)....সালামা ইবন আকওয়া (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একদিন নবী ﷺ-এর কাছে সালাতে জানাযা আদায়ের জন্য একটি জানাযা উপস্থিত করা হল। তখন নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তার কি কোন ঋণ আছে? সাহাবীগণ বললেন, না। তখন তিনি তার জানাযার সালাত আদায় করলেন। তারপর আরেকটি জানাযা উপস্থিত করা হল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তার কি কোন ঋণ আছে? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমাদের সাথীর সালাতে জানাযা তোমরাই আদায় করে নাও। আবু কাতাদা (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, তার ঋণের দায়-দায়িত্ব আমার উপর। তখন তিনি তার জানাযার সালাত আদায় করলেন।

২১৪৯ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَمْعٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَدْ أَعْطَيْتُكَ مَكْذًا وَمَكْذًا فَلَمْ يَجِءْ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ فَنَادَى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ عِدَّةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَاتِنَا فَاتَتْهُ فَقُلْتُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِي كَذًا وَكَذَا فَحُتَّى لِي حَثِيَّةٌ فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِيَ خَمْسُمِائَةٍ وَ قَالَ خُذْ مِثْلَهَا

২১৪৯ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র.)....জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছিলেন, যদি বাহরাইনের মাল এসে যায় তা হলে আমি তোমাকে এতো এতো দেব। কিন্তু নবী ﷺ-এর ওফাত পর্যন্ত বাহরাইনের মাল এসে পৌঁছায়নি। পরে যখন বাহরাইনের মাল পৌঁছল, আবু বকর (রা.)-এর আদেশে ঘোষণা করা হল, নবী ﷺ-এর নিকট যার অনুকূলে কোন প্রতিশ্রুতি বা ঋণ রয়েছে সে যেন আমার নিকট আসে। আমি তার নিকট গিয়ে বললাম, নবী ﷺ আমাকে এতো এতো দিবেন বলেছিলেন। তখন আবু বকর (রা.) আমাকে এক অঞ্জলী ভরে দিলেন, আমি তা গণনা করলাম এতে পাঁচ শ' ছিল। তারপর তিনি বললেন, এর দ্বিগুণ নিয়ে নাও।

১৪২৮. بَابُ جَوَارِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَقْدِهِ

১৪২৮. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর যুগে আবু বকর সিদ্দীক (রা.) কর্তৃক (মুশরিকদের) নিরাপত্তা দান এবং তার চুক্তি সম্পাদন।

২১৫০ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ قَطُّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ قَطُّ إِلَّا وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ وَلَمْ يَمُرْ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَرَفَى النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَةً فَلَمَّا اثْبَتَلَ الْمُسْلِمُونَ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا قَبْلَ الْحَبْشَةِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَرَكَ الْغِمَادِ لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغْنَةِ وَهُوَ سَيِّدُ الْقَارَةِ فَقَالَ آيُنَ تُرِيدُ يَا أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَخْرَجَنِي قَوْمِي وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسِيحَ فِي الْأَرْضِ وَأَعْبُدَ رَبِّي قَالَ ابْنُ الدَّغْنَةِ إِنَّ مِثْلَكَ لَا يَخْرُجُ وَلَا يَخْرُجُ فَإِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكُلَّ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ وَأَنَا لَكَ جَارٌ فَارْجِعْ فَأَعْبُدْ رَبَّكَ بِبِلَادِكَ فَارْتَحَلَ ابْنُ الدَّغْنَةِ فَرَجَعَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَطَافَ فِي أَشْرَافِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَقَالَ لَهُمْ إِنْ أَبَا بَكْرٍ لَا يَخْرُجُ مِثْلُهُ وَلَا يَخْرُجُ أَتُخْرِجُونَ رَجُلًا يَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَيَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَحْمِلُ الْكُلَّ وَيَقْرِي الضَّيْفَ وَيُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ فَانْتَفَذَتْ قُرَيْشُ جَوَارَ ابْنِ الدَّغْنَةِ، وَأَمَنُوا أَبَا بَكْرٍ وَقَالُوا لِابْنِ الدَّغْنَةِ مُرَّابَا بَكْرٍ فَلْيَعْبُدْ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَلْيُصَلِّ وَلْيَقْرَأْ مَا شَاءَ وَلَا يُؤْذِنَا بِذَلِكَ وَلَا يَسْتَعْلِنَ بِهِ فَإِنَّا قَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتَتِنَ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا قَالَ ذَلِكَ ابْنُ الدَّغْنَةِ لِأَبِي بَكْرٍ، فَطَفِقَ أَبُو بَكْرٍ يَعْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ وَلَا يَسْتَعْلِنُ بِالصَّلَاةِ وَلَا الْقِدْرَةِ فِي غَيْرِ دَارِهِ، ثُمَّ بَدَأَ لِأَبِي بَكْرٍ فَاثْبَتَنِي مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ وَبَرَزَ فَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَتَقَصَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا بَكَاءً لَا يَمْلِكُ دَمْعَهُ حِينَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَافْتَزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافُ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ

الدُّغْنَةَ فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا لَهُ إِنَّا كُنَّا أَجْرْنَا أَبَا بَكْرٍ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ وَإِنَّهُ جَاوَزَ ذَلِكَ فَأَبْتَنِي مَسْجِدًا بِفَنَاءِ دَارِهِ وَأَعْلَنَ الصَّلَاةَ وَالْقِرَاءَةَ وَقَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا فَاتَى فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَعَلَّ، وَإِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ يُعْلِنَ ذَلِكَ فَسَلَّهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْكَ نِمَتَكَ فَإِنَّا كَرِهْنَا أَنْ نُخْفِرَكَ وَلَسْنَا مُقِرِّينَ لِأَبِي بَكْرٍ الْأَسْتِعْلَانِ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَاتَى ابْنُ الدُّغْنَةِ أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَ قَدْ عَلِمْتَ الَّذِي عَاقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ فَمَا أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ، وَإِنَّمَا أَنْ تَرُدَّ إِلَى نِمَتِي فَإِنِّي لَا أَحِبُّ أَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ إِنِّي أَخْفَرْتُ فِي رَجُلٍ عَقَدْتُ لَهُ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنِّي أَرَدْتُ إِلَيْكَ جَوَارِكَ وَأَرْضِي بِجَوَارِ اللَّهِ وَرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمُئِذٍ بِمَكَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ أَرَيْتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ رَأَيْتُ سَبْخَةَ ذَاتِ نَخْلٍ بَيْنَ لَابَتَيْنِ، وَهُمَا الْحَرَّتَانِ، فَهَاجَرَمَنْ هَاجَرَ قَبْلَ الْمَدِينَةِ حِينَ ذَكَرَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْضُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ، وَتَجَهَّزَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رِسْلِكَ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِي، قَالَ أَبُو بَكْرٍ هَلْ تَرْجُو ذَلِكَ بَأَبِي أَنْتَ، قَالَ نَعَمْ فَحَبَسَ أَبُو بَكْرٍ نَفْسَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِيُصْحَبَهُ وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَزَقَّ السَّمُرَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ

২১৫০ ইয়াহইয়া ইবন বুকাযর (র.)...নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে দিন থেকে আমার জ্ঞান হয়েছে সে দিন থেকেই আমি আমার পিতা-মাতাকে দীনের অনুসারী হিসাবেই পেয়েছি। আবু আবদুল্লাহ (র.) বলেন, আবু সালিহ (র.)..... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যেদিন থেকে আমার জ্ঞান হয়েছে সেদিন থেকেই আমি আমার পিতা, মাতাকে দীন ইসলামের অনুসারী রূপে পেয়েছি এবং আমাদের এমন কোন দিন যায়নি, যে দিনের 'দু' প্রান্ত সকাল-সন্ধ্যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট আসেন নি। যখন মুসলিমগণ কঠিন বিপদের সম্মুখীন হলেন তখন আবু বকর (রা.) হাবশা (আবিসিনিয়া) অভিযুক্ত হিজরতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। যখন তিনি বারকুল গিমাড নামক স্থানে এসে পৌঁছলেন তখন ইবন দাগিনা তার সাথে সাক্ষাত করল। সে ছিল কা'রা গোত্রের নেতা। সে বলল, হে আবু বকর! আপনি কোথায় যেতে ইচ্ছা করেছেন? আবু বকর (রা.) বললেন, আমার গোত্র আমাকে বের করে দিয়েছে, তাই আমি ইচ্ছা করেছি যে, দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবো আর আমার প্রতিপালকের ইবাদত করব। ইবন দাগিনা বলল, আপনার মত লোক বেরিয়ে যেতে পারে না এবং আপনার মত লোককে বহিষ্কার করাও চলে না। কেননা আপনি নিঃস্বকে সাহায্য করেন, আত্মীয়তার বন্ধনকে রক্ষা করেন, অক্ষমের বোঝা নিজে বহন করেন, মেহমানদারী করেন এবং

দুর্যোগের সময় মানুষকে সাহায্য করেন। আমি আপনার আশ্রয়দাতা। কাজেই আপনি মক্কায় ফিরে চলুন এবং নিজ শহরে গিয়ে আপন প্রতিপালকের ইবাদত করুন। তারপর ইব্ন দাগিনা আবু বকর (রা.)-কে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল। সে কাফির কুরায়শদের যারা নেতা তাদের সঙ্গে সাক্ষাত করল এবং তাদেরকে বলল, আবু বকর (রা.)-এর মত লোক বেরিয়ে যেতে পারে না এবং তার মত লোককে বহিষ্কার করাও চলে না। আপনারা কি এমন একজন লোককে বহিষ্কার করতে চান, যে নিঃস্বকে সাহায্য করে, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করে, অক্ষমের বোঝা নিজে বহন করে, মেহমানের মেহমানদারী করে এবং দুর্যোগের সময় মানুষকে সাহায্য করে। আবু বকর (রা.)-কে ইব্ন দাগিনার আশ্রয় প্রদান কুরায়শরা মেনে নিল এবং তারা আবু বকর (রা.)-কে নিরাপত্তা দিয়ে ইব্ন দাগিনাকে বলল, আপনি আবু বকরকে বলে দিন, তিনি যেন নিজ বাড়ীতে তাঁর প্রতিপালকের ইবাদত করেন, সেখানে যেন সালাত আদায় করেন এবং তাঁর যা ইচ্ছা তা যেন পড়েন। এ ব্যাপারে তিনি যেন আমাদেরকে কোন কষ্ট না দেন এবং তিনি যেন প্রকাশ্যে সালাত ও তিলাওয়াত না করেন। কেননা, আমরা আশংকা করছি যে, তিনি (প্রকাশ্যে এ সব করে) আমাদের স্ত্রী-পুত্রদের ফিতনায় লিপ্ত না করেন। ইব্ন দাগিনা এসব কথা আবু বকর (রা.)-কে বলল। আবু বকর (রা.) নিজ বাড়ীতেই তার প্রতিপালকের ইবাদত করতে থাকেন, নিজ বাড়ী ছাড়া অন্য কোথাও প্রকাশ্যে সালাত আদায় এবং কুরআন তিলাওয়াত করতেন না। কিছু দিন পর আবু বকর (রা.)-এর মনে অন্য এক খেয়াল উদয় হল। তিনি নিজ ঘরের আংগিনায় একটি মসজিদ বানালেন এবং বেরিয়ে এসে সেখানে সালাত আদায় ও কুরআন তিলাওয়াত করতে লাগলেন। ফলে মুশরিকদের স্ত্রী-পুত্ররা তাঁর কাছে ভিড় জমাতে লাগল। তাদের কাছে তা ভাল লাগত এবং তাঁর প্রতি তারা তাকিয়ে থাকত। আবু বকর (রা.) ছিলেন অতি ক্রন্দনশীল ব্যক্তি। যখন তিনি কুরআন তিলাওয়াত করতেন তখন অশ্রু সংবরণ করতে পারতেন না। এতে কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ঘাবড়িয়ে গেল। তারা ইব্ন দাগিনাকে ডেকে পাঠাল। সে তাদের কাছে আসার পর তারা তাকে বলল, আমরা তো আবু বকর (রা.)-কে এই শর্তে আশ্রয় ও নিরাপত্তা দিয়েছিলাম যে, তিনি নিজ গৃহে তাঁর প্রতিপালকের ইবাদত করবেন। কিন্তু তিনি তা লঙ্ঘন করে নিজ গৃহের আংগিনায় মসজিদ বানিয়েছেন এবং (তাতে) প্রকাশ্যভাবে সালাত আদায় ও কুরআন তিলাওয়াত করেছেন। এতে আমাদের ভয় হচ্ছে যে, তিনি আমাদের স্ত্রী-পুত্রদের ফিতনায় লিপ্ত করবেন। কাজেই আপনি তাঁকে গিয়ে বলুন, তিনি যদি নিজ গৃহে তাঁর প্রতিপালকের ইবাদত সীমাবদ্ধ রাখতে চান তবে তিনি তা করতে পারেন। আর যদি তিনি অস্বীকার করেন এবং প্রকাশ্যে এসব করতে চান তবে আপনি তাঁকে বলুন, তিনি যেন আপনার যিম্মাদারী ফিরিয়ে দেন। কেননা আমরা যেমন আপনার সাথে আমাদের অস্বীকার ভঙ্গ পসন্দ করি না, তেমনি আবু বকর (রা.) প্রকাশ্যে ইবাদাত করাটা মেনে নিতে পারি না। 'আয়িশা (রা.) বলেন, তারপর ইব্ন দাগিনা আবু বকর (রা.) এর নিকট এসে বলল, যে শর্তে আমি আপনার যিম্মাদারী নিয়ে ছিলাম, তা আপনার জানা আছে। হয়ত আপনি সে শর্তের উপর সীমাবদ্ধ থাকুন, নয়ত আমার যিম্মাদারী আমাকে ফেরত দিন। কেননা, কোন ব্যক্তির সাথে আমি নিরাপত্তার চুক্তি করার পর আমার পক্ষ থেকে তা ভঙ্গ করা হয়েছে, এমন একটা কথা আরব জাতি গুনতে পাক তা আমি আদৌ পসন্দ করি না। আবু বকর (রা.) বললেন, আমি আপনার যিম্মাদারী ফেরত দিচ্ছি এবং আল্লাহর আশ্রয় লাভেই আমি সন্তুষ্ট। এ সময় রাসূলুল্লাহ

মক্কায় ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (মুসলিমগণকে) বললেন, আমাকে (স্বপ্নযোগে) তোমাদের হিজরতের স্থান দেখানো হয়েছে। আমি খেজুর বৃক্ষে পরিপূর্ণ একটি কংকরময় স্থান দেখলাম, যা দু'টি প্রান্তরের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। রাসূলুল্লাহ যখন এ কথা বললেন, তখন যারা হিজরত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তাদের কেউ কেউ মদীনার দিকেই হিজরত করলেন। আর যারা আবিসিনিয়ায় হিজরত করছিলেন তাদের কেউ কেউ মদীনার দিকে ফিরে গেলেন। আবু বকর (রা.)-ও হিজরতের জন্য তৈরী হলেন। তখন রাসূলুল্লাহ তাঁকে বললেন, আপনি অপেক্ষা করুন। কেননা, আমি নিশ্চিতভাবে আশা করছি যে, আমাকেও হিজরতের অনুমতি দেয়া হবে। আবু বকর (রা.) বললেন, আমার পিতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক, আপনি কি আশা করেন যে, আপনি অনুমতি পাবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন আবু বকর (রা.) রাসূলুল্লাহ-এর সঙ্গী হওয়ার উদ্দেশ্যে নিজেকে (আবিসিনিয়ায় হিজরত থেকে) বিরত রাখলেন এবং তাঁর নিকট যে দু'টি উট ছিল, তাদেরকে চার মাস ধরে বাবলা গাছের পাতা খাওয়াতে থাকলেন।

২১৫১ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُؤْتِي بِالرَّجُلِ الْمَتَوَفَّى عَلَيْهِ الدِّينَ فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدِينِهِ فَضْلًا فَإِنْ حَدَّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدِينِهِ وَفَاءً صَلَّى وَالْأَقَالَ لِلْمُسْلِمِينَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا، فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفَتْوحَ قَالَ أَنَا أَوَّلُ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تَوَفَّى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دِينًا فَعَلَى قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ

২১৫১ ইয়াহইয়া ইবন বুকায়র (রা.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ-এর নিকট যখন কোন ঋণী ব্যক্তির জানাযা উপস্থিত করা হত তখন তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, সে তার ঋণ পরিশোধের জন্য অতিরিক্ত মাল রেখে গেছে কি? যদি তাঁকে বলা হত যে, সে তার ঋণ পরিশোধের মত মাল রেখে গেছে তখন তার জানাযার সালাত আদায় করতেন। নতুবা বলতেন, তোমাদের সাথীর জানাযা আদায় করে নাও। পরবর্তীতে যখন আল্লাহ তাঁর বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন, তখন তিনি বললেন, আমি মু'মিনদের জন্য তাদের নিজের চাইতেও অধিক নিকটবর্তী। তাই কোন মু'মিন ঋণ রেখে মারা গেলে সে ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার। আর যে ব্যক্তি সম্পদ রেখে যায়, সে সম্পদ তার ওয়ারিসদের জন্য।

كِتَابُ الْوَكَاةِ

অধ্যায় : ওয়াকালাত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

كِتَابُ الْوَكَاةِ

অধ্যায় : ওয়াকালাত

١٤٢٩. بَابُ وَكَاةِ الشَّرِيكِ الشَّرِيكَ فِي الْقِسْمَةِ وَغَيْرِهَا وَقَدْ أَشْرَكَ النَّبِيُّ ﷺ عَلِيًّا فِي هَدْيِهِ ثُمَّ أَمَرَهُ بِقِسْمَتِهَا

১৪২৯. পরিচ্ছেদ : বণ্টন ইত্যাদির ক্ষেত্রে এক শরীক অন্য শরীকের ওয়াকীল হওয়া। নবী ﷺ তাঁর হজ্জের কুরবানীর পণ্ডতে আলী (রা.)-কে শরীক করেন। পরে তা বণ্টন করে দেওয়ার আদেশ দেন।

٢١٥٢ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجَلَالِ الْبَدَنِ الَّتِي تُحَرَّتْ وَبِجُلُودِهَا

২১৫২ কাবীসা (র.).... আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে কুরবানীকৃত উটের গলার মালা ও তার চামড়া দান করার হুকুম দিয়েছেন।

٢١٥٣ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ فَبَقِيَ عَثُودٌ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ ضَحَّ بِهَ أَنْتَ.

২১৫৩ আমর ইবন খালিদ (র.).... ওকবা ইবন আমির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, নবী ﷺ তাকে কিছু বকরী (ভেড়া) সাহাবীদের মধ্যে বণ্টন করতে দিলেন। বণ্টন করার পর একটি বকরীর বাচ্ছা বাকী থেকে যায়। তিনি তা নবী ﷺ-কে অবহিত করেন। তখন তিনি বললেন, তুমি নিজে এটাকে কুরবানী করে দাও।

১৫৩. بَابُ إِذَا وَكُلُّ الْمُسْلِمِ حَرَبِيًّا فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ جَازٌ

১৪৩০. পরিচ্ছেদ : দারুল হারব বা দারুল ইসলামে কোন মুসলিম কর্তৃক দারুল হারবে বসবাসকারী অমুসলিমকে ওয়াকীল বানানো বৈধ।

২১৫৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ الْمَاجِشُونِ عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَاتَبْتُ أُمِّيَّةَ بْنَ خَلْفٍ كِتَابًا بِأَنِّي يَحْفَظُنِي فِي صَاغِيَّتِي بِمَكَّةَ وَأَحْفَظُهُ فِي صَاغِيَّتِي بِالْمَدِينَةِ فَلَمَّا ذَكَرْتُ الرَّحْمَنَ قَالَ لَا أَعْرِفُ الرَّحْمَنَ كَاتِبَتْنِي بِاسْمِكَ الَّذِي كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَكَاتَبْتُهُ عَبْدُ عَمْرٍو فَلَمَّا كَانَ فِي يَوْمٍ بَدَرٍ خَرَجْتُ إِلَى جَبَلٍ لِحَرْزِهِ حِينَ نَامَ النَّاسُ فَأَبْصَرَهُ بِلَالٌ فَخَرَجَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مَجْلِسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أُمِّيَّةُ بْنُ خَلْفٍ: لَا نَجُوتُ إِنْ نَجَا أُمِّيَّةٌ فَخَرَجَ مَعَهُ فَرِيقٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي أَثَارِنَا فَلَمَّا خَشِيتُ أَنْ يَلْحَقُونَا خَلَفْتُ لَهُمْ ابْنَهُ لَأَشْغَلَهُمْ فَقَتَلُوهُ ثُمَّ أَبَوْا حَتَّى يَتَّبِعُونَا وَكَانَ رَجُلًا ثَقِيلًا فَلَمَّا أَذْرَكُونَا قُلْتُ لَهُ أَتَبْرُكُ فَبَرَكَ فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ نَفْسِي لَأَمْنَعَهُ فَتَخَلَّلُوهُ بِالسَّيُوفِ مِنْ تَحْتِي حَتَّى قَتَلُوهُ وَأَصَابَ أَحَدَهُمْ رَجُلِي بِسَيْفِهِ وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يُرِينَا ذَلِكَ الْأَثَرُ فِي ظَهْرِ قَدَمِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ سَمِعَ يُونُسُ صَالِحًا وَإِبْرَاهِيمَ أَبَاهُ

২১৫৪ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ (র.)..... আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উমাইয়া ইব্ন খালফের সঙ্গে এ মর্মে একটা চুক্তিনামা করলাম যে, সে মক্কায় আমার মাল-সামান হিফায়ত করবে আর আমি মদীনায় তার মাল-সামান হিফায়ত করব। যখন আমি চুক্তিনামায় আমার নামের শেষে 'রাহমান' শব্দটি উল্লেখ করলাম তখন সে বলল, আমি রাহমানকে চিনি না। জাহিলী যুগে তোমার যে নাম ছিল সেটা লিখ। তখন আমি তাতে আবদু আম্র লিখে দিলাম। বদর যুদ্ধের দিন যখন লোকজন ঘুমিয়ে পড়ল তখন আমি উমাইয়াকে রক্ষা করার জন্য একটি পাহাড়ের দিকে গেলাম। বিলাল (রা.) তাকে দেখে ফেললেন। তিনি দৌড়ে গিয়ে আনসারীদের এক মজলিসে বললেন, এই যে উমাইয়া ইব্ন খাল্ফ। যদি উমাইয়া বেঁচে যায়, তবে আমার বেঁচে থাকায় লাভ নেই। তখন আনসারীদের এক দল তার সাথে আমাদের পিছে পিছে ছুটল। যখন আমার আশংকা হল যে, তারা আমাদের নিকট এসে পড়বে, তখন আমি উমাইয়ার পুত্রকে তাদের জন্য পেছনে রেখে এলাম, যাতে

তাদের দৃষ্টি তার উপর পড়ে। তারা তাকে হত্যা করল। তারপরও তারা ক্ষান্ত হল না, তারা আমাদের পিছু ধাওয়া করল। উমাইয়া ছিল স্থলদেহী। যখন আনসারীরা আমাদের কাছে পৌঁছে গেল, তখন আমি তাকে বললাম, বসে পড়। সে বসে পড়ল। আমি তাকে বাঁচানোর জন্য আমার দেহখানা তাকে আড়াল করে রাখলাম। কিন্তু তারা আমার নীচে দিয়ে তরবারি ঢুকিয়ে তাকে হত্যা করে ফেলল। তাদের একজনের তরবারির আঘাত আমার পায়েও লাগল। রাবী বলেন, ইব্ন আউফ (রা.) তাঁর পায়ের সে আঘাত আমাদেরকে দেখাতেন। আবু আবদুল্লাহ্ (র.) বলেন, ইউসুফ (র.) সালিহ (র.) থেকে এবং ইবরাহীম (র.) তার পিতা থেকে রিওয়ায়াত শুনেছেন।

১৫২১. بَابُ الْوَكَالَةِ فِي الصَّرْفِ وَالْمِيزَانِ ، وَقَدْ وَكَّلَ عُمَرُ وَ ابْنُ عُمَرَ فِي الصَّرْفِ

১৪৩১. পরিশ্লেষ : সোনা-রূপার ক্রয়-বিক্রয়ে ও ওয়নে বিক্রয়যোগ্য বস্তুসমূহের ওয়াকীল নিয়োগ।
উমর ও ইব্ন উমর (রা.) সোনা-রূপার ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে ওয়াকীল নিয়োগ করেছিলেন।

২১০৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَابْنِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُمْ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ قَالَ أَكُلْ تَمْرٍ خَيْبَرَ هَكَذَا قَالَ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ بِمِ الْجَمْعِ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتِغَ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيْبًا وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ

২১৬৫ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).... আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক সাহাবীকে খায়বারের শাসক নিয়োগ করলেন। তিনি বেশ কিছু উন্নতমানের খেজুর তাঁর নিকটে নিয়ে আসলেন। নবী ﷺ বললেন, খায়বারের সব খেজুরই কি এরকম? তিনি বললেন, ‘আমরা দু’ সা’র বদলে এর এক সা’ কিনে থাকি কিংবা তিন সা’র বদলে দু’ সা’ কিনে থাকি। তখন নবী ﷺ বললেন, এরূপ কর না। মিশ্রিত খেজুর দিরহাম নিয়ে বিক্রি কর। তারপর এ দিরহাম দিয়েই উন্নতমানের খেজুর ক্রয় কর। ওয়নে বিক্রয়যোগ্য বস্তুসমূহের ব্যাপারেও তিনি অনুরূপ বলেছেন।

১৫২২. بَابُ إِذَا أَبْصَرَ الرَّاعِي أَوْ الْوَكِيلُ شَاءَ تَمَوْتُ أَوْ شَيْئًا يَفْسُدُ ذَبَحَ وَأَصْلَحَ مَا يَخَافُ الْفَسَادَ

১৪৩২. পরিচ্ছেদ : যখন রাখাল অথবা ওয়াকীল দেখে যে, কোন বকরী মারা যাচ্ছে অথবা কোন জিনিস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তখন সে তা যবেহ করে দিবে এবং যে জিনিসটা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়, সে জিনিসটাকে ঠিক করে দেবে।

২১৫৭ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ الْمُعْتَمِرَ أَنبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ كَعْبٍ بْنُ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُمْ غَنَمٌ تَرَعَى بِسَلْعٍ فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةً لَنَا بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْتًا فَكَسَرَتْ حَجْرًا، فَذَبَحَتْهَا بِهِ فَقَالَ لَهُمْ لَا تَأْكُلُوا حَتَّى آسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَوْ أُرْسِلَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مَنْ يَسْأَلُهُ، وَأَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ أَوْ أُرْسِلَ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَيُعْجِبُنِي أَنَّهَا أَمَةٌ وَأَنَّهَا ذَبَحَتْ * تَابِعَهُ عَبْدُهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ

২১৫৬ ইসহাক ইবন ইব্রাহীম (র.)... ইবন কা'ব ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তার কতকগুলো ছাগল-ভেড়া ছিলো, যা সাল্ নামক স্থানে চরে বেড়াতো। একদিন আমাদের এক দাসী দেখলো যে, আমাদের ছাগল ভেড়ার মধ্যে একটি ছাগল মারা যাচ্ছে। তখন সে একটি পাথর ভেংগে তা দিয়ে ছাগলটাকে যবেহ করে দিল। কা'ব তাদেরকে বললেন, তোমরা এটা খেয়ো না, যে পর্যন্ত না আমি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করে আসি অথবা কাউকে নবী ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞাসা করতে পাঠাই। তিনি নিজেই নবী ﷺ-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন অথবা কাউকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি (নবী ﷺ) তা খাওয়ার হুকুম দিয়েছিলেন। উবায়দুল্লাহ বলেন, এ কথাটা আমার কাছে খুব ভালো লাগলো যে, দাসী হয়েও সে ছাগলটাকে যবেহ করলো।

১৪৩৩. بَابُ وَكَائِلِ الشَّامِدِ وَالْغَائِبِ جَائِزَةٌ وَكَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو إِلَى قَهْرْمَانِهِ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهُ أَنْ يُزَكِّيَ عَنْ أَهْلِهِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ

১৪৩৬. পরিচ্ছেদ : উপস্থিত ও অনুপস্থিত ব্যক্তিকে ওয়াকীল নিয়োগ করা জাযিয়। আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা.) তাঁর পরিবারের ওয়াকীলকে লিখে পাঠান, যেন সে তাঁর ছোট- বড় সকলের তরফ থেকে সাদকায়ে ফিতর আদায় করে দেয়, অথচ সে অনুপস্থিত ছিল।

২১৫৮ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ سِنٌ مِنَ الْإِبِلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ أَعْطُوهُ فَطَلَبُوا سَنَهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًا فَوْقَهَا، فَقَالَ أَعْطُوهُ فَقَالَ أَوْفَيْتُنِي أَوْفَى اللَّهِ بِكَ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنْ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

২১৫৭ আবু নু'আঈম (র.)..... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট কোন এক ব্যক্তির একটি বিশেষ বয়সের উট পাওনা ছিলো। সে পাওনার জন্য আসলে তিনি সাহাবীদেরকে বললেন, তার পাওনা দিয়ে দাও। তারা সে উটের সমবয়সী উট অনেক খোঁজাখুঁজি করলেন। কিন্তু তা পেলেন না। কিন্তু তার থেকে বেশী বয়সের উট পেলেন। তখন নবী ﷺ বললেন, তাই দিয়ে দাও। তখন লোকটি বলল, আপনি আমার প্রাপ্য পুরোপুরি আদায় করেছেন, আল্লাহ্ আপনারকেও পুরোপুরি প্রতিদান দিন। নবী ﷺ বললেন, যে ঠিক মত ঋণ পরিশোধ করে সেই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি।

১৫২৬. بَابُ الْوَكَالَةِ فِي قَضَاءِ الدَّيْنِ

১৪৩৪. পরিচ্ছেদ : ঋণ পরিশোধ করার জন্য ওয়াকীল নিয়োগ

২১৫৮ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَتَّقَا ضَاهُ فَأَغْلَظَ فَهُمْ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا ، ثُمَّ قَالَ : أَعْطُوهُ سِنًا مِثْلَ سِنِّهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا نَجِدُ إِلَّا أَمْثَلَ مِنْ سِنِّهِ فَقَالَ أَعْطُوهُ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

২১৫৮ সুলায়মান ইবন হার্ব (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে পাওনার জন্য তাগাদা দিতে এসে রূঢ় ভাষায় কথা বলতে লাগল। এতে সাহাবীগণ তাকে শায়েস্তা করতে উদ্যত হলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। কেননা, পাওনাদারদের কড়া কথা বলার অধিকার রয়েছে। তারপর তিনি বললেন, তার উটের সমবয়সী একটি উট তাকে দিয়ে দাও। তারা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এটা নেই। এর চাইতে উত্তম উট রয়েছে। তিনি বললেন, তাই দিয়ে দাও। তোমাদের মধ্যে সেই সর্বোৎকৃষ্ট, যে ঋণ পরিশোধের বেলায় উত্তম।

১৫২৫. بَابُ إِذَا وَفَّ شَيْئًا لَوَكِيلٍ أَوْ شَفِيعٍ قَوْمٍ جَازَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَوْفَدِ هَوَازِنَ حِينَ سَأَلُوهُ الْمَفَانِمَ فَقَالَ نَصِيبِي لَكُمْ

১৪৩৫. পরিচ্ছেদ : কোন ওয়াকীলকে অথবা কোন সম্প্রদায়ের সুপারিশকারীকে কোন বস্তু হিবা করা জাযিয। কেননা নবী ﷺ হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধি দলকে যখন তারা গনীমতের মাল ফেরত চেয়েছিল বলেছিলেন, আমি আমার অংশটা তোমাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি।

২১৫৯ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ وَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَالْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ

حِينَ جَاءَهُ وَقَدْ هَوَّازَنَ مُسْلِمِينَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَيِّئَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ فَأَخْتَارُوا أَحَدِي الطَّائِفَتَيْنِ إِمَّا السَّبْيِ وَإِمَّا الْمَالِ وَقَدْ كُنْتُ إِسْتَأْنَيْتُ بِهِمْ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ تَطَرَّهْمُ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَيْرَ رَآئِ الْيَهُمِ إِلَّا أَحَدِي الطَّائِفَتَيْنِ ، قَالُوا فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمُسْلِمِينَ فَاتَّخَذَ عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هَؤُلَاءِ قَدْ جَاؤُنَا تَائِبِينَ وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنَّ أَرَدَ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيبَ بِذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حِظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ ، فَقَالَ النَّاسُ : قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّا لَا نَدْرِي مَنْ أَزَنَ مِنْكُمْ فِي ذَلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعُوا إِلَيْنَا عُرْفَاؤَكُمْ أَمْرَكُمْ فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرْفَاؤُهُمْ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوا وَأَذَنُوا

২১৫৯ সাঈদ ইবন উফাইর (র.).... মারওয়ান ইবন হাকাম ও মিসওয়াল ইবন মাখরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধি দল যখন ইসলাম গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলেন, তখন তিনি উঠে দাঁড়ালেন। প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তাদের ধন-সম্পদ ও বন্দী ফেরত চাইলেন। তখন তিনি বললেন, আমার নিকট সত্য কথাই অধিকতর পসন্দনীয়। কাজেই তোমরা দু'টোর মধ্যে একটা বেছে নাও— হয় বন্দী, নয় ধন-সম্পদ। আমি তো এদের আগমনের অপেক্ষায়ই প্রতীক্ষমান ছিলাম। (বর্ণনাকারী বলেন) তাযিফ থেকে প্রত্যাবর্তন করে রাসূলুল্লাহ ﷺ দশ রাতেরও বেশী তাদের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। যখন (প্রতিনিধি দল) বুঝতে পারলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'টোর মধ্যে একটি ফেরত দেবেন, তখন তারা বললেন, আমরা আমাদের বন্দীদেরকে গ্রহণ করছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিমগণের মাঝে দাঁড়িয়ে আল্লাহ পাকের যথাযথ প্রশংসা করে বললেন, তোমাদের এই ভাইয়েরা তাওবা করে আমার কাছে এসেছে এবং আমার অভিপ্রায় এই যে, আমি তাদের বন্দীদের ফেরত দেই। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নিজ খুশিতে স্বৈচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে ফেরত দিতে চায়, সে দিক। আর তোমাদের মধ্যে যে এর বিনিময় গ্রহণ পসন্দ করে, আমরা সেই গনীমতের মাল থেকে তা দেবো যা আল্লাহ প্রথম আমাদের দান করবেন। সে তা করুক অর্থাৎ বিনিময় নিয়ে ফেরত দিক। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা স্বৈচ্ছায় তাদেরকে ফেরত দিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের মধ্যে কে কে অনুমতি দিল আর কে কে অনুমতি দিল না, তা আমরা বুঝতে পারছি না। কাজেই তোমরা ফিরে যাও এবং তোমাদের নেতাগণ তোমাদের মতামত আমাদের নিকট পেশ করুক। সাহাবীগণ ফিরে গেলেন। তাদের নেতা তাদের সাথে আলাপ আলোচনা

করলেন। তারপর তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে জানালেন যে, সাহাবীগণ সন্তুষ্টচিত্তে অনুমতি দিয়েছেন।

১৬৩৬. **بَابُ إِذَا وَكَّلَ رَجُلٌ أَنْ يُعْطِيَ شَيْئًا وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ يُعْطَى فَأُعْطِيَ عَلَى مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ**

১৪৩৬. পরিচ্ছেদ : যদি কোন ব্যক্তি কোন লোককে কিছু প্রদানের জন্য ওয়াকীল নিয়োগ করে, কিন্তু কত দিবে তা উল্লেখ করেনি, তবে সে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী দিবে।

২১৬০. حَدَّثَنَا الْمُكَىُّ بْنُ إِسْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَغَيْرِهِ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَمْ يُبْلَغْهُ كُلُّهُمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَكُنْتُ عَلَى جَمَلٍ ثَقَالٍ إِنَّمَا هُوَ فِي آخِرِ الْقَوْمِ فَمَرُّ بِى النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقُلْتُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَا لَكَ ثَنَا فَقُلْتُ إِنِّى عَلَى جَمَلٍ ثَقَالٍ قَالَ أَمْعَكَ قَضِيْبٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَعْطَيْتِهِ فَأَعْطَيْتُهُ فَضْرِبَهُ وَزَجَرَهُ فَكَانَ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ مِنْ أَوَّلِ الْقَوْمِ قَالَ بَعْثَنِي فَقُلْتُ بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بَعْثَنِي قَدْ أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرٍ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ أَخَذْتُ أَرْتَحِلُ قَالَ أَيْنَ تُرِيدُ قُلْتُ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً قَدْ خَلَا مِنْهَا قَالَ فَهَلَا جَارِيَةٌ تَلَاعِبُهَا وَتَلَاعِبُكَ قُلْتُ إِنْ أَبَى قَدْ تَوَفَّى وَتَرَكَ بَنَاتٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْكِحَ امْرَأَةً قَدْ جَرِيتُ وَخَلَا مِنْهَا قَالَ فَذَلِكَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ يَا بِلَالُ اقْضِهِ وَزِدْهُ فَأَعْطَاهُ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرٍ وَزَادَهُ قَيْرَاطًا قَالَ جَابِرُ لَا تُفَارِقْنِي زِيَادَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَكُنِ الْقَيْرَاطُ يُفَارِقُ جِرَابَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

২১৬০ মক্কী ইবন ইবরাহীম (র.).... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এক সফরে নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। আমি ধীরগতি সম্পন্ন উটের উপর সাওয়ার ছিলাম, যার ফলে উটটা দলের পেছনে পড়ে গেল। এমনি অবস্থায় নবী ﷺ আমার কাছ দিয়ে গেলেন এবং বললেন, এ কে? আমি বললাম, জাবির ইবন আবদুল্লাহ। তিনি বললেন, তোমার কি হলো (পেছনে কেন)? আমি বললাম, আমি ধীরগতি সম্পন্ন উটে সাওয়ার হয়েছি। তিনি বললেন, তোমার কাছে কি কোনো লাঠি আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ আছে। তিনি বললেন, এটা আমাকে দাও। আমি তখন সেটা তাঁকে দিলাম। তিনি উটটাকে চাবুক মেরে হাঁকালেন। এতে উটটা (দ্রুত চলে) সে স্থান থেকে দলের অগ্রভাগে চলে গেল। তিনি বললেন, এটা আমার কাছে বিক্রি করে দাও। আমি বললাম, নিশ্চয়ই ইয়া রাসূলুল্লাহ এটা

আপনারই (অর্থাৎ বিনা মূল্যেই নিয়ে নিন)। তিনি বললেন, (না) বরং এটা আমার কাছে বিক্রি কর। তিনি বললেন, চার দীনার মূল্যে আমি এটা কিনে নিলাম। তবে মদীনা পর্যন্ত এর পিঠে তুমিই সাওয়ার থাকবে। আমরা যখন মদীনার নিকটবর্তী হলাম, তখন আমি আমার বাড়ীর দিকে রওয়ানা হলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যেতে যাচ্ছ? আমি বললাম, আমি একজন বিধবা মেয়েকে বিয়ে করেছি। তিনি বললেন, কুমারী কেন বিয়ে করলে না? সে তোমার সাথে কৌতুক করত এবং তুমি তার সাথে কৌতুক করত? আমি বললাম, আমার আব্বা মারা গেছেন এবং কয়েকজন কন্যা রেখে গেছেন। আমি চাইলাম এমন একটা মেয়েকে বিয়ে করতে, যে হবে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং বিধবা। তিনি বললেন, তাহলে ঠিক আছে। আমরা মদীনায় পৌঁছলে তিনি বললেন, হে বিলাল, জাবিরকে তার দাম দিয়ে দাও এবং কিছু বেশীও দিয়ে দিও। কাজেই বিলাল (রা.) তাকে চার দীনার এবং অতিরিক্ত এক কীরাত (সোনা) দিলেন। জাবির (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দেওয়া অতিরিক্ত এক কীরাত সোনা কখনো আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হত না। তাই তা জাবির (রা.)-এর থলেতে সব সময় থাকত, কখনো বিচ্ছিন্ন হত না।

১৬২৭. بَابُ وَكَالَةِ الْمَرْأَةِ الْإِمَامَ فِي النِّكَاحِ

১৪৩৭. পরিচ্ছেদ : মহিলা কর্তৃক বিয়ের ব্যাপারে ইমামকে ওয়াকীল নিয়োগ করা

২১৬১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ لَكَ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ رَجُلٌ زَوْجَنِيهَا قَالَ قَدْ زَوَّجْنَا كَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

২১৬১ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.).... সাহল ইবন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি আমাকে আপনার প্রতি হেবা করে দিয়েছি। তখন এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, একে আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিন। তিনি বললেন, কুরআনের যে অংশটুকু তোমার মুখস্থ রয়েছে তার বিনিময়ে আমি এর সঙ্গে বিয়ে দিলাম।

১৬২৮. بَابُ إِذَا وَكَّلَ رَجُلًا فَتَرَكَ الْوَكِيلُ شَيْئًا فَأَجَازَهُ الْمُوَكَّلُ فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى جَازَ وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَبُو عَمْرِو حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْبِرٍ عَنْ أَبِي مُرَيْثَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَكَلَّنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحِفْظِ زَكَاةٍ رَمَضَانَ فَأَتَانِي أَتٍ فَجَعَلَ يَحْتُو مِنْ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ وَقُلْتُ وَاللَّهِ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ دُعْنِي فَإِنِّي مُحْتَاجٌ

وَعَلَىٰ عِيَالٍ وَلِيَ حَاجَةً شَدِيدَةً قَالَ فَخَلَيْتُ عَنْهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ
 يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَكَأَ حَاجَةً
 شَدِيدَةً وَعِيَالًا فَرَحِمْتُهُ فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ ، قَالَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ
 فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّهُ سَيَعُودُ فَرَصَدْتُهُ فَجَاءَ يَحْتَوُ
 مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ دَعْنِي فَإِنِّي
 مُحْتَاجٌ وَعَلَىٰ عِيَالٍ لَا أَعُودُ فَرَحِمْتُهُ فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ شَكَأَ
 حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالًا فَرَحِمْتُهُ فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ قَالَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ
 وَسَيَعُودُ فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَةَ فَجَاءَ يَحْتَوُ مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ
 إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَ هَذَا آخِرُ ثَلَاثِ مَرَاتٍ أَنَّكَ تَزْعُمُ لَا تَعُودُ ثُمَّ تَعُودُ قَالَ
 دَعْنِي أَعْلَمَكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهَا قُلْتُ مَا هُوَ : قَالَ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى
 فِرَاشِكَ فَأَقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ : اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ حَتَّى تَخْتِمَ
 الْآيَةَ فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ
 فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا قَالَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ
 قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهَا فَخَلَيْتُ
 سَبِيلَهُ قَالَ مَا هِيَ : قَالَ لِي : إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَأَقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ
 أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ : اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَقَالَ لِي لَنْ يَزَالَ
 عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ
 عَلَى الْخَيْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ تَعْلَمُ مَنْ
 تُخَاطَبُ مِنْذُ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لَا : قَالَ ذَاكَ شَيْطَانٌ

১৪৩৮. পরিচ্ছেদ : যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে ওয়াকীল নিয়োগ করে, আর সে ওয়াকীল কোন কিছু
 ছেড়ে দেয়, মুয়াকিল (ওয়াকীল নিয়োগকারী) যদি তা অনুমোদন করে, তাহলে তা জাযিয
 এবং ওয়াকীল যদি নির্দিষ্ট মিয়াদে কাউকে যখন প্রদান করে, তবে তা-ও জাযিয।

উসমান ইবন হায়সাম (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে রমযানের যাকাত হিফাযত করার দায়িত্বে নিযুক্ত করলেন। এক ব্যক্তি এসে অঞ্জলি ভর্তি করে খাদ্যসামগ্রী নিতে লাগল। আমি তাকে পাকড়াও করলাম এবং বললাম, আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত করব। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি খুবই অভাবগ্রস্ত, আমার যিম্মায় পরিবারের দায়িত্ব রয়েছে এবং আমার প্রয়োজন তীব্র। তিনি বললেন, আমি ছেড়ে দিলাম। যখন সকাল হলো, তখন নবী ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবু হুরায়রা, তোমার রাতের বন্দী কি করল? আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, সে তার তীব্র অভাব ও পরিবার, পরিজনের কথা বলায় তার প্রতি আমার দয়া হয়, তাই তাকে আমি ছেড়ে দিয়েছি। তিনি বললেন, সাবধান! সে তোমার কাছে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবার আসবে। 'সে আবার আসবে' রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উক্তির কারণে আমি বুঝতে পারলাম যে, সে পুনরায় আসবে। কাজেই আমি তার অপেক্ষায় থাকলাম। সে এল এবং অঞ্জলি ভরে খাদ্যসামগ্রী নিতে লাগল। আমি ধরে ফেললাম এবং বললাম, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে যাব। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দিন। কেননা, আমি খুবই দরিদ্র এবং আমার উপর পরিবার-পরিজনের দায়িত্ব ন্যস্ত, আমি আর আসবো না। তার প্রতি আমার দয়া হলো এবং আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকাল হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবু হুরায়রা! তোমার বন্দী কি করল? আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে তার তীব্র প্রয়োজন এবং পরিবার-পরিজনের কথা বলায় তার প্রতি আমার দয়া হয়। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। তিনি বললেন, খবরদার। সে তোমার কাছে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবার আসবে। তাই আমি তৃতীয়বার তার অপেক্ষায় রইলাম। সে আবার আসল এবং অঞ্জলি ভর্তি করে খাদ্য সামগ্রী নিতে লাগল। আমি তাকে পাকড়াও করলাম এবং বললাম, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অবশ্যই নিয়ে যাব। এ হলো তিন বারের শেষবার। তুমি প্রত্যেকবার বলো যে আর আসবে না, কিন্তু আবার আস। সে বলল আমাকে ছেড়ে দিন। আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দেব। যা দিয়ে আল্লাহ তোমাকে উপকৃত করবেন। আমি বললাম সেটা কি? সে বলল, যখন তুমি রাতে শয্যায় যাবে তখন আয়াতুল কুরসী **إِلَٰهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ** আয়াতের শেষ পর্যন্ত পড়বে। তখন আল্লাহর তরফ থেকে তোমার জন্যে একজন রক্ষক নিযুক্ত হবে এবং ভোর পর্যন্ত শয়তান তোমার কাছে আসতে পারবে না। কাজেই তাকে আমি ছেড়ে দিলাম। ভোর হলে রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে বললেন, গত রাতে তোমার বন্দী কি বলল? আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ﷺ সে আমাকে বলল, যে সে আমাকে কয়েকটি বাক্য শিখা দেবে যা দিয়ে আল্লাহ আমাকে লাভবান করবেন। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। তিনি আমাকে বললেন, এই বাক্যগুলো কি? আমি বললাম, সে আমাকে বলল, যখন তুমি

তোমার বিছানায় শুতে যাবে তখন আয়াতুল কুরসী- **اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ** - প্রথম থেকে আয়াতের শেষ পর্যন্ত পড়বে এবং সে আমাকে বলল, এতে আল্লাহর তরফ থেকে তোমার জন্য একজন রক্ষক নিযুক্ত থাকবেন এবং ভোর পর্যন্ত তোমার নিকট কোন শয়তান আসতে পারবে না। সাহায্যে কিরাম কল্যাণের জন্য বিশেষ লালায়িত ছিলেন। নবী ﷺ বললেন, হ্যাঁ এ কথাটি তো সে তোমাকে সত্য বলেছে। কিন্তু হুশিয়ার, সে মিথ্যক। হে আবু হুরায়রা, তুমি কি জানো, তিন রাত ধরে তুমি কার সাথে কথাবার্তা বলেছিলে আবু হুরায়রা (রা.) বললেন, না। তিনি বললেন, সে ছিল শয়তান।

১৫৩৭. **بَابُ إِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ شَيْئًا فَاسِدًا فَبَيْعُهُ مَرْدُودٌ**

১৪৩৯. পরিচ্ছেদ ৪ যদি ওয়াকীল কোন দ্রব্য এভাবে বিক্রি করে যে, তা বিক্রি শরীআতের দৃষ্টিতে ফাসিদ, তবে তার বিক্রি গ্রহণযোগ্য নয়

২১৬২ **حَدَّثَنَا إِسْحَقُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ هُوَ ابْنُ سَلَامٍ عَنْ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَفَرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِتَمْرٍ بَرْنِي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ أَيْنَ هَذَا قَالَ جَاءَ قَالَ بِلَالٌ كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ فَبَيْعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ أَوْهٌ أَوْهٌ عَيْنُ الرَّبِّ عَيْنُ الرَّبِّ لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بَيْعِمْ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ -**

২১৬২ ইসহাক (র.) আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিলাল (রা.) কিছু বরনী খেজুর (উন্নত মানের খেজুর) নিয়ে নবী ﷺ -এর কাছে আসেন। নবী ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এগুলো কোথায় পেলে? বিলাল (রা.) বললেন, আমাদের নিকট কিছু নিকট মানের খেজুর ছিল। নবী ﷺ -কে খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে তা দু'সা' বিনিময়ে এক সা' কিনেছি। একথা শুনে নবী ﷺ বললেন, হায়! হায়! এটাতো একেবারে সূদ! এটাতো একেবারে সূদ! এরূপ করো না। যখন তুমি উৎকৃষ্ট খেজুর কিনতে চাও, তখন নিকট খেজুর ভিন্নভাবে বিক্রি করে দাও। তারপর সেই মূল্যের বিনিময়ে উৎকৃষ্ট খেজুর কিনে নাও।

১৫৪০. **بَابُ الْوَكَالَةِ فِي الْوَقْدِ وَنَفَقَتِهِ وَأَنْ يُطْعِمَ صَدِيقًا لَهُ وَيَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ**

১৪৪০. পরিচ্ছেদ : ওয়াক্ফকৃত সম্পদে ওয়াকীল নিয়োগ, ও তার ব্যয়ভার বহন এবং তার বন্ধু-বান্ধবকে খাওয়ানো, আর নিজেও শরী'আত সম্মতভাবে খাওয়া।

২১৬৩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ فِي صَدَقَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْسَ عَلَى الْوَلِيِّ جُنَاحٌ أَنْ يَأْكُلَ وَيُؤْكَلَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ هُوَ لِيُّ صَدَقَةِ عُمَرَ يُهْدِي لِلنَّاسِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ

২১৬৩ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র.)....আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা.)-এর সাদকা সম্পর্কিত লিপিতে ছিল যে, মুতাওয়াল্লী নিজে ভোগ করলে এবং তার বন্ধু-বান্ধবকে আপ্যায়ন করলে কোন গুনাহ নেই; যদি মাল সঞ্চয় করার উদ্দেশ্যে না থাকে। ইব্ন উমর (রা.), উমর (রা.)-এর সাদকার মুতাওয়াল্লী ছিলেন। তিনি যখন মক্কাবাসী লোকদের নিকট অবতরণ করতেন, তখন তাদেরকে সেখান থেকে উপটোকন দিতেন।

১৪৪১. بَابُ الْوَكَاةِ فِي الْحَنُودِ

১৪৪১. পরিচ্ছেদ : (শরী'আত নির্ধারিত) দণ্ড প্রয়োগের জন্য ওয়াকীল নিয়োগ

২১৬৬ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَأَعْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمُهَا

২১৬৬ আবুল ওয়ালিদ (রা.)....যায়দ ইব্ন খালিদ ও আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে উনাইস (ইব্ন যিহাক আসলামী) সে মহিলার কাছে যাও। যদি সে (অপরাধ) স্বীকার করে তবে তাকে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা কর।

২১৬৫ حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ جِئْتُ بِالنُّعَيْمَانِ أَوْ ابْنِ النُّعَيْمَانِ شَارِبًا فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوا قَالَ فَكُنْتُ أَنَا فَيَمَنْ ضَرَبَهُ فَضْرَبْنَاهُ بِالْأَعْعَالِ وَالْجَرِيدِ

২১৬৫ ইব্ন সালাম (র.)....উকবা ইব্ন হারিছ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নুআইমানকে অথবা ইব্ন নুআইমানকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় আনা হলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরে উপস্থিত লোকদেরকে তাকে প্রহার করতে আদেশ দিলেন। রাবী বলেন, যারা তাকে প্রহার করেছিলো, তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। আমরা তাকে জুতা দিয়ে এবং খেজুরের ডাল দিয়ে প্রহার করেছি।

১৬৬২. بَابُ الْوَكَاةِ فِي الْبُذْنِ وَتَعَامُهَا

১৪৪২. পরিচ্ছেদ : কুরবানীর উট ও তার দেখাশোনার জন্য ওয়াকীল নিয়োগ

২১৬৬ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بَنٍ حَزْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَا قَتَلْتُ قَلَانِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِيَدِي ثُمَّ قَلَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِي ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَحْرُمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ

২১৬৬ ইসমাঈল ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.).... আমরা বিন্ত আবদুর রাহমান (রা.) থেকে বর্ণিত যে, 'আয়িশা (রা.) বলেন, আমি নিজ হাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কুরবানীর জন্তুর জন্য হার পাকিয়েছি। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজ হাতে তাকে হার পরিয়ে (আমার পিতা) আবু বকর (রা.)-এর সঙ্গে পাঠিয়েছেন। কুরবানীর জন্তু যবেহ করার পর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উপর কোনো কিছু হারাম থাকেনি, যা আল্লাহ তাঁর জন্য হালাল করেছেন।

১৬৬৩. بَابُ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لَوَكِيلِهِ خَعَهُ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ وَقَالَ الْوَكِيلُ قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ

১৪৪৩. পরিচ্ছেদ : যখন কোন লোক তার ওয়াকীলকে বলল, এ মাল আপনি যেখানে ভালো মনে করেন, খরচ করুন, এবং ওয়াকীল বলল, আপনি যা বলেছেন, তা আমি শুনেছি।

২১৬৭ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِيِّ بِالْمَدِينَةِ مَالًا وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءُ وَكَانَتْ مُسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ فَلَمَّا نَزَلَتْ: لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءُ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَهَا وَنَذَرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ شِئْتُ فَقَالَ بَخِ ذَلِكَ مَالٌ رَائِحٌ ذَلِكَ مَالٌ رَائِحٌ قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا وَآرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ قَالَ أَفَعَلُ يَا رَسُولَ

اللَّهُ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ * تَابَعَهُ إِسْمَاعِيلُ عَنْ مَالِكٍ وَقَالَ رُوِيَ عَنْ
مَالِكٍ رَابِعٌ.

২১৬৭ ইয়াহুইয়া ইব্ন ইয়াহুইয়া (র.).... আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনায আনসারদের মধ্যে আবু তালহাই সবচেয়ে বেশী ধনী ছিলেন এবং তাঁর সম্পদের মধ্যে বায়রুহা তাঁর সবচাইতে প্রিয় সম্পদ ছিল, এটা মসজিদের (নববীর) সম্মুখে অবস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তথায় যেতেন এবং এতে যে উৎকৃষ্ট পানি ছিল তা পান করতেন। যখন এ আয়াত নাযিল হলো : “তোমরা যা ভালোবাসো, তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করবে না।” (৩ : ৯২) তখন আবু তালহা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে এসে দাঁড়ালেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ তাঁর কিতাবে বলেছেন : তোমরা যা ভালোবাসো, তা থেকে যে পর্যন্ত দান না করবে, সে পর্যন্ত তোমরা প্রকৃত পুণ্য লাভ করবে না। আর আমার সম্পদের মধ্যে বায়রুহা। আমার নিকট সব চাইতে প্রিয় সম্পদ। আমি ওটা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করে দিলাম। এর সাওয়াব ও প্রতিদান আমি আল্লাহর নিকট প্রত্যাশা করছি। কাজেই ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি ওটাকে যেখানে ভালো মনে করেন, খরচ করেন। নবী ﷺ বললেন, বেশ। এটাতো চলে যাবার মত সম্পদ, এটা তো চলে যাবার মত সম্পদ। তুমি এ ব্যাপারে যা বললে, আমি তা শুনলাম এবং আমি এটাই সংগত মনে করি যে, এটা তুমি তোমার আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বণ্টন করে দিবে। আবু তালহা (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তাই করবো। তারপর আবু তালহা (রা.) তার নিকটাত্মীয় ও চাচাতো ভাইদের মধ্যে তা বণ্টন করে দিলেন। ইসমাঈল (র.) মালিক (র.) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনায় ইয়াহুইয়া (র.)-এর অনুসরণ করেছেন। রাওহ মালিক (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন, এতে তিনি ‘রাযিহ্ন’ স্থলে ‘রাবিহ্ন’ বলেছেন। এর অর্থ হল, লাভজনক।

١٤٤٤. بَابُ وَكَالَةِ الْأَمِينِ فِي الْخِزَانَةِ وَنَحْوِهَا

১৪৪৪. পরিচ্ছেদ : কোষাগার ইত্যাদিতে বিশ্বস্ত ওয়াকীল নিয়োগ করা।

২১৬৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْخَازِنُ الْأَمِينُ الَّذِي يُثْفِقُ وَرَبِّمَا قَالَ الَّذِي يُعْطِي مَا أَمْرِهِ كَامِلًا مُؤَفَّرًا طَيِّبًا نَفْسَهُ إِلَى الَّذِي أَمْرِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ

২১৬৮ মুহাম্মদ ইব্ন ‘আলা (র.).... আবু মুসা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, বিশ্বস্ত কোষাধ্যক্ষ যে ঠিকমত ব্যয় করে, অনেক সময় বলেছেন, যাকে দান করতে বলা হয় তাকে তা পরিপূর্ণভাবে সন্তুষ্টিতে দিয়ে দেয়। সেও (কোষাধ্যক্ষ) দানকারীদের একজন।

كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ

অধ্যায় : বর্গাচাষ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ

অধ্যায়ঃ বর্গাচাষ

١٤٤٥. بَابُ فَضْلِ الزَّادِ وَالْفَرْسِ إِذَا أَكَلَ مِنْهُ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: أَفَرَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا

১৪৪৫. পরিচ্ছেদ : আহারের জন্য ফসল ফলানো এবং ফলবান বৃক্ষ রোপণের কথীলত। মহান আল্লাহর বাণী : তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্পর্কে চিন্তা করেছে কি? তোমরা কি তাকে অংকুরিত কর, না আমিই অংকুরিত করি? আমি ইচ্ছা করলে তাকে ঝড়-কুটায় পরিণত করতে পারি (৫৬ : ৬৩-৬৪)।

٢١٦٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ وَقَالَ مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا أَبَانٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

২১৬৯ কুতায়বা ইবন সাঈদ ও আবদুর রহমান ইবন মুবারক (র.)....আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যে কোন মুসলমান ফলবান গাছ রোপণ করে কিংবা কোন ফসল ফলায় আর তা থেকে পাখী কিংবা মানুষ বা চতুষ্পদ জন্তু খায় তবে তা তার পক্ষ থেকে সাদকা বলে গণ্য হবে। মুসলিম (র.)....আনাস (রা.) সূত্রে নবী (সা.) থেকে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

١٤٤٦. بَابُ مَا يُحْذَرُ مِنْ عَوَاقِبِ الْأَشْتِفَالِ بِأَلَةِ الزَّادِ أَوْ مُجَاوَزَةِ الْحَدِّ الَّذِي أَمَرَ بِهِ

১৪৪৬. পরিচ্ছেদ : কৃষি যন্ত্রপাতি নিয়ে ব্যস্ত থাকার পরিণতি সম্পর্কে সতর্কীকরণ ও নির্দেশিত সীমা অতিক্রম করা প্রসঙ্গে।

২১৭০ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ الْحِمَصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيُّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ وَرَأَى سِكَّةً وَشَيْئًا مِنْ آلَةِ الْحَرْثِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ إِلَّا أَنْخَلَهُ اللَّهُ الذَّلَّ قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَسْمُ أَبِي أُمَامَةَ صَدَّى بْنُ عَجَلَانَ

২১৭০ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.).... আবু উমামা বাহিলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লাল্লের হাল এবং কিছু কৃষি যন্ত্রপাতি দেখে বললেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি এটা যে সম্প্রদায়ের ঘরে প্রবেশ করে, আল্লাহ সেখানে অপমান প্রবেশ করান। ১২ রাবী মুহাম্মদ (ইবন যিয়াদ (র.) বলেন, আবু উমামা (রা.)- এর নাম হলো সুদাই ইবন আজলান।

১৬৬৭. بَابُ اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ لِلْحَرْثِ

১৪৪৭. পরিচ্ছেদ : খেত-খামার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কুকুর পোষা

২১৭১ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ قَالَ ابْنُ سَيْثُرٍ وَأَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ

২১৭১ মু'আয ইবন ফাযালা (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি শস্য খেতের পাহারা কিংবা পশুর হিফায়তের উদ্দেশ্যে ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে কুকুর পোষে, প্রতিদিন তার নেক আমল থেকে এক কীরাত পরিমাণ কমতে থাকবে। ইবন সীরীন ও আবু সালিহ (র.) আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন। বকরী অথবা ক্ষেতের হিফায়ত কিংবা শিকারের উদ্দেশ্যে ছাড়া। আবু হাযিম (র.) আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, শিকার ও পশুর হিফায়ত করার কুকুর।

২১৭২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سَفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ رَجُلًا مِنْ أَزْدِ شَنْوَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ

ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يَغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطًا، قُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِي وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ -

২১৭২ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).... সুফয়ান ইব্ন আবু যুহাইর (রা.) থেকে বর্ণিত, যিনি আযদ-শানু'আ গোত্রের লোক, তিনি নবী ﷺ-এর একজন সাহাবী ছিলেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি এমন কুকুর পোষে যা ক্ষেত ও গবাদী পশুর হিফায়তের কাজে লাগে না, প্রতিদিন তার নেক আমল থেকে এক কীরাত পরিমাণ কমতে থাকে। আমি বললাম, আপনি কি এটা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, এ মাসজিদের রবের কসম (আমি তাঁর কাছেই শুনেছি)।

১৬৪৮. بَابُ اسْتِعْمَالِ الْبَقْرِ لِلْحِرَاءِ

১৪৪৮. পরিচ্ছেদ : হাল-চাষের কাজে গরু ব্যবহার করা

২১৭৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى بَقَرَةٍ اتَّفَتَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ لَمْ أَخْلُقْ لِهَذَا خُلِقْتُ لِلْحِرَاءِ قَالَ أَمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَآخَذَ الذِّئْبُ شَاةَ فَتَبِعَهَا الرَّاعِي فَقَالَ الذِّئْبُ مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبْعِ يَوْمٌ لَا رَاعِيَ غَيْرِي قَالَ أَمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَمَاهُمَا يَوْمَئِذٍ فِي الْقَوْمِ

২১৭৩ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি একটি গরুর উপর সাওয়ার ছিল, তখন গরুটি সে ব্যক্তির দিকে লক্ষ্য করে বলল, আমাকে এ কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। আমাকে চাষাবাদ তথা ক্ষেতের কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। নবী ﷺ বললেন, আমি আবু বকর ও উমর (রা.) এটা বিশ্বাস করি। তিনি আরো বললেন, এক নেকড়ে বাঘ একটি বকরী ধরেছিলো, রাখাল তাকে ধাওয়া করল। নেকড়ে বাঘটা তাকে বলল, সেদিন হিংস্র জন্তুর প্রাধান্য হবে, যেদিন আমি ছাড়া কেউ তার রাখাল থাকবে না, সেদিন কে তাকে রক্ষা করবে? নবী ﷺ বললেন, আমি আবু বকর ও উমর (রা.) এটা বিশ্বাস করি। আবু সালামা (রা.) বলেন, তারা দু'জন (আবু বকর ও উমর রা.) সেদিন মজলিসে হাযির ছিলেন না।

১৬৪৯. بَابُ إِذَا قَالَ إِكْفَيْنِي مَوْنَةَ النُّخْلِ أَوْ غَيْرِهِ وَتَشْرِكْنِي فِي الثَّمَرِ

১৪৪৯. পরিচ্ছেদ : যখন কোন ব্যক্তি বলে যে, তুমি খেজুর ইত্যাদির বাগানে কাজ কর, আর তুমি উৎপাদিত ফলে আমার অংশীদার হও।

২১৭৬ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ ﷺ اقْسِمُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النُّخَيْلِ قَالَ لَا فَقَالُوا تَكْفُونَا الْمَوْتَةَ وَنُشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

২১৭৪ হাকাম ইবন নাফি' (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনসাররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বললেন, আমাদের এবং আমাদের ভাই (মুহাজির)-দের মধ্যে খেজুরের বাগান ভাগ করে দিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না। তখন তাঁরা (মুহাজিরগণকে) বললেন, আপনারা আমাদের বাগানে কাজ করুন, আমরা আপনাদেরকে ফলে অংশীদার করব। তাঁরা বললেন, আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম।

১৪৫০. بَابُ قَطْعِ الشَّجَرِ وَالنُّخْلِ وَقَالَ أَنَسُ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالنُّخْلِ فَقُطِعَ

১৪৫০. পরিচ্ছেদ : খেজুর গাছ ও অন্যান্য গাছ কেটে ফেলা। আনাস (রা.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর গাছ কেটে ফেলার আদেশ দেন এবং তা কেটে ফেলা হয়।

২১৭৫ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُرَيْرِيَّةٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النُّضَيْرِ وَقَطَعَ وَهِيَ الْبُؤَيْرَةُ وَلَهَا يَقُولُ حَسَانُ : وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ * حَرِيقٌ بِالْبُؤَيْرَةِ مُسْتَطِيرٌ

২১৭৫ মুসা ইবন ইসমাঈল (র.).... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু নাযির গোত্রের বুওয়াইরা নামক (স্থানে অবস্থিত বাগানটির খেজুর গাছ জ্বালিয়ে দিয়েছেন এবং বৃক্ষ কেটে ফেলেছেন। এ সম্পর্কে হাসান (রা.) (তাঁর রচিত কবিতায়) বলেছেন, বুওয়াইরা নামক স্থানে অবস্থিত বাগানটিতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে আর বনু লুয়াই গোত্রের সর্দাররা তা সহজে মেনে নিল

১৪৫১. بَابُ

১৪৫১. পরিচ্ছেদ :

২১৭৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيِّ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مُزْدَرَعًا كُنَّا نُكْرِئُ الْأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا مُسَمًّى لِسَيِّدِ الْأَرْضِ، قَالَ فَمِمَّا يُصَابُ ذَلِكَ وَتَسْلَمُ الْأَرْضُ وَمِمَّا تُصَابُ الْأَرْضُ وَيَسْلَمُ ذَلِكَ فَتُهَيِّئُنَا وَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ

২১৭৬ মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র.).....রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদীনাবাসীদের মধ্যে বেশী যমীন আমাদের ছিল। আমরা ভাগে যমীনে চাষ করতে দিতাম এবং সে ক্ষেতের এক নির্দিষ্ট অংশ জমির মালিকের জন্য নির্ধারিত করে দিতাম। তিনি বলেন, কখনো এ অংশের উপর দুর্যোগ আসতো, অন্য অংশ নিরাপদ থাকতো। আবার কখনো অন্য অংশের উপর দুর্যোগ আসতো আর এ অংশ নিরাপদ থাকতো। আমাদের এরূপ করতে নিষেধ করে দেয়া হয়েছিল। আর সে সময় সোনা রূপার (বিনিময়ে জমি চাষ করার) প্রচলন ছিল না।

১৬৫২. بَابُ الْمَزَارَعَةِ بِالشَّطْرِ وَنَحْوِهِ وَقَالَ قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلٌ بَيْتِ حِجْرَةٍ إِلَّا يَزْدَعُونَ عَلَى الثَّلْثِ وَالرُّبْعِ وَذَارِعَ عَلَى وَسْعَدِ بْنِ مَالِكٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْقَاسِمُ وَعُرْوَةُ وَالْأَبِيُّ بَكْرٌ وَالْأُمُّ عُمَرُ وَالْأَبِيُّ سَيْرِيْنُ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ الْأَسْوَدِ كُنْتُ أَشَارِكُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ فِي الزُّدْعِ وَعَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَى أَنْ جَاءَ عُمَرُ بِالْبَذْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطْرُ وَأَنْ جَاءُوا بِالْبَذْرِ فَلَهُمْ كَذَا وَقَالَ الْحَسَنُ لَا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ لِأَحَدِهِمَا فَيُنْفِقَانِ جَمِيعًا فَمَا خَرَجَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَذَآئِ ذَلِكَ الزُّهْرِيُّ وَقَالَ الْحَسَنُ لَا بَأْسَ أَنْ يُجْتَنَى الْقُطْنُ عَلَى النِّصْفِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَأَبْنُ سَيْرِيْنُ وَعَطَاءٌ وَالْحَكَمُ وَالزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطَى الثُّوبُ بِالثَّلْثِ أَوْ الرُّبْعِ وَنَحْوِهِ وَقَالَ مَعْمَرٌ لَا بَأْسَ أَنْ تُكْرَى الْمَاشِيَةُ عَلَى الثَّلْثِ وَالرُّبْعِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى

১৪৫২. পরিচ্ছেদ : অর্ধেক বা এর কাছাকাছি পরিমাণ ফসলের শর্তে ভাগে চাষাবাদ করা এবং কাইস ইব্ন মুসলিম (র.) আবু জা'ফর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, মদীনাতে মুহাজিরদের এমন কোন পরিবার ছিল না, যারা এক-তৃতীয়াংশ কিংবা এক-চতুর্থাংশ ফসলের শর্তে ভাগে চাষ করতেন না। আলী, সা'দ ইব্ন মালিক, আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) উমর ইব্ন আবদুল আযীয, কাসিম, উরওয়াহ (র.) এবং আবু বকর, উমর ও আলী (রা.)- এর বংশধর এবং ইব্ন সীরীন (র.) ও ভাগে চাষ করেছেন। আবদুর রহমান ইব্ন আসওয়াদ (রা.) বলেন, আমি আবদুর রাহমান ইব্ন ইয়াযীদদের ক্ষেত্রে শরীক ছিলাম। উমর (রা.) লোকদের সাথে এ শর্তে জমি বণ্টন দিয়েছেন যে, উমর (রা.) বীজ দিলে তিনি ফসলের অর্ধেক পাবেন। আর যদি তারা বীজ দেয় তবে তাদের জন্য এই পরিমাণ হবে। হাসান (র.) বলেন, যদি ক্ষেত তাদের মধ্যে কোন একজনের হয়, আর দু'জনেই ক্ষেত

খরচ করে, তা হলে উৎপন্ন ফসল সমান হারে ভাগ করে নেয়ার মধ্যে কোন দোষ নেই। যুহরী (র.) ও এ মত পোষণ করেন। হাসান (র.) বলেন, আধা-আধি শর্তে ভূলা চাষ করতে কোন দোষ নেই। ইবরাহীম, ইবন সীরীন, 'আতা, হাকাম, যুহরী ও কাতাদা (র.) বলেন, তাঁতীকে এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশের শর্তে কাপড় বুনতে দেওয়ায় কোন দোষ নেই। মা'মার (র.) বলেন, (উপার্জিত অর্থের) এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশের শর্তে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গবাদী পশু ভাড়া দেয়াতে কোন দোষ নেই।

২১১৭ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُثَنِّرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرٍ وَكَانَ يُعْطَى زَوَاجَةً مِائَةً وَسَقَ ثَمَانُونَ وَسَقَ ثَمَرٍ وَعِشْرُونَ وَسَقَ شَعِيرٍ وَ قَسَمَ عُمَرُ فَخِيرَ زَوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ يُقْطَعَ لَهُنَّ مِنَ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ أَوْ يَمُضَى لَهُنَّ فَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْأَرْضَ وَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْوَسْقَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ اخْتَارَتْ الْأَرْضَ -

২১৭৭ ইবরাহীম ইবন মুনযির (র.)... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ খায়বারবাসীদেরকে উৎপাদিত ফল বা ফসলের অর্ধেক ভাগের শর্তে জমি বর্গা দিয়েছিলেন। তিনি নিজের সহধর্মিণীদেরকে একশ' ওসক দিতেন, এর মধ্যে ৮০ ওসক খুরমা ও ২০ ওসক যব। উমর (রা.) (তাঁর খিলাফতকালে খায়বারের) জমি বন্টন করেন। তিনি নবী ﷺ -এর সহধর্মিণীদের ইখতিয়ার দিলেন যে, তাঁরা জমি ও পানি নিবেন, না কি তাদের জন্য ওটাই চালু থাকবে, যা নবী ﷺ -এর যামানায় ছিলো। তখন তাদের কেউ জমি নিলেন আর কেউ ওসক নিতে রাযী হলেন আয়িশা (রা.) জমিই নিয়েছিলেন।

১৪৫৩. بَابُ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطِ السِّنَيْنِ فِي الْمَزَارَعَةِ

১৪৫৩. পরিচ্ছেদ : বর্গাচাষে যদি বছর নির্দিষ্ট না করে

২১১৮ حَدَّثَنَا مَسَدُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ عَامَلَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

২১৭৮ মুসাদ্দস (র.).... ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ উৎপাদিত ফল কিংবা ফসলের অর্ধেক শর্তে খায়বারের জমি বর্গা দিয়েছিলেন।

১৪৫৪. بَابُ

১৪৫৪. পরিচ্ছেদ

২১৭৭ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمَرُوا قُلْتُ لِمَ تَرَكْتُ الْمُخَابِرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْهُ قَالَ أَيْ عَمَرُوا إِنِّي أُعْطِيهِمْ وَأَعِينُهُمْ وَإِنْ أَعْلَمَهُمْ أَخْبَرْنِي يَعْنِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلَكِنْ قَالَ أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا

২১৭৯ আলী ইবন আবদুল্লাহ্ (র.).... আমর (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তাউস (র.)-কে বললাম, আপনি যদি বর্গাচাষ ছেড়ে দিতেন, (তা হলে খুব ভাল হত) কেননা, লোকদের ধারণা যে, নবী ﷺ তা নিষেধ করেছেন। তাউস (র.) বললেন, হে আমর! আমি তো তাদেরকে বর্গাচাষ করতে দিই এবং তাদের সাহায্য করি এবং তাদের মধ্যে সবচাইতে জ্ঞানী অর্থাৎ ইবন আব্বাস (রা.) আমাকে বলেছেন, নবী ﷺ বর্গাচাষ নিষেধ করেননি। তবে তিনি বলেছেন, তোমাদের কেউ তার ভাইকে জমি দান করুক, এটা তার জন্য তার ভাইয়ের কাছ থেকে নির্দিষ্ট উপার্জন গ্রহণ করার চাইতে উত্তম।

১৪৫৫. بَابُ الْمَزَارَعَةِ مَعَ الْيَهُودِ

১৪৫৫. পরিচ্ছেদ : ইয়াহুদীদেরকে জমি বর্গা দেওয়া

২১৮০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَبِيدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْعُمُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا

২১৮০ মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল (র.)....ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খায়বারের জমি ইয়াহুদীদেরকে এ শর্তে বর্গা দিয়েছিলেন যে, তারা তাতে পরিশ্রম করে কৃষি কাজ করবে এবং উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক তারা পাবে।

১৪৫৬. بَابُ مَا يَكْرَهُ مِنَ الشَّرَاطِ فِي الْمَزَارَعَةِ

১৪৫৬. পরিচ্ছেদ : বর্গাচাষে যে সব শর্ত করা অপসন্দনীয়

২১৮১ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى سَمِعَ حَنْظَلَةَ الرَّزْقِيَّ عَنْ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَقْلًا وَكَانَ أَحَدُنَا يُكْرِئُ أَرْضَهُ فَيَقُولُ هَذِهِ الْقِطْعَةُ لِي وَهَذِهِ لَكَ قَرِيبًا أَخْرَجَتْ ذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهِ فَنَبَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ

১১৮১ সাদাকা ইবন ফাযল (র.)..... রাফি' (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদীনাবাসীদের মধ্যে ফসলের জমি আমাদের বেশী ছিল। আমাদের মধ্যে কেউ তার জমি ইজারা দিতো এবং বলতো, জমির এ অংশ আমার আর এ অংশ তোমার। কখনো এক অংশে ফসল হত আর অন্য অংশে হত না। নবী ﷺ তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করেছেন।

১৬৫৭. **بَابُ إِذَا زَرَعَ بِمَالٍ قَوْمٍ بَغْيَرِ إِذْنِهِمْ وَكَانَ فِي ذَلِكَ صَلَاحٌ لَهُمْ**

১৪৫৭. পরিচ্ছেদ : যদি কেউ অন্যদের মাল দিয়ে তাদের অনুমতি ছাড়া কৃষি কাজ করে এবং তাতে তাদের কল্যাণ নিহিত থাকে।

২১৮২ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا ثَلَاثَةٌ نَفَرٌ يَمْشُونَ أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ فَأَوَّاءُوا إِلَى غَارٍ فِي جَبَلٍ فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ انْظُرُوا أَعْمَالًا عَمِلْتُمُوهَا صَالِحَةً لِلَّهِ فَادْعُوا اللَّهَ بِهَا لَعَلَّهُ يَفْرَجُهَا عَنْكُمْ قَالَ أَحَدُهُمُ اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ وَلِي صَبِيَّةٌ صِفَارٌ كُنْتُ أَرْعَى عَلَيْهِمْ فَإِذَا رَحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَبْتُ فَبَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيهِمَا قَبْلَ بَنِي وَإِنِّي اسْتَأْخَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ أَتِ حَتَّى أَمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤُسِهِمَا أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِيَ الصَّبِيَّةَ وَالصَّبِيَّةَ يَتَضَاغُونَ عِنْدَ قَدَمَيَّ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ ، فَإِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ إِنِّي فَعَلْتُهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ فَفَرَجَ اللَّهُ فَرَأَوْ السَّمَاءَ وَقَالَ الْآخَرُ : اللَّهُمَّ إِنَّهَا كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمٍّ أَحَبَبْتُهَا كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ فَطَلَبْتُ مِنْهَا فَأَبَتْ حَتَّى أَتِيَهَا بِمَاءٍ دِيْنَارٍ فَبَغَيْتُ حَتَّى جَمَعْتُهَا فَلَمَّا وَقَعْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ يَا عَبْدَ اللَّهِ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَفْتَحِ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحِقِّهِ فَقُمْتُ فَإِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ إِنِّي فَعَلْتُهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا فُرْجَةً فَفَرَجَ وَقَالَ الثَّالِثُ : اللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقٍ أَرْزُ فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ أَعْطِنِي حَقِّي فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَرَغِبَ عَنْهُ فَلَمْ أَزَلْ أَرْزِعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقْرًا وَرَاعِيَهَا فَجَاءَنِي فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ فَقُلْتُ اذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيَهَا فَخَذْتُ فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَسْتَهْزِئْ بِي

فَقُلْتُ إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ فَخَذُّ فَآخِذَهُ فَإِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ إِنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرَجْ مَا بَقِيَ فَفَرَجَ اللَّهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ ابْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ فَسَعَيْتُ

২১৮২ ইববরাহীম ইবন মুনযির (র.).... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, একবার তিন জন লোক পথ চলছিল, তারা বৃষ্টিতে আক্রান্ত হলো। অতঃপর তারা এক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিল। হঠাৎ পাহাড় থেকে এক খণ্ড পাথর পড়ে তাদের গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেল। তখন তারা একে অপরকে বলল, নিজেদের কৃত কিছু সৎকাজের কথা চিন্তা করে বের করো, যা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয়েছে এবং তার ওয়াসীলা করে আল্লাহর নিকট দু'আ করো। তাহলে হয়ত আল্লাহ তোমাদের উপর থেকে পাথরটি সরিয়ে দিবেন। তাদের একজন বলতে লাগলো, হে আল্লাহ! আমার আক্বা-আম্মা খুব বৃদ্ধ ছিলেন এবং আমার ছোটো ছোটো সন্তানও ছিলো। আমি তাদের ভরণ-পোষণের জন্য পশু পালন করতাম। সন্ধ্যায় যখন আমি বাড়ি ফিরতাম তখন দুধ দোহন করতাম এবং আমার সন্তানদের আগে আমার আক্বা-আম্মাকে পান করাতাম। একদিন আমার ফিরতে দেরী হয় এবং সন্ধ্যা হওয়ার আগে আসতে পারলাম না। এসে দেখি তারা ঘুমিয়ে পড়েছেন। তখন আমি দুধ দোহন করলাম, যেমন প্রতিদিন দোহন করি। তারপর আমি তাঁদের শিয়রে (দুধ নিয়ে) দাঁড়িয়ে রইলাম। তাদেরকে জাগানো আমি পসন্দ করিনি এবং তাদের আগে আমার বাচ্চাদেরকে পান করানোও অসঙ্গত মনে করি। অথচ বাচ্চাগুলো দুধের জন্য আমার পায়ের কাছে পড়ে কান্নাকাটি করছিলো। এভাবে ভোর। হলো হে আল্লাহ, আপনি জানেন আমি যদি শুধু আপনার সন্তুষ্টির জন্যই এ কাজটি করে থাকি তবে আপনি আমাদের থেকে পাথরটা খানিক সরিয়ে দিন, যাতে আমরা আসমানটা দেখতে পাই। তখন আল্লাহ পাথরটাকে একটু সরিয়ে দিলেন এবং তারা আসমান দেখতে পেলো। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ! আমার এক চাচাত বোন ছিলো। পুরুষরা যেমন মহিলাদেরকে ভালোবাসে, আমি তাকে তার চাইতে অধিক ভালোবাসতাম। একদিন আমি তার কাছে চেয়ে বসলাম (অর্থাৎ খারাপ কাজ করতে চাইলাম) কিন্তু তা সে অস্বীকার করলো যে, পর্যন্ত না আমি তার জন্য একশ' দিনার নিয়ে আসি। পরে চেষ্টা করে আমি তা জোগাড় করলাম (এবং তার কাছে এলাম)। যখন আমি তার দু'পায়ের মাঝে বসলাম (অর্থাৎ সম্বোগ করতে তৈরি হলাম) তখন সে বলল, হে আল্লাহর বান্দা, আল্লাহকে ভয় করো। অন্যভাবে মাহুর (পর্দা) ছিড়ে দিয়ো না। (অর্থাৎ আমার কুমারী সতীত্ব নষ্ট করো না,) তখন আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। হে আল্লাহ! আপনি জানেন আমি যদি শুধু আপনার সন্তুষ্টির জন্য এ কাজটি করে থাকি, তবে আপনি আমাদের জন্য পাথরটা সরিয়ে দিন। তখন পাথরটা কিছু সরে গেলো। তৃতীয় ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ! আমি এক ফারাক চাউলের বিনিময়ে একজন শ্রমিক নিযুক্ত করেছিলাম। যখন সে তার কাজ শেষ করলো আমাকে বলল, আমার পাওনা দিয়ে দাও। আমি তাকে তার পাওনা দিতে গেলে সে তা নিল না। আমি তা দিয়ে কৃষি কাজ করতে লাগলাম এবং এর দ্বারা অনেক গরু ও তার রাখাল জমা করলাম। বেশ কিছু দিন পর সে আমার কাছে আসল এবং বলল, আল্লাহকে ভয় করো (আমার মুজরী

দাও)। আমি বললাম, ওই সব গরু ও রাখাল নিয়ে নাও। সে বলল, আল্লাহকে ভয় কর, আমার সাথে ঠাট্টা করো না। আমি বললাম, আমি তোমার সাথে ঠাট্টা করছি না, ওইগুলো নিয়ে নাও। তখন সে তা নিয়ে গেলো। হে আল্লাহ, আপনি জানেন, যদি আমি আপনার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এ কাজটি করে থাকি, তবে পাথরের বাকীটুকু সরিয়ে দিন। তখন আল্লাহ পাথরটাকে সরিয়ে দিলেন। আবু আবদুল্লাহ (বুখারী (র.) বলেন ইবন উকবা (র.) নাফি (র.) فبغيت এর স্থলে نسعيت বর্ণনা করেছেন।

١٤٥٨. بَابُ أَوْقَافِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَرْضِ الْخَرَاجِ وَمُزَارَعَتِهِمْ وَمَعَامَلَتِهِمْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعُمَرَ تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِمْ لَا يَبَاعُ وَلَكِنْ يَنْفَقُ ثَمَرُهُ فَتَصَدَّقْ بِهِ

১৪৫৮. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ-এর সাহাবীগণের ওয়াক্ফ ও খাজনার জমি এবং তাঁদের বর্ণাচাষ ও চুক্তি ব্যবস্থা। নবী ﷺ উমর (রা.)-কে বললেন, তুমি মূল জমিটা এ শর্তে সাদকা করো যে, তা আর বিক্রি করা যাবে না। কিন্তু তার উৎপাদন ব্যয় করা হবে। তখন তিনি এভাবেই সাদকা করলেন।

٢١٨٣ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَوْ لَا آخِرُ الْمُسْلِمِينَ مَا فَتَحَتْ قَرْيَةٌ إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ

২১৮৩ সাদাকা (র.).... আসলাম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা.) বলেছেন, পরবর্তী যুগের মুসলমানদের বিষয়ে যদি আমরা চিন্তা না করতাম, তবে যে সব এলাকা জয় করা হতো, তা আমি মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করে দিতাম, যেমন নবী ﷺ খায়বার বন্টন করে দিয়েছিলেন।

١٤٥٩. بَابُ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا، وَذَلِكَ عَلَى فِئِ أَرْضِ الْخَرَابِ بِأَلْكُوفَةِ وَقَالَ عُمَرُ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَيُرْوَى عَنْ عَمْرِو ابْنِ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ فِئِ غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ فِيهِ حَقٌّ وَيُرْوَى فِيهِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১৪৫৯. পরিচ্ছেদ : অনাবাদী জমি আবাদ করা। কুফার অনাবাদ জমি সম্পর্কে আলী (রা.)-এর এ মত ছিল। (আবাদকারী তার মালিক হবে)। উমর (রা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন অনাবাদ জমি আবাদ করবে সে তার মালিক হবে। আমরা ইবন আউফ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এরূপ বর্ণিত হয়েছে এবং তিনি বলেছেন, তা হবে যে ক্ষেত্রে কোন মুসলিমের

হক নাই, আর জালিম ব্যক্তির তাতে হক নাই। জাবির (রা.) কর্তৃক নবী ﷺ থেকে এ সম্পর্কিত রিওয়াযাত বর্ণিত হয়েছে।

২১৮৬ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ قَالَ عُرْوَةُ قَضَى بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي خِلَافَتِهِ

২১৮৮ ইয়াহুইয়া ইবন বুকাইর (র.)..... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন কোন জমি আবাদ করে, যা কারো মালিকানায় নয়, তাহলে সেই (মালিক হওয়ার) বেশী হকদার। উরওয়া (র.) বলেন, উমর (রা.) তাঁর খিলাফতকালে এরূপ ফায়সালা দিয়েছেন।

باب ١٤٦.

১৪৬০. পরিচ্ছেদ

২১৮৫ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرَى وَهُوَ فِي مَعْرَسِهِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ فِي بَطْنِ الْوَادِي فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ بِبَطْحَاءٍ مُبَارَكَةٍ فَقَالَ مُوسَى وَقَدْ أَنَاخَ بِنَا سَالِمٌ بِالْمَنَاخِ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَنْخِ بِهِ يَتَحَرَّى مَعْرَسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ وَسَطُ مَنْ ذَلِكَ

২১৮৫ কুতায়বা (র.).... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ যুল-হুলায়ফার উপত্যকায় শেষরাতে বিশ্রাম করছিলেন। তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে, তাঁকে বলা হল, আপনি বরকতময় উপত্যকায় রয়েছেন। মুসা (র.) বলেন, সালিম আমাদের সাথে সে জায়গাতেই উট বসিয়েছিলেন যেখানে আবদুল্লাহ (রা.) উট বসাতেন এবং সে জায়গা লক্ষ্য করতেন, যে জায়গায় রাসূলুল্লাহ ﷺ শেষরাতে অবতরণ করেছিলেন। সে জায়গা ছিল উপত্যকার মধ্যভাগে অবস্থিত মসজিদ থেকে নীচে এবং মসজিদ ও রাস্তার মধ্যখানে।

২১৮৬ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اللَّيْلَةُ أَنَانِي أَتِ مِنْ رَبِّي وَهُوَ بِالْعَقِيقِ أَنْ صَلَّيْتُ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقَالَ عُمَرَةُ فِي حَجَّةٍ

২১৮৬ ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র.).... উমর (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, গতরাতে আমার নিকট আমার রবের দূত এসেছিলেন। এ সময় তিনি আকীক উপত্যকায় অবস্থান করছিলেন। (এসে) তিনি বললেন, এই মুবারক উপত্যকায় সালাত আদায় করুন, আর তিনি বললেন হাজ্জের সাথে উমরারও থাকবে।

١٤٦١. بَابُ إِذَا قَالَ رَبُّ الْأَرْضِ أَقْرَبُ مَا أَقْرَبَكَ اللَّهُ وَلَمْ يَذْكُرْ أَجَلًا مَعْلُومًا
فَهُمَا عَلَى تَرَاخِيهِمَا

১৪৬১. পরিচ্ছেদ : যদি জমির মালিক বলে যে, আমি তোমাকে তত দিন থাকতে দিব ঋতু দিন আল্লাহ তোমাকে রাখেন এবং কোন নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ করল না। তখন তারা উভয়ে যত দিন রাযী থাকে, ততদিন এ চুক্তি কার্যকর থাকবে।

২১৮৭ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُقْدَامِ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ بَنِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَجَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا وَكَانَتْ الْأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ ﷻ وَلِرَسُولِهِ ﷺ وَلِلْمُسْلِمِينَ وَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، فَسَأَلَتِ الْيَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِيُقْرِمَهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَقَرَكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجَلَهُمْ عُمَرَ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ

২১৮৭ আহমদ ইবন মিকদাম ও আবদুর রাযযাক (র.).... ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, উমর ইবন খাত্তাব (রা.) ইয়াহুদী ও নাসারাদের হিজায় থেকে নির্বাসিত করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন খায়বার জয় করেন, তখন ইয়াহুদীদের সেখান থেকে বের করে দিতে চেয়েছিলেন। যখন তিনি কোন স্থান জয় করেন, তখন তা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুসলিমদের জন্য হয়ে যায়। কাজেই ইয়াহুদীদের সেখান থেকে বহিস্কার করে দিতে চাইলেন। তখন ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অনুরোধ করল, যেন তাদের সে স্থানে বহাল রাখা হয় এ শর্তে যে, তারা সেখানে চাষাবাদে দায়িত্ব পালন করবে আর ফসলের অর্ধেক তাদের থাকবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বললেন, আমরা এ শর্তে তোমাদের এখানে বহাল থাকতে দিব যতদিন আমাদের ইচ্ছা। কাজেই তারা সেখানে বহাল রইল। অবশেষে উমর (রা.) তাদেরকে তাইমা ও আরীহায় নির্বাসিত করে দেন।

১৬৬২. **بَابُ مَا كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يُوَأْسِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الزَّرْعَةِ وَالتَّمْرِ**

১৪৬২. পরিচ্ছেদ ৪ নবী ﷺ-এর সাহাবীগণ (রা.) কৃষিকাজ ও ফল-ফসল উৎপাদনে একে অপরকে সহযোগিতা করতেন।

২১৮৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَبِي النَّجَّاشِيِّ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَمِّهِ ظَهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ ظَهَيْرٌ لَقَدْ نَهَاَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَمْرِ كَانَ بَيْنَا رَافِعًا قُلْتُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَهُوَ حَقٌّ قَالَ دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ قُلْتُ نُوَاجِرُهَا عَلَى الرَّبِيعِ وَعَلَى الْأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ قَالَ لَا تَفْعَلُوا أَرْزَعُوهَا وَارْزَعُوهَا أَوْ امْسِكُوهَا قَالَ رَافِعٌ قُلْتُ سَمِعَا وَطَاعَةً

২১৮৮ মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল (র.)..... যুহাইর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একটি কাজ আমাদের উপকারী ছিলো, যা করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিষেধ করলেন। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেছেন, তাই সঠিক। যুহাইর (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা তোমাদের ক্ষেত- খামার কিভাবে চাষাবাদ কর? আমি বললাম, আমরা নদীর তীরের ফসলের শর্তে অথবা খেজুর ও যবের নির্দিষ্ট কয়েক ওসাক প্রদানের শর্তে জমি ইজারা দিয়ে থাকি। নবী ﷺ বললেন, তোমরা এরূপ করবে না। তোমরা নিজেরা তা চাষ করবে অথবা অন্য কাউকে দিয়ে চাষ कराবে অথবা তা ফেলে রাখবে। রাফি' (রা.) বলেন, আমি শুনলাম ও মেনে নিলাম।

২১৮৯ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ رِزْوَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانُوا يَرْزَعُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرَّبْعِ وَالنِّصْفِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَرْزَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ وَقَالَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَرْزَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ -

২১৮৯ উবায়দুল্লাহ ইবন মুসা (রা.) জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা এক-তৃতীয়াংশ, এক-চতুর্থাংশ ও অর্ধেক ফসলের শর্তে বর্গা চাষ করত। তখন নবী ﷺ বললেন, যে

ব্যক্তির নিকট জমি রয়েছে, সে যেন নিজে চাষ করে অথবা তা কাউকে দিয়ে দেয়। যদি তা না করে তবে সে যেন তার জমি ফেলে রাখে। রবী' ইব্ন নাফি আবু তাওবা (র.)..... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যার নিকট জমি রয়েছে, সে যেন তা নিজে চাষ করে, অথবা তার ভাইকে দিয়ে দেয়, যদি এটাও না করতে চায়, তবে সে যেন তার জমি ফেলে রাখে।

২১৭০ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ ذَكَرْتُهِ لَطَاوُسٍ فَقَالَ يُزْرَعُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلَكِنْ قَالَ أَنْ يَمْنَحَ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مَعْلُومًا

২১৭০ কাবীসা (র.).... আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (বর্গাচাষ সম্পর্কিত) এ হাদীসটি তাউস (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, চাষাবাদ করতে দেওয়া হোক। ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেছেন, নবী ﷺ তা (বর্গাচাষ) নিষেধ করেননি। তবে তিনি বলেছেন যে, তোমাদের নিজের ভাইকে জমি দান করে দেওয়া উত্তম, তার কাছ থেকে নির্দিষ্ট কিছু গ্রহণ করার চাইতে।

২১৭১ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يُكْرِى مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبَى بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى رَافِعٍ فَذَهَبَتْ مَعَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَا كُنَّا نُكْرِى مَزَارِعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَا عَلَى الْأَرْبَعَاءِ وَبِشَيْءٍ مِنَ التَّبْنِ

২১৭১ সুলায়মান ইব্ন হার্ব (র.).... নাফি' (র.) থেকে বর্ণিত যে, ইব্ন উমর (রা.) নবী ﷺ -এর সময়ে এবং আবু বকর, উমর, উসমান (রা.) মুআবিয়া (রা.)-এর শাসনের শুরু ভাগে নিজের ক্ষেত বর্গাচাষ করতে দিতেন। তারপর রাফি' ইব্ন খাদীজের বর্ণিত হাদীসটি তাঁর নিকট বর্ণনা করা হয় যে, নবী ﷺ ক্ষেত ভাগে ইজারা দিতে নিষেধ করেছেন। তখন ইব্ন উমর (রা.) রাফি'(রা.)-এর নিকট গেলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে গেলাম। তিনি (ইব্ন উমর) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি (রাফি' (রা.) বললেন, নবী ﷺ ক্ষেত ভাগে ইজারা দিতে নিষেধ করেছেন। তখন ইব্ন উমর (রা.) বললেন, আপনি তো জানেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যামানায় নালার পার্শ্বস্থ ক্ষেতের ফসলের শর্তে এবং কিছু ঘাসের বিনিময়ে আমাদের ক্ষেত ইজারা দিতাম।

২১৭২ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْأَرْضَ تُكْرَى ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ فَتَرَكَ كِرَاءَ الْأَرْضِ

২১৭২ ইয়াহুইয়া ইবন বুকাইর (র.).... সালিম (র.) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) বলেছেন, আমি জানতাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যামানায় ক্ষেত বর্গাচাষ করতে দেয়া হত। তারপর আবদুল্লাহ (রা.)-এর ভয় হলো, হয়ত নবী ﷺ এ সম্পর্কে এমন কিছু নতুন নির্দেশ দিয়েছেন, যা তাঁর জানা নেই। তাই তিনি ভাগে জমি ইজারা দেওয়া ছেড়ে দিলেন।

১৬৬২. بَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنْ أُمِّلَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ أَنْ تَسْتَأْجِرُوا الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ

১৪৬৩. পরিচ্ছেদ : সোনা-রূপার বিনিময়ে জমি ইজারা দেওয়া। ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, তোমরা যা কিছু করতে চাও তার মধ্যে উত্তম হলো, নিজের খালি জমি এক বছরের জন্য ইজারা দেওয়া

২১৭৩ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمَاءُ أَنَّهُمْ كَانُوا يَكْرُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الْأَرْبَعَاءِ أَوْ بِشَيْءٍ يَسْتَتْنِيهِ صَاحِبُ الْأَرْضِ فَهَنَانَا النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لِرَافِعٍ فَكَيْفَ هِيَ بِالْيَدِينَارِ وَالْدِّرْهَمِ فَقَالَ رَافِعٌ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالْيَدِينَارِ وَالْدِّرْهَمِ وَكَانَ الَّذِي نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ مَالُو نَظَرُ فِيهِ نَوُو الْفَهْمِ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ لَمْ يُجِزُوهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ﷺ مِنْ هَهُنَا قَوْلُ اللَّيْثِ وَكَانَ الَّذِي نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ

২১৭৩ আমর ইবন খালিদ (র.).... রাফি' ইবন খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার কাছে আমার চাচারা বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যামানায় লোকেরা নালার পার্শ্বস্থ ফসলের শর্তে কিংবা এমন কিছু শর্তে ভাগে জমি ইজারা দিত, যা ক্ষেতের মালিক নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নিত। নবী ﷺ আমাদের এরূপ করতে নিষেধ করেন। রাবী বলেন, আমি রাফি' (রা.)-কে বললাম, দীনার ও দিরহামের শর্তে জমি (ইজারা দেওয়া) কেমন? রাফি' (রা.) বললেন, দীনার ও দিরহামের বিনিময়ে ইজারা দেওয়াতে কোন দোষ নেই। (লায়ছ (র.) বলেন, আমার মনে হয়, যে বিষয়ে নিষেধ

করা হয়েছে, হালাল ও হারাম বিষয়ে বিজ্ঞজনেরা সে সম্পর্কে চিন্তা করলেও তারা তা জাযিয় মনে করবেন না। কেননা, তাতে (ক্ষতির) আশংকা রয়েছে। আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী র) বলেন, আমার মনে হয় যে, বিষয়ে নিষেধ করা হয়েছে- এখান থেকে লাইছ (র)-এর উক্তি শুরু হয়েছে।

১৬৬৮. بَابُ :

১৪৬৪. পরিচ্ছেদ

২১৭৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هِلَالٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَوْمًا يُحَدِّثُ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِي الزَّرْعِ فَقَالَ لَهُ أَلَسْتَ فِيمَا شِئْتَ قَالَ بَلَى : وَلَكِنْ أُحِبُّ أَنْ أَزْرَعَ قَالَ فَبَذَرَ فَبَادَرَ الطَّرْفَ شَبَابَهُ وَاسْتَوَاوَهُ وَاسْتَحْصَادَهُ فَكَانَ امْتِثَالَ الْجِبَالِ فَيَقُولُ اللَّهُ تَوَكَّلْ يَا ابْنَ آدَمَ فَإِنَّهُ لَا يُشْبِعُكَ شَيْءٌ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : وَاللَّهِ لَا تَجِدُهُ إِلَّا قُرْشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيًّا فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ وَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعٍ فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ

২১৯৪ মুহাম্মদ ইবন সিনান (র.)...আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, একদিন নবী ﷺ কথা বলছিলেন, তখন তাঁর নিকট গ্রামের একজন লোক বসা ছিল। নবী ﷺ বর্ণনা করেন যে, জান্নাত-বাসীদের কোন একজন তার রবের কাছে চাষাবাদের অনুমতি চাইবে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন, তুমি কি যা চাও, তা পাচ্ছ না? সে বলবে, হ্যাঁ নিশ্চয়ই। কিন্তু আমার চাষ করার খুবই আগ্রহ। নবী ﷺ বললেন, তখন সে বীজ বুনবে এবং তার চারা হওয়া, গাছ বড় হওয়া ও ফসল কাটা সব কিছু পলকের মধ্যে হয়ে যাবে। আর তা (ফসল) পাহাড় সমান হয়ে যাবে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হে আদম সন্তান! এ গুলো নিয়ে নাও। কোন কিছুই তোমাকে তৃপ্তি দেয় না। তখন গ্রাম্য লোকটি বলে উঠল, আল্লাহর কসম, এই ধরনের লোক আপনি কুরায়শী বা আনসারদের মধ্যেই পাবেন। কেননা তাঁরা চাষী। আর আমরা তো চাষী নই। (আমরা পশু পালন করি) একথা শুনে নবী ﷺ হেসে দিলেন।

১৬৬৯. بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفَرَسِ

১৪৬৫. পরিচ্ছেদ : বৃক্ষ রোপণ প্রসঙ্গে

২১৭৭ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إِنْ كُنَّا لَنَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ كَأَنَّا لَنَأَعْجُوزُ

تَأْخُذُ مِنْ أُصُولِ سَلْقٍ لَنَا كُنَّا نُفْرِسُهُ فِي أَرْبَعَانَا فَتَجْعَلُهُ فِي قِدْرِ لَهَا فَتَجْعَلُ فِيهِ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَحْمٌ ، وَلَا وَدَكٌ فَإِذَا صَلَيْنَا الْجُمُعَةَ زُرْنَاَهَا فَقَرَّبَتْهُ إِلَيْنَا فَكُنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَمَا كُنَّا نَتَغَدَّى وَلَا نَقِيلُ إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ -

২১৯৫ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র.).... সাহল ইব্ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জুমু'আর দিন আসলে আমরা আনন্দিত হতাম এ জন্য যে, আমাদের (প্রতিবেশী) এক বৃদ্ধা ছিলেন, তিনি আমাদের নালার ধারে লাগানো বীট গাছের মূল তুলে এনে তার ডেকচিতে রাখতেন এবং তার সাথে যবের দানাও মিশাতেন। (বর্ণনাকারী বলেন) আমার যতটুকু মনে পড়ে তিনি (সাহল) বলেছেন যে, তাতে কোন চর্বি বা তৈলাক্ত কিছু থাকতো না। আমরা জুমু'আর সালাতের পর বৃদ্ধার নিকট আসতাম এবং তিনি তা আমাদের সামনে পরিবেশন করতেন। এ কারণে জুমু'আর দিন আমাদের খুব আনন্দ হতো। আমরা জুমু'আর সালাতের পরই আহার করতাম এবং কায়লুলা (বিশ্রাম) করতাম।

২১৯৬ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَقُولُونَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ وَاللَّهُ الْمَوْعِدُ وَيَقُولُونَ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ لَا يَحْدِثُونَ مِثْلَ أَحَادِيثِهِ وَإِنْ أَخَوْتِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ وَإِنْ أَخَوْتِي مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ وَكُنْتُ امْرَأً مِسْكِينًا أَلْزَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى مِلَّةٍ بَطْنِي فَأَحْضَرُ حِينَ يَغِيثُونَ وَأَعَى حِينَ يَنْسَوْنَ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا لَنْ يَبْسُطَ أَحَدٌ مِنْكُمْ ثَوْبَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي هَذِهِ ثُمَّ يَجْمَعُهُ إِلَى صَدْرِهِ فَيَنْتَسِلِي مِنْ مَقَالَتِي شَيْئًا أَبَدًا فَبَسَطْتُ ثَمْرَةً لَيْسَ عَلَى ثَوْبٍ غَيْرُهَا حَتَّى قَضَى النَّبِيُّ ﷺ مَقَالَتَهُ ثُمَّ جَمَعْتُهَا إِلَى صَدْرِي فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا نَسِيتُ مِنْ مَقَالَتِهِ تِلْكَ إِلَى يَوْمِي هَذَا وَاللَّهِ لَوْ لَا أَيَّتَانِ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتُكُمْ شَيْئًا أَبَدًا : إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أُنْزِلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ إِلَى قَوْلِهِ الرَّحِيمِ

২১৯৬ মুসা ইব্ন ইসমাইল (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকজন বলে যে, আবু হুরায়রা বেশী হাদীস বর্ণনা করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কাছেই সবার প্রত্যাবর্তন। এবং তারা আরো বলে, মুহাজির ও আনসারদের কি হলো যে, তারা আবু হুরায়রার মতো এতো হাদীস বর্ণনা করেন না। (আবু হুরায়রা (রা.) বলেন,) আমার মুহাজির ভাইদেরকে বাজারে বেচা-কেনা এবং আনসার

ভাইদেরকে তাদের ক্ষেত খামার ও বাগানের কাজ- কর্ম ব্যতিব্যস্ত রাখত। আমি ছিলাম একজন মিসকীন লোক। পেটে যা জুটে, খেয়ে না খেয়ে তাতেই তুষ্ট থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পড়ে থাকতাম। তাই লোকেরা যখন অনুপস্থিত থাকত, আমি হাযির থাকতাম। লোকেরা যা ভুলে যেতো, আমি তা স্মরণ রাখতাম। একদিন নবী ﷺ বললেন, তোমাদের যে কেউ আমরা কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত তার চাদর বিছিয়ে রাখবে এবং আমরা কথা শেষ হলে চাদরখানা তাঁর বুকের সাথে মিলাবে, তাহলে সে আমার কোন কথা কখনো ভুলবে না। আমি আমার পশমী চাদরটা নবী ﷺ-এর কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিছিয়ে রাখলাম। সে চাদর ছাড়া আমার গায়ে আর কোন চাদর ছিল না। নবী ﷺ-এর কথা শেষ হওয়ার পর আমি তা আমার বুকের সাথে মিলালাম। সে সত্তার কসম, যিনি তাঁকে সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন, আজ পর্যন্ত আমি তাঁর একটি কথাও ভুলিনি। আল্লাহর কসম! যদি আল্লাহর কিতাবের এ দু'টি আয়াত না থাকত, তবে আমি কখনো তোমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করতাম না। (ত: এই) إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ الْآيَةِ - যারা আমার নাযিলকৃত নিদর্শনসমূহ গোপন করে..... আল্লাহ্ অত্যন্ত দয়ালু পর্যন্ত।

كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ

অধ্যায় : পানি সিঞ্চন

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

كِتَابُ الْمُسَاqَاةِ

অধ্যায় : পানি সিঞ্চন

١٤٦٦. بَابُ فِي الشَّرْبِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْمَاءَ لَمَّا هَبَّ مِنْهُ صَدَقَةٌ وَقَصِیْتَهُ جَانِزَةً مَقْسُومًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَقْسُومٍ أَلَا جَاجُ الْمُرِّ فَرَاتًا عَذْبًا، وَقَالَ عُثْمَانُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ يَشْتَرِي بِشْرٍ رُبْعًا فَيَكُونُ دَلْوُهُ فِيهَا كَدَلَاءِ الْمُسْلِمِينَ فَاشْتَرَاهَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

১৪৬৬. পরিচ্ছেদ : পানি বন্টনের হুকুম। মহান আল্লাহর বাণী : আর আমি প্রাণবান সবকিছু সৃষ্টি করলাম পানি থেকে, তবুও কি তারা ঈমান আনবে না? (২১ : ৩০) আল্লাহ পাক আরো ইরশাদ করেছেন, তোমরা যে পানি পান কর, তা সম্পর্কে কি তোমরা চিন্তা করেছ? তোমরাই কি তা মেঘ থেকে নামিয়ে আন, না আমি তা বর্ষণ করি? আমি ইচ্ছা করলে তা লবণাক্ত করে দিতে পারি। তবুও কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না? (৫৬ : ৬৮-৭০) কিছু লোকের মতে পানি খায়রাত করা ও ওসীয়াত করা জামিয, তা বন্টন করা হউক বা না হউক। المزن মেঘ অজাজ লবণাক্ত, ফরাত মিষ্ট। উসমান (রা.) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, কুমার কুপটি কে খরিদ করবে? তারপর তাতে বালতি দ্বারা পানি তোলার অধিকার তার ততোটুকুই থাকবে, যতটুকু সাধারণ মুসলমানের থাকবে (অর্থাৎ কুপটি ক্রয় করে জনসাধারণের জন্য ওয়াকফ করে দিবে)। এ কথা পর উসমান (রা.) কুপটি ক্রয় করেন (এবং ওয়াকফ করে দেন)।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ

২১১৭

بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِقَدَحٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ أَصْغَرُ الْقَوْمِ وَالْأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ يَا غُلَامُ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَهُ الْأَشْيَاخُ قَالَ مَا كُنْتُ لِأَثَرٍ بِفَضْلِي مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ

১১৯৭ সাঈদ ইবন আবু মারযাম (র.)..... সাহল ইবন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট একটি পিয়লা আনা হল। তিনি তা থেকে পান করলেন। তখন তাঁর ডান দিকে ছিল একজন বয়ঃকনিষ্ঠ বালক আর বয়স্ক লোকেরা ছিলেন তাঁর বাম দিকে। তিনি বললেন, হে বালক! তুমি কি আমাকে অবশিষ্ট (পানি টুকু) বয়স্কদেরকে দেওয়ার অনুমতি দিবে? সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার অবশিষ্ট পানির ব্যাপারে আমি কাউকে প্রাধান্য দিব না। এরপর তিনি তা তাকে দিলেন।

২১৯৮ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهَا حُلِبَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَاءَ دَاجِنٌ وَهِيَ فِي دَارِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَشَيْبَ لَبْنُهَا بِمَاءٍ مِنَ الْبَيْتِ الَّتِي فِي دَارِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْقَدَحَ فَشَرِبَ مِنْهُ حَتَّى إِذَا نَزَعَ الْقَدَحَ مِنْ فِيهِ وَعَلَى يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِي فَقَالَ عُمَرُ وَخَافَ أَنْ يُعْطِيَهُ الْأَعْرَابِيُّ اعْطِ أَبَا بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدَكَ فَأَعْطَاهُ الْأَعْرَابِيُّ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ قَالَ الْإِيْمَنُ فَأَلَايْمَنُ

১১৯৮ আবুল ইয়ামান (র.)..... আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য একটি বকরীর দুধ দোহন করা হল। তখন তিনি আনাস ইবন মালিক (রা.) -এর ঘরে অবস্থান করছিলেন এবং সেই দুধের সঙ্গে আনাস ইবন মালিকের বাড়ীর কূপের পানি মিশানো হল। তারপর পাত্রটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেওয়া হল। তিনি তা থেকে পান করলেন। পাত্রটি তাঁর মুখ থেকে আলাদা করার পর তিনি দেখলেন যে, তাঁর বাঁদিকে আবু বকর ও ডান দিকে একজন বেদুঈন রয়েছে। পাত্রটি তিনি হয়ত বেদুঈনকে দিয়ে দেবেন এ আশংকায় উমর (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বকর (রা.) আপনার পাশেই, তাকে পাত্রটি দিন। তিনি বেদুঈনকে পাত্রটি দিলেন, যে তাঁর ডানপাশে ছিল। তারপর তিনি বললেন, ডানদিকের লোক বেশী হকদার।

١٤٦٧. بَابُ مَنْ قَالَ إِنَّ مَصَابِعَ الْمَاءِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ حَتَّى يَرَوِيَ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا يَمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ

১৪৬৭. পরিচ্ছেদ : যিনি বলেন, পানির মালিক পানি ব্যবহারের বেশী হকদার, তার জমি পরিসিদ্ধিত না হওয়া পর্যন্ত। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করতে যেন কাউকে নিষেধ করা না হয়

২১৭৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَاءُ

২১৯৯ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.)....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঘাস উৎপাদন থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি রুখে রাখা যাবে না।

২২০০ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تُمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِيُمْنَعُوا بِهِ فَضْلَ الْكَلَاءِ

২২০০ ইয়াহইয়া ইবন যুকাইর (র.)....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অতিরিক্ত ঘাসে বাধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত পানি রুখে রাখবে না।

১৬৬৮. بَابُ مَنْ حَفَرَ بَيْتًا فِي مِلْكِهِ لَمْ يَضْمَنْ

১৪৬৮. পরিচ্ছেদ : কেউ যদি নিজের জায়গায় কূপ খনন করে (এবং তাতে যদি কেউ পড়ে মারা যায়) তা হলে মালিক তার জন্য দায়ী নয়

২২০১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَالْبَيْتَرُ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

২২০১ মাহমুদ (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, খনি ও কূপে কাজ করা অবস্থায় অথবা জন্তু - জানোয়ারের আঘাতে মারা গেলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না এবং রিকাযে (খনিজ দ্রব্য) পঞ্চমাংশ দিতে হবে।

১৬৬৯. بَابُ الْخُصُومَةِ فِي الْبَيْتْرِ وَالْقَضَاءِ فِيهَا

১৪৬৯. পরিচ্ছেদ : কূপ নিয়ে বিবাদ এবং এ ব্যাপারে ফায়সালা

২২০২ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ عَلَيْهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا الْآيَةَ فَجَاءَ الْأَشْعَثُ فَقَالَ مَا حَدَّثَكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْزَلَتْ

هَذِهِ الْآيَةُ كَانَتْ لِي بِئْرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمٍّ لِي فَقَالَ لِي شَهُودُكَ قُلْتُ مَا لِي شَهُودُ قَالَ
فِيمِائَةٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا يَحْلِفُ فَذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ هَذَا الْحَدِيثَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ذَلِكَ
تَصَدِّقًا لَهُ

২২৪২ আবদান (র.).... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানদের অর্থ সম্পদ (যা তার জিম্মায় আছে) আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা কসম খায়, সে আল্লাহর সঙ্গে এমন অবস্থায় মিলিত হবে যে, আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট থাকবেন। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন : যারা আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতিও নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে ---- এর শেষ পর্যন্ত। (৩ : ৭৭) এরপর আশআস (রা.) এসে বলেন, আবু আবদুর রাহমান (রা.) তোমার নিকট কি হাদীস বর্ণনা করছিলেন? এ আয়াতটি তো আমার সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আমার চাচাতো ভাইয়ের জায়গায় আমার একটি কূপ ছিল। (এ ব্যাপারে আমাদের মধ্যে বিবাদ হওয়ায়) নবী ﷺ আমাকে বললেন, তোমার সাক্ষী পেশ কর। আমি বললাম, আমার সাক্ষী নেই। তিনি বললেন তাহলে তাকে কসম খেতে হবে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সে তো কসম করবে। এ সময় নবী ﷺ এ হাদীস বর্ণনা করেন এবং আল্লাহ তা'আলা তাকে সত্যায়িত করে এই আয়াতটি নাযিল করেন।

১৪৭. بَابُ إِثْمٍ مَن مَّنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ مِنَ الْمَاءِ

১৪৭০. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি মুসাফিরকে পানি দিতে অস্বীকার করে, তার পাপ

২২.৩ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الْيَمِّ رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ فَمَنَعَهُ مِنْ ابْنِ السَّبِيلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يَبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا فَإِنَّ آعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخَطَ وَرَجُلٌ أَقَامَ سِلْعَتَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا

২২৩৩ মুসা ইব্ন ইসমাইল (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোকের প্রতি আল্লাহ তা'আলা দৃষ্টিপাত করবেন না এবং তাদের পরিভ্রম করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। এক ব্যক্তি- যার নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি আছে, অথচ সে মুসাফিরকে তা দিতে অস্বীকার করে। অন্য একজন সে ব্যক্তি, যে ইমামের হাতে একমাত্র দুনিয়ার স্বার্থে বায়আত হয়। যদি ইমাম তাকে কিছু দুনিয়াবী সুযোগ দেন, তা হলে সে খুশী

হয়, আর যদি না দেন তবে সে অসন্তুষ্ট হয়। অন্য একজন সে ব্যক্তি, যে আসরের সালাত আদায়ের পর তার জিনিসপত্র (বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে) তুলে ধরে আর বলে যে, আল্লাহর কসম, যিনি ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ নেই, আমার এই দ্রব্যের মূল্য এতো এতো দিতে আগ্রহ করা হয়েছে। (কিন্তু আমি বিক্রি করিনি) এতে এক ব্যক্তি তাকে বিশ্বাস করে (তা ক্রয় করে নেয়)। এরপর নবী ﷺ এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন : যারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছমূল্যে বিক্রয় করে (৩ : ৭৭)।

১৪৭। بَابُ سَكْرِ الْأَنْهَارِ

১৪৭১. পরিচ্ছেদ : নদী-নালায় বাঁধ দেওয়া

২২০৪ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَاصِمَ الزُّبَيْرِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ سَرَّحَ الْمَاءَ يَمْرُفَابَى عَلَيْهِ فَاخْتَصَمَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسَلَ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ أَنْ كَانَ ابْنُ عَمَّتِكَ قَتَلُونَ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَحْبَسَ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: فَلَا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

২২০৪ আবুদুলাহ ইবন ইউসুফ (র.).... আবদুল্লাহ ইবন যুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক আনসারী নবী ﷺ-এর সামনে যুবাইর (রা.)-এর সংগে হাররার নালায় পানির ব্যাপারে ঝগড়া করলো, যে পানি দ্বারা খেজুর বাগান সিঞ্চন করত। আনসারী বলল, নালায় পানি ছেড়ে দিন, যাতে তা (প্রবাহিত থাকে) কিন্তু যুবাইর (রা.) তা দিতে অস্বীকার করেন। তারা দু'জনে নবী ﷺ-এর নিকটে এ নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ যুবাইর (রা.)-কে বললেন, হে যুবাইর! তোমার যমীনে (প্রথমে) সিঞ্চন করে নেও। এরপর তোমার প্রতিবেশীর দিকে পানি ছেড়ে দাও। এতে আনসারী অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, সে তো আপনার ফুফাত ভাই। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা অসন্তুষ্টির লক্ষণ প্রকাশ পেল। এরপর তিনি বললেন, হে যুবাইর! তুমি নিজের জমি সিঞ্চন কর। এরপর পানি আটকিয়ে রাখ, যাতে তা বাঁধ পর্যন্ত পৌঁছে। যুবাইর (রা.) বললেন, আল্লাহর কসম, আমার মনে হয়, এ আয়াতটি এ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে : الْآيَةُ : فَلَا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ - কিন্তু না, তোমার রবের কসম! তারা মু'মিন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ বিসম্বাদের বিচার ভার আপনার উপর অর্পণ না করে (৪ : ৬৫)।

১৪৭২. بَابُ شَرْبِ الْأَعْلَى قَبْلَ الْأَسْفَلِ

১৪৭২. পরিচ্ছেদ : নীচু জমির আগে উঁচু জমিতে সিঁধন

২২.০৫ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ خَاصَمَ الزُّبَيْرُ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَا زُبَيْرُ اسْقِ ثُمَّ أَرْسَلَ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ إِنَّهُ ابْنُ عَمَّتِكَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اسْقِ يَا زُبَيْرُ حَتَّى يَبْلُغَ الْمَاءُ الْجَدْرَ ثُمَّ امْسِكْ فَقَالَ الزُّبَيْرُ فَأَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ : فَلَا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ -

২২০৫ আবদান (র.).... উরওয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যুযায়র (রা.) এক আনসারীর সঙ্গে ঝগড়া করলে নবী ﷺ বললেন, হে যুযায়র! জমিতে পানি সেচের পর তা ছেড়ে দাও। এতে আনসারী বলল, সে তো আপনার ফুফাত ভাই। একথা শুনে তিনি (সা.) বললেন, হে যুযায়র! পানি বাঁধে পৌছা পর্যন্ত সেচ দিতে থাক। তারপর বন্ধ করে দাও। যুযায়র (রা.) বলেন, আমার ধারণা এ আয়াতটি এ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে : فَلَا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ —তোমার রবের কসম, তারা মু'মিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার-ভার আপনার উপর অর্পণ না করে (৪ : ৬৫)।

১৪৭৩. بَابُ شَرْبِ الْأَعْلَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ

১৪৭৩. পরিচ্ছেদ : উঁচু জমির মালিক পায়ে টাখনু পর্যন্ত পানি ভরে নিবে

২২.৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ الْحَرَانِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بِنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ فِي شِرَاجٍ مِنَ الْحَرَةِ يَسْقَى بِهَا النُّخْلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْقِ يَا زُبَيْرُ فَأَمَرَهُ بِالْمَعْرُوفِ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى جَارِكَ قَالَ الْأَنْصَارِيُّ أَنْ كَانَ ابْنُ عَمَّتِكَ فَتَلَوْنَ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ اسْقِ ثُمَّ أَحْبَسَ يَرْجِعُ الْمَاءَ إِلَى الْجَدْرِ وَاسْتَوْعَى لَهُ حَقَّهُ فَقَالَ الزُّبَيْرُ وَاللَّهِ إِنْ هَذِهِ الْآيَةُ أَنْزَلَتْ فِي ذَلِكَ : فَلَا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، قَالَ لِي ابْنُ شِهَابٍ فَقَدَرْتُ الْأَنْصَارَ وَالنَّاسَ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ اسْقِ ثُمَّ أَحْبَسَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ وَكَانَ ذَلِكَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

[২২০৬] মুহাম্মাদ (র.).... উরওয়া ইব্ন যুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন আনসারী হাররার নালার পানি নিয়ে যুবাইরের সাথে ঝগড়া করল, যে পানি দিয়ে তিনি খেজুর বাগান সেচ দিতেন। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে যুবাইর, সেচ দিতে থাক। তারপর নিয়ম-নীতি অনুযায়ী তিনি তাকে নির্দেশ দিলেন, তারপর তা তোমার প্রতিবেশীর জন্য ছেড়ে দাও। এতে আনসারী বলল, সে আপনার ফুফাত ভাই তাই। একথায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা মুবারক বিবর্ণ হয়ে গেল। তখন তিনি বললেন, সেচ দাও, পানি ক্ষেতের বাঁধ পর্যন্ত পৌছে গেলে বন্ধ করে দাও। যুবাইরকে তিনি তার পুরা হক দিলেন। যুবাইর (রা.) বলেন, আল্লাহর কসম, এ আয়াত এ সম্পর্কে নাযিল হয় : فَلَا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمُ الْأَيَّةُ —তোমার প্রতিপালকের কসম, তারা মু'মিন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার-ভার আপনার উপর অর্পণ না করে। বর্ণনাকারী বলেন, ইব্ন শিহাবের বর্ণনা হচ্ছে নবী ﷺ-এর একথা পানি নেয়ার পর বাঁধ অবধি পৌছা পর্যন্ত তা বন্ধ রাখ। আনসার এবং অন্যান্য লোকেরা এর পরিমাণ করে দেখেছেন যে, তা টাখনু পর্যন্ত পৌছে।

١٤٧٤. بَابُ فَضْلِ سَقْيِ الْمَاءِ

১৪৭৪. অনুচ্ছেদ : পানি পান করানোর ফযীলত

[২২০৭] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ يَأْكُلُ التُّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الَّذِي بَلَغَ بِي فَنَزَلَ بِئْرًا فَمَلَأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ ثُمَّ رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِن لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا قَالَ فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٌ أَجْرٌ

[২২০৭] আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, একজন লোক রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে তার ভীষণ পিপাসা লাগলো। সে কূপে নেমে পানি পান করল। এরপর সে বের হয়ে দেখতে পেল যে, একটা কুকুর হাঁপাচ্ছে এবং পিপাসায় কাতর হয়ে মাটি চাটছে। সে ভাবল, কুকুরটারও আমার মত পিপাসা লেগেছে। সে কূপের মধ্যে নামল এবং নিজের মোজা ভরে পানি নিয়ে মুখ দিয়ে সেটি ধরে উপরে উঠে এসে কুকুরটিকে পানি পান করাল। আল্লাহ পাক তার আমল কবুল করলেন এবং আল্লাহ তার গোনাহ মাফ করে দেন। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ চতুষ্পদ জন্তুর উপকার করলেও কি আমাদের সাওয়াব হবে? তিনি বললেন, প্রত্যেক প্রাণীর উপকার করাতেই সাওয়াব রয়েছে।

২২০৮ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى صَلَاةُ الْكُسُوفِ فَقَالَ دَنْتُ مِنْهُ النَّارُ حَتَّى آتَى رَبِّي وَأَنَا مَعَهُمْ فَإِذَا امْرَأَةٌ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ تَخْذِشُهَا هِرَّةٌ قَالَ مَا شَأْنُ هَذِهِ قَالُوا حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا -

২২০৮ ইবন আবু মারযাম (র.)... আসমা বিন্ত আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ সূর্য গ্রহণের সালাত আদায় করলেন। তারপর বললেন, দোযখ আমার নিকটবর্তী করা হলে আমি বললাম, হে রব, আমিও কি এই দোযখীদের সাথে হবো? এমতাবস্থায় একজন মহিলা আমার নযরে পড়ল। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা, তিনি বলেছেন, বিড়াল তাকে (মহিলা) খামছাচ্ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ মহিলার কি হলো? ফেরেশতারা জবাব দিলেন, সে একটি বিড়াল বেঁধে রেখেছিল, যার কারণে বিড়ালটি ক্ষুধায় মারা যায়।

২২০৯ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ عُدْبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارُ قَالَ فَقَالَ وَاللَّهِ أَعْلَمُ : لَا أَنْتِ أَطْعَمْتِهَا وَلَا سَقَيْتِهَا حِينَ حَبَسَتْهَا وَلَا أَنْتِ أَرْسَلْتِهَا فَاكَلَتْ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ

২২০৯ ইসমাইল (র.).... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, একজন মহিলাকে একটি বিড়ালের কারণে আযাব দেওয়া হয়। সে বিড়ালটি বেঁধে রেখেছিল, অবশেষে বিড়ালটি ক্ষুধায় মারা যায়। এ কারণে মহিলা জাহান্নামে প্রবেশ করলো। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি (রাসূল ﷺ) বলেন, আল্লাহ ভালো জানেন, বাঁধা থাকাকালীন তুমি তাকে না খেতে দিয়েছিলে, না পান করতে দিয়েছিলে এবং না তুমি তাকে ছেড়ে দিয়ে ছিলে, তা হলে সে যমীনের পোকা-মাকড় খেয়ে বেঁচে থাকত।

১৬৭০. بَابُ مَنْ رَأَى أَنَّ صَاحِبَ الْحَوْضِ وَالْعَرْبَةَ أَحَقُّ بِمَاءِهِ

১৪৭৫. পরিচ্ছেদ : যাদের মতে হাউজ ও মশকের মালিক, সে পানির অধিক হক্কার।

২২১০ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِقَدَحٍ فَشَرِبَ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ هُوَ أَحَدُ الْقَوْمِ وَالْأَشْيَاحُ عَنْ يَسَارِهِ قَالَ يَا غُلَامُ أَتَأْتُنِي لِي أَنْ أُعْطِيَ الْأَشْيَاحُ فَقَالَ مَا كُنْتُ لَأُوْتِرَ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ

২২১০ কুতায়বা (র.).... সাহল ইব্ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট একটি পানির পেয়ালা আনা হলো। তিনি তা থেকে পান করলেন। তাঁর ডানদিকে একজন বালক ছিলো, সে ছিলো লোকদের মধ্যে সবচাইতে কম বয়স্ক এবং বয়োজ্যেষ্ঠ লোকেরা তার বাঁদিকে ছিল। তিনি ﷺ বললেন, হে বালক! তুমি কি আমাকে জ্যেষ্ঠদের এটি দিতে অনুমতি দিবে? সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনার উচ্চিষ্টের ব্যাপারে নিজের উপর কাউকে প্রাধান্য দিতে চাই না। এরপর তিনি তাকেই সেটি দিলেন।

২২১১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تُؤَدُّنَ رَجُلًا عَنْ حَوْضِي كَمَا تُؤَادُّ الْغَرِيبَةَ مِنَ الْأَيْلِ عَنِ الْحَوْضِ

২২১২ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.)..... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, আমি নিশ্চয়ই (কিয়ামতের দিন) আমার হাউজ (কাউসার) থেকে কিছু লোকদেরকে এমনভাবে তাড়াব, যেমন অপরিচিত উট হাউজ হতে তাড়ান হয়।

২২১৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ وَكَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْحَمُ اللَّهُ أُمَّ اسْمُعِيلَ لَوْ تَرَكْتَ زَمْزَمَ أَوْ قَالَ لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنَ الْمَاءِ لَكَانَتْ عَيْنًا مَعَيْنَا وَقَبِلَ جُرْهُمُ فَقَالُوا أَتَأْذِنِينَ أَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكَ قَالَتْ نَعَمْ وَلَا حَقٌّ لَكُمْ فِي الْمَاءِ قَالُوا نَعَمْ

২২১৪ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র.)... ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, ইসমাইল (আ.)-এর মা হাজিরা (আ.)-এর উপর আল্লাহ রহম করুন। কেননা যদি তিনি যমযমকে স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে দিতেন অথবা তিনি বলেছেন, যদি তা হতে অঞ্জলে পানি না নিতেন, তা হলে তা একটি প্রবাহিত ঝরনায় পরিণত হত। জুরহাম গোত্র তাঁর নিকট এসে বলল, আপনি কি আমাদেরকে আপনার নিকট অবস্থান করার অনুমতি দিবেন? তিনি (হাজিরা) বললেন, হ্যাঁ। তবে পানির উপর তোমাদের কোন অধিকার থাকবে না। তারা বলল, ঠিক আছে।

২২১৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يَكْلِمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا أَكْثَرُ مِمَّا أُعْطِيَ وَهُوَ كَاذِبٌ وَرَجُلٌ

حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ
فَيَقُولُ اللَّهُ الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَاءٍ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ * قَالَ عَلَى
حَدَّثَنَا سَفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ أَبَا صَالِحٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ

২২১৬ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, তিন শ্রেণীর লোকের সাথে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না এবং তাদের প্রতি তাকাবেনও না। (এক) যে ব্যক্তি কোন মাল সামানের ব্যাপারে মিথ্যা কসম খেয়ে বলে যে, এর দাম এর চেয়ে বেশী বলে ছিলো কিন্তু তা সত্ত্বেও সে তা বিক্রি করেনি। (দুই) যে ব্যক্তি আসরের সালাতের পর একজন মুসলমানের মাল-সম্পত্তি আত্মসাত করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা কসম করে। (তিন) যে ব্যক্তি তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি মানুষকে দেয় না। আল্লাহ তা'আলা বলবেন (কিয়ামতের দিন) আজ আমি আমার অনুগ্রহ থেকে তোমাকে বঞ্চিত রাখব। যেকোনো তুমি তোমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি থেকে বঞ্চিত রেখে ছিলে অথচ তা তোমার হাতের তৈরী নয়। আলী (র.) আর সালিহ (র.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি হাদীসের সনদটি নবী ﷺ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন।

১৬৭৬. بَابُ لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ

১৪৭৬. পরিচ্ছেদ : সংরক্ষিত চারণভূমি রাখা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ ছাড়া আর কারো অধিকার নেই।

২২১৬ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُؤْنُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جُثَامَةَ قَالَ إِنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَقَالَ بَلَّغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَسُولَ اللَّهِ
حِمَى النَّقِيعِ وَأَنَّ عَمَرَ حِمَى السَّرَفِ وَالرَّيْذَةِ

২২১৬ 'ইয়াহুইয়া ইব্ন বুকাইর (র.)..... সা'ব ইব্ন জাস্সামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, চারণভূমি সংরক্ষিত করা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ ছাড়া আর কারো অধিকারে নেই। তিনি বলেন, আমাদের নিকট রিওয়ায়াত পৌঁছেছে যে, নবী ﷺ নাকী'র চারণভূমি (নিজের জন্য) সংরক্ষিত করেছিলেন, আর উমর (রা.) সারারফ ও রাবায়ার চারণভূমি সংরক্ষণ করেছিলেন।

১৬৭৭. بَابُ شُرْبِ النَّاسِ وَالْذُّوَابِ مِنَ الْإِنْتِهَارِ

১৪৭৭. পরিচ্ছেদ নহর থেকে মানুষ ও চতুষ্পদ জন্তুর পানি পান করা

২২১৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ لِرَجُلٍ أَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ وَعَلَى رَجُلٍ وَذْرٌ قَامًا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رِبَطُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَطَالَ لَهَا فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيلِهَا ذَلِكَ مِنَ الثَّمَرِجِ أَوْ الرُّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ وَلَوْ أَنَّهُ انْقَطَعَ طِيلُهَا فَاسْتَنْتَتْ شَرْفًا أَوْ شَرْفَتَيْنِ كَانَتْ أَثَارُهَا وَأَرْوَاتُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ أَنَّهُ مَرَّتْ بِنَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَشْقَى كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ فَهِيَ لِذَلِكَ أَجْرٌ وَرَجُلٌ رِبَطُهَا تَغْنِيًا وَتَعَفُّفًا ثُمَّ لَمْ يَتَسَّحَقْ اللَّهُ فِي رِقَابِهَا وَلَا ظُهُورِهَا فَهِيَ لِذَلِكَ سِتْرٌ وَرَجُلٌ رِبَطُهَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَنَوَاءً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وَذْرٌ وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْحُمْرِ فَقَالَ مَا أُنْزِلَ عَلَى فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَادَةُ ، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

২২১৫ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.)....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঘোড়া একজনের জন্য সাওয়াব, একজনের জন্য ঢাল এবং আরেকজনের জন্য পাপ। সাওয়াব হয় তার জন্য, যে আল্লাহর রাস্তায় তা জিহাদের উদ্দেশ্যে বেঁধে রাখে এবং সে ঘোড়ার রশি চারণভূমি বা বাগানে লম্বা করে দেয়। এমতাবস্থায় সে ঘোড়া চারণ ভূমি বা বাগানে তার রশির দৈর্ঘ্য পরিমাণ যতটুকু চরবে, সে ব্যক্তির জন্য সে পরিমাণ সাওয়াব হবে। যদি তার রশি ছিড়ে যায় এবং সে একটি কিংবা দু'টি টিলা অতিক্রম করে, তাহলে তার প্রতিটি পদচিহ্ন ও তার গোবর মালিকের জন্য সাওয়াবে গণ্য হবে। আর যদি তা কোন নহরের পাশ দিয়ে যায় এবং মালিকের ইচ্ছা ব্যতিরেকে সে তা থেকে পানি পান করে, তাহলে এ জন্য মালিক সাওয়াব পাবে। আর ঢাল স্বরূপ সে লোকের জন্য, যে মুখাপেক্ষী ও ভিক্ষা নির্ভরতা থেকে বাঁচার জন্য তাকে বেঁধে রাখে। তারপর এর পিঠে ও গর্দানে আল্লাহর নির্ধারিত হক আদায় করতে ভুল করে না। গুনাহর কারণ সে লোকের জন্য, যে তাকে অহংকার ও লোক দেখাবার কিংবা মুসলমানদের প্রতি শত্রুতার উদ্দেশ্যে বেঁধে রাখে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে গাধা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে আমার প্রতি কোন আয়াত নাযিল হয়নি। তবে এ ব্যাপারে একটি পরিপূর্ণ ও অনন্য আয়াত রয়েছে। (তা হলো আল্লাহ তা'আলার এ বাণী) কেউ অনুপরিমাণ সৎকর্ম করলে সে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে সে তাও দেখতে পাবে (৯৯ : ৭-৮)।

২২১৭ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ . حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُتَّبِعِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ اللَّقْطَةِ فَقَالَ اِعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاعَهَا ثُمَّ عَرَفَهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَانِكَ بِهَا قَالَ فَضَالَةُ الْغَنَمِ قَالَ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلزُّنْبِ قَالَ فَضَالَةُ الْأَيْلِ قَالَ مَالِكٌ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاوُهَا وَحِذَاهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا

২২১৬ ইসমাইল (র.)..... য়াদ ইবন খালিদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে পড়ে থাকা জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন, থলেটি এবং তার মুখের বন্ধনটি চিনে রাখো। তারপর এক বছর পর্যন্ত তা ঘোষণা করতে থাক। যদি তার মালিক এসে যায় তো ভাল। তা নাহলে সে ব্যাপারে তুমি যা ভাল মনে কর তা করবে। সে আবার জিজ্ঞাসা করল, হারানো বকরি কি করব? তিনি বললেন, সেটি হয় তোমার, না হয় তোমার ভাইয়ের, না হয় নেকড়ে বাঘের। সে আবার জিজ্ঞাসা করল, হারানো উট হলে কি করব? তিনি বললেন, তাতে তোমার প্রয়োজন কি? তার সংগে তার মশক ও খুর রয়েছে। সে জলাশয়ে উপস্থিত হয়ে গাছ-পালা খাবে, শেষ পর্যন্ত তার মালিক তাকে পেয়ে যাবে।

১৬৭৮. بَابُ بَيْعِ الْحَطَبِ وَالْكَلَاءِ

১৪৭৮. পরিচ্ছেদ : শুকনো লাকড়ী ও ঘাস বিক্রি করা

২২১৭ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبَلًا فَيَأْخُذَ حُرْمَةً مِنْ حَطَبٍ فَيَبِيعَ فَيَكْفِيَ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أُعْطِيَ أَوْ مُنِعَ

২২১৭ মুয়াল্লা ইবন আসাদ (র.) যুবাইর ইবন আওয়াম (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ রশি নিয়ে লাকড়ীর আটি বেঁধে তা বিক্রি করে, এতে আল্লাহ তা'আলা তার সম্মান রক্ষা করেন, এটা তার জন্য মানুষের কাছে শিক্ষা করার চাইতে উত্তম! লোকজনের নিকট এমন চাওয়ার চেয়ে, যে চাওয়ায় কিছু পাওয়া যেতে পারে বা নাও পারে।

২২১৮ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَنْ يُحْتَطَبَ أَحَدُكُمْ حُرْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يُمْنَعَهُ -

২২১৮ ইয়াহইয়া ইবন বুকাইর (র.)..... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ

বলেছেন, কারো নিকট সাওয়াল করা, যাতে সে তাকে কিছু দিতেও পারে আবার নাও দিতে পারে, এর চেয়ে পিঠে বোঝা বহন করা (তা বিক্রি করা) উত্তম।

২২১৭ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ قَالَ أَصَبْتُ شَارِفًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَغْنَمٍ يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ وَأَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَارِفًا أُخْرَى فَأَنْخَثُهَا يَوْمًا عِنْدَ بَابِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ عَلَيْهِمَا إِخْرًا لِابْيَعَهُ وَمَعِيَ صَائِغٌ مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ فَاسْتَعَيْنَ بِهِ عَلَى وَلِيْمَةٍ فَاطِمَةٍ وَحَمْزَةٍ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَشْرَبُ فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ مَعَهُ قَيْنَةٌ فَقَالَتْ الْإِيحَامُ لِلشُّرَفِ النَّوَاءِ * فَتَارَ إِلَيْهِمَا حَمْزَةٌ بِالسَّيْفِ فَجَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا ثُمَّ أَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ وَمِنْ السَّنَامِ قَالَ قَدْجَبَ أَسْنِمَتَهُمَا فَذَهَبَ بِهَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَنَظَرْتُ إِلَى مَنَظَرٍ أَفْظَعَنِي، فَاتَّيْتُ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فَاخْتَرْتُهُ الْخَبَرَ وَمَعَهُ زَيْدٌ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَدَخَلَ عَلَى حَمْزَةٍ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ فَرَفَعَ حَمْزَةً بَصَرَهُ وَقَالَ هَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِأَبَائِي فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَهِّقِرُ حَتَّى خَرَجَ عَنْهُمْ وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ

২২১৯ ইব্রাহীম ইব্ন মুসা (র.).... আলী ইব্ন আবু তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বদরের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে আমি মালে গনীমত হিসাবে একটি উট লাভ করি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে আরো একটি উট দেন। একদিন আমি উট দু'টিকে একজন আনসারীর ঘরের দরজায় বসাই। আমার ইচ্ছা ছিলো এদের উপর ইযখির (এক ধরনের ঘাস) চাপিয়ে তা বিক্রি করতে নিয়ে যাবো। আমার সাথে বনু কায়নুকার একজন স্বর্ণকার ছিলো। আমি এর (ইযখির বিক্রি লব্ধ টাকা) দ্বারা ফাতিমা (রা.)-এর ওলীমা করতে সমর্থ হব। সে ঘরে হামযা ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা) শরাব পান করছিলেন। আর তাঁর সাথে একজন গায়িকাও ছিল। সে বলল, হে হামযা! তৈরী হও, মোটা উটগুলোর উদ্দেশ্যে। এরপর হামযা (রা.) উট দু'টোর দিকে তরবারি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং তাদের কুজ দু'টিও কেটে নিলেন এবং পেট ফেঁড়ে উভয়ের কলিজা বের করে নিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি ইব্ন শিহাব (র.)-কে জিজ্ঞাসা করি, কুজ কি করা হলো? তিনি বলেন, সেটি কেটে নিয়ে গেলেন। ইব্ন শিহাব বলেন, আলী বলেছেন, এই দৃশ্য দেখলাম এবং তা আমাকে ঘাবড়িয়ে দিল। এরপর আমি নবী ﷺ-এর নিকট আসলাম। তাঁর নিকট তখন যায়দ ইব্ন হারিসা (রা.) উপস্থিত ছিলেন। আমি তাঁকে খবর বললাম। তিনি বের হলেন এবং তাঁর সঙ্গে ছিলেন যায়দ (রা.)। আমিও তাঁর

সঙ্গে গেলাম। তিনি হামযা (রা.)-এর নিকট উপস্থিত হলেন এবং তার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করলেন। হামযা দৃষ্টি উঁচু করে তাঁদের দিকে তাকালেন। আর বললেন, তোমরা আমার বাপ-দাদার দাস বটে। হামযা (রা.)-এর এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ পিছনে সরে তাদের নিকট থেকে চলে আসলেন। ঘটনাটি শরাব হারাম হওয়ার আগেকার।

১৬৭৭. بَابُ الْقَطَائِعِ

১৪৭৯. পরিচ্ছেদ : জায়গীর

۲۲۲۰ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقْطَعَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَتِ الْاَنْصَارُ حَتَّى تَقْطَعَ لِاِخْوَانِنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِثْلَ الَّذِي تَقْطَعُ لَنَا قَالَ سَتَرُونَ بَعْدِي اَثَرَةً فَاَصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي

২২২০ সুলায়মান ইবন হারব (র.).... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আনসারদেরকে বাহরাইনে কিছু জায়গীর দিতে চাইলেন। তারা বলল, আমাদের মুহাজির ভাইদেরও আমাদের মতো জায়গীর না দেওয়া পর্যন্ত আমাদের জন্য জায়গীর দিবেন না। তিনি বলেন, আমার পর শীঘ্রই তোমরা দেখবে, তোমাদের উপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। তখন তোমরা সবর করবে, যে পর্যন্ত না তোমরা আমার সঙ্গে মিলিত হও।

১৬৮০. بَابُ كِتَابَةِ الْقَطَائِعِ وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ الْاَنْصَارَ لِيُقْطَعَ لَهُمْ بِالْبَحْرَيْنِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ فَعَلْتَ فَاكْتُتِبَ لِاِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشٍ بِمِثْلِهَا فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَرُونَ بَعْدِي اَثَرَةً فَاَصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي

১৪৮০. পরিচ্ছেদ : জায়গীর লিখে দেওয়া। লাইছ (র.).... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ আনসারদেরকে বাহরাইনে জায়গীর দেওয়ার জন্য ডাকলেন। তারা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি যদি তা করেন, তা হলে আমাদের কুরায়েশ ভাইদের জন্যও অনুরূপ জায়গীর লিখে দেন। কিন্তু নবী ﷺ-এর নিকট তখন তা ছিলো না। তারপর তিনি বলেন, আমার পর শীঘ্রই দেখবে, তোমাদের উপর অন্যদের প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। তখন তোমরা সবর করবে, আমার সঙ্গে মিলিত হওয়া (মৃত্যু) পর্যন্ত।

১৬৮১. بَابُ حَلْبِ الْاَيْلِ عَلَى الْمَاءِ

১৪৮১. পরিচ্ছেদ : পানির কাছের উটের দুধ দোহন করা

২২২১ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مِنْ حَقِّ الْإِيلِ أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ

২২২১ ইবরাহীম ইবন মুনযির (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন উটের হক এই যে, পানির কাছে তার দুধ দোহন করা।

১৪৮২. بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَعْرٌ أَوْ شِرْبٌ فِي حَائِطٍ أَوْ فِي نَخْلٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَيَّرَ فَمُعْرَتُهَا لِلْبَائِعِ فَلِلْبَائِعِ الْمَعْرُ وَالسَّقَى حَتَّى يَرْفَعَ وَكَذَلِكَ رَبُّ الْعَرِيَةِ

১৪৮২. পরিচ্ছেদ : খেজুরের বা অন্য কিছু বাগানে কোন লোকের চলার পথ কিংবা পানির কূপ থাকা। নবী ﷺ বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি খেজুর গাছের তাবীর (জী পুষ্পরেণু সংমিশ্রণের পর) করার পর ও তা বিক্রি করে, তা হলে তার ফল বিক্রেতার, চলার পথও পানির কূপ বিক্রেতার, যতক্ষণ ফল তুলে নেওয়া না হয়। আরিয়্যার মালিকেরও এই হুকুম।

২২২২ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَيَّرَ فَمُعْرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَعَنْ مَالِكٍ عَنْ تَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ فِي الْعَبْدِ

২২২২ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.)....আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি খেজুর গাছ তাবীর করার পর গাছ বিক্রয় করে, তার ফল বিক্রেতার। কিন্তু ক্রেতা শর্ত করলে তা তারই। আর যদি কেউ গোলাম বিক্রয় করে। এবং তার সম্পদ থাকে তবে সে সম্পদ যে বিক্রি করল তার। কিন্তু যদি ক্রেতা শর্ত করে তাহলে তা হবে তার। মালিক (র.).....উমর (রা.) থেকে গোলাম বিক্রয়ের ব্যাপারে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

২২২৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ ابْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَبَاعَ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا

২২২৩ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র.)...যায়দ ইব্ন সাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ অনুমান করে শুকনো খেজুরের বিনিময়ে আরায়া^১ বিক্রি করার অনুমতি দিয়েছেন।

২২২৪ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمَحَاقَلَةِ وَعَنِ الْمَزَابِنَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَأَنْ لَا تَبَاعَ إِلَّا بِالْذِّئَارِ وَالْدِرْهِمِ إِلَّا الْعَرَايَا

২২২৫ আবদুল্লাহ ইব্ন মহাম্মদ (র.)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মুখাবারা, মুহাকালার ও শুকনো খেজুরের বিনিময়ে গাছের খেজুর বিক্রি করা এবং ফল উপযুক্ত হওয়ার আগে তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। গাছে থাকা অবস্থায় ফল দিনার বা দিরহামের বিনিময়ে ছাড়া যেন বিক্রি করা না হয়। তবে আরায়া^২র অনুমতি দিয়েছেন।^২

২২২৬ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ قَزَعَةَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ الثَّمَرِ فِيمَا نُونٌ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ شَكَ دَاوُدُ فِي ذَلِكَ

২২২৭ ইয়াহইয়া ইব্ন কাযাআ (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ অনুমান করে শুকনো খেজুরের বিনিময়ে পাঁচ ওসাক^৩ কিংবা তার চাইতে কম আরায়ার বিক্রির অনুমতি দিয়েছেন। বর্ণনাকারী দাউদ এ বিষয়ে সন্দেহ করেছেন।

২২২৮ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ابْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي بِشِيرُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي حَتْمَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمَزَابِنَةِ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ إِلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ * قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنِي بِشِيرُ بْنُ مِثْلِهِ

২২২৯ যাকারিয়া ইব্ন ইয়াহইয়া (র.)..... রাফি ইব্ন খাদীজ ও সাহল ইব্ন আবু হাসমা (রা.) থেকে বর্ণিত, তাঁরা উভয়ে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুযাবানা অর্থাৎ গাছে ফল থাকা অবস্থায় তা শুকনা ফলের বিনিময়ে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু যারা আরায়া করে, তাদের জন্য তিনি এর অনুমতি দিয়েছেন।^৪

১. আরায়া-এর ব্যাখ্যা পরিচ্ছেদ নং ১৩৬০ পৃষ্ঠা নং ৮৩ দ্রষ্টব্য।

২. মুখাবারা, মুহাকালার প্রভৃতি ব্যাখ্যা “ক্রয় বিক্রয়” অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

৩. ষাট “সা”-য়ে এক “ওসাক” আর এক “সা” সাড়ে তিন সের সমান।

৪. খেজুর বাগানের মালিক যদি কোন ব্যক্তিকে খেজুর খাওয়ার জন্য অনুমতি দান করে একে আরায়া বলা হয়।

كِتَابُ الْأِسْتِقْرَاضِ

অধ্যায় : ঋণ গ্রহণ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

كِتَابٌ فِي الْأَسْتِقْرَاضِ وَأَدَاءِ الدِّيُونِ وَالْحَجَرِ وَالتَّقْلِيْسِ

অধ্যায় : ঋণ গ্রহণ, ঋণ পরিশোধ, নিষেধাজ্ঞা আরোপ ও দেউলিয়া ঘোষণা

١٤٨٢. بَابٌ مِّنْ اشْتَرَىٰ بِالْذِّينِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ ثَمَنُهُ أَوْ لَيْسَ بِحَضَرَةٍ

১৪৮৩. পরিচ্ছেদ : যে ধারে খরিদ করে অথচ তার কাছে তার মূল্য নেই কিংবা তার সঙ্গে নেই

٢٢٢٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كَيْفَ تَرَىٰ بَعِيرَكَ أَتَبِيعُنِيهِ قُلْتُ نَعَمْ فَبِعْتُهُ إِيَّاهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ غَوْتُ إِلَيْهِ بِالْبَعِيرِ فَأَعْطَانِي ثَمَنَهُ

২২২৭ মুহাম্মদ (র.).....জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে যুদ্ধে শরীক হই। তখন তিনি বলেন, তুমি কি মনে কর, তোমার উটটি আমার নিকট বিক্রি করবে কি? আমি বললাম, হ্যাঁ। তারপর আমি সেটি তাঁর নিকট বিক্রি করলাম। পরে তিনি মদীনায় এলেন, আমি সকাল বেলা উটটি নিয়ে তাঁর নিকট গেলাম। তখন তিনি আমাকে-এর দাম দিলেন।

٢٢٢٨ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَاكُرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلَامِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَىٰ طَعَامًا مِّنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجَلٍ وَرَهْنَهُ بِرَعَا مِّنْ حَدِيدٍ

২২২৮ মুয়াল্লা ইবন আসাদ (রা.)... আবদুল ওয়াহিদ সূত্রে আ'মাশ (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমরা ইব্রাহীম নাখযীর কাছে ধার (বাকীতে) ক্রয় করা সম্পর্কে আলোচনা করলাম। তখন তিনি বললেন, আসওয়াদ (রা.) বর্ণনা করেন যে, 'আয়িশা (রা.) থেকে, নবী ﷺ এক ইয়াহুদীর

কাছে থেকে এক নির্দিষ্ট মিয়াদে (বাকীতে) খাদ্য ক্রয় করেন এবং তার নিকট নিজের লোহার বর্মটি বন্ধক রাখেন।

১৬৮৬. بَابُ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَوْ اتْلَافَهَا

১৪৮৪. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি মানুষের সম্পদ গ্রহণ করে পরিশোধ করার উদ্দেশ্যে অথবা বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে

২২২৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْسِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ اتْلَافَهَا اتْلَفَهُ اللَّهُ

২২২৭ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ উয়ায়সী (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মানুষের মাল (ধার) নেয় পরিশোধ করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা তা আদায়ের ব্যবস্থা করে দেন। আর যে তা নেয় বিনষ্ট করার নিয়্যাতে আল্লাহ তা'আলা তাকে ধ্বংস করেন।

১৬৮৭. بَابُ أَدَاءِ الدِّيُونِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : إِنْ اللَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

১৪৮৫. পরিচ্ছেদ : ঋণ পরিশোধ করা। আর আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ আমানত তার হকদারকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন। আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার পরিচালনা করবে, তখন ন্যায় পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের যে উপদেশ দেন তা কত উৎকৃষ্ট। আল্লাহ সব শুনে, সব দেখেন। (৪ : ৫৮)

২২৩০ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو شَهَابٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا أَبْصَرَ يَعْنِي أَحَدًا قَالَ مَا أَحَبُّ أَنَّهُ يَحُولُ لِي ذَهَبًا يَمْكُثُ عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا دِينَارٌ أَرْصِدُهُ لِدَيْنٍ ثُمَّ قَالَ إِنْ الْأَكْثَرَيْنِ هُمُ الْأَقْلَوْنَ إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هُكَذَا وَهَكَذَا أَبُو شَهَابٍ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ

شِمَالِهِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَقَالَ مَكَانَكَ وَتَقَدَّمَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَسَمِعْتُ صَوْتًا فَأَرَدْتُ أَنْ أَتِيَهُ ثُمَّ
ذَكَرْتُ قَوْلَهُ مَكَانَكَ حَتَّى أَتَيْكَ فَلَمَّا جَاءَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الَّذِي سَمِعْتُ أَوْ قَالَ الصَّوْتُ
الَّذِي سَمِعْتُ وَقَالَ وَهَلْ سَمِعْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ مَنْ
مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَمَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا قَالَ نَعَمْ

২২৩৫ আহ্মদ ইব্ন ইউনুস (র.)... আবু যার (রা.) থেকে, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -এর সংগে ছিলাম। যখন তিনি উহুদ পাহাড় দেখলেন, তখন বললেন, আমি পসন্দ করি না যে, এই পাহাড়টি আমার জন্য সোনায পরিণত করা হোক এবং এর মধ্য থেকে একটি দিনার ও (স্বর্ণ মুদ্রা) আমার নিকট তিন দিনের বেশী থাকুক, সেই দীনার ব্যতীত যা আমি ঋণ আদায়ের জন্য রেখে দেই। তারপর তিনি বললেন, যারা অধিক সম্পদশালী তারা ই (সাওয়াবের দিক দিয়ে) স্বল্পের অধিকারী। কিন্তু যারা এভাবে ওভাবে ব্যয় করেন (তারা ব্যতীত)। (বর্ণনাকারী) আবু শিহাব তার সামনের দিকে এবং ডান ও বাম দিকে ইশারা করেন এবং বলেন, এইরূপ লোক খুব কম আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি এখানেই অবস্থান কর। তিনি একটু দূরে গেলেন। আমি কিছু শব্দ শুনতে পেলাম। তখন আমি তার কাছে আসতে চাইলাম। এরপর “আমি ফিরে আসা পর্যন্ত তুমি এখানে অবস্থান কর” তাঁর এ কথাটি আমার মনে পড়ল। তিনি যখন আসলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, যা আমি শুনলাম অথবা বললেন যে আওয়াযটি আমি শুনতে পেলাম তা কি? তিনি বললেন, তুমি কি শুনেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমার কাছে জিবরীল (আ.) এসেছিলেন এবং তিনি বললেন, আপনার কোন উম্মত আল্লাহর সংগে কোন কিছু শরীক না করে মারা গেলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি বললাম, যদিও সে এরূপ, এরূপ কাজ করে? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

২২৩৬ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ
حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أَحَدٍ ذَهَبًا مَا يَسْرُنِي أَنْ لَا يَمُرُّ عَلَى ثَلَاثٍ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا
شَيْءٌ أَرْصِدُهُ لِذَيْنِ رَوَاهُ صَالِحٌ وَعُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ

২২৩৬ আহ্মদ ইব্ন শাবীব ইবন সাদ্দ (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার কাছে যদি উহুদ পাহাড়ের সমান সোনা থাকত, তাহলেও আমার পসন্দ নয় যে, তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর তার কিছু অংশ আমার কাছে থাকুক। তবে এতটুকু পরিমাণ ব্যতীত, যা আমি ঋণ পরিশোধ করার জন্য রেখে দেই। ছালিহ ও উকাইল (র.) যুহরী (র.) থেকে এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

১৪৮৬. بَابُ اسْتِقْرَاضِ الْاِبِلِ

১৪৮৬. পরিচ্ছেদ : উট ধার নেওয়া

২২৩২ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا سَلْمَةُ بْنُ كَهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلْمَةَ يَمْنِيُ يَحْيَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمُّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا وَاشْتَرَوْا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطَوْهُ إِيَّاهُ قَالُوا لَا نَجِدُ إِلَّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ قَالَ اشْتَرَوْهُ فَأَعْطَوْهُ إِيَّاهُ فَإِنْ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

২২৩২ আবু ওয়ালীদ (র.)...আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তার পাওনা আদায়ের কড়া তাগাদা দিল। সাহাবায়ে কিরাম তাকে শায়েস্তা করতে উদ্যত হলেন। তিনি বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। কেননা, পাওনাদারের কথা বলার অধিকার রয়েছে। তার জন্য একটি উট কিনে আন এবং তাকে তা দিয়ে দাও। তাঁরা বললেন, তার উটের চাইতে বেশী বয়সের উট ছাড়া আমরা পাচ্ছি না। তিনি বললেন, সেটিই কিনে তাকে দিয়ে দাও। কারণ, তোমাদের উত্তম লোক সেই, যে উত্তমরূপে ঋণ পরিশোধ করে।

১৪৮৭. بَابُ حُسْنِ التَّقَاضِي

১৪৮৭. পরিচ্ছেদ : সুন্দরভাবে (প্রাপ্য) তাগাদা করা

২২৩৩ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رَبِيعٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَاتَ رَجُلٌ فَقِيلَ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ قَالَ كُنْتُ أَبَايَعُ النَّاسَ فَاتَّجَوَّزُ عَنِ الْمُؤَسِّرِ وَأَخِفُّ عَنِ الْمُعْسِرِ فَغْفِرَ لَهُ قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ

২২৩৩ মুসলিম (র.)..... হযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, একজন লোক মারা গেল, তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো তুমি কি বলতে? সে বলল, আমি লোকজনের সাথে বোচা-কেনা করতাম। ধনীদেবকে অবকাশ দিতাম এবং গরীবদেরকে হ্রাস করে দিতাম। কাজেই তাকে মাফ করে দেওয়া হলো। আবু মাসউদ (রা.) বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট হতে এ হাদীস শুনেছি।

১৪৮৮. بَابُ هَلْ يُعْطَى أَكْبَرُ مِنْ سِنِّهِ

১৪৮৮. পরিচ্ছেদ : কম বয়সের উটের বদলে বেশী বয়সের উট দেয়া যায় কি?

২২২৬ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كَهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَتَقَاضَاهُ بَعِيرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْطُوهُ فَقَالُوا مَا نَجِدُ إِلَّا سِنًا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ قَالَ الرَّجُلُ أَوْفَيْتَنِي أَوْفَاكَ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً

২২৩৪ মুসাদ্দাদ (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একজন লোক নবী ﷺ-এর নিকট তার (প্রাপ্য) উটের তাগাদা দিতে আসে। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের বললেন, তাকে একটি উট দিয়ে দাও। তাঁরা বললেন, তার চাইতে উত্তম বয়সের উটই পাচ্ছি। লোকটি বললো, আপনি আমাকে পূর্ণ হক দিয়েছেন, আল্লাহ আপনাকে যেন পূর্ণ হক দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকে সেটি দিয়ে দাও। কেননা মানুষের মধ্যে সেই উত্তম, যে উত্তমরূপে ঋণ পরিশোধ করে।

১৪৮৭. بَابُ حُسْنِ الْقَضَاءِ

১৪৮৯. পরিশ্ছেদঃ উত্তমরূপে ঋণ পরিশোধ করা।

২২২৫ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ سِنٌَّ مِنَ الْإِبِلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ أَعْطُوهُ فَطَلَبُوا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًا فَوَقَّعَهَا، فَقَالَ أَعْطُوهُ فَقَالَ أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللَّهِ لَكَ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً

২২৩৫ আবু নুআইম (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর যিম্মায় একজন লোকের এক নির্দিষ্ট বয়সের উট ঋণ ছিল। লোকটি তাঁর নিকট সেটির তাগাদা করতে আসল। তিনি সাহাবীদের বললেন, তাকে একটি উট দিয়ে দাও। তাঁরা সে বয়সের উট তালাশ করলেন। কিন্তু তার চাইতে বেশী বয়সের উট ছাড়া পাওয়া গেলো না। তিনি বললেন, সেটি তাকে দিয়ে দাও। লোকটি বলল, আপনি আমাকে পূর্ণ হক দিয়েছেন, আল্লাহ আপনার পূর্ণ বদলা দিন। নবী ﷺ বললেন, তোমাদের মধ্যে উত্তম লোক সেই, যে উত্তমরূপে ঋণ পরিশোধ করে।

২২২৭ حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دُبَّارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ مِسْعَرُ أَرَاهُ قَالَ ضُحَى، فَقَالَ صَلِّ رَكَعَتَيْنِ وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي

[২২৩৬] খাল্লাদ ইবন ইয়াহুইয়া (র.).... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর কাছে আসলাম। তখন তিনি মসজিদে ছিলেন। মিসআর (র.) বলেন, আমার মনে হয়, তিনি বলেছেন, তা ছিল চাশতের ওয়াক্ত। তিনি বললেন, দু' রাকাআত সালাত আদায় কর। তাঁর কাছে আমার কিছু ঋণ প্রাপ্য ছিল। তিনি আমার ঋণ আদায় করলেন এবং পাওনার চাইতেও বেশী দিলেন।

১৬৯০. بَابُ إِذَا قُضِيَ نَوْنُ حَقِّهِ أَوْ حَلَّ لَهُ فَهُوَ جَائِزٌ

১৪৯০. পরিচ্ছেদ : ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি পাওনাদারের প্রাপ্য থেকে কম পরিশোধ করে অথবা পাওনাদার তার প্রাপ্য মাফ করে দেয় তবে তা বৈধ

[২২৩৭] حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ كَعْبٍ بَنِ مَالِكٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَاشْتَدَّ الْغُرْمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ، فَاتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلْتُهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَانِطِي وَيَحْلِلُوا أَبِي فَأَبَوْا فَلَمْ يُعْطِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ حَانِطِي وَقَالَ سَنَغْدُو عَلَيْكَ فَعَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ فَطَافَ فِي النَّخْلِ وَدَعَا فِي ثَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ فَجَدَدْتُهَا فَقَضَيْتُهُمْ وَيَقَى لَنَا مِنْ ثَمَرِهَا.

[২২৩৭] আবদান (র.)... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেন যে, তাঁর পিতা উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন এবং তাঁর উপর কিছু ঋণ ছিল। পাওনাদাররা তাদের পাওনা সম্পর্কে কড়াকড়ি শুরু করে দিল। আমি নবী ﷺ-এর সমীপে আসলাম। তিনি তাদেরকে আমার বাগানের ফল নিয়ে নিতে এবং আমার পিতার অবশিষ্ট ঋণ মাফ করে দিতে বললেন। কিন্তু তারা তা মানল না। নবী ﷺ তাদেরকে আমার বাগানটি দিলেন না। আর তিনি (আমাকে) বলেন, আমরা সকালে তোমার কাছে আসব। তিনি সকাল বেলায় আমাদের কাছে আসলেন এবং বাগানের চারদিকে ঘুরে বরকতের জন্য দু'আ করলেন। আমি ফল পেড়ে তাদের সমস্ত ঋণ আদায় করে দিলাম এবং আমার কাছে কিছু অতিরিক্ত খেজুর রয়ে গেল।

১৬৯১. بَابُ إِذَا قَامَ أَوْ جَازَقَهُ فِي الدَّيْنِ ثَمَرًا يَتَمَرُّ أَوْ غَيْرِهِ

১৪৯১. পরিচ্ছেদ : ঋণদাতার সঙ্গে কথা বলা এবং ঋণ খেজুর অথবা অন্য কিছুর বিনিময়ে অনুমান করে আদায় করা জাযিয়

[২২৩৮] حَدَّثَنَا إِسْرَاهِيلُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ وَهَبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ تُوْفِيَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ وَسَقَا

لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرٌ فَأَبَى أَنْ يُنْظَرَهُ فَكَلَّمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِيَشْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَلَّمَ الْيَهُودِيَّ لِيَأْخُذَ ثَمَرَ نَخْلِهِ بِأَيْتِي لَهُ فَأَبَى فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّخْلَ فَمَشَى فِيهَا ثُمَّ قَالَ لَجَابِرٍ جُدْ لَهُ فَأَوْفَ لَهُ الَّذِي لَهُ فَجَدَّهُ بَعْدَ مَا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَوْفَاهُ ثَلَاثِينَ وَسَقَا وَفَضَّلَتْ لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَسَقَا فَجَاءَ جَابِرٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِيُخْبِرَهُ بِالَّذِي كَانَ فَوَجَدَهُ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ فَلَمَّا انْتَصَرَ أَخْبَرَهُ بِالْفَضْلِ فَقَالَ أَخْبِرْ ذَلِكَ ابْنَ الْخَطَّابِ فَذَهَبَ جَابِرٌ إِلَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَقَدْ عَلِمْتُ حِينَ مَشَى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُبَارِكَ فِيهَا

২২৩৮ ইব্রাহীম ইব্ন মুনিযির (র.).... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত যে, তাঁর পিতা একজন ইয়াহুদীর কাছে থেকে নেওয়া ত্রিশ ওসাক (খেজুর) ঋণ রেখে ইত্তিকাল করেন। জাবির (রা.) তার নিকট. (ঋণ পরিশোধের জন্য) সময় চান। কিন্তু সে সময় দিতে অস্বীকার করে। জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে কথা বললেন, যেন তিনি তার জন্য ইয়াহুদীর কাছে সুপারিশ করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এলেন এবং ইয়াহুদীর সাথে কথা বললেন, ঋণের বদলে সে যেন তার খেজুর গাছের ফল নিয়ে নেয়। কিন্তু সে তা অস্বীকার করল। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বাগানে প্রবেশ করে সেখানে গাছের (চারদিক) হাঁটাচলা করলেন। তারপর তিনি জাবির (রা.)-কে বললেন, ফল পেড়ে তার সম্পূর্ণ প্রাপ্য আদায় করে দাও। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফিরে আসার পর তিনি ফল পাড়লেন এবং তাকে এরপর পূর্ণ ত্রিশ ওসাক (খেজুর) দিয়ে দিলেন এবং সতর ওসাক (খেজুর) অতিরিক্ত রয়ে গেল। জাবির (রা.) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বিষয়টি অবহিত করার জন্য আসলেন। তিনি তাঁকে আসরের সালাত আদায় করা অবস্থায় পেলেন। তিনি সালাত শেষ করলে তাঁকে অতিরিক্ত খেজুরের কথা অবহিত করলেন। তিনি বললেন, খবরটি ইব্ন খাত্তাব (উমর)-কে পৌছাও। জাবির (রা.) উমর (রা.)-এর কাছে গিয়ে খবরটি পৌছালেন। উমর (রা.) তাঁকে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ^(৭৩) বাগানে প্রবেশ করে হাঁটাচলা করলেন, তখনই আমি বুঝতে পারছিলাম যে, নিশ্চয় এতে বরকত দান করা হবে।

١٤٩٢. بَابُ مَنْ اسْتَعَاذَ مِنَ الدِّينِ

১৪৯২. পরিচ্ছেদঃ ঋণ থেকে পানাহ চাওয়া

٢٢٣٩ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو

فِي الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَائِمْ وَالْمَغْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا أَكْثَرُ مَا تَسْتَعِينُ مِنَ الْمَغْرَمِ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ

২২৩৩ ইসমাইল (র.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতে এই বলে দু'আ করতেন, হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে গুনাহ্ এবং ঋণ থেকে পানাহ্ চাচ্ছি। একজন প্রশ্নকারী বলল, (ইয়া রাসূলুল্লাহ)! আপনি ঋণ থেকে এত বেশী বেশী পানাহ্ চান কেন? তিনি জওয়াব দিলেন, মানুষ ঋণগ্রস্ত হলে যখন কথা বলে মিথা বলে এবং ওয়াদা করলে তা খেলাফ করে।

১৪৭২. بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ تَرَكَ دَيْنًا

১৪৯৩. পরিচ্ছেদ : ঋণগ্রস্ত মৃত ব্যক্তির উপর সালাতে জানাযা

২২৪০ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًا فَالْيَتَا

২২৪০ আবুল ওয়ালীদ (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মাল রেখে গেল, তা তার ওয়ারিসদের আর যে দায়-দায়িত্বের বোঝা রেখে গেল, তা আমার যিম্মায়।

২২৪১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوَّلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَقْرَأُ إِنْ شِئْتُمْ: النَّبِيُّ ﷺ أَوَّلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضِيَاعًا فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلَاهُ

২২৪১ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, দুনিয়া ও আখিরাতে আমি প্রত্যেক মু'মিনেরই সবচেয়ে ঘনিষ্ঠতর। যদি তোমরা ইচ্ছা কর তাহলে এ আয়াতটি তিলাওয়াত করে দেখ : **النَّبِيُّ ﷺ أَوَّلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ** : নবী ﷺ মু'মিনদের নিকট তাদের নিজদের অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর। তাই যখন কোন মু'মিন মারা যায় এবং মাল রেখে যায়, তা হলে তার যে আত্মীয়-স্বজন থাকে তারা তার ওয়ারিস হবে; আর যদি সে ঋণ কিংবা অসহায় পরিজন রেখে যায়, তবে তারা যেন আমার নিকট আসে; আমিই তাদের অভিভাবক।

১৪৭৪. بَابُ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

১৪৯৪. পরিচ্ছেদ : ধনী ব্যক্তির (ঋণ আদায়ে) টালবাহানা করা জুলুম

২২৪২ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

২২৪২ মুসাদ্দাদ (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ধনী ব্যক্তির (ঋণ আদায়ে) টালবাহানা করা জুলুম।

১৪৭৫. بَابُ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالٌ * وَيُذَكَّرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّهُ قَالَ لِيَ الْوَاجِدِ يَحِلُّ عِرْضُهُ وَعُقُوبَتُهُ قَالَ سُفْيَانُ عِرْضُهُ يَقُولُ مَطْلَتْنِي وَعُقُوبَتُهُ الْحَبْسُ

১৪৯৫. পরিচ্ছেদ : হকদারের বলার অধিকার রয়েছে। নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, মালদার ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে টালবাহানা তার মানহানী ও শাস্তি বৈধ করে দেয়। সুফিয়ান (র.) বলেন, তার মানহানী অর্থ-প্রাপকের একথা বলা যে, তুমি আমার সঙ্গে টালবাহানা করছ আর তার শাস্তির অর্থ হচ্ছে বন্দী করা

২২৪৩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ يَتَقَاضَاهُ فَاغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا

২২৪৩ মুসাদ্দাদ (র.).... আবু হুরায়রা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর কাছে এক লোক (ঋণ পরিশোধের) তাগাদা দিতে আসল এবং কড়া কথা বলল। সাহাবীগণ তাকে শায়েস্তা করতে উদ্যত হলে নবী ﷺ বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। হকদারের(কড়া) কথা বলার অধিকার রয়েছে।

১৪৭৬. بَابُ إِذَا وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ فِي الْجَبْعِ وَالْقَرْضِ وَالْوَدِيعَةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَقَالَ الْحَسَنُ إِذَا أَفْلَسَ وَتَبَيَّنَ لَمْ يَجْزُ عِتْقُهُ وَلَا بَيْعُهُ وَلَا شِرَاؤُهُ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَضَى عُثْمَانُ مَنِ اقْتَضَى مِنْ حَقِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفْلِسَ فَهُوَ لَهُ، وَمَنْ عَرَفَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

১৪৯৬. পরিচ্ছেদ : ক্রয়-বিক্রয়, ঋণ ও আমানত এর ব্যাপারে কেউ যদি তার মাল নিঃসম্বলের নিকট পায়, তবে সে-ই অধিক হকদার। হাসান (বসরী র.) বলেন, যদি সে প্রকাশ্যে দেউলিয়া (নিঃসম্বল) হয়ে যায়, তাহলে তার দাসমুক্তি ও ক্রয়-বিক্রয় জাযিয নয়। সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (রা.) বলেন, উসমান (রা.) ফায়সালা দিয়েছেন যে, কারো নিঃসম্বল ঘোষিত হওয়ার আগে যদি কেউ তার প্রাপ্য আদায় করে নেয়, তবে তা তারই। আর যে তার মাল সনাক্ত করতে পারে, সে তার বেশী হকদার।

۲۲۴۶ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَمْرٍو بْنُ حَزْمٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَتَرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِسْأَنٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا الْإِسْنَادُ كُلُّهُمْ كَانُوا عَلَى الْقَضَاءِ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَابُو بَكْرٍ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبُو هُرَيْرَةَ كَانُوا كُلُّهُمْ عَلَى الْمَدِينَةِ

২২৪৪ আহমদ ইব্ন ইউনুস (র.)....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিংবা তিনি বলেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, যখন কেউ তার মাল এমন লোকের কাছে পায়, যে নিঃসম্বল হয়ে গেছে, তবে অন্যের চাইতে সে-ই তার বেশী হকদার। আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী র.) বলেন, এ সনদে উল্লেখিত রাবীগণ বিচারকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তারা হলেন ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ, আবু বকর ইব্ন মুহাম্মদ, উমর ইব্ন আবদুল আযীয, আবু বকর ইব্ন আবদুর রহমান (র.) ও আবু বকর (র.) তারা সকলেই মদীনায বিচারক ছিলেন।

۱۴۹۷. بَابُ مَنْ أَخَّرَ الْفَرِيمَ إِلَى الْفَدْرِ أَوْ نَحْوِهِ وَلَمْ يَرَ ذَلِكَ مَطْلًا وَقَالَ جَابِرٌ اشْتَدُّ الْفُرْمَاءُ فِي حَقِّهِمْ فِي دَيْنِ أَبِي فَسَأَلَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطِي فَأَبَوْا فَلَمْ يُعْطِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ الْحَائِطُ وَلَمْ يَكْسِرْهُ لَهُمْ وَقَالَ سَأَلْتُمْ عَلَيَّكَ غَدًا فَعَدَّا عَلَيْنَا حِينَ أَطْبَعَ فَعَدَّا فِي ثَمَرِهَا بِالْبَرْكَهْ فَقَضَيْنَاهُمْ

১৪৯৭. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি পাওনাদারকে আগামীকাল বা দু'তিন দিনের জন্য সময় পিছিয়ে দেয় আর একে টালবাহানা মনে করে না। জাবির (রা.) বলেন, আমার পিতার ঋণের ব্যাপারে পাওনাদাররা তাদের পাওনার জন্য কঠোর ব্যবহার করে। তখন নবী ﷺ তাদেরকে আমার বাগানের ফল গ্রহণ করতে বললেন। কিন্তু তারা অস্বীকার করল। এতে নবী ﷺ তাদেরকে বাগান দিলেন না এবং তাদের জন্য ফলও নির্ধারণ করে দিলেন না। তিনি বলেন, আমি আগামীকাল সকালে তোমার ওখানে আসব। সকাল হলে তিনি আমাদের কাছে এলেন এবং বাগানের ফলের মধ্যে বরকতের জন্য দু'আ করলেন। তারপর আমি তাদের পাওনা পরিশোধ করে দিলাম।

১৬৭৮. بَابُ مَنْ بَاعَ مَالَ الْمُفْلِسِ أَوْ الْمُعْدِمِ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْفُرَمَاءِ أَوْ أَعْطَاهُ حَتَّى يُثْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ

১৪৯৮. পরিচ্ছেদ : গরীব বা অভাবী ব্যক্তির মাল বিক্রি করে তা পাওনাদারদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া অথবা তার নিজের খরচের জন্য দিয়ে দেওয়া।

২২৪৫ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمِ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رِيَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ نَعِيمٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَآخَذَ ثَمَنَهُ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ

২২৪৫ মুসাদ্দাদ (র.)... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে কেউ তার গোলামকে মরণোত্তর শর্তে আযাদ করল। নবী ﷺ বললেন, কে আমার থেকে এই গোলামটি খরিদ করবে? তখন নু'আইম ইবন আবদুল্লাহ (রা.) সেটি ক্রয় করলেন। নবী(স) তার দাম গ্রহণ করে গোলামের মালিককে দিয়ে দিলেন।

১৬৭৯. بَابُ إِذَا اقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى أَوْ أَجَلُهُ فِي الْبَيْعِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْقَرْضِ إِلَى أَجَلٍ لَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ أُعْطِيَ أَفْضَلَ مِنْ دَرَاهِمِهِ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ عَمْرٍو بْنُ دِينَارٍ هُوَ إِلَى أَجَلِهِ فِي الْقَرْضِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسَلِّفَهُ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى..... الْحَدِيثُ

১৪৯৯. পরিচ্ছেদ : নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণ দেওয়া কিংবা ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে সময় নির্ধারণ করা। ইবন উমর (রা.) বলেন, নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণ নিতে কোন দোষ নেই। আর শর্ত করা ব্যতীত তার পাওনা টাকার বেশী দেওয়া হলে কোন ক্ষতি নেই। আতা ও আমর ইবন দীনার (রা.) বলেন, ঋণ গ্রহীতা নির্ধারিত মিয়াদ মেনে চলবে। লাইস (রা.) আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের এক লোকের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে, সে তার নিজ গোত্রের একজন লোকের নিকট ঋণ চায়। এরপর সে তাকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণ দেয় এবং এরপর বর্ণনাকারী হাদীসটি শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

১৫০০. بَابُ الشَّفَاعَةِ فِي وَضْعِ الدِّينِ

১৫০০. পরিচ্ছেদ : ঋণ থেকে কমিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে সুপারিশ

২২৮৬ حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَغِيرَةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَصِيبَ عَبْدُ اللَّهِ وَتَرَكَ عِيَالًا وَدِينًا فَطَلَبْتُ إِلَى أَصْحَابِ الدِّينِ أَنْ يَضَعُوا بَعْضًا مِنْ دِينِهِ فَأَبَوْا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَشْفَعْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا فَقَالَ صَنِّفْ تَمْرَكَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهُ عَلَى حِدَةٍ عَذَقَ ابْنُ زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ وَاللَّيْثُ عَلَى حِدَةٍ وَالْعَجْوَةُ عَلَى حِدَةٍ ثُمَّ أَحْضَرَهُمْ حَتَّى أَتَيْكَ فَفَعَلْتُ ثُمَّ جَاءَ فَقَعَدَ عَلَيْهِ وَكَالَ لِكُلِّ رَجُلٍ حَتَّى اسْتَوْفَى وَبَقِيَ التَّمْرُ كَمَا هُوَ كَانَهُ لَمْ يُمْسَ وَغَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى نَاصِحٍ لَنَا فَارْخَفَ الْجَمَلُ فَتَخَلَّفَ عَلَى فَوْكَزِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ خَلْفِهِ قَالَ بِعْنِيهِ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمَّا دَنَوْنَا اسْتَأْذَنْتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَدِيثٌ عَهْدٍ بِعُرسٍ قَالَ فَمَا تَزَوَّجْتَ بِكَرًا أَوْ ثِيَابًا قُلْتُ ثِيَابًا أَصِيبَ عَبْدُ اللَّهِ وَتَرَكَ جَوَارِيَ صِغَارًا فَتَزَوَّجْتُ ثِيَابًا تَعْلِمُهُنَّ وَتُؤَدِّبُهُنَّ، ثُمَّ قَالَ إِنَّتِ أَهْلُكَ فَقَدِمْتُ فَأَخْبَرْتُ خَالِيَّ بِبَيْعِ الْجَمَلِ فَلَا مَنِي فَأَخْبَرْتُهُ بِأَعْيَاءِ الْجَمَلِ وَبِالَّذِي كَانَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَكَوْزِهِ إِيَّاهُ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ غَدَوْتُ إِلَيْهِ بِالْجَمَلِ فَأَعْطَانِي ثَمَنَ الْجَمَلِ وَالْجَمَلِ وَسَهْمِي مَعَ الْقَوْمِ

২২৮৬ মূসা (রা.) জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রা.) উহদের যুদ্ধে শহীদ হন এবং পরিবার-পরিজন ও ঋণ রেখে যান। আমি পাওনাদারের নিকট কিছু ঋণ মাফ করে দেওয়ার

জন্য অনুরোধ করি। কিন্তু তারা তা অস্বীকার করে। আমি নবী ﷺ-এর নিকট গিয়ে তাঁর দ্বারা তাদের কাছে সুপারিশ করাই। তবুও তারা অস্বীকার করল। তখন নবী ﷺ বললেন, প্রত্যেক শ্রেণীর খেজুর আলাদা আলাদা করে রাখ। আয়ক ইবন য়াদ এক জায়গায়, লীন আরেক জায়গায় এবং আজওয়াহ অন্য জায়গায় রাখবে। তারপর পাওনাদারদের হাযির করবে। তখন আমি তোমার নিকট আসব। আমি তাই করলাম। তারপর নবী ﷺ আসলেন এবং তার উপর বসলেন। আর প্রত্যেককে মেপে মেপে দিলেন। শেষ পর্যন্ত পুরাপুরি আদায় করলেন। কিছু খেজুর যেমন ছিল তেমনি রয়ে গেল, যেন কেউ স্পর্শ করেনি। আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে একবার আমাদের একটি উটে চড়ে জিহাদে গিয়েছিলাম। উটটি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং আমাকে নিয়ে পেছনে পড়ে যায়। নবী ﷺ পেছন থেকে উটটিকে চাবুক মারেন এবং বলেন, এটি আমার নিকট বিক্রি করে দাও। তবে মদীনা পর্যন্ত তুমি এর উপর সাওয়ার হতে পারবে। আমরা যখন মদীনার নিকটে আসলাম তখন আমি তাঁর কাছে জলদি বাড়ী যাওয়ার অনুমতি চাইলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি নব বিবাহিত। তিনি বললেন, কুমারী বিয়ে করেছ, না বিবাহিতা? আমি বললাম, বিবাহিতা। কেননা (আমার পিতা) আবদুল্লাহ (রা.) ছোট ছোট মেয়ে রেখে শহীদ হয়েছেন। তাই আমি বিবাহিতা বিয়ে করেছি, যাতে সে তাদের জ্ঞান ও আদব শিক্ষা দিতে পারে। তিনি বললেন, তবে তোমার পরিবারের নিকট যাও। আমি গেলাম এবং উট বিক্রির কথা আমার মামার কাছে বললাম। তিনি আমাকে তিরস্কার করলেন। আমি তার নিকট উটটি ক্লান্ত হয়ে যাওয়ার এবং নবী ﷺ-এর এটিকে আঘাত করার ও তার (মু'জিযার) কথা উল্লেখ করলাম। নবী ﷺ মদীনায় পৌঁছলে আমি উটটি নিয়ে তাঁরা কাছে হাযির হলাম। তিনি আমাকে উটটির মূল্য এবং উটটিও দিয়ে দিলেন। আর লোকদের সংগে আমার (গনীমতের) অংশ দিলেন।

১৫০। **بَابُ مَا يُنْهَى عَنْ إِضَاعَةِ الثَّمَالِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
الْفُسَادَ ، أَلَا يُضْلِحْ عَمَلُ الْمُفْسِدِينَ وَقَالَ صَلَوَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا
يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ وَقَالَ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ
أَمْوَالَكُمُ وَالْحَجَرَ فِي ذَلِكَ وَمَا يُنْهَى عَنِ الْخِدَاعِ**

১৫০১. পরিচ্ছেদ : ধন-সম্পত্তি বিনষ্ট করা নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ আল্লাহ অশান্তি পসন্দ করেন না (২ঃ২০৫) আল্লাহ অশান্তি সৃষ্টিকারীদের কর্ম সার্থক করেন না। (১০ : ৮১) তারা বলল, হে শুআয়ব! তোমার সালাত কি তোমাকে নির্দেশ দেয় যে, আমাদের পিতৃপুরুষেরা যার ইবাদত করত, আমাদের তা বর্জন করতে হবে এবং আমরা ধন-সম্পদ সম্পর্কে যা করি তাও না? (১১ : ৮৭) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন : এবং তোমরা তোমাদের সম্পদ নির্বোধদের হাতে অর্পণ করো না। (৪ : ৫) এই প্রেক্ষিতে অপব্যয় ও প্রতারণা নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কে

২২৪৭ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنِّي أَخْذَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُولُهُ

২২৪৭ আবু নুয়াইম (র.).. ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে বলল, আমাকে ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকা দেয়া হয়। তিনি বলেন, ক্রয়-বিক্রয়ের সময় তুমি বলবে, ধোঁকা দিবে না। এরপর লোকটি ক্রয়-বিক্রয়ের সময় এই কথা বলত।

২২৪৮ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ وَرَادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمّهَاتِ وَوَادَ الْبَنَاتِ، وَمَنْعًا وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قَيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ

২২৪৮ উসমান (র.).... মুগীরা ইবন শোবা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর হারাম করেছেন, মায়ের নাফরমানী, কন্যা সন্তানদেরকে জীবন্ত কবর দেওয়া, কারো প্রাপ্য না দেওয়া এবং অন্যায়ভাবে কিছু নেওয়া আর অপসন্দ করেছেন অনর্থক বাক্য ব্যয়, অতিরিক্ত প্রশ্ন করা, আর মাল বিনষ্ট করা।

১৫০২. بَابُ الْعَبْدِ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَلَا يَعْمَلُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

১৫০২. পরিচ্ছেদ : গোলাম তার মালিকের সম্পদের রক্ষক। সে তার মালিকের অনুমতি ব্যতীত তা ব্যয় করবে না।

২২৪৯ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلَامَامٌ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّحُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ فَسَمِعْتُ هَؤُلَاءِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَحْسِبُ

النَّبِيُّ ﷺ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

২২৪৯ আবুল ইয়ামান (র.)..... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষক। আর প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে। নেতা (ইমাম) একজন রক্ষক, সে তার অধীনস্থদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে। পুরুষ তার পরিবারের রক্ষক, সে তার পরিবারের লোকজন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের রক্ষক, তাকে তার রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। ইবন উমর (রা.) বলেন, আমি এ সকলই রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছি। আমার মনে হয় তিনি এ কথাও বলেছেন, ছেলে তার পিতার সম্পত্তির রক্ষক এবং সে জিজ্ঞাসিত হবে তার রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে। অতএব, তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষক এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে।

كِتَابُ الْخُصُومَاتِ

অধ্যায় : কলহ-বিবাদ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

كِتَابُ الْخُصُومَاتِ

অধ্যায় : কলহ-বিবাদ

১০.২. بَابُ مَا يُذَكَّرُ فِي الْأَشْخَاصِ وَالْخُصُومَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِ

১৫০৩. পরিচ্ছেদ : ঋণগ্রস্তকে স্থানান্তরিত করা এবং মুসলিম ও ইয়াহুদীর মধ্যে কলহ-বিবাদ

২২৫০. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ النَّزَّالَ بْنَ سَبْرَةَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَجُلًا قَرَأَ آيَةً، سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خِلَافَهَا فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَأَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ كِلَاكُمَا مُحْسِنٌ قَالَ شُعْبَةُ أَظُنُّهُ قَالَ لَا تَخْتَلِفُوا فَإِنْ مَن كَانَ قَبْلَكُمْ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا

২২৫০ আবুল ওয়ালীদ (র)..... আবদুল্লাহ (ইবন মাসউদ রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে একটি আয়াত পড়তে শুনলাম। অথচ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে (আয়াতটি) অন্যরূপ পড়তে শুনেছি। আমি তার হাত ধরে তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে এলাম। তিনি বললেন, তোমরা উভয়েই ঠিক পড়েছ। শু'বা (র) বলেন, আমার মনে হয়, তিনি বলেছিলেন, তোমরা বাদানুবাদ করো না। কেননা, তোমাদের পূর্ববর্তীরা বাদানুবাদ করে ধ্বংস হয়েছে।

২২৫১. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَبَّ رَجُلَانِ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ الْمُسْلِمُ وَالَّذِي اصْطَفَى مُحَمَّدًا عَلَى الْعَالَمِينَ وَقَالَ الْيَهُودِيُّ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِينَ فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ عِندَ ذَلِكَ فَلَطَمَ وَجْهَ الْيَهُودِيِّ فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ

الْمُسْلِمِ ، فَدَعَا النَّبِيَّ ﷺ الْمُسْلِمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَخْخِرُونِي عَلَى مُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ يَصْغِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاصْغِقْ مَعَهُمْ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ ، فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ جَانِبَ الْعَرْشِ فَلَا أَثَرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَغِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أَوْ كَانَ مِنْهُمْ اسْتَثْنَى اللَّهُ

২২৫১ ইয়াহুইয়া ইব্ন কাযাআ (র.)..... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দু' ব্যক্তি একে অপরকে গালি দিয়েছিল। তাদের একজন ছিল মুসলিম, অন্যজন ইয়াহুদী। মুসলিম লোকটি বলল, তাঁর কসম, যিনি মুহাম্মদ ﷺ-কে সমস্ত জগতের মধ্যে ফযীলত প্রদান করেছেন। আর ইয়াহুদী লোকটি বলল, সে সত্তার কসম, যিনি মূসা (আ)-কে সমস্ত জগতের মধ্যে ফযীলত দান করেছেন। এ সময় মুসলিম ব্যক্তি নিজের হাত উঠিয়ে ইয়াহুদীর মুখে চড় মারল। এতে ইয়াহুদী ব্যক্তিটি নবী ﷺ-এর কাছে গিয়ে তার এবং মুসলিম ব্যক্তিটির মধ্যে যা ঘটে ছিল, তা তাঁকে অবহিত করল। নবী ﷺ মুসলিম ব্যক্তিটিকে ডেকে আনলেন এবং এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন। সে ঘটনা বলল। নবী ﷺ বললেন, তোমরা আমাকে মূসা (আ)-এর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিও না। কারণ কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ বেহুঁশ হয়ে পড়বে, তাদের সাথে আমিও বেহুঁশ হয়ে পড়ব। তারপর সকলের আগে আমার হুঁশ আসবে, তখন (দেখতে পাবো) মূসা (আ) আরশের একপাশ ধরে রয়েছেন। আমি জানি না, তিনি বেহুঁশ হয়ে আমার আগে হুঁশে এসেছেন অথবা আল্লাহ তা'আলা যাঁদেরকে বেহুঁশ হওয়া থেকে রেহাই দিয়েছেন, তিনি তাঁদের মধ্যে ছিলেন।

২২৫২ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ جَاءَ يَهُودِيٌّ فَقَالَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ ضَرْبَ وَجْهِ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِكَ فَقَالَ مَنْ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ ادْعُوهُ فَقَالَ أَضْرِبْتَهُ قَالَ سَمِعْتُهُ بِالسُّوقِ يَحْلِفُ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ قُلْتُ أَيْ خَبِثْتُ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ فَأَخَذْتَنِي غَضَبُهُ ضَرِبْتُ وَجْهَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَخْخِرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ فَإِنَّ النَّاسَ يَصْغِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى أَخِذَ بِقَائِمَةٍ مِنَ قَوَائِمِ الْعَرْشِ فَلَا أَثَرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَغِقَ أَوْ حُوسِبَ بِصَغِقَتِهِ الْأَوَّلَى

২২৫২ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র.)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার

রাসূলুল্লাহ ﷺ বসা ছিলেন, এমন সময় এক ইয়াহুদী এসে বলল, হে আবুল কাসিম! আপনার এক সাহাবী আমার মুখে আঘাত করেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কে? সে বলল, একজন আনসারী। তিনি বললেন, তাকে ডাক। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি ওকে মেরেছ? সে বলল, আমি তাকে বাজারে শপথ করে বলতে শুনেছিঃ শপথ তাঁর, যিনি মুসা (আ)-কে সকল মানুষের উপর ফযীলত দিয়েছেন। আমি বললাম, হে খবীস, বল, মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপরও কি? এতে আমার রাগ এসে গিয়েছিল, তাই আমি তার মুখের উপর আঘাত করি। নবী ﷺ বললেন, তোমরা নবীদের একজনকে অপরাধের উপর ফযীলত দিও না। কারণ, কিয়ামতের দিন সকল মানুষ বেহুঁশ হয়ে পড়বে। তারপর যমীন ফাটবে এবং যারাই উঠবে, আমিই হব তাদের মধ্যে প্রথম। তখন দেখতে পাব মুসা (আ) আরশের একটি পায়ার ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি জানি না, তিনিও বেহুঁশ লোকদের মধ্যে ছিলেন, না তাঁর পূর্বকার (তুর পাহাড়ের) বেহুঁশী তাঁর জন্য যথেষ্ট হয়েছে।

২২০৩ حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا هَمَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضُ رَأْسِ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجْرَيْنِ قِيلَ مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكَ أَفْلَانُ أَفْلَانُ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا فَأَخَذَ الْيَهُودِيُّ فَأَعْتَرَفَ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَرَضَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجْرَيْنِ

২২৫৩ মুসা (র.).... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এক ইয়াহুদী একটি দাসীর মাথা দু'টি পাথরের মাঝখানে রেখে ঠেঁতলিয়ে দিয়েছিল। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, কে তোমাকে এরূপ করেছে? অমুক ব্যক্তি, অমুক ব্যক্তি? যখন জনৈক ইয়াহুদীর নাম বলা হল- তখন সে দাসী মাথার দ্বারা হ্যাঁ সূচক ইশারা করল। ইয়াহুদীকে ধরে আনা হল। সে অপরাধ স্বীকার করল। তখন নবী ﷺ তার সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন। তখন তার মাথা দু'টি পাথরের মাঝখানে রেখে ঠেঁতলিয়ে দেওয়া হল।

১৫০৪. بَابُ مَنْ رَدَّ أَمْرَ السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ الْعَقْلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرٌ عَلَيْهِ الْأَمَامُ وَيُذَكِّرُ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ عَلَى الْمُتَصَدِّقِ قَبْلَ النَّهْرِ ثُمَّ نَهَاهُ * وَقَالَ مَالِكٌ إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ وَلَهُ عَبْدٌ لَأَشَى لَهُ غَيْرُهُ فَأَعْتَقَهُ لَمْ يَجْزِ عِتْقُهُ وَمَنْ بَاعَ عَلَى الضَّعِيفِ وَنَحْوِهِ وَدَفَعَ ثَمَنَهُ إِلَيْهِ وَأَمَرَهُ بِالْإِصْلَاحِ وَالْعِقَامِ بِشَأْنِهِ فَإِنْ أَفْسَدَ بَعْدَ مَنَعَةٍ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ إِصْاعَةِ الْعَمَالِ وَقَالَ لِلَّذِي يُخْدَعُ فِي الثَّبِيْعِ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ وَلَمْ يَأْخُذِ النَّبِيُّ ﷺ مَالَهُ

১৫০৪. পরিচ্ছেদ : যিনি বোকা ও নির্বোধ ব্যক্তির লেন-দেন করা প্রত্যাখ্যান করেছেন। যদিও ইমাম (কাষী) তার লেন-দেনে বাধা আরোপ করেননি। জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, সাদকা দানকারীকে নিষেধ করার পূর্বে সে যে সাদকা করছিল, নবী^(স) তাকে তা ফেরত দিয়েছেন। এরপর (অনুরূপ অবস্থায়) তাকে সাদকা করা থেকে নিষেধ করেছেন। ইমাম মালিক (র.) বলেন, কারো উপর যদি ঋণ থাকে এবং তার কাছে একটি গোলাম ছাড়া আর কিছুই না থাকে, আর সে যদি গোলামটি আযাদ করে তবে তার এ আযাদ করা জাযিয় নয়। যে ব্যক্তি কোন নির্বোধ বা এ ধরনের কোন লোকের সম্পত্তি বিক্রি করে এবং বিক্রি মূল্য তাকে দিয়ে দেয় ও তাকে তার অবস্থার উন্নতি ও অর্থকে যথাযথ ব্যবহার করতে নির্দেশ দেয়। এরপর যদি সে তার অর্থ নষ্ট করে দেয় তাহলে সে তাকে অর্থ ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখবে। কেননা, নবী ﷺ সম্পদ বিনষ্ট করতে নিষেধ করেছেন। যে লোককে ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকা দেওয়া হত, তাকে তিনি ﷺ বলেছেন, যখন তুমি ক্রয়-বিক্রয় করবে তখন বলে দিবে, ধোঁকা দিবে না। আর নবী ﷺ তার মাল গ্রহণ করেননি।

২২০৬ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَأَخْلَبَنَّ فَكَانَ يَقُولُهُ

২২০৬ মুসা ইবন ইসমাঈল (র.)..... ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে এক ব্যক্তিকে ধোঁকা দেওয়া হত। তখন নবী ﷺ বললেন, তুমি যখন বেচা-কেনা কর তখন বলে দেবে যে, ধোঁকা দিবে না। এরপর সে এ কথাই বলত।

২২০৫ حَدَّثَنَا عَاصِمُ ابْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَضْبٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْمُتَكَدِّرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَقَّقَ عَبْدًا لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَرَدَّهُ النَّبِيُّ ﷺ فَاِتْبَاعَهُ مِنْهُ نَعِيمُ بْنُ النَّحَّاسِ

২২০৫ আসিম ইবন আলী (র.)..... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি তার গোলাম আযাদ করে দিয়েছিল। তার কাছে এ ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। নবী ﷺ তার গোলাম আযাদ করে দেয়া রদ করে দিলেন। পরে সে গোলামটি তার থেকে নুআইম ইবন নাহ্‌হাম ক্রয় করে নিলেন।

১০০. بَابُ كَلَامِ الْخُصْمِ بِقَضِيَّتِهِمْ فِي بَعْضِ

১৫০৫. পরিচ্ছেদ : বিবাদমানদের পরস্পরের কথাবার্তা

২২৫৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ قَالَ، فَقَالَ الْأَشْعَثُ فِيَّ وَاللَّهِ كَانَ ذَلِكَ كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ وَبَيْنِي أَرْضٌ فَجَحَدَنِي فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَاكَ بَيْنَهُ قُلْتُ لَا قَالَ فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ احْلِفْ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا يَحْلِفُ وَيَذْهَبُ بِمَالِي قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ

২২৫৬ মুহাম্মদ (র.)....আবদুল্লাহ্ (ইবন মাসউদ) (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি কোন মুসলিমের অর্থ সম্পদ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা শপথ করে, তা হলে সে আল্লাহর সমীপে এমন অবস্থায় হাযির হবে যে, আল্লাহ তার উপর রাগান্বিত থাকবেন। আশআস (রা.) বলেন, আল্লাহর কসম। এটা আমার সম্পর্কেই ছিল, আমার ও এক ইয়াহুদী ব্যক্তির সাথে যৌথ মালিকানায় এ খণ্ড জমি ছিল। সে আমার মালিকানার অংশ অস্বীকার করে বসল। আমি তাকে নবী ﷺ-এর কাছে নিয়ে গেলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন, তোমার কোন সাক্ষী আছে কি? আমি বললাম, না। তখন তিনি (নবী ﷺ) ইয়াহুদীকে বললেন, তুমি কসম কর। আমি তখন বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! সে তো কসম করবে এবং আমার সম্পত্তি নিয়ে নেবে। তখন আল্লাহ তা'আলা (এ আয়াত) নাযিল করেনঃ যারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছমূল্যে বিক্রি করে.... আয়াতের শেষ পর্যন্ত (৩ : ৭৭)।

২২৫৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنُ أَبِي حَدَرٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ فَنَادَى يَا كَعْبُ قَالَ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَيْ الشُّطْرَ قَالَ لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قُمْ فَأَقْضِهِ

২১৫৭ আবদুল্লাহ্ ইবন মুহাম্মদ (র.)....কা'ব ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি মসজিদের মধ্যে ইবন আবু হাদরাদের কাছে তার প্রাপ্য কর্জের তাগাদা করেন। তাদের আওয়াজ বুলন্দ হয়ে গিয়েছিল, এমন কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার ঘর থেকে তা শুনতে পেলেন। তিনি (নবী ﷺ) হজরার পর্দা তুলে

বাইরে এলেন এবং হে কা'ব! বলে ডাকলেন। কা'ব (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি হাযির। তিনি ইশারায় তাকে কর্জের অর্ধেক মাফ কর দিতে বললেন। কা'ব (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি মাফ করে দিলাম, তিনি (নবী ﷺ) ইবন আবু হাদরাদকে বললেন, উঠ, কর্জ পরিশোধ করে দাও।

২২৫৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرُّبَيْعِ عَنْ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِي أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ بْنَ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا اقْرَأُوهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقْرَأْنِيهَا وَكَدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَهْلَيْتُهُ حَتَّى انْصَرَفَ ثُمَّ لَبَيْتُهُ بِرِدَائِهِ، فَجِئْتُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأْتَنِيهَا فَقَالَ لِي أَرْسَلَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ اقْرَأْ فَقَرَأَ فَقَالَ هَكَذَا أَنْزَلْتُ إِنَّ الْقُرْآنَ أَنْزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ فَاقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ

২২৫৮ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.)..... উমর ইবন খাতাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হিশাম ইবন হাকীম ইবন হিয়ামকে সূরা ফুরকান আমি যেভাবে পড়ি তা থেকে ভিন্ন পড়তে শুনলাম। আর যেভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এ সূরা পড়িয়েছেন। আমি তাড়াতাড়ি তাকে বাধা দিতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু তার সালাত শেষ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। এরপর তার গলায় চাদর পেঁচিয়ে তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে এলাম এবং বললাম, আপনি আমাকে যা পড়তে শিখিয়েছেন, আমি তাকে তা থেকে ভিন্ন পড়তে শুনেছি। নবী ﷺ তাকে ছেড়ে দিতে আমাকে বললেন। তারপর তাকে পড়তে বললেন, সে পড়ল। তিনি (নবী ﷺ) বললেন, এরূপ নাযিল হয়েছে। এরপর আমাকে পড়তে বললেন, আমিও তখন পড়লাম। আর তিনি (নবী ﷺ) বললেন, এরূপই নাযিল হয়েছে। কুরআন সাত হরফে নাযিল হয়েছে। তাই যেরূপ সহজ হয় তোমরা সেরূপেই তা পড়।

১৫০৬. بَابُ إِخْرَاجِ أَقْلِ الْمَعَاصِي وَالْخُصُومِ مِنَ الْبُيُوتِ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ وَقَدْ أَخْرَجَ عُمَرُ أُخْتِ أَبِي بَكْرٍ حِينَ نَاحَتْ

১৫০৬. পরিচ্ছেদ : গুনাহ ও বিবাদে লিপ্ত লোকদের অবস্থা জানার পর ঘর থেকে বের করে দেওয়া। আবু বকর (রা.)-এর বোন যখন বিলাপ করছিলেন তখন উমর (রা.) তাকে (ঘর থেকে) বের কর দিয়েছিলেন

২২৫৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ

إِبْرَاهِيمَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَّ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ، ثُمَّ أَخَالَفَ إِلَى مَنْزِلِ قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأَحْرَقَ عَلَيْهِمْ

২২৫৯ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, আমি ইচ্ছা করেছিলাম যে, সালাত আদায় করার আদেশ করব। সালাত দাঁড়িয়ে গেলে পর যে সম্প্রদায় সালাতে উপস্থিত হয় না, আমি তাদের বাড়ী গিয়ে তা জ্বালিয়ে দেই।

১৫০৭. بَابُ دَعْوَى الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ

১৫০৭. পরিচ্ছেদ : মৃত ব্যক্তির ওসী হওয়ার দাবী

২২৬০ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي ابْنِ أُمِّ زَمْعَةَ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصَانِي أَخِي إِذَا قَدِمْتُ أَنْ أَنْظُرَ ابْنُ أُمِّ زَمْعَةَ، فَأَقْبِضَهُ فَإِنَّهُ ابْنِي وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وَإِبْنُ أُمِّ أَبِي وَلَدٌ عَلَى فِرَاشِ أَبِي فَرَأَى النَّبِيُّ ﷺ شَبَهَا بَيْنَا بَعْتَبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاحْتَجَّجِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ

২২৬০ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র.)....আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, আব্দ ইব্ন যামআ ও সা'দ ইব্ন আবু ওয়াক্কাস (রা.) যামআর দাসীর পুত্র সংক্রান্ত বিবাদ নবী ﷺ-এর কাছে পেশ করলেন। সা'দ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার ভাই আমাকে ওসীয়াত করে গেছেন যে, আমি (মক্কায়) পৌছলে যেন যামআর দাসীর পুত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখি, দেখতে পেলে যেন তাকে হস্তগত করে নেই। কেননা সে তার পুত্র। আব্দ ইব্ন যামআ (রা.) বললেন, সে আমার ভাই এবং আমার পিতার দাসীর পুত্র। আমার পিতার ঔরসে তার জন্ম। নবী ﷺ উত্ত্বার সাথে তার চেহারা-সুরতের স্পষ্ট মিল দেখতে পেলেন, তখন তিনি (নবী ﷺ) বললেন, তুমিই তার হকদার। হে আব্দ ইব্ন যামআ! সন্তান যার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করে তারই হয়। হে সাওদা, তুমি তার থেকে পর্দা কর।

১৫০৮. بَابُ التَّوَلُّقِ مِنْ تَخْشَى مَعْرَتَهُ وَقَيْدُ ابْنِ عَبَّاسٍ عِكْرَمَةَ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ وَالْفَرَائِضِ

১৫০৮. পরিচ্ছেদ ৪ কারো দ্বারা অনিষ্ট হওয়ার আশংকা থাকলে তাকে বন্দী করা। কুরআন, সুন্নাহ ও ফরযসমূহ শিখাবার উদ্দেশ্যে ইবন আব্বাস (রা.) ইকরিমাকে পায়ে বেড়ী দিয়ে আটকিয়ে রাখতেন

২২৬১ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْلًا قَبْلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ قَالَ عِنْدِي يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ

২২৬১ কুতায়বা (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নাজদের দিকে এক অশ্বারোহী সেনাদল পাঠালেন। তারা ইয়ামামাবাসীদের সরদার বনু হানীফা গোত্রের সুমামা ইবন উসাল নামের একজন লোককে গ্রেফতার করে এনে মসজিদের একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, সুমামা তোমার কি খবর? সে বলল, হে মুহাম্মাদ! আমার কাছে ভাল খবর আছে। সে (বর্ণনাকারী) সম্পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করল। নবী ﷺ বললেন, সুমামাকে ছেড়ে দাও।

১৫০৯. بَابُ الرِّبْطِ وَالْحَبْسِ فِي الْعَرَمِ ، وَاشْتَرَى نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ دَارًا لِلْسَّجْنِ بِمَكَّةَ ، مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ عَلَى أَنْ عُمَرَ إِنْ رَضِيَ فَأَتْبِعَ بَيْعَهُ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ عُمَرَ فَلِصَفْوَانَ أَوْيَعِمَائَةَ دِينَارٍ وَسَجَنَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ

১৫০৯ পরিচ্ছেদ ৪ হারাম শরীফে (কাউকে) বেঁধে রাখা এবং বন্দী করা। নাকি' ইবন আবদুল হারিস (রা.) কয়েদখানা বানাবার উদ্দেশ্যে মক্কায় সাফওয়ান ইবন উমাইয়র কাছ থেকে এই শর্তে একটি ঘর ক্রয় করেছিলেন যে, যদি উমর (রা.) রাখী হন তবে ক্রয় পূর্ণ হবে। আর যদি তিনি রাখী না হন তা হলে সাফওয়ান চারশত দিনার পাবে। ইবন যুবায়র (রা.) মক্কায় বন্দী করেছেন

২২৬২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْلًا قَبْلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ

২২৬২ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ নাজদে একদল অশ্বারোহী সেনাদল পাঠালেন। তারা বনু হানীফা গোত্রের সুমামা ইবন উসাল নামক ব্যক্তিকে নিয়ে এল এবং তাকে মসজিদের একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখল।

১০১০. بَابُ الْمَلَاظِمَةِ

১৫১০. পরিচ্ছেদ : (ঋণদাতা ঋণী ব্যক্তির) পিছনে লেগে থাকা


২২৬৩ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ وَقَالَ غَيْرُهُ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَذْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ دَيْنٌ فَلَزِمَهُ فَتَكَلَّمَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصَوَاتُهُمَا فَمَرَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ يَا كَعْبُ وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ النِّصْفَ فَآخَذَ نِصْفَ مَا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا

২২৬৩ ইয়াহুইয়া ইবন বুকাইর (র.)..... কা'ব ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ ইবন আবু হাদরাদ আসলামী (রা.)-এর কাছে তাঁর কিছু পাওনা ছিল। তিনি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করলেন এবং পিছনে লেগে থাকলেন। তাঁরা উভয় কথা বলতে লাগলেন, এমনকি এক পর্যায়ে তাঁদের উভয়ের আওয়ায উঁচু হল। নবী ﷺ সেখানে গেলেন এবং বললেন, হে কা'ব, উভয় হাত দিয়ে তিনি ইশারা করলেন; যেন অর্ধেক (গ্রহণ করার কথা) বুঝিয়েছিলেন। তাই তিনি (কা'ব) তার ঋণের অর্ধেক গ্রহণ করলেন এবং অর্ধেক ছেড়ে দিলেন।

১০১১. بَابُ التَّقَاضِي

১৫১১. পরিচ্ছেদ : ঋণের তাগাদা করা

২২৬৬ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا وَهَبُ بْنُ جَرِيرٍ بْنُ حَازِمٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ كُنْتُ قِيْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ دَرَاهِمٌ فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لَا أَقْضِي لَهُ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ فَقُلْتُ لَا وَاللَّهِ لَا أَكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ ﷺ حَتَّى يُمِيتَكَ اللَّهُ ثُمَّ يَبْعُكَ ، قَالَ فَدَعَنْتِي حَتَّى أَمُوتَ ثُمَّ أُبْعَثَ فَأُوتِيَ مَا لَا وُلْدَ ثُمَّ أَقْضِيكَ فَنَزَلَتْ : أَفْرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِينَ مَا لَا وُلْدَ الْآيَةُ

২২৬৪ ইসহাক (র.)..... খাবাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহেলী যুগে আমি ছিলাম একজন কর্মকার। আস ইব্ন ওয়ায়লের কাছে আমার কিছু দিরহাম পাওনা ছিল। আমি তাঁর কাছে তাগাদা করতে গেলাম। সে আমাকে বলল, যতক্ষণ না তুমি মুহাম্মাদকে অস্বীকার করছ ততক্ষণ আমি তোমার পাওনা পরিশোধ করব না। আমি বললাম, তা হতে পারে না, আল্লাহর কসম, যে পর্যন্ত না আল্লাহ তোমার মৃত্যু ঘটায় এবং তোমার পুনরুত্থান না হয় সে পর্যন্ত আমি মুহাম্মদ -কে অস্বীকার করব না। সে বলল, ঠিক আছে, যতক্ষণ না আমার মৃত্যু হয় এবং পুনরুত্থান না হয় আমাকে অব্যাহতি দাও। তখন আমাকে মাল ও সন্তান দেয়া হবে এরপর তোমার পাওনা পরিশোধ করে দেব। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হয় : তুমি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছ, যে আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে, আমাকে অবশ্যই ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেওয়া হবে (১৯ : ৭৭)।

كِتَابُ اللَّقْطَةِ

অধ্যায় : পড়েথাকা বস্তু উঠান

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

كِتَابُ اللَّقْطَةِ

অধ্যায় : পড়েথাকা বস্তু উঠান

١٥١٢. بَابُ إِذَا أَخْبَرَهُ رَبُّ اللَّقْطَةِ بِالْعَلَامَةِ دَفَعَ إِلَيْهِ

১৫১২. পরিচ্ছেদ : পড়েথাকা বস্তুর মালিক আলামতের বিবরণ দিলে মালিককে ফিরিয়ে দিবে

٢٣٦٥ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ سُؤَيْدَ بْنَ غَفْلَةَ قَالَ لَقِيتُ أَبِي بَن كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ أَخَذْتُ صُرَّةً فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ فَاتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ عَرَفَهَا حَوْلًا فَعَرَفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ عَرَفَهَا حَوْلًا فَعَرَفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ ثَالِثًا فَقَالَ احْفَظْ وَعَاءَهَا وَعَدَدَهَا وَكِعَاظَهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا فَاسْتَمْتَعْتُ، فَلَقِيتُهُ بَعْدُ بِمَكَّةَ فَقَالَ لَا أَتْرِكُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ أَوْ حَوْلًا وَاحِدًا

২২৬৫ আদম ও মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র.)....উবাই ইবন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একটি থলে পেয়েছিলাম, যার মধ্যে একশ' দীনার ছিল এবং আমি (এটা নিয়ে) নবী ﷺ-এর কাছে এলাম। তিনি ﷺ বললেন, এক বছর পর্যন্ত ঘোষণা দাও। আমি তাই করলাম। কিন্তু এটি সনাক্ত করার মত লোক পেলাম না। তখন আবার তাঁর কাছে এলাম। তিনি ﷺ বললেন, আরো এক বছর ঘোষণা দাও। আমি তাই করলাম। কিন্তু কাউকে পেলাম না। আমি তৃতীয়বার তাঁর কাছে এলাম। তিনি ﷺ বললেন, থলে ও এর প্রাপ্ত বস্তুর সংখ্যা এবং এর বাঁধন স্মরণ রাখো। যদি এর মালিক আসে (তাকে দিয়ে দিবে।) নতুবা তুমি তা ভোগ করবে। তারপর আমি তা ভোগ করলাম। (শু'বা র. বলেছেন) আমি এরপর মক্কায় সালামা (র.)-এর সঙ্গে দেখা করলাম, তিনি বললেন, তিন বছর কিংবা এক বছর তা আমার মনে নেই।

১০১৩. بَابُ ضَالَةِ الْإِبِلِ

১৫১৩. পরিচ্ছেদ : হারিয়ে যাওয়া উট

২২৬৬ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ رِبِيعَةَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ مَوْلَى الْمُتَّبِعِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَمَّا يَلْتَقِطُهُ فَقَالَ عَرَفَهَا سَنَةً ثُمَّ أَعْرِفَ عِفَاصَهَا وَوِكَاعَهَا فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِهَا وَالْأَفَاسْتَنْفِقْهَا قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ ضَالَّةٌ الْغَنَمِ قَالَ لَكَ أَوْ لَا خَيْتِكَ أَوْ لِلزَّئِبِ قَالَ ضَالَّةٌ الْإِبِلِ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاوُهَا وَسِقَاوُهَا تَرِدُ الثَّمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ

২২৬৬ আমর ইবন আব্বাস (র.)..... যায়দ ইবন খালিদ জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক বেদুঈন এসে নবী ﷺ-কে পড়ে থাকা বস্তু গ্রহণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন, এক বছর যাবত এর ঘোষণা দিতে থাক। এরপর থলে ও তার বাঁধন স্বরণ রাখ। এর মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি আসে এবং তোমাকে তার বিবরণ দেয় (তবে তাকে দিয়ে দিবে), নতুবা তুমি তা ব্যবহার করবে। সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! হারানো বস্তু যদি বক্রী হয়? তিনি (নবী ﷺ) বললেন, সেটা তোমার অথবা তোমার ভাইয়ের অথবা নেকড়ের জন্য। সে আবার বলল, হারানো বস্তু উট হলে? নবী ﷺ-এর চেহারায়ে রাগের ভাব ফুটে উঠল। তিনি বললেন, এতে তোমার কি প্রয়োজন? তার সাথেই (জুতার ন্যায়) ক্ষুর ও পানির পাত্র রয়েছে, সে পানি পান করবে এবং গাছের পাতা খাবে।

১০১৪. بَابُ ضَالَةِ الْغَنَمِ

১৫১৪ পরিচ্ছেদ : হারিয়ে যাওয়া বক্রী

২২৬৭ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُتَّبِعِ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ اللَّقْطَةِ فَرَزَعَهُ أَنَّهُ قَالَ أَعْرِفَ عِفَاصَهَا وَوِكَاعَهَا ثُمَّ عَرَفَهَا سَنَةً يَقُولُ يَزِيدُ إِنَّ لَمْ تُعْرِفَ اسْتَنْفِقْ بِهَا صَاحِبُهَا وَكَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَهُ قَالَ يَحْيَى فَهَذَا الَّذِي لَا أَثَرِي أَفِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هُوَ أَمْ شَيْءٌ مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ قَالَ كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَةِ الْغَنَمِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ خُذَهَا فَإِنَّمَا هِيَ

لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّئِبِ قَالَ يَزِيدُ وَهِيَ تَعْرِفُ أَيُّضًا ثُمَّ قَالَ كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ قَالَ فَقَالَ دَعَهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءً هَا وَسِقَاءً هَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا

২২৬৭ ইসমাঈল ইবন আবদুল্লাহ (র.).... যায়দ ইবন খালিদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, পড়ে থাকা বস্তু সম্পর্কে নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলে রাবীর বিশ্বাস যে নবী ﷺ বলেছেন, থলেটি এবং তার বাঁধন চিনে রাখ। এরপর এক বছর যাবত ঘোষণা দিতে থাক। ইয়াযীদ (র.) বলেন, যদি এর সনাক্তকারী না পাওয়া যায়, তবে যে এটা উঠিয়েছে সে খরচ করবে। কিন্তু সেটা তার কাছে আমানত স্বরূপ থাকবে। ইয়াহুইয়া (র.) বলেন, আমার জানা নেই যে, একথাটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীসের অন্তর্ভুক্ত ছিল, না তিনি নিজ থেকে বলেছেন। এরপর সে জিজ্ঞাসা করল, হারিয়ে যাওয়া বকরী সম্পর্কে আপনি কি বলেন? নবী ﷺ বললেন, এটা নিয়ে নাও। তা তোমার অথবা তোমার ভাইয়ের অথবা নেকড়ে বাঘের। ইয়াযীদ (র.) বলেন, এটাও ঘোষণা দেওয়া হবে। তারপর আবার সে জিজ্ঞাসা করল, হারিয়ে যাওয়া উট সম্পর্কে আপনি কি বলেন? বর্ণনাকারী বলেন, তখন নবী ﷺ বলেছেন, এটা ছেড়ে দাও। এর সাথেই রয়েছে তাঁর ক্ষুর ও তার পানির পাত্র। সে নিজেই পানি পান করবে এবং গাছ পালা খাবে, যতক্ষণ না এর মালিক একে ফিরে পায়।

۱۵۱۵. بَابُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ صَاحِبُ اللَّقْطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ فَهِيَ لِمَنْ وَجَدَهَا

১৫১৫ পরিচ্ছেদ : এক বছরের পরেও যদি পড়ে থাকা বস্তুর মালিক পাওয়া না যায় তা হলে সেটা যে পেয়েছে তারই হবে

২২৬৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُتَنَبِّعِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّقْطَةِ فَقَالَ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوَكَّاءَ هَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّئِبِ قَالَ فَضَالَّةُ الْإِبِلِ قَالَ مَالِكٌ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا

২২৬৮ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.)..... যায়দ ইবন খালিদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে পড়ে থাকা জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল, তিনি ﷺ বললেন, থলেটি এবং এর বাঁধন চিনে রাখ। তারপর এক বছর যাবত ঘোষণা দিতে থাক। যদি মালিক আসে (তবে তাকে তা দিয়ে দাও) আর যদি না আসে তা তোমার দায়িত্ব। সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, যদি বকরী হারিয়ে যায়? তিনি বললেন, সেটা তোমার অথবা তোমার ভাইয়ের নতুবা সেটা নেকড়ের। তারপর সে হারিয়ে যাওয়া উট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি ﷺ বললেন, এতে তোমার কি? এর

সাথেই এর পানির পাত্র ও পায়ের ক্ষুর রয়েছে। মালিক তাকে না পাওয়া পর্যন্ত সে পানি পান করবে এবং গাছ পালা খাবে।

১৫১৬. **بَابُ إِذَا وَجَدَ خَشَبَةً فِي الْبَحْرِ أَوْ سَوْطًا أَوْ نَحْوَهُ قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُرْمَزٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ سَاقَ الْحَدِيثَ فَخَرَجَ يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْ جَاءَ بِمَالِهِ فَإِذَا هُوَ بِالْخَشَبَةِ فَاخْذَهَا لِأَهْلِهِ حَطْبًا فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْعَمَالَ وَالصُّحُفَةَ**

১৫১৬. পরিচ্ছেদ : সমুদ্রে কাঠ বা চাবুক বা এ জাতীয় কোন কিছু পাওয়া গেলে লায়ছ (র.)..... আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বনী ইসরাঈলের জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে উল্লেখ করেন এবং পুরা ঘটনা বর্ণনা করেন। (শেষ পর্যায়ে বলেন) সে ব্যক্তি দেখতে বের হল, হয়ত কোন জাহাজ তার মাল নিয়ে এসেছে। তখন সে একটি কাঠ দেখতে পেল। এবং তা পরিবারের জন্য জ্বালানী কাঠ হিসাবে নিয়ে এল। যখন তাকে চিরে ফেলল তখন সে (এর মধ্যে) তার মাল ও একটি চিঠি পেল।

১৫১৭. **بَابُ إِذَا وَجَدَ ثَمَرَةً فِي الطَّرِيقِ**

১৫১৭. পরিচ্ছেদ : পথে খেজুর পাওয়া গেলে

২২৬৭ **حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصْرِفٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِثَمَرَةٍ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ لَوْ لَا أَنِّي أَخَافُ تَكُونُ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا * وَقَالَ يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ ح وَقَالَ زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصْرِفٍ الْيَامِي حَدَّثَنَا أَنَسٌ**

২২৬৭ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র.).... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ রাস্তায় পড়ে থাকা খেজুরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি ﷺ বললেন, আমার যদি আশংকা না হত যে এটি সাদকার খেজুর তা হলে আমি এটা খেতাম।

২২৭০ **حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَامِ بْنِ مُنِيَّةٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنِّي لَأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي فَأَجِدُ الثَّمَرَةَ**

سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي فَأَرْفَعُهَا لِأَكْلِهَا ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَأَلْفَيْهَا

[২২৭০] মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, আমি আমার ঘরে ফিরে যাই, আমার বিছানায় খেজুর পড়ে থাকতে দেখি। খাওয়ার জন্য আমি তা তুলে নেই। পরে আমার ভয় হয় যে, হয়ত তা সাদকার খেজুর হবে তাই আমি তা রেখে দেই।

١٥١٨. بَابُ كَيْفَ تُعْرَفُ لُقْطَةُ أَهْلِ مَكَّةَ وَقَالَ طَاوُسٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَلْتَقِطُ لُقْطَتَهَا إِلَّا مَنْ عَرَفَهَا وَقَالَ خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تُلْتَقِطُ لُقْطَتَهَا إِلَّا لِمُعْرِفٍ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا زُوحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ بَيْتَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَعْضُدُ عِضَاهُهَا وَلَا يُنْفِرُ صَيْدُهَا وَلَا تَحِلُّ لُقْطَتُهَا لِمُنْشِدٍ وَلَا يُخْتَلَى خَلَامًا فَقَالَ عَبَّاسٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِنْخِرَ فَقَالَ إِلَّا الْإِنْخِرَ

১৫১৮. পরিচ্ছেদ : মক্কাবাসীদের পড়ে থাকা জিনিসের কিভাবে ঘোষণা দেওয়া হবে। তাউস (র.) ইব্ন আব্বাস (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন, মক্কায় পড়ে থাকা জিনিস কেবল সেই ব্যক্তি উঠাবে, যে তার ঘোষণা দিবে। খালিদ (র.) ইকরিমা (র.)-এর মাধ্যমে ইব্ন আব্বাস (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মক্কায় পড়ে থাকা জিনিস কেবল সেই ব্যক্তি উঠাবে, যে তার ঘোষণা দিবে। আহমদ ইব্ন সাঈদ (র.)...ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সেখানকার গাছ কাটা যাবে না, সেখানকার শিকার তাড়ানো যাবে না এবং সেখানকার পড়ে থাকা জিনিস যে ঘোষণা দিবে, সে ব্যতীত অন্য কারো জন্য তুলে নেওয়া হালাল হবে না, সেখানকার ঘাস কাটা যাবে না। তখন আব্বাস (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইযখির (এক প্রকার ঘাস) ব্যতীত। তখন তিনি ﷺ বললেন, ইযখির ব্যতীত (অর্থাৎ ইযখির ঘাস কাটা যাবে)

[২২৭১] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو

هُرَيْرَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ مَكَّةَ قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَبَسَ عَن مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ فَأَنهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي وَأَنهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَأَنهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي فَلَا يُنْفَرُ صَيْدُهَا وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقَيَّدَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ إِلَّا الْإِنْخِرَ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ لِقُبُورِنَا وَبَيُوتِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا الْإِنْخِرَ فَقَامَ أَبُو شَاهٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ أَكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْتُبُوا لِأَبِي شَاةٍ قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ مَا قَوْلُهُ أَكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ هَذِهِ الْخُطْبَةُ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

[২২৭১] ইয়াহুইয়া ইবন মুসা (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর রাসূল ﷺ-কে মক্কা বিজয় দান করলেন, তখন তিনি ﷺ লোকদের মাঝে দাঁড়িয়ে আল্লাহর হামদ ও সানা (প্রশংসা) বর্ণনা করলেন। এরপর বললেন, আল্লাহ তা'আলা মক্কায় (আবরাহার) হস্তি বাহিনীকে প্রবেশ করতে দেননি। এবং তিনি তাঁর রাসূল ও মু'মিন বান্দাদেরকে মক্কার উপর আধিপত্য দান করেছেন। আমার আগে অন্য কারুর জন্য মক্কায় যুদ্ধ করা বৈধ ছিল না, তবে আমার পক্ষে দিনের সামান্য সময়ের জন্য বৈধ করা হয়েছিল, আর তা আমার পরেও কারুর জন্য বৈধ হবে না। কাজেই এখানকার শিকার তাড়ানো যাবে না, এখানকার গাছ কাটা ও উপড়ানো যাবে না, ঘোষণাকারী ব্যক্তি ব্যতীত এখানকার পুড়ে থাকা জিনিস তুলে নেওয়া যাবে না। যার কোন লোক এখানে নিহত হয় তবে দু'টির মধ্যে তার কাছে যা ভাল বলে বিবেচিত হয়, তা গ্রহণ করবে। ফিদ্বীয়া গ্রহণ অথবা কিসাস। আব্বাস (রা) বলেন, ইযখিরের অনুমতি দিন। কেননা আমরা এগুলো আমাদের কবরের উপর এবং ঘরের কাজে ব্যবহার করে থাকি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ইযখির ব্যতীত (অর্থাৎ তা কাটা ও ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হলো)। তখন ইয়ামানবাসী আবু শাহ (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে লিখে দিন। তিনি ﷺ বললেন, তোমরা আবু শাহকে লিখে দাও। (ওয়ালিদ ইবন মুসলিম বলেন) আমি আওয়ালীকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে লিখে দিন-তাঁর এ উক্তির অর্থ কি? তিনি বলেন, এ ভাষণ যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে তিনি শুনেছেন, তা লিখে দিন।

۱۵۱۹. بَابُ لَا تُحْتَلَبُ مَاشِيَةُ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنٍ

১৫১৯. পরিচ্ছেদ : অনুমতি ব্যতীত কারো পশু দোহন করা যাবে না

২২৭২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَحْلُبُنْ أَحَدٌ مَاشِيَةً إِثْرِي بَغَيْرِ إِذْنِهِ أَحِبُّ أَحَدَكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِرَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ فَإِنَّمَا تَخْزَنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ فَلَا يَحْلُبُنْ أَحَدٌ مَاشِيَةً أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ

২২৭২ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.)....আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অনুমতি ব্যতীত কারো পশু কেউ দোহন করবে না। তোমাদের কেউ কি এটা পসন্দ করবে যে, তার তোশাখানায় কোন লোক এসে ভাগুর ভেঙ্গে ফেলে এবং ভাগুরের শস্য নিয়ে যায়? তাদের পশুগুলোর স্তন তাদের খাদ্য সংরক্ষিত রাখে। কাজেই কারো পশু তার অনুমতি ব্যতীত কেউ দোহন করবে না।

১৫২. بَابُ إِذَا جَاءَ صَاحِبُ اللَّقْطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ رَدَّمَا عَلَيْهِ لِأَنَّهَا وَدِيعَةٌ عِنْدَهُ

১৫২০ পরিচ্ছেদ : পড়ে থাকা জিনিসের মালিক এক বছর পরে আসলে তার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দিবে। কারণ সেটা ছিল তার কাছে আমানত স্বরূপ

২২৭৩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ رِبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُتَنَبِّعِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ اللَّقْطَةِ قَالَ عَرَفْتُهَا سَنَةً ثُمَّ اعْرِفْ وَكَأَنَّهَا وَعِصَاصُهَا ثُمَّ اسْتَنْفَقَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدَّهَا إِلَيْهِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ فَضَالَةٌ الْغَنَمِ، قَالَ خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوَّلِ الذَّنْبِ، قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ فَضَالَةٌ الْإِبِلِ قَالَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجَنَّتَاهُ، أَوْ احْمَرَّ وَجْهُهُ ثُمَّ قَالَ مَالِكٌ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا

২২৭৩ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র.)....যায়দ ইবন খালিদ জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি পড়ে থাকা জিনিস সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি ﷺ বললেন, এক বছর যাবত ঘোষণা দিতে থাক। এরপর জিনিসটির পাত্র ও তার বাঁধন স্মরণ রাখ এবং সেটা খরচ কর। যদি তার মালিক এসে যায় তবে তাকে দিয়ে দাও। সে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! হারিয়ে যাওয়া বস্তু

বকরী হলে কি করতে হবে? তিনি বললেন, তা তুমি নিয়ে নাও। কেননা, সেটা তোমার কিংবা তোমার ভাইয়ের আর তা না হলে নেকড়ে বাঘের। সে আবার বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! হারানো বস্তু উট হলে কি করতে হবে? এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ রাগান্বিত হলেন এমনকি তাঁর উভয় গাল লাল হয়ে গেল অথবা রাবী বলেন, তার মুখমণ্ডল লাল হয়ে গেল। তারপর তিনি বললেন, এতে তোমার কি? তার সাথে তার ক্ষুর ও মশক রয়েছে। শেষ পর্যন্ত তার মালিক তার সন্ধান পেয়ে যাবে।

۱۵۲۱. بَابُ مَنْ يَأْخُذُ اللَّقْطَةَ وَلَا يَدْعُهَا تَضِيعُ حَتَّى لَا يَأْخُذَهَا مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ

১৫২১. পরিচ্ছেদ ৪ পড়ে থাকা বস্তু যাতে নষ্ট না হয় এবং কোন অনুপযুক্ত ব্যক্তি যাতে তুলে না নেয় সে জন্য তা তুলে নিবে কি?

۲۲۷۴ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ سُؤَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ وَزَيْدِ بْنِ صَوْحَانَ فِي غَزَاةٍ فَوَجَدْتُ سَوْطًا فَقَالَ لِي الْقَبِ قُلْتُ لَا، وَلَكِنْ إِنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ وَالْأَسْتَمْتَعْتُ بِهِ فَلَمَّا رَجَعْنَا حَجَجْنَا فَمَرَرْتُ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلْتُ أَبِي بْنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ وَجَدْتُ صُرَّةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهَا مِائَةُ دِينَارٍ فَاتَّيْتُ بِهَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ عَرَفْتُهَا حَوْلًا فَعَرَفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَيْتُ فَقَالَ عَرَفْتُهَا حَوْلًا ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ عَرَفْتُهَا حَوْلًا فَعَرَفْتُهَا حَوْلًا ثُمَّ أَتَيْتُهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ اعْرِفْ عِدَّتَهَا وَكَيْفَهَا وَوِعَاَهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَالْأَسْتَمْتَعْتُ بِهَا

২২৭৪ সুলায়মান ইব্ন হার্ব (র.)..... সুওয়াইদ ইব্ন গাফালা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সুলায়মান ইব্ন রবী'আ এবং যায়দ ইব্ন সুহানের সঙ্গে আমি এক যুদ্ধে শরীক ছিলাম। আমি একটি চাবুক পেলাম। তারা উভয়ে আমাকে এটা ফেলে দিতে বললেন। আমি বললাম, না, এর মালিক এলে এটা আমি তাকে দিয়ে দিব। নতুবা আমিই এটা ব্যবহার করব। আমরা ফিরে গিয়ে হজ্জ করলাম; এরপর যখন মদীনায গেলাম তখন উবাই ইব্ন কাআব (রা.)-কে (এ বিষয়ে) জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, নবী ﷺ -এর যুগে আমি একটি থলে পেয়েছিলাম, এর মধ্যে একশ' দিনার ছিল। আমি এটা নবী ﷺ -এর কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি ﷺ বললেন, এক বছর পর্যন্ত তুমি এটার ঘোষণা দিতে থাক। কাজেই আমি এক বছর পর্যন্ত এর ঘোষণা দিলাম। এরপর আমি তাঁর কাছে এলাম। তিনি আরো এক বছর ঘোষণা দিতে বললেন। আমি আরো এক বছর ঘোষণা দিলাম। এরপর আমি আবার

তাঁর কাছে এলাম। তিনি রাহুল কারিম আবার এক বছর ঘোষণা দিতে বললেন। আমি আরো এক বছর ঘোষণা দিলাম। এরপর আমি চতুর্থ বার তাঁর কাছে আসলাম। তিনি রাহুল কারিম বললেন, থলের ভিতরের দীনারের সংখ্যা, বাঁধন এবং থলেটি চিনে রাখ। যদি মালিক ফিরে আসে তাকে দিয়ে দাও। নতুবা তুমি নিজে তা ব্যবহার কর।

۲۲۷۵ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلَمَةَ بِهَذَا قَالَ فَلَقِيْتُهُ بَعْدَ بَمَكَّةَ ، فَقَالَ لَا أَدْرِي أَثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ أَوْ حَوْلًا وَاحِدًا

২২৭৫ আবদান (র.).... সালামা (র.) থেকে উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করে বলেছেন যে, সুওয়াইদ ইব্ন গাফালা-(র.) বলেন যে, আমি উবাই ইব্ন কা'আব (রা.)-এর সঙ্গে মক্কায় সাক্ষাৎ করলাম। তখন তিনি (এ হাদীস সম্পর্কে) বললেন, আমার স্মরণ নেই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন বছর যাবত না এক বছর যাবত ঘোষণা দিতে বলেছেন।

۱۵۲۲. بَابُ مَنْ عَرَفَ اللَّقْطَةَ وَلَمْ يَدْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ

১৫২২. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি পড়ে থাকা জিনিসের ঘোষণা দিয়েছে, কিন্তু তা সরকারের কাছে জমা দেয় নি

۲۲۷۶ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُتَنَبِّعِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ اللَّقْطَةِ قَالَ عَرَفْتُهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعِفَافِهَا وَكِائِهَا وَالْأَفَاسْتَنْفِقُ بِهَا، وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ فْتَمَعَرُ وَجْهُهُ وَقَالَ مَالِكٌ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ دَعُهَا حَتَّى يَجِدَهَا رَبَّهَا، وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ

২২৭৬ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র.).... যায়দ ইব্ন খালিদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে জনৈক বেদুঈন পড়ে থাকা বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এক বছর পর্যন্ত এটার ঘোষণা দিতে থাক। যদি কেউ আসে এবং তার থলে ও বাঁধন সম্পর্কে বিবরণ দেয়, (তা হলে তাকে ফিরিয়ে দাও।) নতুবা তুমি নিজে সেটা ব্যবহার কর। এরপর সে হারিয়ে যাওয়া উট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গেল। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সেটা দিয়ে তোমার কি প্রয়োজন? তার সাথে মশক ও ক্ষুর রয়েছে। সে নিজেই পানির কাছে যায়, গাছের পাতা খায়। তাকে ছেড়ে দাও যতক্ষণ না তার মালিক তাকে ফিরে পায়। তারপর সে তাঁকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারিয়ে যাওয়া বকরী, সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন, সেটা তোমার অথবা তোমার ভাইয়ের, আর তা না হলে নেকড়ে বাঘের।

১৫২৩. পরিচ্ছেদ :

۲۲۷۷ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النُّضْرُ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ أَخْبَرَنِي الْبَرَاءُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ انْطَلَقْتُ فَإِذَا أَنَا بِرَاعِي غَنَمٍ يَسُوقُ غَنَمَهُ فَقُلْتُ لِمَنْ أَنْتَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَسَمَاهُ فَعَرَفْتُهُ ، فَقُلْتُ هَلْ فِي غَنَمِكَ مِنْ لَبَنٍ ، فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ هَلْ أَنْتَ حَالِبٌ لِي قَالَ نَعَمْ فَأَمَرْتُهُ فَأَعْتَقَلَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ ثُمَّ أَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ ضَرْعَهَا مِنَ الْغُبَارِ ثُمَّ أَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُصَ كَفَّيْهِ فَقَالَ هَكَذَا ضَرَبَ أَحَدَى كَفَّيْهِ بِالْأُخْرَى فَحَلَبَ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ وَقَدْ جَعَلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِدَاوَةً عَلَى فِيهَا خِرْقَةٌ فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ ، فَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ

২২৭৭ ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম ও আবদুল্লাহ ইব্ন রাজা (র.).... আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (হিজরত করে মদীনার দিকে) যাচ্ছিলাম। তখন বকরীর এক রাখালের সাথে দেখা হল। সে তার বকরীগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কার রাখাল। সে কুরয়শ গোত্রের এক ব্যক্তির নাম বলল। আমি সে ব্যক্তিকে চিনতাম। আমি তাকে বললাম, তোমার বকরীর দুধ আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ আছে। আমি তাকে বললাম, তুমি আমাকে দুধ দোহন করে দিবে কি? সে বলল, হ্যাঁ দিব। তখন আমি তাকে দুধ দোহন করতে বললাম। বকরীর পাল থেকে সে একটি বকরী ধরে নিয়ে এল। আমি তাকে এর ওলান ধুলাবালি থেকে পরিষ্কার করে নিতে এবং তার হাতও পরিষ্কার করে নিতে বললাম। সে তদ্রূপ করল। এক হাত দিয়ে অপর হাত ঝেড়ে সে এক পেয়লা দুধ দোহন করল। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য একটি পাত্র রেখেছিলাম। যার মুখে কাপড়ের টুকরা রাখা ছিলো। তা থেকে আমি দুধের উপর (পানি) ঢেলে দিলাম। এতে দুধ নীচ পর্যন্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আমি নবী ﷺ-এর কাছে এই দুধ নিয়ে গেলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি পান করুন। তিনি তা পান করলেন। এতে আমি আনন্দিত হলাম।

كِتَابُ الْمَظَالِمِ وَالْقِصَاصِ

অধ্যায় : যুল্ম ও কিসাস

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

أَبْوَابُ الْمَظَالِمِ وَالْقِصَاصِ

অধ্যায় : যুল্ম ও কিসাস

١٥٢٤. بَابُ فِي الْمَظَالِمِ وَالْفَصَبِ ، وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ، إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ رَافِعِي رُءُوسِهِمُ الْمُقْنِعِ وَالْمُقْنِعِ وَاحِدٌ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْنِدْتَهُمْ هَوَاءٌ يَعْنِي جَوْفًا لَاعْقُولَ لَهُمْ وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نَجِبْ دَعْوَتَكَ وَتَتَّبِعِ الرُّسُلَ إِلَى قَوْلِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ نُوْا أَنْتِقَامَ وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مُهْطِعِينَ مُدْيِمِينَ النَّظَرِ وَيُقَالُ مُسْرِعِينَ

১৫২৪. পরিচ্ছেদ : যুল্ম ও হিনতাই। আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ তুমি কখনও মনে করবে না যে, জালিমরা যা করে, সে বিষয়ে আল্লাহ গাফিল। তিনি তাদেরকে সে দিন পর্যন্ত অবকাশ দেন, যে দিন তাদের চোখগুলো হবে স্বীর, ভীত বিহ্বল চিত্তে আকাশের দিকে চেয়ে তারা ছুটাছুটি করবে, নিজেদের প্রতি তাদের দৃষ্টি ফিরবে না এবং তাদের অন্তর হবে শূন্য। (সূরা ইব্রাহীম : ৪২-৪৩) مُقْنِعِ رُءُوسِهِمْ অর্থ উপরের দিকে তাদের মাথা তুলে। الْمُقْنِعِ এবং الْمُقْنِعِ সমার্থক শব্দ। মুজাহিদ (র) বলেন, مُهْطِعِينَ অর্থ দৃষ্টি অবনত করে। هَوَاء শব্দের অর্থ জ্ঞানশূন্য। (আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ) যে দিন তাদের শাস্তি আসবে, সেদিন সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করুন। তথ্য জালিমরা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের কিছু কালের জন্য অবকাশ দিন। আমরা তোমার ডাকে সাড়া দিব এবং রাসূলদের অনুসরণ করব..... আল্লাহ পরাক্রমশালী, দণ্ডবিধায়ক। (সূরা-ঐ)

১৫২৫. بَابُ قِصَاصِ الْمُظَالِمِ

১৫২৫. পরিচ্ছেদ : অপরাধের দণ্ড

২২৭৮ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ حُبِسُوا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيَتَقَاصُونَ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا نَقُّوا وَهَذِبُوا، أُذِنَ لَهُمْ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ فَوَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ ﷺ بِيَدِهِ، لَأَحْدَهُمْ بِمَسْكَنِهِ فِي الْجَنَّةِ، أَدْلُ بِمَسْكَنِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا * وَقَالَ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ -

২২৭৮ ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র.)..... আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মু'মিনগণ যখন জাহান্নাম থেকে নাজাত পাবে, তখন জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে এক পুলের উপর তাদের আটকে রাখা হবে। তখন পৃথিবীতে একের প্রতি অন্যের যা যা জুলুম ও অন্যায় ছিল, তার প্রতিশোধ গ্রহণের পরে যখন তারা পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে, তখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে। সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, নিশ্চয়ই তাদের প্রত্যেকে পৃথিবীতে তার আবাসস্থল যেরূপ চিনত, তার চাইতে অধিক তার জান্নাতের আবাসস্থল চিনতে পারবে।

১৫২৬. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

১৫২৬. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ সাবধান! জালিমদের উপর আল্লাহর লা'নত. (১১ :

১৮)

২২৭৯ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ عَنْ صفوان بن محرز المازني قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخِذَ بِيَدِهِ إِذْ عَرَضَ رَجُلٌ فَقَالَ : كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي النَّجْوَى، فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُذْنِبِي الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ فَيَقُولُ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، فَيَقُولُ نَعَمْ أَيْ رَبِّ حَتَّى قَرَرَهُ بِذُنُوبِهِ وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ قَالَ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، فَيُعْطَى كِتَابُ حَسَنَاتِهِ وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ

فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

২২৭৯ মুসা ইবন ইসমাঈল (র.).... সাফওয়ান ইবন মুহরিয় আল-মাযিনী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমি ইবন উমর (রা.)-এর সাথে তাঁর হাত ধরে চলছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর মু'মিন বান্দার একান্তে কথাবার্তা সম্পর্কে আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কি বলতে শুনেছেন? তখন তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা মু'মিন ব্যক্তিকে নিজের কাছে নিয়ে আসবেন এবং তার উপর স্বীয় আবরণ দ্বারা তাকে ঢেকে নিবেন। তারপর বলবেন, অমুক পাপের কথা কি তুমি জান? তখন সে বলবে, হ্যাঁ, হে আমার প্রতিপালক। এভাবে তিনি তার কাছ থেকে তার পাপগুলো স্বীকার করিয়ে নিবেন। আর সে মনে করবে যে, তার ধ্বংস অনিবার্য। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমি পৃথিবীতে তোমার পাপ গোপন করে রেখেছিলাম। আর আজ আমি তা মাফ করে দিব। তারপর তার নেকের আমলনামা তাকে দেওয়া হবে। কিন্তু কাফির ও মুনাফিকদের সম্পর্কে সাক্ষীরা বলবে, এরাই তাদের প্রতিপালক সম্পর্কে মিথ্যা বলেছিল। সাবধান, জালিমদের উপর আল্লাহর লা'নত।

১৫২৭. بَابُ لَا يَظْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ وَلَا يُسْلِمُهُ

১৫২৭. পরিচ্ছেদ : মুসলমান মুসলমানের প্রতি জুলুম করবে না এবং তাকে অপমানিতও করবে না।

২২৮০ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

২২৮০ ইয়াহুইয়া ইবন বুকাইর (র.).... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার উপর জুলুম করবে না এবং তাকে জালিমের হাতে সোপর্দ করবে না। যে কেউ তার ভাইয়ের অভাব পূরণ করবে আল্লাহ তার অভাব পূরণ করবেন। যে ব্যক্তি (পৃথিবীতে) কোন মুসলমানের বিপদ দূর করবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার বিপদসমূহ দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন করবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন করবেন।

১৫২৮. بَابُ أَعِنَ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا

১৫২৮. পরিচ্ছেদ : তোমার ভাইকে সাহায্য কর, সে যালিম হোক বা মায়লুম

২২৮১ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْنُ أَنَسٍ وَحُمَيْدُ الطَّوِيلُ سَمِعَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَصِرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا

২২৮১ উসমান ইব্ন আবু শায়বা (র.)....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, তোমার ভাইকে সাহায্য কর, সে জালিম হোক অথবা মাজলুম। (অর্থাৎ জালিম ভাইকে জুলুম থেকে বিরত রাখবে এবং মাজলুম ভাইকে জালিমের হাত থেকে রক্ষা করবে)।

২২৮২ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَصِرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِهَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا قَالَ تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ

২২৮২ মুসাদ্দাদ (র.).... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমার ভাইকে সাহায্য করো, সে জালিম হোক অথবা মাজলুম। তিনি (আনাস) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ মাজলুমকে সাহায্য করব, তা তো বুঝলাম। কিন্তু জালিমকে কি করে সাহায্য করব? তিনি ﷺ বললেন, তুমি তার হাত ধরে তাকে বিরত রাখবে। (অর্থাৎ তাকে যুলুম করতে দিবে না)।

১০২৭. بَابُ نَصْرِ الْمَظْلُومِ

১৫২৯. পরিচ্ছেদ ৪ মাজলুমকে সাহায্য করা

২২৮৩ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدٍ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ فَذَكَرَ عِيَادَةَ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعَ الْجَنَائِزِ ، وَتَشْمِيتَ الْعَاطِسِ وَرَدَّ السَّلَامِ وَنَصْرَ الْمَظْلُومِ ، وَإِجَابَةَ الدَّاعِي وَإِبْرَارَ الْمُقْسِمِ

২২৮৩ সাঈদ ইব্ন রাবী' (র.).... বারী ইব্ন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদেরকে সাতটি বিষয়ে আদেশ দিয়েছেন এবং সাতটি বিষয়ে নিষেধ করেছেন। তারপর তিনি উল্লেখ করলেন, পীড়িতের খোঁজখবর নেওয়া, জানাযার অনুসরণ করা, হাঁচির জবাবে ইয়ারহামুকাদ্লাহ বলা, সালামের জওয়াব দেওয়া, মাজলুমকে সাহায্য করা, আহবানকারীর প্রতি সাড়া দেওয়া, কসমকারীকে দায়িত্ব মুক্ত করা।

۲۲۸۬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبَيْنَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشِبْكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ

২২৮৪ মুহাম্মদ ইবন 'আলা (র.).... আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, এক মু'মিন আর এক মু'মিনের জন্য ইমারত তুল্য, যার এক অংশ আর এক অংশকে সুদৃঢ় করে। আর তিনি ﷺ তাঁর এক হাতের আঙ্গুল আর এক হাতের আঙ্গুলে প্রবেশ করিয়ে দেখালেন।

۱۵۳۰. بَابُ الْإِثْتِصَارِ مِنَ الظَّالِمِ لِقَوْلِهِ غَزُ وَجَلُّ : لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ، وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُسْتَذْلُوا فَإِذَا قَدَرُوا عَفَا

১৫৩০. পরিচ্ছেদ : জালিম থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ। আল্লাহ তা'আলার বাণী : মন্দ কথা প্রচারণা আল্লাহ পসন্দ করেন না, তবে যার উপর জুলুম করা হয়েছে। আর আল্লাহ শ্রবণকারী, জ্ঞানী। (৪ : ১৪৮) এবং যারা অত্যাচারিত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। (৪২ : ৩৯) ইব্রাহীম (র.) বলেন, সাহাবায়ে কিরাম (রা.) অপমানিত হওয়াকে পসন্দ করতেন না, তবে ক্ষমতা লাভ করলে মাফ করে দিতেন।

۱۵۳۱. بَابُ عَفْوِ الْمُظْلَمِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخَفُّوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءِ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمَنْ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ، إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ ، وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ، وَلَمَنْ مَنَعَكَ وَقَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُدْرِكٍ وَمَنْ يَكْفُرْ يَكْفُرْ عَلَى لَحْوٍ مِنْهُ وَلَئِنْ يَدْعُوكَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَبَدَأَ الصُّلْحَ فَرَبِّكُمُ الْمَعْلُومُ

১৫৩১. পরিচ্ছেদ : মাযলুমকে মাফ করে দেওয়া। আল্লাহ তা'আলার বাণী : তোমরা সৎকর্ম প্রকাশ্যে করলে অথবা গোপনে করলে অথবা দোষ ক্ষমা করলে আল্লাহও দোষ

মোচনকারী, শক্তিমান (৪ : ১৪৯)। মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ, কিন্তু যে মাফ করে দেয় এবং আপোষ নিষ্পত্তি করে, তার পুরস্কার আল্লাহর নিকটই রয়েছে। তিনি জালিমদের পসন্দ করেন না। তবে অত্যাচারিত হওয়ার পর যারা প্রতিবিধান করে, তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না। কেবল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে, যারা মানুষের উপর যুল্ম করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করে বেড়ায়। এদের জন্য রয়েছে যজ্ঞাদায়ক শাস্তি। অবশ্য যে ধৈর্য ধারণ করে এবং মাফ করে দেয়, এতো হবে দৃঢ়সংকল্পেরই কাজ। আল্লাহ যাকে পথ দ্রষ্ট করেন এবং পর তার জন্য কোন অভিভাবক নেই। জালিমরা (কিয়ামতের দিন) যখন শাস্তি দেখবে, তখন আপনি তাদের বলতে শুনবেন প্রত্যাবর্তনের কোন পথ আছে কি? (৪২ : ৪০-৪৪)।

১৫২২. بَابُ الظُّلْمِ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

১৫৩২. পরিচ্ছেদ : যুল্ম কিয়ামতের দিন অনেক অন্ধকারের রূপ ধারণ করবে

۲۲۸۵ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

২২৮৫ আহমদ ইব্ন ইউনুস (র.).... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যুল্ম কিয়ামতের দিন অনেক অন্ধকারের রূপ ধারণ করবে।

১৫২৩. بَابُ الْإِتْقَانِ وَالْحَذَرِ مِنْ دَعْوَةِ الْمُظْلُومِ

১৫৩৩. পরিচ্ছেদ : মাযলুমের ফরিয়াদকে ভয় করা এবং তা থেকে বেঁচে থাকা

۲۲۸۶ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ إِسْحَقَ الْمَكِّيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذَ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ اتَّقِ دَعْوَةَ الْمُظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

২২৮৬ ইয়াহুইয়া ইব্ন মুসা (র.).... ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ যখন মুআয (রা.)-কে ইয়ামানে পাঠান এবং তাকে বলেন, মাজলুমের ফরিয়াদকে ভয় করবে। কেননা তার ফরিয়াদ এবং আল্লাহর মাঝে কোন পর্দা থাকে না।

১০২৪. بَابُ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ عِنْدَ الرَّجُلِ فَحَلَّلَهَا لَهُ فَلْ يُبَيِّنْ مَظْلَمَتَهُ

১৫৩৪. পরিচ্ছেদ : মাযলুম জালিমকে মাফ করে দিল; এমতাবস্থায় সে জালিমের যুল্মের কথা প্রকাশ করতে পারবে কি?

২২৮৭ حَدَّثَنَا أَبُو بَنِي أَبِي إِيَّاسُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَحَدٍ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخَذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أَخَذَ مِنْ سَيِّئَاتٍ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إسماعيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ إِنَّمَا سُمِّيَ الْمُقْبَرِيُّ لِأَنَّهُ كَانَ يَنْزِلُ نَاحِيَةَ الْمَقَابِرِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَسَعِيدُ الْمُقْبَرِيِّ هُوَ مَوْلَى بَنِي لَيْثٍ وَهُوَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ وَأَسْمُ أَبِي سَعِيدٍ كَيْسَانٌ

২২৮৭ আদম ইবন আবু ইয়াস (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সত্ত্বম হানী বা অন্য কোন বিষয়ে জুলুমের জন্য দায়ী থাকে, সে যেন আজই তার কাছ থেকে মাফ করায়ে নেয়, সে দিন আসার পূর্বে যে দিন তার কোন দীনার বা দিরহাম থাকবে না। সে দিন তার কোন সৎকর্ম থাকলে তার জুলুমের পরিমাণ তা তার নিকট থেকে নেওয়া হবে আর তার কোন সৎকর্ম না থাকলে তার প্রতিপক্ষের পাপ থেকে নিয়ে তা তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) (র.) বলেন, ইসমাঈল ইবন উয়াইস (র.) বলেছেন, সাঈদ আল-মাকবুরী (র.) কবর স্থানের পার্শ্বে অবস্থান করতেন বলে তাকে আল-মাকবুরী বলা হত। আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) (র.) এও বলেছেন, সাঈদ আল-মাকবুরী হলেন, বনু লাইসের আযাদকৃত গোলাম। ইনি হলেন সাঈদ ইবন আবু সাঈদ। আর আবু সাঈদের নাম হলো কায়সান।

১০২৫. بَابُ إِذَا حَلَّلَهُ مِنْ ظُلْمِهِ فَلَا رَجُوعَ فِيهِ

১৫৩৫. পরিচ্ছেদ : যদি কেউ কারো যুল্ম মাফ করে দেয়, তবে সে যুল্মের জন্য পুনরায় তাকে দায়ী করা চলবে না

২২৮৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ : وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ، قَالَتْ :

الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَيْسَ بِمُسْتَكْتَرٍ مِنْهَا يُزِيدُ أَنْ يُفَارِقَهَا فَتَقُولُ أَجْعَلْكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلٍّ فَتَزَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ

২২৮৮ মুহাম্মদ (র.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, কোন স্ত্রী যদি স্বামীর দুর্ব্যবহার ও উপেক্ষার আশংকা করে (৪ : ১২৮) আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে তিনি ('আয়িশা) বলেন, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর কাছে বেশী যাওয়া-আসা করত না বরং তাকে আলাদা অর্থাৎ তালাক দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করত। এ অবস্থায় স্ত্রী বলল, আমি তোমাকে আমার ব্যাপারে দায়মুক্ত করে দিলাম। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে এই আয়াতটি নাযিল হয়।

۱۵۳۶. بَابُ إِذَا أَدْنَى لَهُ أَوْ حَلَلَهُ لَهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ مَوْ

১৫৩৬. পরিচ্ছেদ : যদি কোন ব্যক্তি কাউকে কোন বিষয়ে অনুমতি প্রদান করে তাকে মাফ করে, কিন্তু কি পরিমাণ মাফ করল তা ব্যক্ত করেনি

২২৮৯ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ بَنٍ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَتَى بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الْأَشْيَاخُ فَقَالَ لِلْغُلَامِ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ فَقَالَ الْغُلَامُ : لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا أُؤْثِرُ بِنَصِيْبِي مِنْكَ أَحَدًا قَالَ فَتَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي يَدِهِ

২২৮৯ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র.).... সাহল ইব্ন সা'দ সাঈদী (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ -এর কাছে কিছু পানীয় দ্রব্য আনা হল। তিনি ﷺ তার কিছুটা পান করলেন। তাঁর ﷺ ডান দিকে বসা ছিল একটি বালক আর বাম দিকে ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠরা। তিনি ﷺ বালকটিকে বললেন, এ বয়োজ্যেষ্ঠদেরকে দেওয়ার জন্য তুমি আমাকে অনুমতি দিবে কি? তখন বালকটি বলল, না, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর কসম, আমি আপনার কাছ থেকে প্রাপ্য আমার অংশে কাউকে অগ্রাধিকার দিব না। রাবী বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ পানির পেয়ালাটা তার হাতে ঠেলে দিলেন।

۱۵۳۷. بَابُ إِثْمٍ مَنْ ظَلَمَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ

১৫৩৭. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি কারো জমির কিছু অংশ যুলুম করে নিয়ে নেয় তার ওনাহ

২২৯০ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَمْرٍو بْنَ سَهْلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا طَوَّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

২২৯০ আবুল ইয়ামান (র.).... সাঈদ ইবন য়াদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কারো জমির অংশ জুলুম করে কেড়ে নেয়, কিয়ামতের দিন এর সাত তবক যমীন তার গলায় লটকিয়ে দেওয়া হবে।

২২৯১ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنَسٍ خُصُومَةٌ قَالَ فَذَكَرَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ يَا أَبَا سَلَمَةَ اجْتَنِبِ الْأَرْضَ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طَوَّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

২২৯১ আবু মা'মার (র.)..... আবু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন যে, তাঁর এবং কয়েকজন লোকের মধ্যে একটি বিবাদ ছিল। 'আয়িশা (রা.) -এর কাছে উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন, হে আবু সালামা! জমির ব্যাপারে সতর্ক থাক। কেননা নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এক বিঘত জমি অন্যায়ভাবে নিয়ে নেয়, (কিয়ামতের দিন) এর সাত তবক জমি তার গলায় লটকিয়ে দেওয়া হবে।

২২৯২ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِخُرَاسَانَ فِي كُتُبِ ابْنِ الْمُبَارَكِ إِنَّمَا أَمْلَى عَلَيْهِمُ بِالْبَصْرَةِ

২২৯২ মুসলিম ইবন ইব্রাহীম (র.).... সালিম (রা.) -এর পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে সামান্য পরিমাণ জমিও নিয়ে নিবে, কিয়ামতের দিন তাকে সাত তবক যমীনের নীচ পর্যন্ত ধসিয়ে দেওয়া হবে। আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী র.) বলেন, আবদুল্লাহ ইবন মুবারক (র.) কর্তৃক খুরাসানে রচিত হাদীসগ্রন্থে এ হাদীসটি নেই। এ হাদীসটি বসরায় লোকজনকে শুনানো হয়েছে।

١٥٣٨. بَابُ إِذَا أَدْنَى إِنْسَانٌ لِأَخْرَ شَيْئًا جَارَ

১৫৩৮. পরিচ্ছেদ : যদি কোন ব্যক্তি কাউকে কোন বিষয়ে অনুমতি প্রদান করে তবে তা জারিয়

৯২ ২২ حَدَّثَنَا حَقُّصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فِي بَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَأَصَابَنَا سَنَةٌ فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يُرْزِقُنَا التَّمْرَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْإِقْرَانِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ

২২৯৩ হাফস ইবন উমর (র.)..... জাবালা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা মদীনায় কিছু সংখ্যক ইরাকী লোকের সঙ্গে ছিলাম। একবার আমরা দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হই, তখন ইবন যুবাইর (রা.) আমাদেরকে খেজুর খেতে দিতেন। ইবন উমর (রা.) আমাদের কাছ দিয়ে যেতেন এবং বলতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কাউকে তার ভাইয়ের অনুমতি ছাড়া এক সাথে দুটো করে খেজুর খেতে নিষেধ করেছেন।

২২৯৬ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ كَانَ لَهُ غُلَامٌ لَحَامٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ اضْنَعْ لِي طَعَامَ خُمْسَةِ لَعَلِّي ادْعُو النَّبِيَّ ﷺ خَامِسَ خُمْسَةٍ وَأَبْصُرَ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ الْجُوعَ فَدَعَاهُ فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ لَمْ يُدْعَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ هَذَا قَدْ اتَّبَعَنَا أَتَاذَنْ لَهُ قَالَ نَعَمْ

২২৯৪ আবু নু'মান (র.)..... আবু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আবু শুয়াইব (রা.) নামক এক আনসারীর গোশত বিক্রেতা একজন গোলাম ছিল। একদিন আবু শুয়াইব (রা.) তাকে বললেন, আমার জন্য পাঁচ জন লোকের খাবার তৈরী কর। আমি আশা করছি যে নবী ﷺ-কে দাওয়াত করব। আর তিনি হলেন উক্ত পাঁচজনের একজন। উক্ত আনসারী নবী ﷺ-এর চেহারায় ক্ষুধার ছাপ লক্ষ্য করেছিলেন। কাজেই তিনি তাঁকে ﷺ দাওয়াত করলেন। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে আরেকজন লোক আসলেন, যাকে দাওয়াত করা হয়নি। তখন নবী ﷺ (আনসারীকে) বললেন, এ আমাদের পিছে পিছে চলে এসেছে। তুমি কি তাকে অনুমতি দিচ্ছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

১০৩৭. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَمَوَ أَلَدُ الْخِصَامِ

১৫৩৯. পরিচ্ছেদ : মহান আল্লাহর বাণী : প্রকৃতপক্ষে সে কিন্তু অতি ঝগড়াটে (২ : ২০৪)

২২৯৫ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنْ أَبْغَضَ الرِّجَالُ إِلَى اللَّهِ الْإِلْدُ الْخِصِمِ

২২৯৫ আবু আসিম (র.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহর নিকট সেই লোক সবচেয়ে বেশী ঘৃণিত, যে অতি ঝগড়াটে।

১৫৪. بَابُ إِثْمٍ مِّنْ خَاصَمٍ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ

১৫৪০. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি জেনে শুনে না হক বিষয়ে ঝগড়া করে, তার অপরাধ

২২৯৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةَ بِيَابِ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِيَنِي الْخُصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضُكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فَأَحْسِبْ أَنَّهُ صَدَقَ فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَأَنَامَا هِيَ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكْهَا

২২৯৬ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ (র.).... নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী উম্মু সালামা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একদিন তিনি ﷺ তাঁর ঘরের দরজার নিকটে ঝগড়ার শব্দ শুনতে পেয়ে তাদের নিকট বেরিয়ে আসলেন। (তাঁর ﷺ কাছে বিচার চাওয়া হলো) তিনি ﷺ বললেন, আমি তো একজন মানুষ। আমার কাছে (কোন কোন সময়) ঝগড়াকারীরা আসে। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অন্যের চাইতে অধিক বাকপটু। তখন আমি মনে করি যে, সে সত্য বলেছে। তাই আমি তার পক্ষে রায় দেই। বিচারে যদি আমি ভুলবশত অন্য কোন মুসলমানের হক তাকে দিয়ে থাকি, তবে তা দোষখের টুকরা। এখন সে তা গ্রহণ করুক বা ত্যাগ করুক।

১৫৪১. بَابُ إِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

১৫৪১. পরিচ্ছেদ : ঝগড়া করার সময় অশ্লীল ভাষা ব্যবহার

২২৯৭ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَرْبَعٌ مِّنْ كُنْ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا أَوْ كَانَتْ فِيهِ خُصْلَةٌ مِّنْ أَرْبَعٍ كَانَتْ فِيهِ خُصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا : إِذَا حَدَّثَ كَذِبًا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

২২৯৭ বিশর ইব্ন খালিদ (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, চারটি স্বভাব যার মধ্যে থাকে, সে মুনাফিক অথবা যার মধ্যে, এ চারটি স্বভাবের কোন একটা থাকে, তার মধ্যেও মুনাফিকীর একটি স্বভাব থাকে, যে পর্যন্ত না সে তা পরিত্যাগ করে। (১) সে যখন কথা বলে মিথ্যা বলে (২) যখন ওয়াদা করে ভঙ্গ করে (৩) যখন চুক্তি করে তা লংঘন করে (৪) যখন ঝগড়া করে অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে।

১০৬২. **بَابُ قِصَاصِ الْمَظْلُومِ إِذَا وَجَدَ مَالَ ظَالِمِهِ ، وَقَالَ ابْنُ سَيْرِينَ يُقَاسُ وَقَرَأَ : وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ**

১৫৪২. পরিচ্ছেদ : জালিমের মাল যদি মাজলুমের হস্তগত হয়, তবে তা থেকে সে নিজের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারে। ইব্ন সীরীন (র.) বলেন, তার প্রাপ্য যতটুকু, ততটুকু গ্রহণ করতে পারে এবং তিনি (কুরআনুল কারীমের এ আয়াত) পাঠ করেন : যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঠিক ততখানি করবে, যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে। (১৬ : ২৬)।

২২৯৮ **حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَاسُفِيَانُ رَجُلٌ مَسِيئٌ فَهَلْ عَلَى خَرَجٍ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الذِّئْلِ لَهُ عِيَالُنَا فَقَالَ لَأَحْرَجَ عَلَيْكَ أَنْ تُطْعِمِيهِمْ بِالْمَعْرُوفِ**

২২৯৮ আবুল ইয়ামান (র.).....'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন উতবা ইব্ন রবীআর কন্যা হিন্দা নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (আমার স্বামী) আবু সুফিয়ান কৃপণ লোক। তার সম্পদ থেকে যদি আমার সন্তানদের খেতে দেই, তা হলে আমার কোন গুনাহ হবে কি? তখন তিনি বললেন, যদি তুমি তাদেরকে ন্যায়সংগতভাবে খেতে দাও তা হলে কোন তোমার গুনাহ হবে না।

২২৯৯ **حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قُلْنَا لِلنَّبِيِّ ﷺ إِنَّكَ تَبْعُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لَا يَقْرُونَنَا فَمَاتَرَى فِيهِ فَقَالَ لَنَا إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمِرَ لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخَنُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ**

২২৯৯ আবদুল্লাহ্ ইবন ইউসুফ (র.).... উকবা ইবন আমির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-কে বললাম, আপনি যখন আমাদের কোন অভিযানে পাঠান, আর আমরা এমন কাওমের কাছে অবতরণ করি, যারা আমাদের মেহমানদারী করে না। এ ব্যাপারে আপনি কি বলেন? তিনি আমাদের বললেন, যদি তোমরা কোন কাওমের কাছে অবতরণ কর এবং তোমাদের জন্য যদি উপযুক্ত মেহমানদারীর আয়োজন করা হয়, তবে তোমরা তা গ্রহণ করবে, আর যদি তা না করে তবে তাদের কাছ থেকে মেহমানের হক আদায় করে নিবে।

১৫৪৩. بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّقَائِفِ وَجَلَسَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ

১৫৪৩. পরিচ্ছেদ : ছায়া-ছাউনী প্রসঙ্গে। নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ বনু সাঈদার ছায়া ছাউনীতে বসেছিলেন

২৩০০ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ حِينَ تَوَفَّى اللَّهُ نَبِيَّهُ ﷺ إِنَّ الْأَنْصَارَ اجْتَمَعُوا فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ فَقُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ انْطَلِقْ بِنَا فَجِئْنَا هُمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ

২৩০০ ইয়াহুইয়া ইবন সুলায়মান (র.).... উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁর নবী ﷺ-কে তাঁর সান্নিধ্যে উঠিয়ে নিলেন, তখন আনসারগণ বনু সাঈদা গোত্রের ছায়া ছাউনীতে গিয়ে সমবেত হলেন। আমি আবু বকর (রা.)-কে বললাম, আমাদের সঙ্গে চলুন। এরপর আমরা তাদের নিকট সাকীফাহ বনু সাঈদাতে গিয়ে পৌঁছলাম।

১৫৪৪. بَابُ لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشْبَهُ فِي جِدَارِهِ

১৫৪৪. পরিচ্ছেদ : কোন প্রতিবেশী যেন তার প্রতিবেশীকে তার দেয়ালে খুঁটি পুঁতে বাঁধা না দেয়

২৩০১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشْبَهُ فِي جِدَارِهِ . ثُمَّ أَبُو هُرَيْرَةَ مَالِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ يَقُولُ

২৬০৯ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (রা.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ বলেছেন, কোন প্রতিবেশী যেন তার প্রতিবেশীকে তার দেয়ালে খুঁটি পুঁততে নিষেধ না করে। তারপর আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, কি হলো, আমি তোমাদেরকে এ হাদীস থেকে উদাসীন দেখতে পাচ্ছি। আল্লাহর কসম, আমি সব সময় তোমাদেরকে এ হাদীস বলতে থাকব।

১৫৪৫. بَابُ صَبِّ الْخَمْرِ فِي الطَّرِيقِ

১৫৪৫. পরিচ্ছেদ : রাস্তায় মদ ঢেলে দেওয়া।

২৩০২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا ثَلَاثٌ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ الْفَضِيخَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُنَادِيًا يُنَادِي: أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ، أَخْرَجْ فَأَهْرِقْهَا، فَخَرَجْتُ فَهَرَقْتُهَا فَجَرَّتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ قَدْ قُتِلَ قَوْمٌ وَهِيَ فِي بُطُونِهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا الْآيَةُ

২৬০২ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রাহীম আবু ইয়াহইয়া (রা.)... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমি আবু তালহার বাড়িতে লোকজনকে শরার পান করাচ্ছিলাম। সে সময় লোকেরা ফাযীখ শরাব ব্যবহার করতেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তিকে আদেশ করলেন, যেন সে এ মর্মে ঘোষণা দেয় যে, সাবধান! শরাব এখন থেকে হারাম করে দেওয়া হয়েছে। আবু তালহা (রা.) আমাকে বললেন, বাইরে যাও এবং সমস্ত শরাব ঢেলে দাও। আমি বাইরে গেলাম এবং সমস্ত শরাব রাস্তায় ঢেলে দিলাম। আনাস (রা.) বলেন, সে দিন মদীনার অলিগলিতে শরাবের প্লাবন বয়ে গিয়েছিল। তখন কেউ কেউ বলল, একদল লোক নিহত হয়েছে, অথচ তাদের পেটে শরাব ছিল। তখন এ আয়াত নাযিল হলঃ যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারা পূর্বে যা কিছু পানাহার করেছে তার জন্য তাদের কোন গুনাহ হবে না (৫ : ৯৩)।

১৫৪৬. بَابُ أَفْنِيَةِ الدُّوْرِ وَالْجُلُوسِ فِيهَا وَالْجُلُوسِ عَلَى الصُّعْدَاتِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ فَأَبْتَنِي أَبُو بَكْرٍ مَسْجِدًا بِفَنَاءِ دَارِهِ يُصَلِّي فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَتَقَصَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءَ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ يَعْبَبُونَ مِنْهُ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ

১৫৪৬. পরিচ্ছেদ : ঘরের আঙিনা ও তাতে বসা এবং রাস্তার উপর বসা। ‘আয়িশা (রা.) বলেন, আবু বকর (রা.) তাঁর বাড়ীর আঙিনায় মসজিদ বানালেন। সেখানে তিনি সালাত আদায় করতেন ও কুরআন তিলাওয়াত করতেন। এতে মুশরিকদের জীরা ও তাদের সন্তানেরা তাঁর কাছে ভীড় জমাতে লাগল। তারা আবু বকরের অবস্থা দেখে বিস্মিত হত। সে সময় নবী ﷺ মক্কায় ছিলেন।

২৩. حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطَّرِيقَاتِ فَقَالُوا مَا لَنَا بَدْنَا إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا، قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ، قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ

১৩০৬ মুআয ইব্ন ফাযালা (র.).... আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, তোমরা রাস্তার উপর বসা ছেড়ে দাও। লোকজন বলল, এ ছাড়া আমাদের কোন উপায় নেই। কেননা, এটাই আমাদের উঠাবসার জায়গা এবং এখানেই আমরা কথাবার্তা বলে থাকি। তিনি ﷺ বলেন, যদি তোমাদের সেখানে বসতেই হয়, তবে রাস্তার হক আদায় করবে। তারা বলল, রাস্তার হক কি? তিনি ﷺ বললেন; দৃষ্টি অবনমিত রাখা, কষ্ট দেওয়া হতে বিরত থাকা, সালামের জওয়াব দেওয়া, সৎকাজের আদেশ দেওয়া এবং অসৎকাজে নিষেধ করা।

১৫৪৭. بَابُ الْأَبَارِ عَلَى الطَّرِيقِ إِذَا لَمْ يُتَأَذَّبْهَا

১৫৪৭. পরিচ্ছেদ : রাস্তায় কূপ খনন করা, যদি তাতে কারো কষ্ট না হয়

২৩.৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بَيْتًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ التُّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلَ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي فَنَزَلَ الْبَيْتَ فَمَلَأَ خُفَّهُ مَاءً فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَعَفَّرَ لَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا فَقَالَ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبْدٍ رَطْبَةٌ أَجْرٌ

২৩০৪ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, একদিন এক ব্যক্তি রাস্তায় চলার পথে অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হল। তারপর একটি কূপ দেখতে পেয়ে তাতে সে নেমে পড়ল এবং পানি পান করল। উপরে উঠে এসে সে দেখতে পেলো, একটা কুকুর হাঁপাচ্ছে আর পিপাসার দরুন ভিজে মাটি চেটে খাচ্ছে। লোকটি (মনে মনে) বলল, এ কুকুরটির তেমনি পিপাসা পেয়েছে, যেমনি আমার পিপাসা পেয়েছিল। তারপর সে কূপের মধ্যে নামল এবং নিজের মোজা পানি ভর্তি করে এনে কুকুরটিকে পান করাল। আল্লাহ তার এ কাজ কবুল করেন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন। সাহাবীগণ বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! পশুদের ব্যাপারেও কি আমাদের জন্য সাওয়াব রয়েছে? তিনি ﷺ বললেন, প্রাণী মাত্রের সেবার মধ্যেই সাওয়াব রয়েছে।

١٥٤٨. بَابُ إِطَاةِ الْأَذَى وَقَالَ هَمَامٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ مَدَقَّةً

১৫৪৮. পরিচ্ছেদ : কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা। হামাম (র.) বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা সাদকাবরূপ।

١٥٤٩. بَابُ الْغُرْفَةِ وَالْعُلْيَةِ الْمُشْرِفَةِ وَغَيْرِ الْمُشْرِفَةِ فِي السُّطُوحِ وَغَيْرِهَا

১৫৪৯. পরিচ্ছেদ : ছাদ ইত্যাদির উপর উঁচু বা নীচু চিলেকোঠা ও কক্ষ নির্মাণ করা

২৩০৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَشْرَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أَطْمَرٍ مِنْ أَطَامِ الْمَدِينَةِ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلَالَ بَيْوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ

২৩০৫ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র.).... উসামা ইব্ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন নবী ﷺ মদীনার এক টিলার উপর উঠে বললেন, আমি যা দেখছি তোমরা কি তা দেখতে পাচ্ছে? যে তোমাদের ঘরগুলোতে বৃষ্টি বর্ষণের মত ফিতনা বর্ষিত হচ্ছে।

২৩০৬ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا عَلَى أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّتَيْنِ قَالَ اللَّهُ

لَهُمَا: إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا فَحَجَجْتُ مَعَهُ فَعَدَلْتُ مَعَهُ بِأَدَاوَةِ
فَتَبَرَّزَ حَتَّى جَاءَ فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْأَدَاوَةِ فَتَوَضَّأَ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ
الْمَرَأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّتَانِ قَالَ لَهُمَا: إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا
فَقَالَ وَاعْجَبًا لَكَ يَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الْحَدِيثَ يَسُوقُهُ ،
فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ وَجَارِلِي مِنَ الْأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ وَهِيَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ وَكُنَّا
نَتَنَاقَبُ النُّزُولَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ مِنْ خَبَرِ ذَلِكَ
الْيَوْمِ مِنَ الْأَمْرِ وَغَيْرِهِ وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَهُ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا
عَلَى الْأَنْصَارِ إِذَا هُمْ قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَأْخُذْنَ مِنْ آدَبِ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ
فَصِحْتُ عَلَى امْرَأَتِي فَرَأَجَعْتَنِي فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي فَقَالَتْ وَلِمَ تُنْكِرُ أَنْ أَرَا جَعَكَ فَوَ
اللَّهُ إِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ لِيُرَاجِعْنَهُ ، وَإِنْ أَحَدَاهُنَّ لَتَهْجُرَهُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلُ فَأَقْرَعَنِي
فَقُلْتُ خَابَتْ مَنْ فَعَلَ مِنْهُنَّ بَعْظِيْمٌ، ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَى ثِيَابِي فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ
أَيَّ حَفْصَةَ اتَّغَاضِبُ أَحَدًا كُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ فَقَالَتْ نَعَمْ ، فَقُلْتُ
خَابَتْ وَخَسِرَتْ أَفْتَأَمَنْ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ لِيغْضِبَ رَسُولَهُ فَتَهْلِكَيْنِ لَا تَسْتَكْثِرِي عَلَى رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ وَلَا تُرَاجِعِيهِ فِي شَيْءٍ وَلَا تَهْجُرِيهِ وَأَسْأَلُيْنِي مَا بَدَأَكَ وَلَا يَغْرُنَكَ أَنْ كَانَتْ
جَارَتِكَ هِيَ أَوْضَأُ مِنْكَ وَأَحَبُّ إِلَي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُرِيدُ عَائِشَةَ وَكُنَّا تَحَدَّثُنَا أَنْ غَسَّانَ
تُثْعَلُ النِّعَالُ لِيَغْرُوْنَا فَنَزَلَ صَاحِبِي يَوْمَ نَوَيْتِهِ فَرَجَعَ عِشَاءً فَضْرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا
وَقَالَ أَنَا أَنْتُمْ هُوَ فَفَرَعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ وَقَالَ حَدَّثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ ، قُلْتُ مَا هُوَ أَجَاءَتْ غَسَّانُ
قَالَ لَا بَلَّ أَعْظَمُ مِنْهُ وَأَطْوَلُ طَلَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نِسَاءَهُ ، قَالَ قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ
كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ هَذَا يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ فَجَمَعْتُ عَلَى ثِيَابِي فَصَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ فَدَخَلَ مَشْرِبَةً لَهُ فَأَعْتَزَلَ فِيهَا فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَإِذَا هِيَ تُبْكِي قُلْتُ مَا
يُبْكِيكَ أَوَلَمْ أَكُنْ حَذَرْتُكَ أَطْلُقُكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ لَا أَدْرِي هُوَ ذَا فِي الْمَشْرِبَةِ

فَخَرَجْتُ فَجِئْتُ الْمُنْبِرَ فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْطٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيلًا ، ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ الْمَشْرِبَةَ الَّتِي هُوَ فِيهَا فَقُلْتُ لِلْغَلَامِ لَهُ أَشْوَدَ اسْتِئْذِنَ لِعُمَرَ فَدَخَلَ فَكَلَّمَ النَّبِيَّ ﷺ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمْتُ ، فَأَنْصَرَفْتُ حَتَّى جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمُنْبِرِ ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ فَقُلْتُ لِلْغَلَامِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَجَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمُنْبِرِ ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ الْغَلَامَ فَقُلْتُ اسْتِئْذِنَ لِعُمَرَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَلَمَّا وَلَّيْتُ مُنْصَرِفًا فَإِذَا الْغَلَامُ يَدْعُونِي ، قَالَ أَذِنَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ ، فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رِمَالٍ حَصِيرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ قَدْ أَثَرُ الرِّمَالُ بِجَنْبِهِ مُتَّكِئٌ عَلَى وَسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ حَشَوْهَا لَيْفٌ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ طَلَّقَتْ نِسَاءُكَ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَيَّ فَقَالَ لَا تُحْكِمِي قَائِمٌ اسْتَأْنَسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ رَأَيْتَنِي وَكُنَّا مَعَشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى قَوْمٍ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَذَكَرَهُ فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قُلْتُ لَوْ رَأَيْتَنِي وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَا يَغُرُّكَ أَنْ كَانَتْ جَارَتِكَ هِيَ أَوْضَأَ مِنْكَ وَأَحَبُّ إِلَيَّ النَّبِيِّ ﷺ يُرِيدُ عَائِشَةَ فَتَبَسَّمَ أُخْرَى فَجَلَسْتُ حِينَ رَأَيْتُهُ تَبَسَّمَ ثُمَّ رَفَعْتُ بَصَرِي فِي بَيْتِهِ فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ فِيهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ غَيْرَ أَهْبَةِ ثَلَاثَةِ فَقُلْتُ أَدْعُ اللَّهَ فَلْيُوسِّعْ عَلَيَّ أُمْتِكَ فَإِنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ وَسِعَ عَلَيْهِمْ وَأَعْطُوا الدُّنْيَا وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ وَكَانَ مُتَكِنًا فَقَالَ أَوْ فِي شَيْءٍ أَنْتِ يَا ابْنَةَ الْخَطَّابِ أُولَئِكَ قَوْمٌ عَجَلَتْ لَهُمْ طَبِيبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَغْفِرْ لِي فَأَعْتَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ حِينَ أَفْشَيْتُهُ حَفْصَةَ إِلَى عَائِشَةَ وَكَانَ قَدْ قَالَ مَا أَنَا بِدَاخِلٍ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شَهْرَةٍ مُوجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حِينَ عَاتَبَهُ اللَّهُ ، فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَبَدَأَ بِهَا فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا وَإِنَّا أَصْبَحْنَا لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَعْدَمًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ وَكَانَ ذَلِكَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَنْزَلَتْ آيَةَ التَّخْيِيرِ فَبَدَأَ بِأَوَّلِ امْرَأَةٍ فَقَالَ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكَ أَمْرًا وَلَا

عَلَيْكَ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبِيكَ قَالَتْ قَدْ أَعْلِمُ أَنَّ أَبِي لَمْ يَكُنَّا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِكَ ، ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِزَوَّاجِكَ إِلَى قَوْلِهِ عَظِيمًا قُلْتُ أَفِي هَذَا اسْتَأْمِرُ أَبِي ، قُلْ لِزَوَّاجِكَ إِلَى قَوْلِهِ عَظِيمًا قُلْتُ أَفِي هَذَا اسْتَأْمِرُ أَبِي ، فَأِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْدارَ الْآخِرَةَ ، ثُمَّ خَيْرَ نِسَاءٍ هُ فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ

২৩০৬ ইয়াহইয়া ইব্ন বুকাইর (র.).... আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর সহধর্মিণীদের মধ্যে ঐ দু'সহধর্মিণী সম্পর্কে উমর (রা.)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করতে সব সময় আগ্রহী ছিলাম, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : যদি তোমরা দু'জনে তাওবা করো (তা হলে সেটাই হবে কল্যাণকর)। কেননা তোমাদের অন্তর বাঁকা হয়ে গেছে। একবার আমি তাঁর (উমর রা.-এর) সঙ্গে হজে রওয়ানা করলাম। তিনি রাস্তা থেকে সরে গেলেন। আমিও একটি পানির পাত্র নিয়ে তাঁর সঙ্গে গতি পরিবর্তন করলাম। তিনি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে ফিরে এলেন। আমি পানির পাত্র থেকে তাঁর দু'হাতে পানি ঢাললাম, তিনি উষ্ম করলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! নবী ﷺ -এর সহধর্মিণীদের মধ্যে দু'সহধর্মিণী কারা ছিলেন, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : “যদি তোমরা দু'জন তাওবা কর (তবে সেটাই হবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর) কেননা তোমাদের অন্তর বাঁকা হয়ে গেছে।” তিনি বললেন, হে ইব্ন আব্বাস! এটা তোমার জন্য তাজ্জবের বিষয় যে, তুমি তা জানো না। তারা দু'জন হলেন 'আয়িশা ও হাফসা (রা.) (অতঃপর উমর (রা.) পুরো ঘটনা বলতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, আমি ও আমার এক আনসারী প্রতিবেশী মদীনার অদূরে বনু উমাইয়া ইব্ন যায়দের মহল্লায় বসবাস করতাম। আমরা দু'জন পালাক্রমে নবী ﷺ -এর নিকট হাযির হতাম। একদিন তিনি যেতেন, আরেকদিন আমি যেতাম, আমি যে দিন যেতাম সে দিনের খবর (ওয়াহী) ইত্যাদি বিষয় তাঁকে অবহিত করতাম। আর তিনি যে দিন যেতেন, তিনিও অনুরূপ করতেন। আর আমরা কুরায়শ গোত্রের লোকেরা মহিলাদের উপর কর্তৃত্ব করতাম। কিন্তু আমরা যখন মদীনায়ে আনসারদের কাছে আসলাম তখন তাদেরকে এমন পেলাম, যাদের নারীরা তাদের উপর কর্তৃত্ব করে থাকে। ধীরে ধীরে আমাদের মহিলারাও আনসারী মহিলাদের রীতিনীতি গ্রহণ করতে লাগল। একদিন আমি আমার স্ত্রীকে ধমক দিলাম। সে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিউত্তর করল। তার এই প্রতিউত্তর আমার পসন্দ হলো না। তখন সে আমাকে বলল, আমার প্রতিউত্তর তুমি অসন্তুষ্ট হও কেন? আল্লাহর কসম! নবী ﷺ -এর সহধর্মিণীরাওতো তাঁর কথার প্রতিউত্তর করে থাকেন এবং তাঁর কোন কোন সহধর্মিণী রাত পর্যন্ত পুরো দিন তাঁর কাছ থেকে আলাদা থাকেন। একথা শুনে আমি ঘাবড়ে গেলাম। বললাম, যিনি এরূপ করেছেন তিনি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তারপর আমি জামা কাপড় পরে (আমার মেয়ে) হাফসা (রা.) -এর কাছে গিয়ে বললাম, হে হাফসা, তোমাদের কেউ কেউ নাকি রাত পর্যন্ত পুরো দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে অসন্তুষ্ট রাখে। সে বলল, হ্যাঁ। আমি বললাম, তবে তো সে বরবাদ

এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তোমার কি ভয় হয় না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অসন্তুষ্ট হলে আল্লাহও অসন্তুষ্ট হবেন। এর ফলে তুমি বরবাদ হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে বাড়াবাড়ি করো না এবং তাঁর কোন কথার প্রতিউত্তর দিও না এবং তাঁর থেকে পৃথক থাকো না। তোমার কোন কিছুর দরকার হয়ে থাকলে আমাকে বলবে। আর তোমার প্রতিবেশী তোমার চাইতে অধিক সুন্দরী এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অধিক প্রিয় এ যেন তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে। তিনি উদ্দেশ্য করেছেন 'আয়িশা (রা.)-কে। সে সময় আমাদের মধ্যে আলোচনা চলছিলো যে, গাস্‌সানের লোকেরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ঘোড়াগুলিকে প্রস্তুত করছে। একদিন আমার সাথী তার পালার দিন নবী ﷺ -এর কাছে গেলেন এবং ঈশার সময় এসে আমার দরজায় খুব জোরে করাঘাত করলেন এবং বললেন, তিনি (উমর রা.) কি ঘুমিয়েছেন? তখন আমি ঘাবড়িয়ে তাঁর কাছে বেরিয়ে এলাম। তিনি বললেন, সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে। আমি বললাম, সেটা কি? গাস্‌সানের লোকেরা কি এসে গেছে? তিনি বললেন, না, বরং তার চাইতেও বড় ঘটনা ও বিরাট ব্যাপার। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সহধর্মিণীদেরকে তালাক দিয়েছেন। উমর (রা.) বললেন, তাহলে তো হাফসার সর্বনাশ হয়েছে এবং সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমার তো ধারণা ছিল যে, এমন কিছু ঘটনা ঘটতে পারে। আমি কাপড় পরে বেরিয়ে এসে নবী ﷺ -এর সঙ্গে ফজরের সালাত আদায় করলাম। সালাত শেষে তিনি ﷺ তাঁর কোঠায় প্রবেশ করে একাকী বসে থাকলেন। তখন আমি হাফসা (রা.) -এর কাছে গিয়ে দেখি সে কাঁদছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কাঁদছ কেন? আমি কি তোমাকে আগেই সতর্ক করে দেইনি? রাসূলুল্লাহ ﷺ কি তোমাদেরকে তালাক দিয়েছেন? সে বলল, আমি জানি না। তিনি তাঁর ঐ কোঠায় আছেন। আমি বের হয়ে মিস্বরের কাছে আসলাম, দেখি যে লোকজন মিস্বরের চারপাশ জুড়ে বসে আছেন এবং কেউ কেউ কাঁদছেন। আমি তাঁদের সঙ্গে কিছুক্ষণ বসলাম। তারপর আমার উদ্যোগ প্রবল হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কোঠায় ছিলেন, আমি সে কোঠার কাছে আসলাম। আমি তাঁর এক কালো গোলামকে বললাম, উমরের জন্য অনুমতি গ্রহণ কর। সে প্রবেশ করে নবী ﷺ -এর সাথে আলাপ করে বেরিয়ে এসে বলল, আমি আপনার কথা তাঁর কাছে উল্লেখ করেছি, কিন্তু তিনি নীরব রইলেন। আমি ফিরে এলাম এবং মিস্বরের পাশে বসা লোকদের কাছে গিয়ে বসে পড়লাম। কিছুক্ষণ পর আমার আবার উদ্যোগ প্রবল হল। তাই আমি আবার এসে গোলামকে বললাম। সে এসে আগের মতই বলল। আমি আবার মিস্বরের কাছে উপবিষ্ট লোকদের সাথে গিয়ে বসলাম। তারপর আমার উদ্যোগ আবার প্রবল হল আমি গোলামের কাছে এসে বললাম, (উমরের জন্য অনুমতি গ্রহণ কর) এবারও সে আগের মতই বলল। তারপর যখন আমি ফিরে আসছিলাম, গোলাম আমাকে ডেকে বলল, রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে অনুমতি দিয়েছেন। এখন আমি তাঁর নিকট প্রবেশ করে দেখি, তিনি খেজুরের পাতায় তৈরী ছোবড়া ভর্তি একটা চামড়ার বালিশে হেলান দিয়ে খালি চাটাই এর উপর কাত হয়ে শুয়ে আছেন। তাঁর শরীর ও চাটাই এর মাঝখানে কোন ফরাশ ছিলো না। ফলে তাঁর শরীরের পার্শ্বে চাটাইয়ের দাগ পড়ে গিয়েছে। আমি তাঁকে সালাম করলাম এবং দাঁড়িয়েই আবার আরম্ভ করলাম আপনি কি আপনার সহধর্মিণীদেরকে তালাক দিয়েছেন? তখন তিনি আমার দিকে চোখ

তুলে তাকালেন এবং বললেন, না। তারপর আমি (থমথমে ভাব কাটিয়ে) অনুকূলভাব সৃষ্টির জন্য দাঁড়িয়ে থেকেই বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ দেখুন, আমরা কুরায়েশ গোত্রের লোকেরা নারীদের উপর কর্তৃত্ব করতাম। তারপর যখন আমরা এমন একটি সম্প্রদায়ের নিকট এলাম, যাদের উপর তাদের নারীরা কর্তৃত্ব করছে। তিনি এ ব্যাপারে আলোচনা করলেন। এতে নবী ﷺ মুচকি হাঁসলেন। তারপর আমি বললাম, আপনি হয়তো লক্ষ্য করছেন যে, আমি হাফসার ঘরে গিয়েছি এবং তাকে বলেছি, তোমাকে একথা যেন ধোঁকায় না ফেলে যে, তোমার প্রতিবেশিনী (সতীন) তোমার চাইতে অধিক আকর্ষণীয় এবং নবী ﷺ-এর অধিক প্রিয়। এক কথা দ্বারা তিনি 'আয়িশা (রা.)-কে বুঝিয়েছেন। নবী ﷺ আবার মুচকি হাঁসলেন। তাঁকে একা দেখে আমি বসে পড়লাম। তারপর আমি তাঁর ﷺ ঘরের ভিতর এদিক সেদিক দৃষ্টি করলাম। কিন্তু তাঁর ﷺ ঘরে তিনটি কাঁচা চামড়া ব্যতীত দৃষ্টিপাত করার মত আর কিছুই দেখতে পেলাম না, তখন আমি আরয় করলাম, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দু'আ করুন, তিনি যেন আপনার উম্মাতকে পার্থিব স্বচ্ছলতা দান করেন। কেননা পারস্য ও রোমের অধিবাসীদেরকে স্বচ্ছলতা দান করা হয়েছে-এবং তাদেরকে পার্থিব (অনেক প্রাচুর্য) দেওয়া হয়েছে, অথচ তারা আল্লাহর ইবাদত করে না। তিনি ﷺ তখন হেলান দিয়ে ছিলেন। তিনি বললেন, হে ইবন খাত্তাব, তোমার কি এতে সন্দেহ রয়েছে যে, তারা তো এমন এক জাতি, যাদেরকে তাদের ভাল কাজের প্রতিদান দুনিয়ার জীবনেই দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি আরয় করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার জন্য ক্ষমার দু'আ করুন। হাফসা (রা.) 'আয়িশা (রা.)-এর কাছে এক কথা প্রকাশ করলেই নবী ﷺ সহধর্মিণীদের থেকে আলাদা হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আল্লাহর কসম! আমি এক মাস তাদের কাছে যাবো না। তাঁদের উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভীষণ-রাগের কারণে তা হয়েছিল। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। যখন উনত্রিশ দিন কেটে গেলো, তিনি সর্বপ্রথম আয়িশা (রা.)-এর কাছে এলেন। 'আয়িশা (রা.) তাঁকে বললেন, আপনি কসম করেছেন যে, এক মাসের মধ্যে আমাদের কাছে আসবেন না। আর এ পর্যন্ত আমরা উনত্রিশ রাত অতিবাহিত করেছি, যা আমি ঠিক ঠিক গণনা করে রেখেছি। তখন নবী ﷺ বললেন, মাস উনত্রিশ দিনেও হয়। আর মূলতঃ এ মাসটি উনত্রিশ দিনেরই ছিল। 'আয়িশা (রা.) বলেন, যখন ইখতিয়ারের আয়াত নাযিল হল, তখন তিনি তাঁর সহধর্মিণীদের মধ্যে সর্বপ্রথম আমার কাছে আসলেন এবং বললেন, আমি তোমাকে একটি কথা বলতে চাই, তবে তোমার পিতা-মাতার সঙ্গে পরামর্শ না করে এর জওয়াবে তুমি তাড়াহুড়া করবে না। 'আয়িশা (রা.) বলেন, নবী ﷺ এ কথা জানতেন যে, আমার পিতা-মাতা তাঁর ﷺ থেকে আলাদা হওয়ার পরামর্শ আমাকে কখনো দিবেন না। তারপর নবী ﷺ বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ হে নবী, আপনি আপনার সহধর্মিণীদের বলুন।..... মহা প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন। (৩৩ঃ ২৮, ২৯) আমি বললাম, এ ব্যাপারে আমি আমার পিতামাতার কাছে কি পরামর্শ নিব? আমি তো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি এবং পরকালীন (সাফল্য) পেতে চাই। তারপর তিনি ﷺ তাঁর অন্য সহধর্মিণীদেরকেও ইখতিয়ার দিলেন এবং প্রত্যেকে সে একই জবাব দিলেন, যা 'আয়িশা (রা.) দিয়েছিলেন।

২৩.৭ حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا وَكَانَتْ انْفَكَّتْ قَدَمُهُ فَجَلَسَ فِي عَلَيْهِ لَهُ فَجَاءَ عَمْرُ فَقَالَ أَطَلَّقْتَ نِسَائَكَ قَالَ لَا : وَلَكِنِّي أَلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا فَمَكَثَتْ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ نَزَلَ فَدَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ

২৩০৭ ইবন সালাম (র.).... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মাস তাঁর সহধর্মিণীদের কাছে যাবেন না বলে কসম করেন। এ সময় তাঁর পা মচকে গিয়েছিলো। তাই তিনি একটি চিলেকোঠায় অবস্থান করেন। একদিন উমর (রা.) এসে বললেন, আপনি কি আপনার সহধর্মিণীদেরকে তালাক দিয়েছেন? তিনি বললেন, না তবে আমি একমাস তাদের কাছে যাবো না; বলে কসম করেছি। তিনি ঊনত্রিশ দিন সেখানে অবস্থান করেন এরপর তিনি অবতরণ করলেন এবং নিজের সহধর্মিণীদের কাছে আসেন।

১৫০. بَابُ مَنْ عَقَلَ بَعِيرَهُ عَلَى الْبَلَاطِ أَوْ بَابِ الْمَسْجِدِ

১৫৫০. পরিচ্ছেদ : যে তার উট মসজিদের আসিনায় কিংবা মসজিদের দরজায় বেঁধে রাখে

২৩.৮ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ قَالَ أَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَسْجِدَ فَدَخَلْتُ فِيهِ وَعَقَلْتُ الْجَمَلَ فِي نَاحِيَةِ الْبَلَاطِ فَقُلْتُ هَذَا جَمَلُكَ فَخَرَجَ فَجَعَلَ يُطِيفُ بِالْجَمَلِ فَقَالَ التَّمَنُّ وَالْجَمَلُ لَكَ

২৩০৮ মুসলিম (র.).... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মসজিদে প্রবেশ করলেন। আমি উটটাকে মসজিদের আসিনার পাশে বেঁধে রেখে তাঁর কাছে গেলাম এবং বললাম, এটা আপনার উট। তিনি বেরিয়ে এলেন এবং উটের পাশে ঘুরাফিরা করতে লাগলেন। তারপর বললেন, উট ও তার মূল্য দু'টোই তোমার।

১৫০১. بَابُ الْوُقُوفِ وَالْبَوْلِ عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْمٍ

১৫৫১. পরিচ্ছেদ : লোকজনের ময়লা-আবর্জনা ফেলার স্থানে দাঁড়ানো ও পেশাব করা

২৩.৯ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَوْ قَالَ لَقَدْ أَتَى النَّبِيُّ ﷺ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا

২৩০৯ সুলায়মান ইব্ন হারব (র.).... হুয়ায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখেছি। (রাবী বলেন) অথবা তিনি বলেছেন, নবী ﷺ এলেন লোকদের ময়লা-আবর্জনা ফেলার স্থানে এরপর তিনি দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন (বিশেষ কারণে)।

১৫৫২. **بَابُ مَنْ أَخَذَ الْفُصْنَ وَ مَا يُؤْذِي النَّاسَ فِي الطَّرِيقِ فَرَمَى بِهِ**

১৫৫২. পরিচ্ছেদ : যে ব্যক্তি ডালপালা এবং মানুষকে কষ্ট দেয় এমন বস্তু রাস্তা থেকে তুলে তা অন্যত্র ফেলে দেয়।

২৩১০ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخْرَجَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَهُ

২৩১০ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে চলার সময় কাঁটাদার গাছের একটি ডাল রাস্তায় পেল, তখন সেটাকে রাস্তা থেকে অপসারণ করল, আল্লাহ তার এ কাজকে কবুল করলেন এবং তাকে মাফ করে দিলেন।

১৫৫৩. **بَابُ إِذَا اخْتَلَفُوا فِي الطَّرِيقِ الْمَيْتَاءِ وَفِي الرَّحْبَةِ تَكُونُ بَيْنَ الطَّرِيقِ ثُمَّ يُرِيدُ أَهْلُهَا الْبُتْيَانَ فَتَرَكَ مِنْهَا لِلطَّرِيقِ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ**

১৫৫৩. পরিচ্ছেদ : লোকজনের চলাচলের প্রশস্ত রাস্তায় মালিকরা কোন কিছু নির্মাণ করতে চাইলে এবং এতে মতানৈক্য করলে রাস্তার জন্য সাত হাত জায়গা ছেড়ে দিবে।

২৩১১ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ جَرِيَّتٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَضَى النَّبِيُّ ﷺ إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الطَّرِيقِ بِسَبْعَةِ أَذْرُعٍ

২৩১১ মুসা ইব্ন ইসমাইল (র.)....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন মালিকেরা রাস্তার ব্যাপারে পরস্পরে বিবাদ করল, তখন নবী ﷺ রাস্তার জন্য সাত হাত জমি ছেড়ে দেওয়ার ফয়সালা দেন।

১৫৫৪. **بَابُ النَّهْيِ بِغَيْرِ إِثْنٍ صَاحِبِهِ وَقَالَ عُبَادَةُ بَايَعْنَا النَّبِيَّ ﷺ أَنْ لَا نُنْتَهَبَ**

১৫৫৪. পরিচ্ছেদ : মালিকের অনুমতি ছাড়া ছিনিয়ে নেওয়া। উবাদা (রা.) বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর কাছে এ মর্মে বায়আত করেছি যে, আমরা লুটপাট করব না।

২৩১২ حَدَّثَنَا أَدَمُ بْنُ أَبِي إِيَّاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ وَهُوَ جَدُّ أَبُو إِمَّةٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النَّهْبِ وَالْمُثْلَةِ

২৩১২ আদম ইব্ন আবু ইয়াস (র.).... 'আদী ইব্ন সাবিত (র.) -এর নানা আবদুল্লাহ ইব্ন ইয়াযীদ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ লুটতরাজ করতে এবং জীবকে বিকলাঙ্গ করতে নিষেধ করেছেন।

২৩১৩ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهَبُ نَهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ * وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلُهُ إِلَى النَّهْبَةِ قَالَ الْفَرَبَرِيُّ وَجَدْتُ رَبِخَطَ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَفْسِيرُهُ أَنْ يُنْزَعَ مِنْهُ نُوْرُ الْإِيمَانِ

২৩১৩ সাঈদ ইব্ন উফায়র (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, কোন ব্যক্তিচারী মু'মিন অবস্থায় ব্যভিচার করে না এবং কোন মদ্যপায়ী মু'মিন অবস্থায় মদ পান করে না। কোন চোর মু'মিন অবস্থায় চুরি করে না। কোন লুটতরাজকারী মু'মিন অবস্থায় এরূপ লুটতরাজ করে না যে, যখন সে লুটতরাজ করে তখন তার প্রতি লোকজন চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে। সাঈদ ও আবু সালামা (রা.) আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণিত, তবে তাতে লুটতরাজের উল্লেখ নেই। ফিরাবরী (র.) বলেন, আমি আবু জা'ফর (র.)-এর লেখা পাণ্ডুলিপিতে পেয়েছি যে, আবু আব্দুল্লাহ (ইমাম বুখারী) (র.) বলেন, এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেছেন, এর অর্থ হলো, তার থেকে ঈমানের নূর ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

১৫৫৫. بَابُ كَسْرِ الصَّلِيبِ وَقَتْلِ الْخِنْزِيرِ

১৫৫৫. পরিচ্ছেদ : ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলা ও শূকর হত্যা করা

২৩১৬ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزَلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ وَيَفِيضَ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ

২৩১৪ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, ইবন মারযাম (ঈসা আ.) তোমাদের মাঝে ন্যায়বিচারক হয়ে অবতরণ না করা পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। তিনি এসে ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন এবং জিয্যা কর তুলে দিবেন। তখন ধন-সম্পদের এত প্রাচুর্য হবে যে, তা গ্রহণ করার মত কেউ থাকবে না।

১৫৫৬. بَابُ هَلْ تُكْسَرُ الدِّنَانُ الَّتِي فِيهَا خُمْرٌ وَتُخْرَقُ الرِّزْقُ فَإِنْ كَسَرَ صَنَمًا أَوْ صَلِيبًا أَوْ طُنْبُورًا أَوْ مَالًا يَنْتَفَعُ بِخَشَبِهِ وَأَتَى شَرِيعٌ فِي طُنْبُورٍ كُسِرَ فَلَمْ يَقْضَ فِيهِ بِشَيْءٍ

১৫৫৬. পরিচ্ছেদ : যে মটকায় মদ রয়েছে, তা কি ভেঙ্গে ফেলা হবে অথবা মশকে ছিদ্র করা হবে কি? যদি কেউ নিজের লাঠি দিয়ে মূর্তি কিংবা ক্রুশ বা তাম্বুরা অথবা কোন অপ্রয়োজনীয় বস্তু ভেঙ্গে ফেলে। শুরাইহ (র.)-এর কাছে তাম্বুরা ভেঙ্গে ফেলার জন্য মামলা দায়ের করা হলে তিনি এর জন্য কোন জরিমানার ফায়সালা দেন নি।

২৩১৫ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضُّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى نَيْرَانًا تَوْقَدُ يَوْمَ خَيْبَرَ قَالَ عَلَى مَا تَوْقَدُ هَذِهِ النَّيِّرَانُ قَالُوا عَلَى الْحُمْرِ الْأَنْسِيَةِ قَالَ اكْسِرُوهَا وَاهْرِقُوهَا قَالُوا أَلَا نَهْرِيقُهَا وَنَغْسِلُهَا قَالَ اغْسِلُوا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ كَانَ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ يَقُولُ الْحُمْرُ الْأَنْسِيَةُ يَنْصَبُ الْأَلْفُ وَالنُّونُ

২৩১৫ আবু আসিম যাহহাক ইবন মাখলাদ (র.).... সালামা ইবন আকওয়া' (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ খায়বার যুদ্ধে আগুন প্রজ্জ্বলিত দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, এ আগুন কেন জ্বালানো হচ্ছে? সাহাবীগণ বললেন, গৃহপালিত গাধার গোশত রান্না করার জন্য। তিনি বললেন, পাত্রটি ভেঙ্গে দাও এবং গোশত ফেলে দাও। তাঁরা বললেন, আমরা গোশত ফেলে দিয়ে পাত্রটা ধুয়ে নিব কি? তিনি

বললেন, ধুয়ে নাও। আবু আবদুল্লাহ্ (বুখারী) (র.) বলেন, ইব্ন আবু উয়াইস বললেন যে, **الانسية**।
শব্দটি আলিফ ও নুনে যবর হবে।

২২৩৬ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ وَحَوْلَ الْكَعْبَةِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ نَصَبًا فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَجَعَلَ يَقُولُ : جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ الْآيَةُ

২৩১৬ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.).... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন (বিজয়ীর বেশে) মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন কা'বা শরীফের চারপাশে তিনশ' ষাটটি মূর্তি ছিল। নবী ﷺ নিজের হাতের লাঠি দিয়ে মূর্তিগুলোকে আঘাত করতে থাকেন আর বলতে থাকেনঃ সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, (আয়াতের শেষ পর্যন্ত (১৭ : ৮১))।

২২৩৭ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُثَنِّرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ اتَّخَذَتْ عَلَى سَهْوَةٍ لَهَا سِتْرًا فِيهِ تَمَائِيلُ فَهَتَكَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ نَمْرَ قَتَيْنٍ فَكَانَتَا فِي الْبَيْتِ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا

২৩১৭ ইব্রাহীম ইব্ন মুনযির (র.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি তার (কামরার) তাকের সম্মুখে একটি পর্দা ঝুলিয়ে দিলেন, যাতে ছিল প্রাণীর ছবি। নবী ﷺ তা ছিড়ে ফেললেন। এরপর আয়িশা (রা.) তা দিয়ে দু'খানা গদি তৈরি করেন। এই গদি দু'খানা ঘরেই ছিল। নবী ﷺ তার উপর বসতেন।

১৫০৭. بَابُ مَنْ قُتِلَ نَوْنٌ مَالِهِ

১৫৫৭. পরিচ্ছেদ : মাল রক্ষা করতে গিয়ে যে ব্যক্তি নিহত হয়

২২৩৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ قُتِلَ نَوْنٌ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

২৩১৮ আবদুল্লাহ্ ইবন ইয়াযীদ (র.)...আবদুল্লাহ্ ইবন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয়, সে শহীদ।

১৫৫৮. بَابُ إِذَا كَسَرَ قَصْعَةً أَوْ شَيْئًا لِغَيْرِهِ

১৫৫৮. পরিচ্ছেদ : যদি কেউ অন্য কারুর পিয়াল বা কোন জিনিষ ভেঙ্গে ফেলে

২৩১৭ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمٍ بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ فَضَرَبَتْ يَدَهَا فَكَسَرَتِ الْقَصْعَةَ فَضَمَّهَا وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ وَقَالَ كُلُوا وَحَبَسَ الرَّسُولُ وَالْقَصْعَةَ حَتَّى فَرَّغُوا فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ وَحَبَسَ الْمَكْسُورَةَ وَقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ


২৩১৯ মুসাদ্দদ (র.)...আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একদিন নবী ﷺ তাঁর কোন এক সহধর্মিণীর কাছে ছিলেন। উম্মুল মুমিনীনদের অপর একজন খাদিমের মারফত এক পাত্রে খাবার পাঠালেন। তিনি তার হাতের আঘাতে পাত্রটি ভেঙ্গে ফেলেন। তখন নবী ﷺ তা জোড়া লাগিয়ে তাতে খাবার রাখলেন এবং (সাথীদেরকে) বললেন, তোমরা খাও। যে পর্যন্ত তাঁরা খাওয়া শেষ না করলেন, সে পর্যন্ত নবী ﷺ পাত্রটি ও প্রেরিত খাদেমকে আটকিয়ে রাখলেন। তারপর তিনি ভাঙ্গা পাত্রটি রেখে দিয়ে একটি ভাল পাত্র ফেরত দিলেন। ইবন আবু মারযাম (র.)...আনাস (রা.) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত আছে।

১৫৫৯. بَابُ إِذَا مَدَمَ حَائِطًا فَلْيَبْنِ مِثْلَهُ

১৫৫৯. পরিচ্ছেদ : যদি কেউ (কারো) দেয়াল ভেঙ্গে ফেলে, তা হলে সে অনুরূপ দেয়াল তৈরি করে দিবে।

২৩২০ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ابْنُ جَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سَيْثَرِينَ عَنْ أَبِي مُرَيْثَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ رَجُلٌ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ يُقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ يُصَلِّيُ فَجَاءَتْهُ أُمُّهُ فَدَعَتْهُ فَأَبَى أَنْ يُجِيبَهَا فَقَالَ أَجِيبُهَا أَوْ أَصَلِّي ثُمَّ أَتَتْهُ فَقَالَتْ اللَّهُمَّ لَا تُمِتَّهُ حَتَّى تَرِيَهُ وَجْهَ الْمُؤْمِسَاتِ وَكَانَ جُرَيْجٌ فِي صَوْمَعَتِهِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ لَأَفْتِنَنَّ جُرَيْجًا فَتَعَرَّضَتْ لَهُ فَكَلَّمَتْهُ فَأَبَى فَأَتَتْ رَاعِيًا فَأَمَكَّتْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا فَقَالَتْ هُوَ مِنْ جُرَيْجٍ فَاتَوَّهُ

وَكُسِّرُوا صَوْمَعَتَهُ وَأَنْزِلُوهُ وَمَسْبُوهٌ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى ثُمَّ أَتَى الْغُلَامَ فَقَالَ مَنْ أَبُوكَ يَا غُلَامَ قَالَ
الرَّاعِي قَالُوا نَبِيِّ صَوْمَعَتِكَ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ لَا إِلَّا مِنْ طِينٍ

২৩২০ মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ  বলেছেন বনী ইসরাঈলের মধ্যে জুরায়জ নামক একজন লোক ছিলেন। একদিন তিনি সালাত আদায় করছিলেন। এমন সময় তাঁর মা তাকে ডাকলেন। কিন্তু তিনি তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন না। তিনি বললেন, সালাত আদায় করব, না কি তাঁর জবাব দেব। তারপর মা তাঁর কাছে এলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ্! তাকে মৃত্যু দিও না যে পর্যন্ত তুমি তাকে কোন বেশ্যার মুখ না দেখাও। একদিন জুরায়জ তার ইবাদত খানায় ছিলেন। এমন সময় এক মহিলা বললেন, আমি জুরায়জকে ফাসিয়ে ছাড়ব। তখন সে তার নিকট গেল এবং তার সাথে কথাবার্তা বলল। কিন্তু তিনি অস্বীকৃতি জানানলেন। তারপর সে মহিলা এক রাখালের কাছে এসে স্বেচ্ছায় নিজেকে তার হাতে সঁপে দিল। তার কিছুদিন পর সে একটি ছেলে প্রসব করল। তখন সে বলে বেড়াতে লাগল যে, এ ছেলে জুরায়জের! একথা শুনে লোকেরা জুরায়জের নিকট এলো এবং তার ইবাদতখানা ভেঙ্গে তাকে বের করে দিল এবং তাকে গালিগালাজ করল। এরপর তিনি (জুরায়জ) উষ্ম করলেন এবং সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি ছেলেটির কাছে এসে বললেন, হে ছেলে, তোমার পিতা কে? সে জবাব দিল, রাখাল। তখন লোকেরা বলল, আমরা তোমার ইবাদত খানাটি সোনা দিয়ে তৈরি করে দিব। জুরায়জ বললেন, না মাটি দিয়েই তৈরি করে দাও (যেমনটা পূর্বে ছিল)।

كِتَابُ الشِّرْكََةِ

অধ্যায় : অংশীদারিত্ব

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

كِتَابُ الشِّرْكََةِ

অধ্যায় : অংশীদারিত্ব

١٥٦٠. بَابُ الشِّرْكََةِ فِي الطَّعَامِ وَالنَّهْدِ وَالْعُرْوَضِ وَكَيْفَ قِسْمَةُ مَا يُكَالُ وَيُؤَنَّنُ مُجَازَفَةً أَوْ قَبْضَةً قَبْضَةً لِمَا لَمْ يَرَ الْمُتَسَلِّمُونَ فِي النَّهْدِ بَاسًا أَنْ يَأْكُلَ هَذَا بَعْضًا وَهَذَا بَعْضًا وَكَذَلِكَ مُجَازَفَةُ الذَّمِّ وَالْفِضَّةِ وَالْقِرَانِ فِي الثَّمَرِ

১৫৬০. পরিচ্ছেদ : আহার্য, পাথের এবং দ্রব্য সামগ্রীতে শরীক হওয়া। মাপ ও ওয়নের জিনিসপত্র কিভাবে বিতরণ করা হবে? অনুমানের ভিত্তিতে, না কি মুটো মুটো করে। যেহেতু মুসলিমগণ পাথেরতে এটা দোষের মনে করে না যে, কিছু ইনি খাবেন, আর কিছু উনি খাবেন (অর্থাৎ যার যা ইচ্ছা সে সেটা খাবে) তেমনিভাবে সোনা ও রূপা অনুমানের ভিত্তিতে বন্টন এবং এক সঙ্গে জোড়া খেজুর খাওয়া।

٢٢٢١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ وَهْبِ ابْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْثًا قَبَلَ السَّاحِلِ فَأَمَرَ عَلَيْهِمُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَهُمْ ثَلَاثُمِائَةٍ وَأَنَا فِيهِمْ فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَغْضِ الطَّرِيقِ فَنِي الزَّادُ فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ ذَلِكَ الْجَيْشِ فَجُمِعَ ذَلِكَ كُلُّهُ، فَكَانَ مِزْوَدِي تَمْرًا فَكَانَ يَقْوَتُنَا كُلَّ يَوْمٍ قَلِيلًا قَلِيلًا حَتَّى فَنِي، فَلَمْ تَكُنْ تَصِيْبُنَا إِلَّا تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ، فَقُلْتُ وَمَا تُغْنِي تَمْرَةٌ، فَقَالَ لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ فَنَيْتُ قَالَ ثُمَّ انْتَهَيْنَا إِلَى الْبَحْرِ فَإِذَا حَوْثٌ مِثْلُ الطَّرِبِ فَأَكَلَ مِنْهُ ذَلِكَ الْجَيْشُ ثَمَانِي عَشْرَةَ لَيْلَةً ثُمَّ أَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ

بِضِلْعَيْنِ مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنُصِبَا ثُمَّ أَمَرَ بِرَاحِلَةٍ فَرُحِلَتْ ثُمَّ مَرَّتْ تَحْتَهُمَا فَلَمْ تُصِيبْهُمَا

২৩২১ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.).... জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সমুদ্র তীর অভিযুক্ত বাহিনী প্রেরণ করেন এবং আবু উবায়দা ইবন জাররাহ (রা.)-কে তাদের সেনাপতি নিয়োগ করলেন। এ বাহিনীতে তিনশ' লোক ছিলেন। আমি তাদের মধ্যে ছিলাম। আমরা রওয়ানা হলাম। কিন্তু মাঝখানেই আমাদের পাথেয় শেষ হয়ে গেল। তখন আবু উবায়দা (রা.) দলের সকলকে নিজ নিজ খাদদ্রব্য এক জায়গায় জমা করার নির্দেশ দিলেন। তাই সমস্ত খাদ্য দ্রব্য জমা করা হল। এতে মোট দু'থলে খেজুর জমা করা হল। আবু উবায়দা (রা.) প্রতি দিন আমাদের এই খেজুর থেকে কিছু কিছু করে খেতে দিতেন। অবশেষে তাও শেষ হওয়ার উপক্রম হল এবং জন প্রতি একটা করে খেজুর ভাগে পড়তে লাগল। (রাবী বলেন) আমি (জাবির রা.-কে) বললাম, একটি খেজুর কি যথেষ্ট হত। তিনি বললেন, তার মূল্য তখন বুঝতে পারলাম, যখন তাও শেষ হয়ে গেল। তিনি বলেন, এরপর আমরা সমুদ্র পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম। হঠাৎ ছোট পাহাড়ের ন্যায় একটা মাছ আমরা পেয়ে গেলাম। এবং এ বাহিনী আঠারো দিন পর্যন্ত এই মাছ থেকে খেলো। তারপর আবু উবায়দা (রা.)-এর আদেশে সে মাছের পাঁজর থেকে দুটো কাঁটা দাঁড় করানো হলো। তারপর তিনি হাওদা লাগাতে বললেন। হাওদা লাগানো হল। এরপর উট তার পাঁজরের নীচ দিয়ে চলে গেলো কিন্তু উটের দেহ সে দুটো কাঁটা স্পর্শ করল না।

২৩২২ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَفْتُ أَزْوَادَ الْقَوْمِ وَأَمْلَقُوا فَأَتَا النَّبِيَّ ﷺ فِي نَحْرِ إِبِلِهِمْ فَأَذِنَ لَهُمْ فَلَقِيَهُمْ عُمَرُ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ مَا بَقَاؤُكُمْ بَعْدَ إِبِلِكُمْ، فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَقَاؤُهُمْ بَعْدَ إِبِلِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَادِ فِي النَّاسِ يَأْتُونَ بِفَخْشِلِ أَزْوَادِهِمْ فَبَسِطْ لِي ذَلِكَ نِطْعٌ وَجْعَلُوهُ عَلَى النِّطْعِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَعَا وَبَرَكَ عَلَيْهِ ثُمَّ دَعَاهُمْ بِأَوْعِيَّتِهِمْ فَاجْتَمَعَتِ النَّاسُ حَتَّى فَرَّغُوا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ

২৩২২ বিশর ইবন মারহুম (র.)....সালামা ইবন আকওয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক সফরে লোকদের পাথেয় কমে গিয়েছিল এবং তারা অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। তখন তারা নবী ﷺ -এর নিকট তাদের উট যবেহ করার অনুমতি দেয়ার জন্য এলেন। নবী ﷺ তাদের অনুমতি দিলেন। তারপর তাদের সঙ্গে উমর (রা.)-এর সাক্ষাত হলে তারা তাঁকে এ খবর দিলেন। তিনি বললেন, উট

শেষ হয়ে যাবার পর তোমাদের বাঁচার কি উপায় থাকবে? তারপর উমর (রা.) নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! উট শেষ হয়ে যাবার পর তাদের বাঁচার কি উপায় হবে? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, লোকদের কাছে ঘোষণা করে দাও যে, যাদের কাছে অতিরিক্ত যে খাদ্য সামগ্রী আছে, তা যেন আমার কাছে নিয়ে আসে। এর জন্য একটা চামড়া বিছিয়ে দেওয়া হল। তারা সেই চামড়ার উপর তা রাখলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দাঁড়িয়ে তাতে বরকতের জন্য দু'আ করলেন। এরপর তিনি তাদেরকে তাদের পাত্রগুলো নিয়ে আসতে বললেন, লোকেরা দু'হাত ভর্তি করে করে নিল। সবার নেওয়া শেষ হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই এবং নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর রাসূল।

২৩২৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو النَّجَاشِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ كُنَّا نُصَلِّيَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعَصْرَ فَتَنَحَّرَ جَزْرًا فَتَقَسَّمَ عَشْرَ قِسْمٍ فَنَكَلُ لَحْمًا نَضِيجًا قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ

২৩২৬ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র.)...রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে আসরের সালাত আদায় করে উট যবেহ করতাম। তারপর সে গোশত দশ ভাগে ভাগ করা হত এবং সূর্যাস্তের পূর্বেই আমরা রান্না করা গোশত খেয়ে নিতাম।

২৩২৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنْ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ أَوْ قُلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عَنْدهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوا بَيْنَهُمْ فِي إِنْاءٍ وَاحِدٍ بِالسُّوْيَةِ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ

২৩২৪ মুহাম্মদ ইব্ন আলা (র.)...আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, আশ'আরী গোত্রের লোকেরা যখন জিহাদে গিয়ে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ে বা মদীনাতেই তাদের পরিবার পরিজনদের খাবার কম হয়ে যায়, তখন তারা তাদের যা কিছু সম্বল থাকে, তা একটা কাপড়ে জমা করে। তারপর একটা পাত্র দিয়ে মেপে তা নিজেদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে নেয়। কাজেই তারা আমার এবং আমি তাদের।

১০৬১. بَابُ مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاكِعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسُّوْيَةِ فِي الصَّدَقَةِ

১৫৬১. পরিচ্ছেদ : যেখানে দু'জন অংশীদার থাকে যাকাতের ক্ষেত্রে তারা উভয়ে নিজ নিজ অংশ হিসাবে নিজেদের মধ্যে আদান-প্রদান করে নেবে

২৩২৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسُّوْيَةِ

২৩২৫ মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন মুসান্না (র.)....আনাস (ইবন মলিক) (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ যাকাতের বিধান হিসাবে যা নির্দিষ্ট করেছিলেন, আবু বকর (রা.) তা আমাকে লিখে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, যেখানে দু'জন অংশীদার থেকে (যাকাত প্রদানের পর) তারা দু'জনে নিজ নিজ অংশ আদান-প্রদান করে নেবে।

১৫৬২. بَابُ قِسْمَةِ الْفَنَمِ

১৫৬২ পরিচ্ছেদ : বকরী বন্টন

২৩২৬ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عُبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِبَنِي الْحُلَيْفَةِ فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ فَأَصَابُوا إِبِلًا وَغَنَمًا قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي أُخْرِيَاتِ الْقَوْمِ فَعَجِلُوا وَذَبَحُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْقُدُورِ فَكَفِنَتْ ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشْرَةَ مِنَ الْفَنَمِ بِبَعِيرٍ فَنَدَّ مِنْهَا بِعِيرٌ فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ فَأَهْوَى رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا فَقَالَ جَدِّي إِنَّا نَرْجُو أَوْتَخَافُ الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مَدَى أَفْتَذْبَحُ بِالْقَصَبِ قَالَ مَا أَتَهَرَ الدَّمُ وَذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ لَيْسَ السِّنُّ وَالظُّفْرُ وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ أَمَّا السِّنُّ فَعُظْمٌ وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبْشَةِ

২৩২৬ আলী ইবন হাকাম আনসারী (র.)....রাফি ইবন খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে যুল-হুলায়ফাতে ছিলাম। সাহাবীগণ ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েন, তারা কিছু উট ও বকরী পেলেন। রাফি (রা.) বলেন, নবী ﷺ দলের পিছনে ছিলেন। তারা তাড়াহুড়া করে গনীরতের

মাল বন্টনের পূর্বে সেগুলোকে যবেহু করে পাত্রে চড়িয়ে দিলেন। তারপর নবী ﷺ-এর নির্দেশে পাত্র উলটিয়ে ফেলা হল। তারপর তিনি (গনীমতের মাল) বন্টন শুরু করলেন। তিনি একটি উটের সমান দশটি বকরী নির্ধারণ করেন। হঠাৎ একটি উট পালিয়ে গেল। সাহাবীগণ উটকে ধরার জন্য ছুটলেন, কিন্তু উটটি তাঁদেরকে ক্লান্ত করে ছাড়ল। সে সময় তাঁদের নিকট অল্প সংখ্যক ঘোড়া ছিল। অবশেষে তাঁদের মধ্যে একজন সেটির প্রতি তীর ছুড়লেন। তখন আল্লাহ্ উটটাকে থামিয়ে দিলেন। তারপর নবী ﷺ বললেন, নিশ্চয়ই পলায়নপর বন্য জন্তুদের মত এ সকল চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে কতক পলায়নপর হয়ে থাকে। কাজেই যদি এসব জন্তুর কোনটা তোমাদের উপর প্রবল হয়ে উঠে তবে তার সাথে এরূপ করবে। (রাবী বলেন), তখন আমার দাদা (রাফি' রা.) বললেন, আমরা আশংকা করছিলাম যে, কাল শত্রুর সাথে মুকাবিলা হবে। আর আমাদের নিকট কোন ছুরি ছিল না। তাই আমরা ধারালো বাঁশ দিয়ে যবেহু করতে পারব কি? নবী ﷺ বললেন, যে বস্তু রক্ত প্রবাহিত করে এবং যার উপর আল্লাহ্র নাম নেওয়া হয়, সেটা তোমরা আহার করতে পার। কিন্তু দাঁত বা নখ দিয়ে যেন যবেহু না করা হয়। আমি তোমাদেরকে এর কারণ বলে দিচ্ছি। দাঁত তো হাড় আর নখ হলো হাবশীদের ছুরি।

১৫৬২. بَابُ الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ

১৫৬৩. পরিচ্ছেদ : এক সঙ্গে খেতে বসলে সাথীদের অনুমতি ব্যতীত এক সঙ্গে দুটো করে খেজুর খাওয়া

حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَقْرُنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ جَمِيعًا حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ

২৩২৭ খাল্লাদ ইবন ইয়াহইয়া (র.)...ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ (এক সাথে খেতে বসে) সঙ্গীদের অনুমতি ব্যতীত কউকে এক সঙ্গে দুটো করে খেজুর খেতে নিষেধ করেছেন।

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَأَصَابَتْنَا سَنَةٌ فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمْرُؤًا يَقُولُ لَا تَقْرُنُوا فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْإِقْرَانِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ

২৩২৮ আবুল ওয়ালিদ (র.)...জাবালা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা মদীনায় ছিলাম। একবার আমরা দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন ছিলাম। তখন ইবন যুবার (রা.) আমাদেরকে (প্রত্যহ) খেজুর খেতে

দিতেন। একদিন ইবন উমর (রা.) আমাদের কাছে দিয়ে যাচ্ছিলেন। (আমাদের খেজুর খেতে দেখে) তিনি বললেন, তোমরা এক সাথে দু'টো করে খেজুর খেও না। কেননা, নবী ﷺ কাউকে তার ভাইয়ের অনুমতি ব্যতীত দু'টো করে খেজুর খেতে নিষেধ করেছেন।

১৫৬৬. بَابُ تَقْوِيمِ الْأَشْيَاءِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ بِقِيَمَةِ عَدَلٍ

১৫৬৪. পরিচ্ছেদ : কয়েক শরীকের ইজমালী বস্তুর ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ

২৩২৭ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ أَوْ شِرْكَاءٍ أَوْ قَالَ نَصِيبًا وَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيَمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَتِيقٌ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ قَالَ لَا أَدْرِي قَوْلُهُ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ قَوْلٌ مِنْ نَافِعٍ أَوْ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

২৩২৯ ইমরান ইবন মায়সারা (র.)....ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলছেন, (শরীকী) গোলাম থেকে কেউ নিজের অংশ^১ আযাদ করে দিলে এবং তার কাছে গোলামের ন্যায্য মূল্য পরিমাণ অর্থ থাকলে সে গোলাম (সম্পূর্ণ) আযাদ হয়ে যাবে (তবে আযাদকারী ন্যায্যমূল্যে শরীকদের ক্ষতিপূরণ দিবে) আর সে পরিমাণ অর্থ না থাকলে যতটুকু সে আযাদ করবে ততটুকুই আযাদ হবে। (রাবী আইয়ুব রা.) বলেন, عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ বাক্যটি নাফি' (র.)-এর নিজস্ব উক্তি; না নবী ﷺ এর হাদীসের অংশ, তা আমি বলতে পারি না।

২৩৩০ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْغَضَرِيِّ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيَكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خُلَاصَتُهُ فِي مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قَوْمَ الْمَمْلُوكِ قِيَمَةَ عَدَلٍ ثُمَّ اسْتَسْعَى غَيْرَ مَشْفُوقٍ عَلَيْهِ

২৩৩০ বিশর ইবন মুহাম্মদ (র.)....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, কেউ তার (শরীক) গোলাম থেকে নিজের অংশ আযাদ করে দিলে তার দায়িত্ব হয়ে পড়ে নিজস্ব অর্থে সেই গোলামকে পূর্ণ আযাদ করা। যদি তার প্রয়োজনীয় অর্থ না থাকে, তাহলে গোলামের ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ

১. شِقْصًا , شِرْكَاءٍ , نَصِيبًا এ তিনটি শব্দ সমার্থক। এ তিনের কোনটি হাদীসের শব্দ সে সম্পর্কে রাবী (বর্ণনাকারী) দ্বিধা প্রকাশ করেছেন।

করতে হবে। তারপর (অন্য শরীকদের অংশ পরিশোধের জন্য) তাকে উপার্জনে যেতে হবে, তবে তার উপর অতিরিক্ত কষ্ট চাপানো যাবে না।

১৫৬৫. بَابٌ هَلْ يُقْرَعُ فِي الْقِسْمَةِ وَالْإِسْتِهَامِ فِيهِ

১৫৬৫. পরিচ্ছেদ : কুরআর মাধ্যমে বন্টন ও অংশ নির্ধারণ করা যাবে কি?

২৩৩১ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ قَالَ سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ عِزٌّ وَجَلٌّ وَالْوَاقِعِ فِيهَا ، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِي فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا فَإِنْ يَتْرَكُوهُمْ مَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا

২৩৩১ আবু নুআঈম (র.)..... নু'মান ইবন বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যে মহান আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং যে সীমা লংঘন করে, তাদের দৃষ্টান্ত সেই যাত্রীদলের মত, যারা কুরআর মাধ্যমে এক নৌযানে নিজেদের স্থান নির্ধারণ করে নিল। তাদের কেউ স্থান পেল উপর তলায় আর কেউ নীচ তলায় (পানির ব্যবস্থা ছিল উপর তলায়) কাজেই নীচের তলার লোকেরা পানি সংগ্রহ কালে উপর তলার লোকদের ডিঙ্গিয়ে যেত। তখন নীচ তলার লোকেরা বলল, উপর তলার লোকদের কষ্ট না দিয়ে আমরা যদি নিজেদের অংশে একটি ছিদ্র করে নেই (তবে ভাল হত) এমতাবস্থায় তারা যদি এদেরকে আপন মজির উপর ছেড়ে দেয় তাহলে সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যদি তারা এদের হাত ধরে রাখে (বিরত রাখে) তবে তারা এবং সকলেই রক্ষা পাবে।

১৫৬৬. بَابُ شِرْكَةِ الْيَتِيمِ وَاهْلِ الْعِيَرَاتِ

১৫৬৬. পরিচ্ছেদ : ইয়াতীম ও ওয়ারিসদের অংশীদারিত্ব

২৩৩২ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَامِرِيُّ الْأَوَيْسِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَنْ عُرْوَةَ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهَا عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مِمَّنْ أَمْثَلُ وَلَثَلْتُ وَرُبَاعَ ، فَقَالَتْ يَا ابْنَ أُمِّتِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجَرٍ وَلَيْهَا
تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلَيْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يَقْسِطَ فِي
صَدَاقِهَا فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ ، فَهَؤُلَاءِ أَنْ يَنْكِحُوهُمْ إِلَّا أَنْ يَقْسِطُوا لَهُمْ وَيَبْلُغُوا
بِهِمْ أَعْلَىٰ سُنَّتِهِمْ مِنَ الصَّدَاقِ وَأَمَرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ * قَالَ عُرْوَةُ
قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ فَانْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمِّي
النِّسَاءِ إِلَىٰ قَوْلِهِ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُمْ ، وَالَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ أَنَّهُ يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ
الْآيَةُ الْأُولَىٰ ، الَّتِي قَالَ اللَّهُ فِيهَا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ وَقَوْلُ اللَّهِ فِي الْآيَةِ الْآخَرَىٰ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُمْ يَعْنِي
هِيَ رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ لِيَتِيمَتِهِ الَّتِي تَكُونُ فِي حَجَرٍ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةً أَمْثَلُ وَالْجَمَالُ فَهَؤُلَاءِ
أَنْ يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَىٰ النِّسَاءِ إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ
عَنْهُنَّ

২৩৩২ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ আমিরী ওয়াইসী ও লাইস (র.)....উরওয়া ইব্ন যুযায়র
(রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি একবার আযিশা (রা.)-কে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : আর যদি তোমরা
আশংকা কর যে, ইয়াতীম বালিকাদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না তাহলে অন্য মহিলাদের মধ্য
থেকে তোমাদের পসন্দ মত দু'জন বা তিনজন কিংবা চারজনকে বিয়ে করতে পারবে (৪ : ৩)এ সম্পর্কে
জিজ্ঞাসা করলে আযিশা (রা.) বললেন, আমার ভাগিনা! এ হচ্ছে সেই ইয়াতীম মেয়ের কথা, যে
অভিভাবকের আশ্রয়ে থাকে এবং তার সম্পদে অংশীদার হয়। এদিকে মেয়ের ধন-রূপে মুগ্ধ হয়ে তার
অভিভাবক মহরানার ব্যাপারে সুবিচার না করে অর্থাৎ অন্য কেউ যে পরিমাণ মহরানা দিতে রাযী হত,
তা না দিয়েই তাকে বিয়ে করতে চাইত। তাই প্রাপ্য মহরানা আদায়ের মাধ্যমে সুবিচার না করা পর্যন্ত
তাদেরকে আশ্রিতা ইয়াতীম বালিকাদের বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং পসন্দমত অন্য
মহিলাদেরকে বিয়ে করতে বলা হয়েছে। উরওয়া (রা.) বলেন, 'আযিশা (রা.) বলেছেন, পরে
সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট (মহিলাদের সম্পর্কে) ফাতওয়া জিজ্ঞাসা করলেন তখন আল্লাহ্
তা'আলা আয়াত নাযিল করেন। তারা আপনার নিকট মহিলাদের সম্পর্কে ফাতওয়া জিজ্ঞাসা করে,

আপনি বলুন, আল্লাহ্‌ই তাদের সম্পর্কে তোমাদের সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। আর ইয়াতীম মেয়েদের সম্পর্কে কিতাব থেকে তোমাদেরকে পাঠ করে শোনান হয় যে, তাদের জন্য যা বিধিবদ্ধ রয়েছে, তা তোমরা তাদের দাও না অথচ তাদের তোমরা বিয়ে করতে চাও। (৪ : ১২৭) **يَتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ** বলে আল্লাহ্‌ তা'আলা পূর্বোক্ত আয়াতের প্রতি ইংগিত করেছেন; যেখানে বলা হয়েছে- আর যদি তোমরা আশংকা কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তাহলে অন্য নারীদের মধ্যে থেকে তোমাদের পসন্দ মত দু'জন বা তিনজন কিংবা চারজন বিয়ে করতে পারবে। 'আয়িশা (রা.) বলেন, আর অপর আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলার ইরশাদ এর মর্ম হল ধন ও রূপের স্বল্পতা হেতু তোমাদের আশ্রিতা ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি তোমাদের অনাগ্রহ। তাই ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি অনাগ্রহ সত্ত্বেও শুধু ধন-রূপের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাদের বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে। অবশ্য ন্যায়সংগত মহরানা আদায় করে বিয়ে করতে পারে।

১৫৬৭. **بَابُ الشَّرِكَةِ فِي الْأَرْضَيْنِ وَغَيْرِهِمَا**

১৫৬৭ পরিচ্ছেদ : জমি ইত্যাদিতে অংশীদারিত্ব

২২৩৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ يُقْسَمُ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطَّرِيقُ فَلَا شُفْعَةَ

২৩৩৩ আবদুল্লাহ্‌ ইবন মুহাম্মদ (র.)..... জাবির ইবন আবদুল্লাহ্‌ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে সব (স্বাবর) সম্পত্তি এখানে বর্ণিত হয়নি, সেগুলোর ক্ষেত্রে নবী ﷺ শুফ'আ এর (তথা ক্রয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার) বিধান দিয়েছেন। এরপব সীমানা নির্ধারণ করা হলে এবং পথ আলাদা করে নেওয়া হলে শুফ'আর অধিকার থাকে না।

১৫৬৮. **بَابُ إِذَا اقْتَسَمَ الشُّرَكَاءُ الدُّورَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَيْسَ لَهُمْ رُجُوعٌ وَلَا شُفْعَةٌ**

১৫৬৮. পরিচ্ছেদ : শরীকগণ বাড়ীঘর বা অন্যান্য সম্পত্তি বন্টন করে নেওয়ার পর তাদের তা প্রত্যাহারের বা শুফ'আর অধিকার থাকে না।

২২৩৪ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ يُقْسَمُ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطَّرِيقُ فَلَا شُفْعَةَ

২৩৩৪ মুসাদ্দাদ (র.).... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ সব ধরনের অবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে শুফ'আর ফায়সালা দিয়েছেন। এরপর সীমানা নির্ধারণ করে পথ আলাদা করে নেওয়া হলে শুফ'আর অধিকার থাকে না।

১৫৬৭. بَابُ الْإِشْتِرَاكِ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَا يَكُونُ فِيهِ الصَّرْفُ

১৫৬৯. পরিচ্ছেদ : সোনা ও রূপা বিনিময় যোগ্য মুদ্রার অংশীদার হওয়া

২৩৩৫ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُثْمَانَ يَعْنِي ابْنَ الْأَسْوَدِ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ عَنِ الصَّرْفِ يَدًا بِيَدٍ فَقَالَ اشْتَرَيْتُ أَنَا وَشَرِيكَ لِي شَيْئًا يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيئَةً فَجَاءَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فَسَأَلَنَاهُ فَقَالَ فَعَلْتُ أَنَا وَشَرِيكَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ فَسَأَلَنَا النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَخَذُوهُ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَرُدُّوهُ

২৩৩৫ আমার ইব্ন আলী (র.).... আবু মুসলিম (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবুল মিনহালকে (র.) মুদ্রার নগদ বিনিময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, আমি এবং আমার এক অংশীদার একবার কিছু মুদ্রা নগদে ও বাকীতে বিনিময় করেছিলাম। এরপর বারা' ইব্ন আযিব (রা.) আমাদের কাছে এলে আমরা তাকে (সে সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, আমি এবং আমার অংশীদার যাইদ ইব্ন আরকাম (রা.) এরূপ করেছিলাম। পরে নবী ﷺ -কে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, নগদে যা বিনিময় করেছো, তা বহাল রাখো, আর বাকীতে যা বিনিময় করেছো, তা প্রত্যাহার করো।

১৫৭০. بَابُ مُشَارَكَةِ الذِّمِّيِّ وَالْمُشْرِكِينَ فِي الْمَزَارَعَةِ

১৫৭০ পরিচ্ছেদ : কৃষিকাজে যিম্মী ও মুশরিকদের অংশীদার করা

২৩৩৬ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا

২৩৩৬ মুসা ইব্ন ইসমাঈল (র.).... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বারের জমি এ শর্তে ইয়াহুদীদের দিয়েছিলেন যে, তারা নিজেদের শ্রমে তাতে চাষাবাদ করবে, তার বিনিময়ে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক তাদের হবে।

১৫৭১. بَابُ قِسْمَةِ الْغَنَمِ وَالْعَدْلِ فِيهَا

১৫৭১. পরিচ্ছেদ : ছাগল বন্টন করা ও তাতে ইনসাফ করা

২৩৩৭ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا فَبَقِيَ عَتُودٌ فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ ضَحَّ بِهٍ أَنْتَ

২৩৩৭ কুতায়বা ইবন সাঈদ (র.)....উকবা ইবন আমির (রা.) থেকে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর কিছু বকরী সাহাবীদের মাঝে বন্টনের জন্য তাকে (দায়িত্ব) দিয়ে ছিলেন। বন্টন শেষে এক বছর বয়সী একটা ছাগল ছানা রয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সে কথা জানালে তিনি ইরশাদ করলেন, ওটা তুমিই কুরবানী করো।

১৫৭২. بَابُ الشِّرْكَاءِ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِمْ وَيَذْكُرُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ شَيْئًا فَغَمَزَهُ آخِرُ فَرَأَى عُمَرَ أَنَّ لَهُ شِرْكَاءَ

১৫৭২. পরিচ্ছেদ : খাদ্য-দ্রব্য ইত্যাদিতে অংশীদারিত্ব। বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি কোন জিনিসের দাম করছিলো এমন সময় এক ব্যক্তি তাকে চোখের ইশারায় (অংশীদারিত্বের প্রস্তাব) করলো। এ ঘটনায় উমর (রা.) দ্বিতীয় ব্যক্তির অনুকূলে অংশীদারিত্বের রায় দিলেন।

২৩৩৮ حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ عَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبُدٍ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ وَذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايَعَهُ فَقَالَ هُوَ صَغِيرٌ فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ وَعَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبُدٍ أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدُّهُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ هِشَامٍ إِلَى السُّوقِ فَيَشْتَرِي الطَّعَامَ فَيَلْقَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَيَقُولَانِ لَهُ أَشْرِكُنَا فَإِنَّ

النَّبِيُّ ﷺ قَدْ دَعَا لَكَ بِالْبِرْكََةِ فَيُشْرِكُهُمْ فَرُبَّمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِيَ فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْمَنْزِلِ

২৩৩৮ আসবাগ ইব্ন ফারজ (র.)....আবদুল্লাহ ইব্ন হিশাম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ -এর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। তার মা যায়নাব বিনতে হুমাইদ (রা.) একবার তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট নিয়ে গেলেন এবং বললে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! একে বায়আত করে নিন। তিনি বললেন সে তো ছোট। তখন তিনি তার মাথায় হাত বুলালেন এবং তার জন্য দু'আ করলেন। (একই সনদে) যুহরা ইব্ন মা'বাদ (র.) থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, তার দাদা আবদুল্লাহ ইব্ন হিশাম (রা.) তাকে নিয়ে বাজারে যেতেন, খাদ্য সামগ্রী খরিদ করতেন। পথে ইব্ন উমর (রা.) ও ইব্ন যুবায়রের সাথে দেখা হলে তারা তাকে বলতেন (আপনার সাথে ব্যবসায়) আমাদেরও শরীক করে নিন। কেননা নবী ﷺ আপনার জন্য বরকতের দু'আ করেছেন। এ কথায় তিন তাদের শরীক করে নিতেন। অনেক সময় (লভ্যাংশ হিসাবে) এক উট বোঝাই মাল তিনি ভাগে পেতেন আর তা বাড়ীতে পাঠিয়ে দিতেন।

١٥٧٣. بَابُ الشِّرْكََةِ فِي الرَّقِيقِ

১৫৭৩ পরিচ্ছেদ : গোলাম বাদীতে অংশীদারিত্ব

২২২৭ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًَا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتِقَ كُلَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَدَرُ ثَمَنِهِ يَقَامُ قِيمَةً عَدْلٍ وَيُعْطَى شِرْكََاؤُهُ حِصَّتَهُمْ وَيُخْلَى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ

২৩৩৯ মুসাদ্দাদ (র.)....ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, (শরীকী) গোলাম থেকে কেউ নিজের অংশ আযাদ করে দিলে সেই গোলামের সম্পূর্ণটা আযাদ করা তার জন্য ওয়াজিব হয়ে যাবে। যদি তার কাছে সেই গোলামের মূল্য পরিমাণ সম্পদ থাকে, তাহলে ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ করে অংশীদারদের তাদের প্রাপ্য অংশ পরিশোধ করা হবে এবং আযাদ কৃত গোলামের পথ ছেড়ে দেওয়া হবে।

২৩৪০ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةَ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيَكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شَقْصًا فِي عَبْدٍ أَعْتَقَ كُلَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَلَا يُسْتَسْعَى غَيْرَ مَشْفُوقٍ عَلَيْهِ

২৩৪০ আবু নু'মান (র.)....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, কেউ (শরীকী) গোলাম থেকে একটা অংশ আয়াদ করে দিলে সম্পূর্ণ গোলামটাই আয়াদ হয়ে যাবে। যদি তার কাছে (প্রয়োজনীয়) অর্থ থাকে (তাহলে সেখান থেকে অন্য অংশীদারদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে) অন্যথায় অতিরিক্ত কষ্ট না চাপিয়ে তাকে উপার্জন করতে বলা হবে।

১৫৭৪. **بَابُ الْأَشْتِرَاكِ فِي الْهَدْيِ وَالْبُدْنِ وَإِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي هَدْيِهِ بَعْدَ مَا أَهْدَى**

১৫৭৪. পরিচ্ছেদ : কুরবানীর পশু ও উট শরীক হওয়া এবং হাদী' রওয়ানা করার পর কেউ কাউকে শরীক করলে তার বিধান.

২৩৪১ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ وَعَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ صُبْحَ رَابِعَةٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ مُهْلَيْنِ بِالْحَجِّ لَا يَخْلِطُهُمْ شَيْءٌ، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرْنَا فَجَعَلْنَا هَا عُمَرَةَ وَأَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا، فَفَشَتْ فِي ذَلِكَ الْقَالَةَ قَالَ عَطَاءٌ فَقَالَ جَابِرٌ فَيَرُوحُ أَحَدُنَا إِلَى مِنًى وَذَكَرَهُ يَقْطُرُ مِنًى فَقَالَ جَابِرٌ بِكَفِّهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ بَلَّغْنِي أَنْ أَقْوَامًا يَقُولُونَ كَذَا وَكَذَا وَاللَّهِ لَأَنَا أَبْرُؤُ وَأَتَقَى لِلَّهِ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْ لَا أَنْ مَعِيَ الْهَدْيُ لَأَحْلَلْتُ فَقَامَ سُرَاقَةُ ابْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشَمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هِيَ لَنَا أَوْ لِلْأَبَدِ فَقَالَ لَا بَلَّ لِلْأَبَدِ قَالَ وَجَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَقُولُ لَبَيْكَ بِمَا أَهْلٌ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ وَقَالَ الْآخَرُ لَبَيْكَ بِحِجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ وَأَشْرَكَهُ فِي الْهَدْيِ

২৩৪১ আবু নু'মান (র.).... জাবির ও ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবীগণ ৪ঠা যিলহাজ্জ ভোরে শুধু হজ্জের ইহরাম বেধে মক্কায় এসে পৌছলেন। কিন্তু আমরা মক্কায় এসে পৌছলে তিনি আমাদেরকে হজ্জের ইহরামকে উমরা'র ইহরামে পরিবর্তিত করার আদেশ দিলেন। তখন আমরা হজ্জকে উমরায় পরিবর্তিত করলাম। তিনি আমাদেরকে স্ত্রীদের সাথে সহবাসেরও অনুমতি

দিলেন। এ বিষয়ে কেউ কথা ছড়ালো^১ (অধস্তন রাবী) আতা (র) বলেন, জাবির (রা) বলেছেন^২ আমাদের মধ্যে কেউ কেউ স্ত্রীর সাথে সংগম করে মিনায় যাবে। এ কথা বলে জাবির (রা.) নিজের হাত লজ্জাস্থানের দিকে ইংগিত কর দেখালেন। এ খবর নবী ﷺ-এর কানে পৌঁছলে তিনি দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন। আমি শুনতে পেয়েছি যে, লোকেরা এটা সেটা বলছে। আল্লাহর কসম! আমি তাদের চেয়ে অধিক পরহেযগার এবং অধিক আল্লাহ ভীরু। পরে যা জেনেছি তা আগে ভাগে জানতে পারলে হাদী (হজ্জের কুরবানীর জন্তু) সাথে নিয়ে আসতাম না। আর সাথে হাদী না থাকলে আমি ও ইহরাম থেকে হালালা হয়ে যেতাম। তখন সুরাকা ইবন মালিক ইবন জুসুম (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ হুকুম শুধু আমাদের জন্য, না এটা সর্বকালের জন্য। (রাবী আতা র.) বলেন, পরে আলী ইবন আবু তালিব (রা.) (ইয়ামান থেকে) মক্কায় এলেন দুই রাবীর একজন বলেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুরূপ ইহরাম বাধলাম। অপরজনের মতে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুরূপ ইহরাম বাধলাম। ফলে নবী ﷺ তাকে ইহরাম অবস্থায় থাকার নির্দেশ দিলেন এবং তাকেও হাদী এর মধ্যে শরীক করে দিলেন।

১০৭০. بَابُ مَنْ عَدَلَ عَشْرًا مِنَ الْغَنَمِ بِجَزُورٍ فِي الْقَسَمِ

১৫৭৫. পরিচ্ছেদ ৪ : যে ব্যক্তি বস্টনকালে দশটি বকরীকে একটা উটের সমান মনে করে।

২৩৫২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةٍ فَأَصَبْنَا غَنَمًا وَابِلًا فَعَجَلَ الْقَوْمُ فَأَعْلَوْا بِهَا الْقُدُورَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ بِهَا فَأَكْفَتَتْ ثُمَّ عَدَلَ عَشْرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِجَزُورٍ ثُمَّ إِنَّ بَعِيرًا نَدَّ وَلَيْسَ فِي الْقَوْمِ إِلَّا خَيْلٌ يَسِيرَةٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ فَحَبَسَهُ بِسَهْمٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لِهَذِهِ الثَّبَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَأَصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا قَالَ قَالَ جَدِّي يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْجُوهُ أَوْ نَخَافُ أَنْ نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مَدَى أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ فَقَالَ اعْجَلْ أَوْ أَرِنَا مَا أَنْتَهِرَ الدَّمُ وَذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكَلُوا لَيْسَ السِّنُّ وَالظَّفَرُ وَسَأَحْدِثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظَّفَرُ فَمُدَى الْحَبْشَةِ

২৩৪২ মুহাম্মদ (র).... রাফি' ইবন খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিহামার অন্তর্গত

১. কেননা তাদের ধারণা ছিলো হাজ্জের মাসগুলোতে উমরা শুদ্ধ নয়।

২. অর্থাৎ এ অংশটুকু অপর রাবী তাউস থেকে বর্ণিত নয়।

যুলহুলায়ফা নামক স্থানে আমরা নবী ﷺ-এর সাথে অবস্থান করছিলাম। সে সময় আমরা (গনীমতের অংশ হিসাবে) কিছু বকরী কিংবা উট পেয়ে গেলাম। সাহাবীগণ (অনুমতির অপেক্ষা না করেই) তাড়াহুড়া করে পাত্রে গোশত চড়িয়ে দিলেন। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এসে পাত্রগুলো উল্টিয়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন। (বণ্টনকালে) প্রতি দশটি বকরীকে তিনি একটি উটের সমান ধার্য করলেন। ইতিমধ্যে একটি উট পালিয়ে গেলো। সে সময় দলে ঘোড়ার সংখ্যাও ছিল খুব অল্প। তাই একজন তীর ছুঁড়ে সেটাকে আটকালেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, দেখো, পলায়নপর বন্য জন্তুদের মতো এই গৃহপালিত পশুগুলোর মধ্যেও কোন কোনটা পলায়নপর স্বভাব বিশিষ্ট। কাজেই সেগুলোর মধ্যে যেটা তোমাদের উপর প্রবল হয়ে উঠবে তার সাথে এরূপই করবে। (রাবী আবায়াহ র.) বলেন, আমার দাদা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমরা আশংকা করি; আগামীকাল হয়ত আমরা শত্রুর মুখোমুখি হবো। আমাদের সাথে তো কোন ছুরি নেই। এমতাবস্থায় আমরা কি বাঁশের ধারালো কুণ্ডি দিয়ে যবেহ করতে পারি? তিনি শললেন, যে রক্ত বের করে দেয় তা দিয়ে, দ্রুত করো। যা আল্লাহর নাম নিয়ে যবেহ হয়, তা তোমরা খেতে পারো। তবে তা যেন দাঁত বা নখ না হয়। তোমাদের আমি এর কারণ বলছি, দাঁততো হাড় আর নখ হল হাবশীদের ছুরি।

كِتَابُ الرُّمَنِ

অধ্যায় : বন্ধক

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

كِتَابُ الرَّهْنِ

অধ্যায় : বন্ধক

১৫৭৬. بَابُ فِي الرَّهْنِ فِي الْحَضَرِ ، وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

১৫৭৬. পরিচ্ছেদ : আবাসে থাকা অবস্থায় বন্ধক রাখা। মহান আল্লাহর বাণীঃ যদি তোমরা সফরে থাকো এবং কোন লেখক না পাও, তবে বন্ধক রাখা বৈধ। (২৪:২৮৩)

২২৪৩ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ ﷺ دِرْعَهُ بِشَعِيرٍ وَمَشِيَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِخُبْزٍ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سِنَخَةٍ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا أَصْبَحَ لَالٌ مُحَمَّدٍ ﷺ إِلَّا صَاعٌ وَلَا أَمْسَى وَإِنَّهُمْ لَتِسْعَةُ آيَاتٍ

২৩৪৩ মুসলিম ইবন ইব্রাহীম (র.)....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যবের বিনিময়ে তাঁর বর্ম বন্ধক রেখেছিলেন। আমি একবার নবী ﷺ-এর খিদমতে যবের কুটি এবং দুর্গন্ধ যুক্ত চর্বি নিয়ে গেলাম, তখন তাঁকে বলতে শুনলাম, মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরিবার পরিজনের কাছে কোন সকাল বা সন্ধ্যায় এক সা' এর অতিরিক্ত (কোন খাদ্য) দ্রব্য থাকে না। (আনাস রা. বলেন) সে সময়ে তারা মোট নয় ঘর (নয় পরিবার) ছিলেন।

১৫৭৭. بَابُ مَنْ رَهَنَ دِرْعَهُ

১৫৭৭. পরিচ্ছেদ : নিজ বর্ম বন্ধক রাখা

২২৪৪ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَكَّرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ وَالْقَبِيلِ فِي السَّلَفِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ

النَّبِيُّ ﷺ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ بِرَعْنَهُ

২৩৪৪ মুসাদ্দদ (র.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ জনৈক ইয়াহুদীর কাছ থেকে নির্দিষ্ট মিয়াদে খাদ্যশস্য খরিদ করেন এবং নিজের বর্ম তার কাছে বন্ধক রাখেন।

১৫৭৮. بَابُ رَهْنِ السِّلَاحِ

১৫৭৮. পরিচ্ছেদ ৪ অস্ত্র বন্ধক রাখা

২৩৪৫ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﷺ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمَةَ أَنَا فَتَاتَاهُ فَقَالَ أَرَدْنَا أَنْ تُسَلِّفَنَا وَسَقَا أَوْ شَقَّيْنِ فَقَالَ إِرْمُنُونِي نِسَاءَ كُمْ، قَالُوا كَيْفَ نَرْمُكَ نِسَاءَ نَا وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ قَالَ فَارْمُنُونِي أَبْنَاءَ كُمْ، قَالُوا كَيْفَ نَرْمُكَ أَبْنَاءَ نَا فَيَسُبُّ أَحَدَهُمْ فَيَقَالَ رَهْنِ بِيَسْقٍ أَوْ شَقَّيْنِ هَذَا عَارٌ عَلَيْنَا وَلَكِنَّا نَرْمُكَ اللَّامَةَ قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِي السِّلَاحَ فَوَعَدَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ فَقَتَلُوهُ ثُمَّ اتَّوَا النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرُوهُ

২৩৪৫ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.).... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, কা'আব ইব্ন আশরাফকে হত্যা করার দায়িত্ব কে নিতে পারবে? আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে সে তো কষ্ট দিয়েছে। মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা (রা.) তখন বললেন, আমি। পরে তিনি তার কাছে গিয়ে বললেন, আমরা তোমার কাছে এক ওয়াসাক অথবা বলেছেন দু'ওয়াসাক (খাদ্য) ধার চাচ্ছি। সে বলল, তোমাদের মহিলাদেরকে আমার কাছে বন্ধক রাখো। তিনি বললেন, তুমি হলে আরবের সেরা সুন্দর ব্যক্তি। তোমার কাছে কিভাবে মহিলাদের বন্ধক রাখতে পারি? সে বলল, তাহলে তোমাদের সন্তানদের আমার কাছে বন্ধক রাখো। তিনি বললেন, কিভাবে সন্তানদেরকে তোমার কাছে বন্ধক রাখি। পরে এই বলে তাদের নিন্দা করা হবে যে, দু' এক ওয়াসাকের জন্য তারা বন্ধক ছিল, এটা আমাদের জন্য হবে বিরাট কলংক। তার চেয়ে বরং আমরা তোমার কাছে আমাদের অস্ত্র বন্ধক রাখতে পারি। রাবী সুফিয়ান (র.) اللَّامَةُ শব্দের অর্থ করেছেন অস্ত্র। তারপর তিনি তাকে পরে আসার প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং (পরে এসে) তাকে হত্যা করলেন এবং নবী ﷺ -এর কাছে এসে সে সম্পর্কে তাকে অবহিত করলেন।

১০৭৭. بَابُ الرُّهْنِ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ ، وَقَالَ مُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ تُرْكَبُ
الضَّالَّةُ بِقَدَرٍ عَلَافِهَا وَتَحْلَبُ بِقَدَرٍ عَلَافِهَا وَالرُّهْنُ مِثْلُهُ

১৫৭৯. পরিচ্ছেদ : বন্ধক রাখা প্রাণীর উপর আরোহণ করা যায় এবং দুধ দোহন করা যায়। মুগীরা (র.) ইব্রাহীম (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, হারিয়ে যাওয়া প্রাণী যে পাবে সে তার ঘাসের (ও অন্যান্য প্রয়োজনীয়) খরচ পরিমাণ আরোহণ করতে পারবে, এবং ঘাসের খরচ পরিমাণ দুধ দোহন করতে পারবে। বন্ধকী প্রাণীর ব্যাপারটিও অনুরূপ

২৩৪৬ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الرُّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ ، يُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرَهُوْنَا

২৩৪৬ আবু নুআইম (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, বন্ধকী প্রাণীর উপর তার খরচ পরিমাণ আরোহণ করা যাবে। তদ্রূপ দুধেল প্রাণী বন্ধক থাকলে (খরচ পরিমাণ) তার দুধ পান করা যাবে।

২৩৪৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُوْنَا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُوْنَا وَعَلَى الَّذِي يُرْكَبُ وَيُشْرَبُ النَّفَقَةُ

২৩৪৭ মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বাহনের পশু বন্ধক থাকলে তার খরচের পরিমাণে তাতে আরোহণ করা যাবে। তদ্রূপ দুধেল প্রাণী বন্ধক থাকলে তার খরচের পরিমাণে দুধ পান করা যাবে। (মোট কথা) আরোহণকারী এবং দুধ পানকারীকেই খরচ বহন করতে হবে।

১০৮০. بَابُ الرُّهْنِ عِنْدَ الْيَهُودِ وَغَيْرِهِمْ

১৫৮০. পরিচ্ছেদ : ইয়াহুদী ও অন্যান্যদের (অমুসলিমের) কাছে বন্ধক রাখা

২৩৪৮ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَةً

২৩৪৮ কুতায়বা (র.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক ইয়াহুদী থেকে কিছু খাদ্যদ্রব্য কিনেছিলেন এবং তার কাছে নিজের বর্ম বন্ধক রেখেছিলেন।

১০৮১. بَابُ إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ وَنَحْوُهُ فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدْعَى
وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ

১৫৮১. পরিচ্ছেদ : বন্ধকদাতা ও বন্ধক গ্রহীতার মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে বা অনুরূপ কোন কিছু
হলে বাদীর দায়িত্ব সাক্ষী পেশ করা আর বিবাদীর দায়িত্ব কসম করা

২২৬৭ حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى
ابْنِ عَبَّاسٍ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى أَنْ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ -

২৩৪৯ খাল্লাদ ইব্ন ইয়াহুইয়া (র.).... ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ
এই ফায়সালা দিয়েছেন যে, (বাদী সাক্ষী পেশ করতে ব্যর্থ হলে) কসম করা বিবাদীর কর্তব্য।

২২৬০ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ
اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ
عَلَيْهِ غَضَبَانُ أَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بَعْدَ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا
قَلِيلًا فَقَرَأَ إِلَى عَذَابِ الْيَمِّ ثُمَّ إِنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ خَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ مَا يَحْدِثُكُمْ أَبُو عَبْدِ
الرَّحْمَنِ قَالَ فَحَدَّثَنَا قَالَ فَقَالَ صَدَقَ لَفِي أَنْزَلْتُ كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فَبِئْسَ
فَأَخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَاهِدُكَ أَوْ يَمِينُهُ، قُلْتُ إِنْ إِذَا
يَحْلِفُ وَلَا يَبَالِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا وَهُوَ فِيهَا
فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ قَالَ فَانْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ ثُمَّ اقْتَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ : إِنَّ
الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بَعْدَ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا إِلَى وَلَهُمْ عَذَابُ الْيَمِّ

২৩৫০ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র.).... আবুদুদ্বাহ্ (ইব্ন মাস'উদ) (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,
মিথ্যা কসম করে যে ব্যক্তি অর্থ- সম্পদ হস্তগত করে সে (কিয়ামতের দিন) আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ
করবে এ অবস্থায় যে, আল্লাহ তার প্রতি রাগান্বিত থাকবেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা (নবী ﷺ -এর)
উক্ত বাণী সমর্থন করে আয়াত নাযিল করলেন : “নিশ্চয় যারা আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং
নিজেদের প্রতিশ্রুতি তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে---- মর্মস্বন্দু শাস্তি রয়েছে। (৩ : ৭৭) (রাবী বলেন) পরে
আশ'আস ইব্ন কায়স (রা.) আমাদের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, আবু আবদুর রাহমান (ইব্ন

মাসউ'দ) তোমাদের কি হাদীস শুনালেন (রাবী বলেন), আমরা তাকে হাদীসটি শুনালে তিনি বললেন, তিনি নির্ভুল হাদীস শুনিয়েছেন। আমাকে কেন্দ্র করেই তো আয়াতটি নাযিল হয়েছিলো। কুয়া (এর মালিকানা) নিয়ে আমার সাথে এক লোকের ঝগড়া চলছিলো। পরে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে বিরোধটি উত্থাপন করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ (আমাকে) বললেন, তুমি দু'জন সাক্ষী উপস্থিত করবে, নতুবা সে হলফ করবে। আমি বললাম, তবে তো সে নির্দিধায় হলফ করে বসবে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা হলফ করে অর্থ-সম্পদ হস্তগত করবে, সে (কিয়ামতের দিন) আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে এ অবস্থায় যে, আল্লাহ তার প্রতি রাগান্বিত থাকবেন। তিনি (আশআস) বলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা এর সমর্থনে আয়াত নাযিল করলেন। অতঃপর তিনি (আশআস) এই আয়াত **الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ الْآيَةَ** তিলাওয়াত করলেন।

كِتَابُ الْعِتْقِ

অধ্যায় : গোলাম আযাদ করা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

كِتَابُ الْعِتْقِ

অধ্যায় : গোলাম আযাদ করা

১০৪২. **بَابُ فِي الْعِتْقِ وَفَضْلِهِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى : فَكَ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ**

১৫৮২. পরিচ্ছেদ : গোলাম আযাদ করা ও তার ফযীলত এবং আল্লাহ তা'আলার এ বাণীঃ গোলাম আযাদ অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে অন্নদান ইয়াতীম আত্মীয়কে। (৯০ : ১৩-১৫)

২২৫১ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ مَرْجَانَةَ صَاحِبُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا اسْتَنْقَذَ اللَّهُ بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهُ عَضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ مَرْجَانَةَ فَأَنْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ فَعَمَدَ عَلَى بَنٍ حُسَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِلَى عَبْدٍ لَهُ قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَشْرَةَ أَلْفٍ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ فَعَتَقَهُ

২৩৫১ আহমদ ইব্ন ইউনুস (র.)..... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, কেউ কোন মুসলিম গোলাম আযাদ করলে আল্লাহ সেই গোলামের প্রত্যেক অংগের বিনিময়ে তার একেকটি অংগ (জাহান্নামের) আগুন থেকে মুক্ত করবেন। সাঈদ ইব্ন মারজানা (রা.) বলেন, এ হাদীসটি আমি আলী ইব্ন হুসায়নের খিদমতে পেশ করলাম। তখন আলী ইব্ন হুসায়ন (রা.) তার এক গোলামের কাছে উঠে গেলেন যার বিনিময়ে আবদুল্লাহ ইব্ন জা'ফার (রা.) তাকে দশ হাজার দিরহাম কিংবা এক হাজার দীনার দিতে চেয়েছিলেন এবং তিনি তাকে আযাদ করে দিলেন।

১০৪৩. **بَابُ أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ**

১৫৮৩. পরিচ্ছেদ : কোন ধরনের গোলাম আযাদ করা উত্তম?

২৩৫২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُرَاجٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ إِيْمَانٌ بِاللَّهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ قُلْتُ فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ قَالَ أَغْلَاهَا ثَمَنًا وَأَنْفُسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ قَالَ تُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لَأَخْرَقَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ قَالَ تَدْعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ

২৩৫২ উবায়দুল্লাহ ইবন মুসা (র.).... আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কোন আমল উত্তম? তিনি বললেন, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর পথে জিহাদ করা। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কোন ধরনের গোলাম আযাদ করা উত্তম? তিনি বললেন, যে গোলামের মূল্য অধিক এবং যে গোলাম তার মনিবের কাছে অধিক আকর্ষণীয়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ যদি আমি করতে না পারি? তিনি বললেন, তাহলে কাজের লোককে (তার কাজে) সাহায্য করবে কিংবা বেকারকে কাজ দিবে। আমি (আবারও) বললাম,- এ-ও যদি না পারি? তিনি বললেন, মানুষকে তোমার অনিষ্টতা থেকে মুক্ত রাখবে। বস্তুতঃ এটা তোমার নিজের জন্য তোমার পক্ষ থেকে সাদকা।

১৫৮৬. بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْعَتَاةِ فِي الْكُسُوفِ وَالْآيَاتِ

১৫৮৪. পরিচ্ছেদ : সূর্যগ্রহণ ও (আল্লাহর কুদরতের) বিভিন্ন নিদর্শন প্রকাশকালে গোলাম আযাদ করা মুস্তাহাব

২৩৫৩ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْعَتَاةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ، تَابِعَهُ عَلِيُّ بْنُ الدَّرَاوْدِيِّ عَنْ هِشَامِ

২৩৫৩ মুসা ইবন মাস'উদ (র.).... আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ সূর্যগ্রহণের সময় গোলাম আযাদ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আলী (র.) দরাওয়ারদী (র.) সূত্রে হিশাম (র.) হাদীস বর্ণনায় মুসা ইবন মাস'উদ (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

২৩৫৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَتَّامٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ كُنَّا نُوْمِرُ عِنْدَ الْكُسُوفِ بِالْعَتَاةِ

২৩৫৪ মুহাম্মদ ইবন আবু বকর (র.)... আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সূর্য গ্রহণের সময় আমাদেরকে গোলাম আযাদ করার নির্দেশ দেওয়া হতো।

১৫৪৫. **بَابُ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ أَمَةً بَيْنَ الشُّرَكَاءِ**

১৫৮৫. পরিচ্ছেদ : দু' ব্যক্তির মালিকানাধীন গোলাম বা কয়েকজন অংশীদারের বাদী আযাদ করা

২৩৫৫ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُومَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَعْتَقُ

২৩৫৬ আলী ইবন আবদুল্লাহ (র.).... সালিমের পিতা (ইবন উমর রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি দু'জনের মালিকানাধীন গোলাম আযাদ করে, সে সচ্ছল হলে প্রথমে গোলামের মূল্য নির্ধারণ করা হবে, তারপর আযাদ করবে।

২৩৫৭ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَاءَ لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قَوْمَ الْعَبْدِ عَلَيْهِ قِيمَةٌ عَدْلٍ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ

২৩৫৬ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.).... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কেউ যদি কোন গোলাম থেকে নিজের অংশ আযাদ করে আর গোলামের মূল্য পরিমাণ অর্থ তার কাছে থাকে, তবে তার উপর দায়িত্ব হবে গোলামের ন্যায্যমূল্য নির্ণয় করা। তারপর সে শরীকদেরকে তাদের প্রাপ্য অংশ পরিশোধ করবে এবং গোলামটি তারপক্ষ থেকে আযাদ হয়ে যাবে, কিন্তু (সে পরিমাণ অর্থ) না থাকলে তারপক্ষ থেকে ততটুকুই আযাদ হবে। যতটুকু সে আযাদ করেছে।

২৩৫৭ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَاءَ لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عَتَقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُقَوْمُ عَلَيْهِ قِيمَةٌ عَدْلٍ فَأَعْتَقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْتَصَرَهُ

২৩৫৭ উবায়দ ইবন ইসমাইল (র.).... ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ

বলেছেন, কেউ কোন (শরীকী) গোলাম থেকে নিজের অংশ আযাদ করলে ঐ গোলামের সম্পূর্ণটা আযাদ করা তার জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়বে, যদি তার কাছে সেই গোলামের মূল্য পরিমাণ অর্থ থাকে। আর যদি তার কাছে কোন অর্থ না থাকে তাহলে তার দায়িত্ব হবে আযাদ কৃত (গোলামের) ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ করা এতে আযাদকারীর পক্ষ থেকে ততটুকুই আযাদ হবে, যতটুকু সে আযাদ করেছে। মুসাদ্দাদ (র.) বিশর ইবন মুফাদ্দাল (র.) সূত্রে উবায়দুল্লাহ (র.) উক্ত হাদীসটি সংক্ষিপ্ত বর্ণিত আছে।

২৩০৮ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أَوْ شِرْكَاءَ لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مِنَ الْعَمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيَمَتَهُ بِقِيَمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَتِيقٌ قَالَ نَافِعٌ وَالْأَفْقَدُ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ قَالَ أَيُّوبُ لَا أَذَرِي أَشَى قَالَهُ نَافِعٌ أَوْ شَى فِي الْحَدِيثِ

২৩০৮ আবু নু'মান (র.).... ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, কেউ কোন (শরীকী) গোলাম থেকে নিজের অংশ বা হিসসা আযাদ করে দিলে এবং গোলামের ন্যায্যমূল্য পরিমাণ অর্থ তার কাছে থাকলে, সেই গোলাম সম্পূর্ণ আযাদ হয়ে যাবে। নাফি' (র.) বলেন, আর সেই পরিমাণ অর্থ না থাকলে যতটুকু সে আযাদ করেছে তারপক্ষ থেকে ততটুকুই আযাদ হবে। রাবী আইউব (র.) বলেন, আমি জানি না, এটা কি নাফি (র.) নিজ থেকে বলেছেন না এটাও হাদীসের অন্তর্ভুক্ত।

২৩০৯ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِقْدَامٍ حَدَّثَنَا فَضِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يُفْتَى فِي الْعَبْدِ أَوْ الْأَمَةِ يَكُونُ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَيَعْتَقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ يَقُولُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِذَا كَانَ لِلذِّي أَعْتَقَ مِنَ الْعَمَالِ مَا يَبْلُغُ يَقَوْمُ مِنْ مَالِهِ قِيَمَةَ الْعَدْلِ وَيُدْفَعُ إِلَى الشُّرَكَاءِ أَنْصِبَاؤُهُمْ وَيُخْلَى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ يُخْبِرُ بِذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَوَاهُ اللَّيْثُ وَابْنُ أَبِي ذَنْبٍ وَابْنُ إِسْحَاقَ وَجُوزِيَّةُ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُخْتَصَرًا

২৩০৯ আহমদ ইবন মিকদাম (র.).... ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি শরীকী গোলাম বা বাদী সম্পর্কে ফাতওয়া দিতেন যে, শরীকী গোলাম শরীকদের কেউ নিজের অংশ আযাদ করে দিলে তিনি

১. হিন্দুস্তানী ছাপা বুখারী শরীফে মুসাদ্দাদ (র.)--- পরবর্তী সনদের সাথে তাহওয়ীল হিসাবে ছাপানো হয়েছে। তবে বুখারীর শরাহ আইনীতে উল্লেখ রয়েছে যে, তা এ হাদীসের অপর একটি সনদ মাত্র।

বলতেন, সম্পূর্ণ গোলামটাই আযাদ করা তার উপর ওয়াজিব হয়ে গেছে। যদি আযাদকারীর কাছে গোলামের মূল্য পরিমাণ অর্থ থাকে, তাহলে সে অর্থ থেকে গোলামের ন্যায্যমূল্য নির্ণয় করা হবে এবং শরীকদেরকে তাদের প্রাপ্য হিসসা পরিশোধ করা হবে, আর আযাদকৃত গোলাম পূর্ণ আযাদ হয়ে যাবে। বক্তব্যটি ইবন উমর (রা.) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, এবং লায়ছ, ইবন আবু যি'ব, ইবন ইসহাক জওয়াইরিয়া, ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ ও ইসমাঈল ইবন উমাইয়া (র.) নাফি' (র.)-এর মাধ্যমে ইবন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে হাদীসটি সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণনা করেছেন।

১০৪৬. **بَابُ إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبًا فِي عَبْدٍ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ عَلَى نَحْوِ الْكِتَابَةِ**

১৫৮৬. পরিচ্ছেদ : কেউ গোলামের নিজের অংশ আযাদ করে দিলে এবং তার প্রয়োজনীয় অর্থ না থাকলে চুক্তিবদ্ধ গোলামের মত তাকে অতিরিক্ত কষ্ট না দিয়ে উপার্জন করতে বলা হবে।

২৩৬০. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ سَمِعْتُ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنِي النَّضْرِيُّ أَنَسُ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهَيْكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ أَعْتَقَ شَقِيقًا مِنْ عَبْدٍ * ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِيِّ أَنَسُ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهَيْكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ شَقِيقًا فِي مَمْلُوكٍ فَخَلَّصَهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَالْأَقْوَمُ عَلَيْهِ فَاسْتُسْعِيَ بِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ تَابَعَهُ حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ وَأَبَانُ وَمُوسَى بْنُ خَلْفٍ عَنْ قَتَادَةَ اخْتَصَرَهُ شُعْبَةُ

২৩৬০. আহমদ ইবন আবু রাজা (র.) ও মুসাদ্দ (র.)....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, কেউ শরীকী গোলাম থেকে নিজের ভাগ বা অংশ (রাবীর স্বিধা) আযাদ করে দিলে নিজ অর্থ ব্যয়ে সেই গোলামকে রেহাই করা তার উপর কর্তব্য, যদি তার কাছে প্রয়োজনীয় অর্থ থাকে। অন্যথায় তার ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ করা হবে এবং তাকে অতিরিক্ত কষ্ট না দিয়ে উপার্জন করতে বলা হবে। হাজ্জাজ ইবন হাজ্জাজ, আবান ও মুসা ইবন খালাফ (র.) কাতাদা (র.) থেকে হাদীস সাঈদ ইবন আবু আরুবা (র.)-এর অনুসরণ করেছেন। হাদীসটি শু'বা (র.) সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন।

১০৪৭. **بَابُ الْخَطَاءِ وَالنِّسْيَانِ فِي الْعَتَاةِ وَالطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ وَلَا عَتَاةَ إِلَّا لَوَجْهِ اللَّهِ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى وَلَا نِيَّةَ لِلنَّاسِ وَالْمُخْطَرِ**

১৫৮৭. পরিচ্ছেদ : ভুলবশত অথবা অনিচ্ছায় গোলাম আযাদ করা ও জ্বীকে তালাক দেওয়া ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে গোলাম আযাদ করা যায় না। নবী ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক ব্যক্তি তাই পাবে, যা সে নিয়্যত করবে। এবং যে ব্যক্তি অনিচ্ছায় বা ভুলবশত কিছু বলে, তার কোন নিয়্যত থাকে না।

২৩৬১ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنْ اللَّهُ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي مَا وَسَّوَسْتُ بِهِ صُدُورُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ

২৩৬১ হুমায়দী (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, (আমার বরকতে) আল্লাহ আমার উম্মতের অন্তরে উদিত ওয়াসওয়াসা (পাপের ভাব ও চেষ্টা) মাফ করে দিয়েছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তা কাজে পরিণত করে অথবা মুখে বলে।

২৩৬২ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَالْأَمْرُ بِمَنْوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَاجَرَتْهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهَاجَرَتْهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

২৩৬২ মুহাম্মদ ইবন কাছীর (র.).... উমর ইবন খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, আমলসমূহ নিয়্যতের সাথে সম্পৃক্ত। আর মানুষ তাই পাবে, যা সে নিয়্যত করবে। কাজেই কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে হিজরত করে থাকলে তার সে হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে বলেই গণ্য হবে। আর যার হিজরত হবে দুনিয়া হাসিলের উদ্দেশ্যে অথবা কোন নারীকে বিয়ে করার মতলবে; তার হিজরত সে উদ্দেশ্যে বলেই গণ্য হবে।

১৫৮৮. بَابُ إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِعَبْدِهِ هُوَ لِلَّهِ وَنَوَى الْعِتْقَ وَالْإِشْهَادَ فِي الْعِتْقِ

১৫৮৮. পরিচ্ছেদ : আযাদ করার নিয়্যতে কোন ব্যক্তি নিজের গোলাম সম্পর্কে 'সে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট' বলা এবং আযাদ করার ক্ষেত্রে সাক্ষী রাখা

২৩৬৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَمَّا أَقْبَلَ يُرِيدُ الْإِسْلَامَ وَمَعَهُ غُلَامَةٌ ضَلَّ كُلُّ وَاحِدٍ

وَمِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ فَأَقْبَلَ بَعْدَ ذَلِكَ وَابْنُ هُرَيْرَةَ جَالِسٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ :
يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَذَا غُلَامُكَ قَدْ أَتَاكَ فَقَالَ أَمَا إِنِّي أَشْهَدُكَ أَنَّهُ حُرٌّ قَالَ فَهُوَ حِينَ يَقُولُ :
يَا لَيْلَةَ مِنْ طَوْلِهَا وَعَنَائِهَا * عَلَى أَنَّهَا مِنْ دَارَةِ الْكُفْرِ نَجَتْ

২৩৬৩ মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন নুমাইর (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছায় আপন গোলামকে সাথে নিয়ে (মদীনায়ে) আসছিলেন। পথে তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। পরে গোলামটি এসে পৌছলো। আবু হুরায়রা (রা.) সে সময় নবী ﷺ-এর খিদমতে বসেছিলেন। নবী ﷺ বললেন, আবু হুরায়রা! দেখো, তোমার গোলাম এসে গেছে। তখন তিনি বললেন, শুনুন; আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি, সে আযাদ। রাবী বলেন, (মদীনায়ে) পৌছে তিনি বলতেনঃ কত দীর্ঘ আর কষ্টদায়কই না ছিলো হিজরতের সে রাত- তবুও তা আমাকে দারুল কুফর থেকে মুক্তি দিয়েছে।

২৩৬৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قُلْتُ فِي الطَّرِيقِ : يَا
لَيْلَةَ مِنْ طَوْلِهَا وَعَنَائِهَا * عَلَى أَنَّهَا مِنْ دَارَةِ الْكُفْرِ نَجَتْ , قَالَ وَابَقَ مِنِّي غُلَامٌ لِي فِي
الطَّرِيقِ فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَبَايَعْتُهُ فَبَيَّنَّا أَنَا عِنْدَهُ إِذْ طَلَعَ الْغُلَامُ فَقَالَ لِي
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَذَا غُلَامُكَ فَقُلْتُ هُوَ حُرٌّ لِرُؤُوسِهِ اللَّهُ فَاَعْتَقْتُهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ
اللَّهِ لَمْ يَقُلْ أَبُو كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ حُرٌّ

২৩৬৪ উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজীর খিদমতে আগমনকালে আমি পথে পথে (কবিতা) বলতামঃ হিজরতের সে রাত কতনা দীর্ঘ আর কষ্টদায়ক ছিল- তবুও তা আমাকে দারুল কুফর থেকে মুক্তি দিয়েছে। তিনি বলেন, পথে আমার এক গোলাম পালিয়ে গিয়েছিলো। যখন আমি নবী ﷺ-এর খিদমতে এসে তাঁর (হাতে) বায়আত হলাম। আমি তাঁর খিদমতেই ছিলাম, এ সময় গোলামটি এসে হাযির হলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আবু হুরায়রা! এই যে, তোমার গোলাম! আমি বললাম, সে আল্লাহর ওয়াস্তে আযাদ। এই বলে তাকে আযাদ করে দিলাম। আবু আবদুল্লাহ (বুখারী) (র.) বলেন, আবু কুরায়ব (র.) আবু উসামা (র.) থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াতে হُرُّ শব্দটি বলেন নি।

২৩৬৫ حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّوَّاسِيِّ عَنْ

إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ لَمَّا أَقْبَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمَعَهُ غُلَامُهُ وَهُوَ يَطْلُبُ
الْإِسْلَامَ فَضَلَّ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ وَقَالَ أَمَا إِنِّي أَشْهَدُكَ أَنَّهُ لِلَّهِ

২৩৬৫ শিহাব ইব্ন আব্বাদ (র.).... কায়স (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রা.) তাঁর গোলামকে সাথে করে ইসলামের উদ্দেশ্যে (মদীনা) আগমনকালে পথিমধ্যে তারা একে অপরকে হারিয়ে ফেললেন এবং তিনি (আবু হুরায়রা) বললেন, শুনন! আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি, সে আল্লাহর জন্য।

١٥٨٩. بَابُ أُمِّ الْوَلَدِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ
تَلِدَ الْأُمَةُ رِيْهَا

১৫৮৯. পরিচ্ছেদ : উম্মু ওয়ালাদ^১ প্রসংগ। আবু হুরায়রা (রা.) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন,
কিয়ামতের একটি আলামত এই যে, বাঁদী তার মনিবকে প্রসব করবে

২৩৬৬ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ إِنَّ عُتْبَةَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي
وَقَّاصٍ أَنْ يَقْبِضَ إِلَيْهِ ابْنُ وَلِيدَةٍ زَمْعَةَ قَالَ عُتْبَةُ إِنَّهُ ابْنِي فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
زَمَنَ الْفَتْحِ أَخَذَ سَعْدُ ابْنُ وَلِيدَةٍ زَمْعَةَ فَأَقْبَلَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَقْبَلَ مَعَهُ بِعَبْدُ بْنُ
زَمْعَةَ فَقَالَ سَعْدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا ابْنُ أَخِي عَهْدَ إِلَى أَنَّهُ ابْنُهُ فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا
يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ وَلِيدَةٍ زَمْعَةَ وَلَدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى ابْنِ وَلِيدَةٍ
زَمْعَةَ فَإِذَا هُوَ أَشْبَهُ النَّاسَ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ مِنْ أَجْلِ
أَنَّهُ وَلَدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِيهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ احْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ مِمَّا رَأَى
مِنْ شَبْهِهِ بِعُتْبَةَ وَكَانَ سَوْدَةُ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ

২৩৬৬ আবুল ইয়ামান (র.)..... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উতবা ইব্ন আবু
ওয়াক্কাস আপন ভাই সাদ ইব্ন আবু ওয়াক্কাসকে ওসীয়াত করেছিলেন, তিনি যেন যাম'আর দাসীর

১. শাব্দিক অর্থ সন্তানের মা, পরিভাষায় যে বাঁদী প্রভুর ওরসজাত সন্তান প্রসব করেছে। ইসলামী ফিস্কাহর বিধান
মুতাবিক উম্মু ওয়ালাদকে বিক্রি করা যায় না এবং প্রভুর মৃত্যুর পর আপনা আপনি সে আযাদ হয়ে যাবে।

গর্ভজাত পুত্রকে গ্রহণ করেন (কারণ স্বরূপ) উতবা বলেছিলেন; সে আমার (ঔরসজাত) পুত্র। মক্কা বিজয়কালে রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কায় তাশরীফ আনলেন; তখন সা'দ যাম'আর দাসীর পুত্রকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে আসলেন এবং তার সাথে আব্দ ইব্ন যাম'আকে নিয়ে আসলেন। সা'দ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এতো আমার ভতিজা। আমার ভাই বলেছেন যে, সে তার ছেলে আব্দ ইব্ন যাম'আর বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ আমার ভাই, যাম'আর পুত্র। তার শয্যাতেই এ জন্ম নিয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন যাম'আর দাসীর পুত্রের দিকে তাকালেন। দেখলেন, উতবার সাথেই তার (আদলের) সর্বাধিক মিল। তবু রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আব্দ ইব্ন যাম'আ! এ- তোমারই (ভাই), কেননা-এ তার (আব্দ ইব্ন যাম'আর) শয্যাতে জন্ম গ্রহণ করেছে। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন! হে সাওদা বিনতে যামআ! তুমি এ থেকে পর্দা করবে। কেননা তিনি উতবার সাথেই তার (চেহারার) মিল দেখতে পেয়েছিলেন। সাওদা ছিলেন, নবী ﷺ-এর স্ত্রী।

১৫৭০. بَابُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

১৫৯০ পরিচ্ছেদ : মুদাব্বার^১ বিক্রি করা

২৩৬৭ حَدَّثَنَا اَدَمُ بْنُ أَبِي اِيَّاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَعْتَقَ رَجُلٌ مِّنَّا عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبْرِ النَّبِيِّ ﷺ بِه فَبَاعَهُ قَالَ جَابِرٌ مَاتَ الْغُلَامُ عَامَ أَوَّلِ

২৩৬৭ আদম ইব্ন আবু ইয়াস (র.).... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের একজন তার এক গোলামকে মুদাব্বাররূপে আযাদ ঘোষণা করল। তখন নবী ﷺ সেই গোলামকে ডেকে নিয়ে অন্যত্র বিক্রি করে দিলেন। জাবির (রা.) বলেন, গোলামটি সে বছরই মারা গিয়েছিলো।

১৫৭১. بَابُ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَمِثْلِهِ

১৫৯১. পরিচ্ছেদ : গোলামের অভিভাবকত্ব বিক্রি বা দান করা

২৩৬৮ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ

১. যে গোলামকে তার মালিক নিজের মৃত্যুর পর আযাদ বলে ঘোষণা করেছে, সে গোলামকে মুদাব্বার বলা হয়। হানাফী মাযহাব মতে মুদাব্বারকে বিক্রি করা যাবে না। এর সমর্থনেও হাদীস রয়েছে।

২৩৬৬ আবুল ওয়ালীদ (র.).... ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ গোলামের অভিভাবকত্ব বিক্রি করতে এবং তা দান করতে নিষেধ করেছেন।

২৩৬৭ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَأِشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَ هَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَعْتَقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ فَأَعْتَقْتُهَا فَدَعَاَهَا النَّبِيُّ ﷺ فَخَيْرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَقَالَتْ لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا مَا بَتْتُ عِنْدَهُ فَأَخْتَارَتْ نَفْسَهَا

২৩৬৮ উসমান ইবন আবু শায়বা (র.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বারীরা আমি (আযাদ করার নিয়্যতে) খরিদ করলাম, তখন তার (পূর্বতন) মালিক অভিভাবকত্বের শর্তারোপ করলো। প্রসংগটি আমি নবী ﷺ-এর কাছে উত্থাপন করলাম। তিনি বললেন, তুমি তাকে আযাদ করে দাও। অভিভাবকত্ব সেই লাভ করবে, যে অর্থ ব্যয় করবে। তখন আমি তাকে আযাদ করে দিলাম। তারপর নবী ﷺ তাকে ডেকে তার স্বামীর ব্যাপারে ইখতিয়ার দিলেন। বারীরা (রা.) বললেন, যদি সে আমাকে এতো এতো সম্পদও দেয় তবু আমি তার কাছে থাকবো না। অবশেষে তিনি তার ইখতিয়ার প্রয়োগ করলেন।

١٥٩٢ بَابُ إِذَا أُسِرَ أَخُو الرَّجُلِ أَوْ عَمُّهُ هَلْ يُفَادَى إِذَا كَانَ مُشْرِكًا وَقَالَ أَنَسُ قَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيلًا وَكَانَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ لَهُ نَصِيبٌ فِي تِلْكَ الْفَنَيْمَةِ الَّتِي أَصَابَ مِنْ أَخِيهِ عَقِيلٌ وَعَمِّي عَبَّاسٌ

১৫৯২. পরিচ্ছেদ ৪ : কারো মুশরিক ভাই বা চাচা বন্দী হলে কি তাদের পক্ষ থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে? আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, আব্বাস (রা.) নবী ﷺ-কে বলেছিলেন, আমি নিজের ও আকীলের মুক্তিপণ আদায় করছি। এদিকে আলী ইবন আবী তালিব (রা.) তার ভাই আকীল ও চাচা আব্বাসের মুক্তিপণ বাবত প্রাপ্ত গনীমাতের অংশ পেয়েছিলেন।

২৩৭০ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَقْبَةَ عَنْ مُوسَى عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَنَسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا ائْذَنْ فَلْيُنْزَلْ لِيُؤْتَى أَخْتَنَا عَبَّاسٌ فِدَاءً هُ فَقَالَ لَا تَدْعُونِ مِنْهُ دَرَاهِمًا

[২৩৭০] ইসমাইল ইব্ন আবদুল্লাহ (র.)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদীনার কিছু লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে বলল, আপনি অনুমতি দিলে আমরা আমাদের বোনপো আকবাসের মুক্তিপণ ছেড়ে দিবো। কিন্তু তিনি বললেন, তোমরা তার (মুক্তিপণের) একটি দিরহামও ছাড়তে পারো না।

১৫৭২. بَابُ عِتْقِ الْمُشْرِكِ

১৫৯৩. পরিচ্ছেদ : মুশরিক কর্তৃক গোলাম আযাদ করা

[২৩৭১] حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَعْتَقَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةَ رَقَبَةٍ وَحَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيرٍ فَلَمَّا أَسْلَمَ حَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيرٍ وَأَعْتَقَ مِائَةَ رَقَبَةٍ قَالَ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ كُنْتُ أَصْنَعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ كُنْتُ أَتَحَنُّتُ بِهَا يَعْنِي أَتَبَرَّرُ بِهَا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَسَلَّمْتُ عَلَى مَا سَلَفَ لَكَ مِنْ خَيْرٍ

[২৩৭২] উবায়দ ইব্ন ইসমাইল (র.)....হিশাম (র.) থেকে বর্ণিত, আমার পিতা আমাকে অবগত করলেন যে, হাকীম ইব্ন হিয়াম (রা.) জাহিলী যুগে একশ' গোলাম আযাদ করেছিলেন এবং আরোহণের জন্য একশ উট দিয়েছিলেন। যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখনও একশ' উট বাহন হিসাবে দান করেন এবং একশ' গোলাম আযাদ করলেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! জাহিলী যুগে কল্যাণের উদ্দেশ্যে যে কাজগুলো আমি করতাম, সেগুলো সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। তিনি বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার পিছনের আমলগুলোর কল্যাণেই তো তুমি ইসলাম গ্রহণ করেছো।

১৫৭৪. بَابُ مَنْ مَلَكَ مِنَ الْعَرَبِ رَقِيْقًا، فَوَهَبَ وَبَاعَ وَجَامَعَ وَقَدَى وَسَبَى الذِّرْيَةَ وَقَوْلُهُ تَعَالَى : خَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مُمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَؤْنُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

১৫৯৪. পরিচ্ছেদ : কোন ব্যক্তি আরবী গোলাম-বান্দীর মালিক হয়ে তা দান করলে বা বিক্রি করলে, বা বান্দীর সাথে সহবাস করলে বা মুক্তিপণ হিসাবে দিলে এবং সন্তানদের বন্দী

করলে, (তার হুকুম কি হবে)? আল্লাহ তা'আলার ইরশাদঃ আল্লাহ উপমা দিচ্ছেন অপরের অধিকারভুক্ত এক গোলামের, যে কোন কিছু উপর শক্তি রাখে না এবং এমন এক ব্যক্তির, যাকে তিনি নিজ থেকে উত্তম রিযিক দান করেছেন এবং সে তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে। তারা কি একে অপরের সমান? সকল প্রশংসা আল্লাহর প্রাপ্য, অথচ তাদের অধিকাংশই তা জানে না (১৬ : ৭৫)।

২৩ ৭২ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ذَكَرَ عُرْوَةُ أَنَّ مَرْوَانَ وَالْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ حِينَ جَاءَهُ وَقَدْ هَوَّازَنَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ فَقَالَ إِنَّ مَعِيَ مَنْ تَرَوْنَ، وَأَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَى أَصْدَقِهِ فَاخْتَارُوا أَحَدَى الطَّائِفَتَيْنِ إِمَّا الْمَالَ وَإِمَّا السَّبْيَ وَقَدْ كُنْتُ إِسْتَأْنَيْتُ بِهِمْ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْتَظَرُهُ بِضَمِّ عَشْرَةِ لَيْلَةٍ حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَيْرُ رَادٍّ إِلَيْهِمْ إِلَّا أَحَدَى الطَّائِفَتَيْنِ قَالُوا فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ : أَمَا بَعْدُ فَإِنِ إِخْوَانُكُمْ جَاءُونَا تَائِبِينَ وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيبَ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى حِظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يَفِي اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ فَقَالَ النَّاسُ طَيِّبْنَا ذَلِكَ قَالَ إِنَّا لَا نَدْرِي مَنْ أَدْنَى مِنْكُمْ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ فَأَرْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرْفَاؤُكُمْ أَمْرُكُمْ فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرْفَاؤُهُمْ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا فَهَذَا الَّذِي بَلَّغْنَا عَنْ سَبْيِ هَوَّازَنَ وَقَالَ أَنَسٌ قَالَ عَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عُقَيْلًا

২৩৭২ ইবন আবু মারযাম (র.).... মারওয়ান ও মিসওয়ার ইবন মাখরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধি দল নবী ﷺ-এর খিদমতে হাযির হলে নবী ﷺ দাঁড়ালেন (অভ্যর্থনার জন্য) এরপর তারা অর্থ-সম্পদ ও বন্দীদের ফিরিয়ে দেওয়ার আবেদন জানালো। তখন তিনি বললেন, তোমরা দেখছো, আমার সাথে আরো, 'সাহাবী আছেন। আর সত্য ভাষণই আমার নিকট প্রিয়। কাজেই, অর্থ-সম্পদ ও বন্দী এ দু'টির যে কোন একটি তোমরা বেছে নাও। বন্দীদের বণ্টনের ব্যাপারে আমি বিলম্বও করেছিলাম। (রাবী বলেন) নবী ﷺ তায়েফ থেকে ফিরে প্রায় দশ রাত তাদেরকে সুযোগ দিয়েছিলেন। যখন প্রতিনিধি দলের কাছে সুস্পষ্ট হয় যে, নবী ﷺ তাদেরকে দু'টির যে কোন একটি ফেরত দিবেন, তখন তারা বলল, তবে আমরা আমাদের বন্দীদেরই পসন্দ করছি। তখন নবী ﷺ সবার

সামনে দাঁড়িয়ে আল্লাহ পাকের যথাযোগ্য প্রশংসা করার পর বললেন, তোমাদের ভাইয়েরা তাওবা করে আমাদের কাছে এসেছে। এমতাবস্থায় আমি তাদেরকে তাদের বন্দীদের ফেরত দিতে মনস্থ করেছি। কাজেই, তোমাদের মধ্যে যারা সন্তুষ্টচিত্তে তা পসন্দ করে, তারা যেন তাই করে। আর যারা তাদের নিজেদের হিস্সা পেতে পসন্দ করে। তা এভাবে যে, প্রথম যে 'ফায় আল্লাহপাক আমাকে দান করবেন, সেখান থেকে আমি তাদের সে হিস্সা আদায় করে দিবো। সে যেন তা করে। তখন সবাই বললো, আমরা আপনার জন্য সন্তুষ্টচিত্তে তা করতে রাযি আছি। তিনি বললেন, আমি বুঝতে পারছি না, তোমাদের মধ্যে কারা সম্মত আর কারা সম্মত নও। কাজেই তোমরা ফিরে যাও। আর তোমাদের মুখপাত্ররা তোমাদের মতামত আমার কাছে উত্থাপন করুক। তারপর সবাই ফিরে গেলো আর তাদের মুখপাত্ররা তাদের সাথে আলোচনা সেরে নবী ﷺ -কে ফিরে এসে জানালেন যে তারা সকলেই সন্তুষ্টচিত্তে সম্মতি প্রকাশ করেছে। (ইবন শিহাব যুহরী র. বলেন) হাওয়াযিন গোত্রের যুদ্ধ বন্দী সম্পর্কে এতটুকুই আমাদের কাছে পৌছেছে। আনাস (রা.) বলেন, আব্বাস (রা.) নবী ﷺ -কে বললেন (বদর যুদ্ধে) আমি (একাই) নিজের ও আকীলের মুক্তিপণ আদায় করেছি।

۲۳۷۳ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُونَ وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى ، عَلَى الْمَاءِ فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ وَسَبَى ذُرَارِيَهُمْ وَأَصَابَ يَوْمئِذٍ جُوَيْرِيَةَ حَدَّثَنِي بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ

২৩৭৩ আলী ইবন হাসান ইবন শাকীক (র.).... ইবন আউন (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নাবি' (র)-কে পত্রে লিখলাম, তিনি জওয়াবে আমাকে লিখেন যে, বনী মুস্তালিক গোত্রের উপর অতর্কিত ভাবে অভিযান পরিচালনা করেন। তাদের গবাদি পশুকে তখন পানি পান করানো হচ্ছিলো। তিনি তাদের যুদ্ধক্ষমদের হত্যা এবং নাবালকদের বন্দী করেন এবং সেদিনই তিনি জুওয়ায়রিয়া (উম্মুল মু'মিনীন)-কে লাভ করেন। (নাবি' র. বলেন) আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) আমাকে এ সম্পর্কিত হাদীস শুনিয়েছেন। তিনি নিজেও সে সেনাদলে ছিলেন।

۲۳۷۴ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ ابْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَصَبْنَا سَبِيًّا مِنْ سِبْيِ الْعَرَبِ فَأَشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ فَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَأَحْبَبْنَا الْعَزْلَ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَانَتْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَانَتْ

২৩৭৪ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.).... ইবন.মুহায়রিয (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু সাঈদ (রা.)-কে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, নবী ﷺ-এর সাথে আমরা বনী মুস্তালিক যুদ্ধে কিছু আরব যুদ্ধ বন্দী আমাদের হস্তগত হল। তখন আমাদের স্ত্রীদের কথা মনে পড়ে (কেননা) দূর-নিঃসংগ জীবন আমাদের জন্য পীড়াদায়ক হয়ে পড়েছিল। (সে সময়) আমরা আয়ল করতে চাইলাম (বান্দী ব্যবহার করে)। এ সম্পর্কে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, এরূপ না করলে তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না। কেননা কিয়ামত পর্যন্ত যাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে, তারা আসবেই।

২৩৭৫ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ ابْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَا أَزَالُ أُحِبُّ بَنِي تَمِيمٍ وَحَدَّثَنِي ابْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا زِلْتُ أُحِبُّ بَنِي تَمِيمٍ مُنْذُ ثَلَاثِ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِيهِمْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ هُمْ أَشَدُّ أُمَّتِي عَلَى الدَّجَالِ قَالَ وَجَاءَتْ صَدَقَاتُهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمِنَا وَكَانَتْ سَبِيَّةً مِنْهُمْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَ أَعْتَقِيهَا فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ

২৩৭৬ যুহায়র ইবন হারব ও ইবন সালাম (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে তিনটি কথা শোনার পর থেকে বনী তামিম গোত্রকে আমি ভালোবেসে আসছি। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, দাজ্জালের মুকাবিলায় আমার উম্মতের মধ্যে এরাই হবে অধিকতর কঠোর। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, একবার তাদের পক্ষ থেকে সাদকার মাল আসলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ যে আমার কাওমের সাদকা। 'আয়িশা (রা.)-এর হাতে তাদের এক বন্দিনী ছিল। তা দেখে নবী ﷺ বললেন, একে আযাদ করে দাও। কেননা সে ইসমাইলের বংশধর।

১৫৯৫. بَابُ فَضْلِ مَنْ أَدَبَ جَارِيَتَهَا وَعَلَّمَهَا

১৫৯৫. পরিচ্ছেদ : আপন বান্দীকে জ্ঞান ও শিষ্টাচার শিখানোর ফযীলত

২৩৭৭ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ فَضَيْلٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَعَالَهَا فَأَحْسَنَ إِلَيْهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ

[২৩৭৬] ইসহাক ইবন ইবরাহীম (র.).... আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কারো যদি একটি বাঁদী থাকে আর সে তাকে প্রতিপালন করে, তার সাথে ভাল আচরণ করে এবং তাকে মুক্তি দিয়ে বিয়ে করে, তাহলে সে দ্বিগুণ সাওয়াব লাভ করবে।

১৫৭৬. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ الْعَبِيدُ إِخْوَانُكُمْ فَاطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا احْسَنُوا إِلَى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ إِلَىٰ قَوْلِهِ مَخْطَأًا فَخُورًا.

১৫৯৬. পরিচ্ছেদ : নবী ﷺ -এর ইরশাদ, তোমাদের গোলামেরা তোমাদেরই ভাই। কাজেই তোমরা যা খাবে তা থেকে তাদেরও খাওয়াবে। (এ সম্পর্কে) আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ আর তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে ও কোন কিছুকে তার শরীক করবে না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সংগী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্যবহার করবে। দাসিক, আত্মগর্বীকে (৪ : ৩৬)।

২৩৭৭ حَدَّثَنَا أَدَمُ بْنُ أَبِي إِيَّاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا وَاصِلُ الْأَحَدَبِ قَالَ سَمِعْتُ الْمُعَرُّورَ بْنَ سُوَيْدٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ الْغِفَارِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي سَأَبَيْتُ رَجُلًا فَشَكَانِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ أَعِيزْتَهُ بِأَمِّهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ إِخْوَانَكُمْ خَوْلَكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تَكْلِفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَأَعِيزُوهُمْ

[২৩৭৭] আদম ইবন আবু ইয়াস (র.).... মারুর ইবন সুওয়াইদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন একবার আমি আবু যার গিফারী (রা.)-এর দেখা পেলাম। তার গায়ে তখন একজোড়া কাপড় আর তার গোলামের গায়েও (অনুরূপ) এক জোড়া কাপড় ছিল। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, একবার এক ব্যক্তিকে আমি গালি দিয়েছিলাম। সে নবী ﷺ -এর কাছে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। তখন নবী ﷺ আমাকে বললেন, তুমি তার মার প্রতি কটাক্ষ করে তাকে লজ্জা দিলে? তারপর তিনি বললেন, তোমাদের গোলামেরা তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করেছেন, কাজেই কারো ভাই যদি তার অধীনে থাকে তবে সে যা খায়, তা থেকে যেন তাকে খেতে দেয় এবং সে

যা পরিধান করে, তা থেকে যেন পরিধান করায়। এবং তাদের সাধ্যাতীত কোন কাজে বাধ্য কর না। তোমরা যদি তাদের শক্তির উর্ধ্বে কোন কাজ তাদের দাও তবে তাদের সহযোগিতা কর।

১৫৭৭. بَابُ الْعَبْدِ إِذَا أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنَصَحَ سَيِّدَهُ

১৫৯৭. পরিচ্ছেদ : গোলাম যদি উত্তমরূপে তার প্রতিপালকের ইবাদত করে আর তার মালিকের হিতাকাংক্ষী হয়

২২৭৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْعَبْدُ إِذَا نَصَحَ سَيِّدَهُ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ

২৩৭৮ আবদুল্লাহ ইবন মাসালামা (র.).... ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, গোলাম যদি তার মনিবের হিতাকাংক্ষী হয় এবং তার প্রতিপালকের উত্তম রূপে ইবাদত করে, তাহলে তার সাওয়াব হবে দ্বিগুণ।

২২৭৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ أَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا وَاعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ آدَى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوْلَاهُ فَلَهُ أَجْرَانِ

২৩৭৯ মুহাম্মদ ইবন কাছীর (র.).... আবু মুসা আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন যে, লোক তার বাদীকে উত্তমরূপে জ্ঞান ও শিষ্টাচার শিক্ষা দেয় এবং তাকে আযাদ করে ও বিয়ে করে, সে দ্বিগুণ সাওয়াব লাভ করবে। আর যে গোলাম আল্লাহর হক আদায় করে এবং মনিবের হকও আদায় করে, সেও দ্বিগুণ সাওয়াব লাভ করবে।

২৩৮০ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الصَّالِحِ أَجْرَانِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ أُمِّي لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ

২৩৮০ বিশর ইব্ন মুহাম্মদ (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সৎ ক্রীতদাসের সাওয়াব হবে দ্বিগুণ। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, যার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ করে বলছি, আল্লাহর পথে জিহাদ, হজ্জ এবং আমার মায়ের সেবার মত উত্তম কাজ যদি না থাকত তাহলে ক্রীতদাসরূপে মৃত্যুবরণ করাই আমি পসন্দ করতাম।

২৩৮১ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ نِعْمَ مَا لَأَحَدِهِمْ يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَيَنْصَحُ لِسَيِّدِهِ

২৩৮২ ইসহাক ইব্ন নাসর (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, কত ভাগ্যবান সে, যে উত্তমরূপে আপন প্রতিপালকের ইবাদত করে এবং নিজ মনিবের হিতাকাংক্ষী হয়।

١٥٩٨. بَابُ كَرَاهِيَةِ الطَّوَلِ عَلَى الرَّقِيقِ وَقَوْلِهِ عَبْدِي أَوْ أَمَتِي وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ وَقَالَ : عَبْدًا مَمْلُوكًا ... وَالْفَيَّا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ وَقَالَ : مَنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَوْمُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ أَذْكَرُنِي عِنْدَ رَبِّكَ يَعْنِي عِنْدَ سَيِّدِكُمْ

১৫৯৮. পরিচ্ছেদ : গোলামের উপর নির্যাতন করা এবং আমার গোলাম ও আমার বাদী একরূপ বলা অপসন্দনীয়। আল্লাহ তা'আলার বাণী এবং তোমাদের গোলাম বাদীদের মধ্যে যারা সৎ... (২৪ : ৩২) তিনি আরো বলেনঃ অপরের অধিকারভুক্ত এক গোলামের... (১৬ : ৭৫) তারা জ্ঞী লোকটির স্বামীকে দরজার কাছে পেল (১২ : ২৫) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, তোমাদের ঈমানদার বাদীদের.... (৪ : ২৫) নবী ﷺ বলেন, তোমরা তোমাদের নেতার জন্য দাঁড়িয়ে যাও। তোমরা প্রভুর কাছে আল্লাহর কথা বলবে, (১২ : ৪২) অর্থাৎ তোমার মালিকের কাছে।

২৩৮২ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا نَصَحَ الْعَبْدُ سَيِّدَهُ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ

২৩৮২ মুসাদ্দদ (র.).... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, গোলাম যদি আপন মনিবের হিতাকাংক্ষী হয় এবং আপন প্রতিপালকের উত্তম ইবাদাত করে, তাহলে তার সাওয়াব হবে দ্বিগুণ।

২৩৮৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَمْلُوكُ الَّذِي يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَيُؤَدِّي إِلَى سَيِّدِهِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ وَالنَّصِيحَةِ وَالطَّاعَةِ لَهُ أَجْرَانِ

২৩৮৩ মুহাম্মদ ইবন আলা (র.).... আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যে গোলাম আপন প্রতিপালকের উত্তম রূপে ইবাদত করে এবং আপন মনিবের যে হক আছে তা আদায় করে, তার কল্যাণ কামনা করে আর তার আনুগত্য করে, সে দিগুণ সাওয়াব লাভ করবে।

২৩৮৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ أَطْعِمُ رَبِّكَ وَضَيَّ رَبِّكَ إِسْقِ رَبِّكَ وَلْيَقُلْ سَيِّدِي وَمَوْلَايَ وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَآمَتِي وَلْيَقُلْ فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلَامِي

২৩৮৬ মুহাম্মদ (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন এমন কথা না বলে “তোমার প্রভুকে আহার করাও” “তোমার প্রভুকে উষু করাও” “তোমার প্রভুকে পান করাও” আর যেন (গোলাম বা দীরা)- এরূপ বলে, “আমার মনিব”, আমার অভিভাবক, “তোমাদের কেউ যেন এরূপ না বলে “আমার দাস, আমার দাসী। বরং বলবে- ‘আমার বালক’ ‘আমার বালিকা’ ‘আমার খাদিম।’

২৩৮৫ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنَ الْعَبْدِ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيَمَتَهُ يَقُومُ عَلَيْهِ قِيَمَةُ عَدَلٍ وَأَعْتَقَ مِنْ مَالِهِ وَالْأَقْدَرُ عَتَقَ مِنْهُ

২৩৮৫ আবু নু‘মান (র.).... ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, কেউ কোন (শরীকী) গোলাম থেকে নিজের অংশ আযাদ করে দিলে এবং তার কাছে সেই গোলামের মূল্য পরিমাণ সম্পদ থাকলে তার ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ করা হবে এবং তার সম্পদ থেকেই সেই গোলাম সম্পূর্ণ আযাদ হয়ে যাবে, অন্যথায় সে যতটুকু আযাদ করেছে ততটুকুই আযাদ হবে।

২৩৮৭ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَفَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ

عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ إِلَّا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

২৩৮৬ মুসাদ্দাদ (র.).... আবদুল্লাহ্ (ইবন উমর রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। কাজেই প্রত্যেকেই নিজ অধীনস্থদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। যেমন- জনগণের শাসক তাদের দায়িত্বশীল, কাজেই সে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন পুরুষ তার পরিবার পরিজনদের দায়িত্বশীল, কাজেই সে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী স্বামীর ঘরের এবং তার সন্তানের দায়িত্বশীল, কাজেই সে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। আর গোলাম আপন মনিবের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। কাজেই সে বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। শোন! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। কাজেই প্রত্যেকেই আপন অধীনস্থদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে।

২৩৮৭ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا زَنْتِ الْأُمَّةَ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِذَا زَنْتِ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِذَا زَنْتِ فَاجْلِدُوهَا فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ بِيَعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ

২৩৮৭ মালিক ইবন ইসমাঈল (র.).... আবু হুরায়রা ও যায়দ ইবন খালিদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, বান্দী যিনায় লিপ্ত হলে তাকে চাবুক লাগাবে। আবার যিনা করলে আবারও চাবুক লাগাবে। তৃতীয়বার বা চতুর্থবার বলেছেন, একগাছি রশির বিনিময়ে হলেও তাকে বিক্রি করে ফেলবে।

১৫৭৭. بَابُ إِذَا آتَاهُ خَادِمُهُ بِطَعَامٍ

১৫৯৯ পরিচ্ছেদ : খাদিম যখন খাবার পরিবেশন করে

২৩৮৮ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زَيَْادٍ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا آتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامٍ فَإِنْ لَمْ يَجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ أَوْ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ فَاتَهُ وَلِي عِلَاجِهِ

২৩৮৮ হাজ্জাজ ইবন মিনহাল (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের কারো খাদিম খাবার নিয়ে হাযির হলে তাকেও নিজের সাথে বসানো উচিত।

তাকে সাথে না বসালে দু' এক লোকমা কিংবা দু' এক গ্রাস তাকে দেওয়া উচিত। কেননা সে এর জন্য পরিশ্রম করেছে।

১৬০০. **بَابُ الْعَبْدِ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَنَسَبَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَالَ إِلَى السَّيِّدِ**

১৬০০. পরিচ্ছেদ : গোলাম আপন মনিবের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। নবী ﷺ সম্পদকে মনিবের সাথে সম্পর্কিত করেছেন

২৩৮৭ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ فَسَمِعْتُ هَؤُلَاءِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَحْسِبُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

২৩৮৭ আবুল ইয়ামান (র.).... আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং নিজ অধীনস্থদের বিষয়ে সে জিজ্ঞাসিত হবে। ইমাম (শাসক) একজন দায়িত্বশীল। কাজেই আপন অধীনস্থদের বিষয়ে সে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল। কাজেই সে তার অধীনস্থদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের দায়িত্বশীল। কাজেই সে তার অধীনস্থদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে, আর খাদিম তার মনিবের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারী কাজেই সে তার দায়িত্বাধীন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। (আবদুল্লাহ্ ইবন উমর রা.) বলেন, আমি নবী ﷺ থেকে এদের সম্পর্কে (নিশ্চতভাবেই) শুনেছি। তবে আমার ধারণা; নবী ﷺ আরো বলেছেন, আর সন্তান তার পিতার সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। কাজেই তার দায়িত্বাধীন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। মোটকথা তোমাদের প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে।

১৬০১. **بَابُ إِذَا ضَرَبَ الْعَبْدَ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ**

১৬০১. পরিচ্ছেদ : গোলামের মুখমণ্ডলে আঘাত করবে না।

২৩৯০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ

وَأَخْبَرَنِي ابْنُ فَلَانٍ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ قَالَ أَبُو اسْحَقَ قَالَ ابْنُ حَرْبٍ الَّذِي قَالَ ابْنُ فَلَانٍ هُوَ قَوْلُ ابْنِ وَهْبٍ وَهُوَ ابْنُ سَمْعَانَ

২৩৯০ মুহাম্মদ ইবন উবায়দুল্লাহ ও আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যখন লড়াই করবে, তখন সে যেন মুখমণ্ডলে আঘাত করা থেকে বিরত থাকে। আবু ইসহাক (র.) বলেন, ইবন হারব (র.) বলেছেন, ইবন ফুলান কথাটি ইবন ওয়াহব (র.) বলেছেন এবং ইবন ফুলান হলেন ইবন সাম'আন (র.)।

كِتَابُ الْمُكَاتِبِ

ଅଧ୍ୟାୟ : ମୁକାତାବ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

كِتَابُ الْمُكَاتِبِ

অধ্যায় : মুকাতাব

١٦٠٢ بَابُ الْمُكَاتِبِ وَنَجْوَاهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ نَجْمٌ وَقَوْلُهُ تَعَالَى : وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَقَالَ يَوْحَىٰ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَوَّجِبُ عَلَىٰ إِذَا عَلِمْتُ لَهُ مَالًا أَنْ أَكَاتِبَهُ قَالَ مَا أَرَاهُ إِلَّا وَاجِبًا وَقَالَ عُمَرُ ابْنُ بَيْنَارٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ تَأْتِرُهُ عَنْ أَحَدٍ قَالَ لَا : ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَنَّ مُوسَىٰ بْنَ أَنَسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَيِّرَيْنِ سَأَلَ أَنَسًا الْمُكَاتِبَةَ ، وَكَانَ كَثِيرَ الْمَالِ فَأَبَىٰ فَانْطَلَقَ إِلَىٰ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ كَاتِبُهُ فَأَبَىٰ فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ وَيَقْتُلُو عُمَرُ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا فَكَاتِبُهُ ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِنْ بَرِيرَةُ نَخَلَتْ عَلَيْهَا تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا وَعَلَيْهَا خُمُسَةُ أَوَّاقٍ نُجِمَتْ عَلَيْهَا فِي خُمْسٍ سَنَيْنٍ فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ وَنَفِسَتْ فِيهَا : أَرَأَيْتِ إِنْ عَدَدْتُ لَهُمْ عِدَّةً وَاحِدَةً أَيْبَيْعُكَ أَفْلكَ فَأَمْتَيْكَ فَيَكُونُ وَلَوْكَ لِي فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَىٰ أَهْلِهَا فَعَرَضَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا لَا : إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَنَا الْوَلَاءُ ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَدَخَلْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

১. মুকাতাব সে গোলামকে বলা হয়, যে তার মনিবের সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে মুক্তি প্রদানের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়।

اِشْتَرِيَهَا فَاَعْتَقِيْهَا فَاِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ
مَا بَالُ رَجَالٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَّيْسَتْ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ مَنْ اِشْتَرَطَ شَرْطًا
لَّيْسَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ فَهُوَ بَاطِلٌ شَرْطُ اللّٰهِ اَحَقُّ وَاَوْثَقُ

১৬০২. পরিচ্ছেদ : মুকাতাব ও দেয় অর্থের কিস্তি প্রসংগে। প্রতি বছর এক কিস্তি করে আদায় করা।

আল্লাহ তা‘আলার বাণীঃ তোমাদের এবং তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের মধ্যে কেউ তার মুক্তির জন্য চুক্তিপত্র লিখতে চাইলে তাদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ হও, যদি তোমরা ওদের মধ্যে মঙ্গলের সন্ধান পাও এবং আল্লাহ তোমাদের যে সম্পদ দিয়েছেন, তা থেকে তোমরা ওদের দান করবে। (২৪ : ৩৩) রাওয়াহ (র.) বলেন, ইব্ন জুরায়জ (র.) বর্ণনা করেন, আমি ‘আতা (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, যদি আমি জানতে পারি যে, তার (গোলামের) অর্থ-সম্পদ রয়েছে, তবে কি তার সাথে কিতাবতের চুক্তি করা আমার জন্য ওয়াজিব হবে? তিনি বললেন, আমি তো ওয়াজিব ছাড়া অন্য কিছু মনে করি না। আমার ইব্ন দীনার (র.) বলেন, আমি ‘আতা (র.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, এ মতামত কি আপনি (পূর্ববর্তী) কারো কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন না। তারপর ‘আতা (র.) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, মুসা ইব্ন আনাস (র) তাকে অবহিত করেছেন যে, আনাস (রা)-এর কাছে তার গোলাম সীরীন মুকাতাব (চুক্তিবদ্ধ) হওয়ার আবেদন জানালো। সে বিত্তশালী ছিল। কিন্তু আনাস (রা.) তাতে অস্বীকৃতি জানালেন। সীরীন তখন উমর (রা.) -এর কাছে বিষয়টি উত্থাপন করল। উমর (রা.) (আনাস রা.-কে) বললেন, তার সাথে চুক্তিবদ্ধ হও। তিনি অস্বীকৃতি জানালেন। উমর (রা.) তখন তাকে বেত্রাঘাত করলেন এবং নিম্নোক্ত আয়াত ভিলাওয়াত করলেন **فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا** তোমরা তাদের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হও, যদি তোমরা তাদের মধ্যে মঙ্গলের সন্ধান পাও। (২৪ : ৩৩) এরপর আনাস (রা.) তার সাথে চুক্তিবদ্ধ হলেন। লায়স (র.)..... উরওয়া (র.) সূত্রে ‘আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, বারীরা (রা.) একবার মুকাতাবাতের সাহায্য চাইতে তাঁর কাছে আসলেন। প্রতিবছর এক ‘উকিয়া’ করে পাঁচ বছরে পাঁচ ‘উকিয়া’ তাকে পরিশোধ করতে হবে। তার প্রতি ‘আয়িশা (রা.) আত্মহাসিত হলেন। তাই তিনি বললেন, যদি আমি এককালীন মূল্য পরিশোধ করে দেই তবে কি তোমার মালিক তোমাকে বিক্রি করবে? তখন আমি তোমাকে আযাদ করে দিব এবং তোমার ওয়ালার অধিকার আমার হবে। বারীরা (রা) তার মালিকের কাছে গিয়ে উক্ত প্রস্তাব পেশ করলেন। কিন্তু তারা বলল, না; তবে যদি ওয়ালার অধিকার আমাদের হয়। ‘আয়িশা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে গোলাম এবং

বিষয়টি তাঁকে বললাম। (রাবী বলেন) তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, তাকে খরিদ করে আযাদ করে দাও। কেননা, ওয়ালা তারই হবে, যে আযাদ করবে। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, মানুষের কি হল, তারা এমন সব শর্ত আরোপ করে, যা আল্লাহর কিতাবে নেই! আল্লাহর কিতাবে নেই এমন শর্ত কেউ আরোপ করলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। আল্লাহর দেওয়া শর্তই সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য।

১৬০২. بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ الْمُكَاتَبِ وَمَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فِيهِ عَزٌّ وَجَلٌّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ

১৬০৩. পরিচ্ছেদ : মুকাতাবের উপর যে সব শর্ত আরোপ করা জাযিব এবং আল্লাহর কিতাবে নেই এমন শর্ত আরোপ করা। এ বিষয়ে ইবন উমর (রা.) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে,

২৩৭১ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكَ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكَ كِتَابَتَكَ ، وَيَكُونُ وَلَاؤُكَ لِي فَعَلْتُ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ بِرَبِيرَةَ لِأَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكَ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونُ لَنَا وَلَاؤُكَ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا بَالُ أَنْاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ شَرَطَ اللَّهُ أَحَقَّ وَأَوْثَقُ

২৩৭১ কুতায়বা (র.).... ‘আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, বারীরা (রা.) একবার তার মুকাতাবাতের ব্যাপারে সাহায্য চাইতে আসলেন। তখন পর্যন্ত তিনি মুকাতাবাতের অর্থ থেকে কিছুই আদায় করেননি। ‘আয়িশা (রা.) তাকে বললেন, তুমি তোমার মালিকের কাছে ফিরে যাও। তারা সম্মত হলে আমি তোমার মুকাতাবাতের প্রাপ্য পরিশোধ করে দিব। আর তোমার ওয়ালার অধিকার আমার হবে। বারীরা (রা.) কথাটি তার মালিকের কাছে পেশ করলেন। কিন্তু তারা তা অস্বীকার করল এবং বলল, তিনি যদি তোমাকে আযাদ করে সাওয়াব পেতে চান, তবে করতে পারেন। ওয়ালা আমাদেরই থাকবে। ‘আয়িশা (রা.) বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পেশ করলে তিনি বললেন, তুমি খরিদ করে আযাদ করে দাও। কেননা যে আযাদ করবে, সেই ওয়ালার অধিকারী হবে। (রাবী) বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ (সাহাবীগণের সমাবেশে) দাঁড়িয়ে বললেন, মানুষের কি হল, এমন সব শর্ত তারা আরোপ করে, যা

আল্লাহর কিতাবে নেই। যে এমন কোন শর্ত আরোপ করবে, যা আল্লাহর কিতাবে নেই, তা তার জন্য প্রযোজ্য হবে না; যদিও সে শর্তের শর্তারোপ করে। কেননা আল্লাহর দেওয়া শর্তই সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য।

২৩৭২ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَرَادَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً لَتُعْتِقَهَا فَقَالَ أَهْلُهَا عَلَى أَنْ وَلَاءَ مَا لَنَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَمْنَعُكَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

২৩৭২ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.).... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা.) আযাদ করার জন্য জনৈক বাদীকে খরিদ করতে চাইলেন। কিন্তু তার মালিক পক্ষ বলল, এই শর্তে (আমরা সম্মত) যে, ওয়ালা আমাদেরই থাকবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ শর্তারোপ যেন তোমাকে তা খরিদ করতে বিরত না রাখে। কেননা ওয়ালা তারই জন্য, যে আযাদ করবে।

১৬০৪. بَابُ اسْتِعَانَةِ الْمُكَاتِبِ وَسُؤَالِهِ النَّاسَ

১৬০৪. পরিশ্বেদ : মানুষের কাছে মুকাতাবের সাহায্য চাওয়া ও যাচনা করা

২৩৭৩ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ إِنِّي كَاتِبْتُ عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَوْقِيَةً فَأَعْيِنْنِي فَقَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ أَحَبَّ أَهْلِكَ أَنْ أَعْدَهَا لَهُمْ عِدَّةً وَاحِدَةً وَأَعْتِقَكَ فَعَلْتُ وَيَكُونُ وَلَوْكَ لِي، فَذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا فَأَبَوْا ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْوَلَاءُ فَسَمِعَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ خُذِيهَا فَأَعْتِقِيهَا وَاشْتَرِي لَهُمُ الْوَلَاءَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ، فَمَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَشْتَرِطُونَ شَرْطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإَيُّمَا شَرْطٍ كَانَ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ فَقَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوثَقُ مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ أَعْتَقَ يَافُلَانُ وَلِيَ الْوَلَادُ، إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

২৩৯৬ উবায়দ ইব্ন ইসমাইল (র.)..... ‘আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বারীরা (রা.) এসে বললেন, আমি প্রতি বছর এক উকিয়া করে নয় ওকিয়া আদায় করার শর্তে কিতাবাতের চুক্তি করেছি। এ ব্যাপারে আপনি আমাকে সাহায্য করুন। ‘আয়িশা (রা.) বললেন, তোমার মালিক পক্ষ সম্মত হলে আমি উক্ত পরিমাণ এককালীন দান করে তোমাকে আযাদ করতে পারি এবং তোমার ওয়ালা হবে আমার জন্য। তিনি তার মালিকের কাছে গেলেন, তারা তার এ শর্ত মানতে অস্বীকার করল। তখন তিনি বললেন, বিষয়টি আমি তাদের কাছে উত্থাপন করেছিলাম, কিন্তু ওয়ালা তাদেরই হবে, এ শর্ত ছাড়া তারা মানতে অসম্মতি প্রকাশ করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বিষয়টি শুনে এ সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। আমি ঘটনাটি তাঁকে খুলে বললাম। তখন তিনি বললেন, তাকে নিয়ে নাও এবং আযাদ করে দাও। ওয়ালা তাদের হবে, এ শর্ত মেনে নাও, (এতে কিছু আসে যায় না।) কেননা, যে আযাদ করবে, ওয়ালা তারই হবে। ‘আয়িশা (রা.) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীগণের সমাবেশে দাঁড়িয়ে আল্লাহর হাম্দ ও সানা পাঠ করলেন আর বললেন, তোমাদের কিছু লোকের কি হল? এমন সব শর্ত তারা আরোপ করে, যা আল্লাহর কিতাবে নেই। এমন কোন শর্ত, যা আল্লাহর কিতাবে নেই, তা বাতিল বলে গণ্য হবে; এমনকি সে শর্ত শতবার আরোপ করলেও। কেননা আল্লাহর হুকুমই যথার্থ এবং আল্লাহর শর্তই নির্ভরযোগ্য। তোমাদের কিছু লোকের কি হল? তারা এমন কথা বলে যে, হে অমুক! তুমি আযাদ করে দাও, ওয়ালা (অভিভাবত্ব) আমারই থাকবে। অথচ যে আযাদ করবে, সে-ই ওয়ালায় অধিকারী হবে।

১৬০৫. **بابُ بَيْعِ الْمَكَاتِبِ إِذَا رَضِيَ وَقَالَتْ عَائِشَةُ هُوَ عَبْدٌ مَبْقَى عَلَيْهِ شَيْءٌ وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ هُوَ عَبْدٌ إِنْ عَاشَ وَإِنْ مَاتَ وَإِنْ جَنَى بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ**

১৬০৫. পরিচ্ছেদ : মুকাতাবের সম্মতি সাপেক্ষে তাকে বিক্রি করা। ‘আয়িশা (রা.) বলেন, ধার্যকৃত অর্থের কিছু অংশও বাকী থাকবে। মুকাতাব গোলামরূপেই গণ্য হবে। যায়দ ইব্ন সাবিত (রা.) বলেন, তার খিযায় এক দিরহাম অবশিষ্ট থাকলেও। (গোলাম বলে গণ্য হবে।) ইব্ন উমর (রা.) বলেন, যতক্ষণ তার খিযায় কিছু অংশও অবশিষ্ট থাকবে মুকাতাব গোলামরূপেই গণ্য হবে; সে বেঁচে থাকুক, বা মারা যাক কিংবা কোন ধরনের অপরাধ করুক।

۲۳۹۶ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ أُمَ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ لَهَا: إِنَّ أَحَبَّ أَمْلِكِ أَنْ أَصَبَّ لَهُمْ ثَمَنُكَ صَبَّةً وَاحِدَةً فَأَعْتَقَكَ فَعَلْتُ فَذَكَرْتُ بَرِيرَةَ ذَلِكَ

لَاهِلِهَا فَقَالُوا لَا : إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَلَاؤُكَ لَنَا قَالَ مَالِكٌ قَالَ يَحْيَىٰ فزَعَمَتْ عَمْرَةٌ أَنْ عَائِشَةُ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِهَا فَإِنَّمَا الثَّوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

২৩৯৪ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র.)... আমরা বিনতে আবদুর রহমান (র.) থেকে বর্ণিত যে, বারীরা (রা.) একবার উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা.)-এর কাছে সাহায্য চাইতে আসলেন। তখন তিনি বললেন, তোমার মালিক পক্ষ চাইলে আমি তাদের এক সাথেই তোমার মূল্য দিয়ে দিব এবং তোমাকে আযাদ করে দিব। বারীরা (রা.) মালিক পক্ষকে তা বললেন, কিন্তু জবাবে তারা বলল, তোমার ওয়ালা আমাদের থাকবে; এছাড়া আমরা সম্মত নই। (রাবী) মালিক (র.) বলেন, ইয়াহুইয়া (র.) বলেন, আমরা (র.) ধারণা করেন যে, 'আয়িশা (রা) রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} -এর কাছে তা উত্থাপন করেছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} বলেছিলেন, তুমি তাকে খরিদ করে আযাদ করে দাও। কেননা ওয়ালা তারই হবে, যে আযাদ করে।

١٦٠٦. بَابُ إِذَا قَالَ الْمُكَاتِبُ اشْتَرَيْتَنِي وَأَعْتَقْتَنِي فَاشْتَرَاهُ لِذَلِكَ

১৬০৬. পরিচ্ছেদ : মুকাতাব যদি (কাউকে) বলে, আমাকে ক্রয় করে আবাদ করে দিন, আর সে যদি ঐ উদ্দেশ্যে তাকে ক্রয় করে

٢٣٩٥ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيُّمَنْ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَيُّمَنْ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقُلْتُ كُنْتُ غُلَامًا لِعُتْبَةَ بِنِ أَبِي لَهَبٍ وَمَاتَ وَوَرِثَنِي بَنُوهُ وَإِنَّهُمْ بَاعُونِي مِنْ ابْنِ أَبِي عَمْرٍو الْمُخَزُومِيِّ فَأَعْتَقَنِي ابْنُ أَبِي عَمْرٍو وَاشْتَرَطَ بَنُو عُتْبَةَ الْوَلَاءَ فَقَالَتْ دَخَلْتُ بَرِيرَةَ وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ فَقَالَتْ اشْتَرِنِي وَأَعْتِقْنِي، قَالَتْ نَعَمْ : قَالَتْ لَا يَبِيعُنِي حَتَّى يَشْتَرِطُوا وَلَا نِي فَقَالَتْ لَهَا لَأَحَاجَةَ لِي بِذَلِكَ ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْ بَلَغَهُ فَذَكَرَ لِعَائِشَةَ ، فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ مَا قَالَتْ لَهَا فَقَالَ اشْتَرِهَا وَأَعْتِقْهَا وَدَعِيهِمْ يَشْتَرِطُوا مَا شَاؤُوا فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ ، فَأَعْتَقَتْهَا وَاشْتَرَطَ أَهْلُ الْوَلَاءِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَإِنْ اشْتَرِطُوا مِائَةَ شَرْطٍ

২৩৯৫ আবু নুআঈম (র.).... আয়মান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ‘আয়িশা (রা.)-এর কাছে গিয়ে বললাম, আমি উতবা ইব্ন আবু লাহাবের গোলাম ছিলাম। সে মারা গেলে তার ছেলেরা আমার মালিক হল। আর তারা আমাকে ইবন আবু আমর মাখযুমীর নিকট বিক্রি করেন। ইবন আবু

আমর আমাকে আযাদ করে দিলেন। কিন্তু উতবার ছেলেরা ওয়ালার শর্ত আরোপ করল। তখন 'আয়িশা (রা.) বললেন, মুকাতাব থাকা অবস্থায় বারীরা (রা.) একবার তার কাছে এসে বললেন, আমাকে ক্রয় করে আযাদ করে দিন। তিনি বললেন, হ্যাঁ। সে বলল, তাঁরা ওয়ালার শর্ত আরোপ ব্যতিরিকে আমাকে বিক্রি করবে না। তিনি বললেন, আমার তা প্রয়োজন নেই। নবী ﷺ সে কথা শুনলেন, কিংবা তার কাছে এ সংবাদ পৌঁছল। তখন তিনি 'আয়িশা (রা.)-এর কাছে এ ব্যাপারে আলোচনা করলেন। আর 'আয়িশা (রা.) বারীরা (রা.)-কে যা বলেছিলেন তাই জানালেন। তখন তিনি বললেন, তুমি তাকে ক্রয় করে আযাদ করে দাও, আর তাদেরকে যত ইচ্ছা শর্ত আরোপ করতে দাও। পরে 'আয়িশা (রা.) তাকে খরিদ করে আযাদ করে দিলেন এবং তার মালিকপক্ষ ওয়ালার শর্ত আরোপ করল। তখন নবী ﷺ বললেন, ওয়ালা তারই থাকবে, যে আযাদ করে যদিও তার মালিক পক্ষ শত শর্ত আরোপ করে থাকে।

كِتَابُ الْهَيْبَةِ وَ فَضْلِهَا وَالْتَّحْرِيطِ عَلَيْهَا

অধ্যায় : হিবা ও তার ফযীলত এবং
এর প্রতি উৎসাহ প্রদান

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

كِتَابُ الْهَبَةِ وَ فَضْلِهَا وَالتَّحْرِيطِ عَلَيْهَا

অধ্যায় : হিবা ও তার ফযীলত এবং এর প্রতি উৎসাহ প্রদান

২৩৭৭ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَأْنِسَاءُ الْمُسْلِمَاتِ لِاتِّحْقَرْنَ جَارَةً لِّجَارَتِهَا وَلَوْ فَرَسِينَ سَاءَةً

২৩৯৬ আসিম ইবন আলী (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, হে মুসলিম মহিলাগণ। কোন মহিলা প্রতিবেশিনী যেন অপর মহিলা প্রতিবেশিনী (প্রদত্ত হাদিয়া) তুচ্ছ মনে না করে, এমন কি তা স্বল্প গোস্ত বিশিষ্ট বকরীর হাঁড় হলেও।

২৩৭৮ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْسِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ ابْنُ أُخْتِي إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهَلَالِ ثُمَّ الْهَلَالِ ثَلَاثَةَ أَهْلَةٍ فِي شَهْرَيْنِ وَمَا أُوقِدَتْ فِي أَبْيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَارٌ فَقُلْتُ يَا خَالَءُ مَا كَانَ يَعْشُكُمْ قَالَتْ الْأَسْوَادَانِ التَّمْرُوُ الْمَاءُ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ جِيرَانٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَتْ لَهُمْ مَنَاجِعُ وَكَانُوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْبَانِهِمْ فَيَسْقِينَا

২৩৯৭ আবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ -উওয়াসী (র.)... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি একবার উরওয়া (রা.)-কে লক্ষ্য করে বললেন, বোনপো। আমরা (মাসের) নতুন চাঁদ দেখতাম, আবার নতুন চাঁদ দেখতাম। এভাবে দু'মাসে তিনটি নতুন চাঁদ দেখতাম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কোন ঘরেই আগুন জ্বালানো হতো না। (উরওয়া র. বলেন) আমি জিজ্ঞাসা করলাম, খালা। আপনারা তা হলে বেঁচে থাকতেন কিভাবে? তিনি বললেন, দু'টি কালো জিনিস অর্থাৎ খেজুর আর পানিই শুধু আমাদের বাঁচিয়ে রাখতো। অবশ্য কয়েক ঘর আনসার পরিবার রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রতিবেশী ছিল। তাঁদের কিছু

দুধালো উটনী ও বকরী ছিল। তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য দুধ হাদিয়া পাঠাত। তিনি আমাদের তা পান করতে দিতেন।

১৬০৭. بَابُ الْقَلِيلِ مِنَ الْهَبَةِ

১৬০৭. পরিচ্ছেদ : সামান্য পরিমাণ হিবা করা

২৩৯৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ وَلَوْ أُفْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ

২৩৯৮ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, যদি আমাকে হালাল পশুর পায়া বা হাতা খেতে আহ্বান করা হয়, তবু তা আমি গ্রহণ করব আর যদি আমাকে পায়া বা হাতা হাদিয়া দেওয়া হয়, তবে আমি তা গ্রহণ করব।

১৬০৮. بَابُ مَنْ اسْتَوْهَبَ مِنْ أَصْحَابِهِ شَيْئًا وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا

১৬০৮. পরিচ্ছেদ : কেউ যদি তার সাথীদের কাছে কোন কিছু চায়। আবু সাঈদ (রা.) বলেন, নবী ﷺ বললেন, তোমাদের সাথে আমার জন্য এক অংশ রেখো

২৩৯৯ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرْسَلَ إِلَى امْرَأَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَكَانَ لَهَا غُلَامٌ نَجَارٌ قَالَ لَهَا مَرِي عِبْدَكَ فَلْيَعْمَلْ لَنَا أَعْوَادَ الْمُنْبَرِ، فَأَمَرْتُ عَبْدَهَا فَذَهَبَ فَقَطَعَ مِنَ الطَّرْفَاءِ فَصَنَعَ لَهُ مِثْبَرًا، فَلَمَّا قَضَاهُ أَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ إِنَّهُ قَدْ قَضَاهُ قَالَ أَرْسِلِي بِهِ إِلَى فَجَآؤُا بِهِ فَاخْتَمَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَوَضَعَهُ حَيْثُ تَرَوْنَ

২৩৯৯ ইবন আবু মারযাম (র.).... সাহল (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এক মুহাজির^১ মহিলার কাছে নবী ﷺ লোক পাঠালেন। তাঁর এক গোলাম ছিল কাঠমিস্ত্রী। তিনি তাকে বললেন, তুমি তোমার গোলামকে

১. এটা আসলে রাবী আবু গাসসানের ভ্রম। মূলতঃ তিনি ছিলেন আনসারী মহিলা। তবে এও হতে পারে যে, কোন মুহাজির তাকে বিয়ে করেছিলেন (কাসতালানী)।

বল, সে যেন আমাদের জন্য একটা কাঠের মিস্বর বানিয়ে দেয়। তিনি তার গোলামকে নির্দেশ দিলেন। সে গিয়ে এক প্রকার গাছ কেটে এনে মিস্বর তৈরি করল। কাজ শেষ হলে তিনি নবী ﷺ-এর কাছে লোক পাঠিয়ে জানালেন যে, গোলাম তার কাজ শেষ করেছে। তিনি বললেন, সেটা আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। তখন লোকেরা সেটা নিয়ে এলো। নবী ﷺ সেটা বহন করে সেখানে স্থাপন করলেন, যেখানে তোমরা (এখন) দেখতে পাচ্ছ।

২৬০০ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ السَّلْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ يَوْمًا جَالِسًا مَعَ رَجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِي مَنْزِلٍ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَازِلٌ أَمَامَنَا وَالْقَوْمُ مُحْرِمُونَ وَأَنَا غَيْرُ مُحْرِمٍ فَأَبْصَرُوا جِمَارًا وَحَشِيًّا وَأَنَا مَشْغُولٌ أَخْصِفُ نَعْلِي فَلَمْ يُؤْذِنُونِي بِهِ وَأَحْبَبُوا لَوْ أَنِّي أَبْصَرْتُهُ فَالْتَفَتُ فَأَبْصَرْتُهُ فَقُمْتُ إِلَى الْفَرَسِ فَأَسْرَجْتُهُ ثُمَّ رَكِبْتُ وَنَسِيتُ السَّوْطَ وَالرُّمَحَ فَقُلْتُ لَهُمْ نَاولُونِي السَّوْطَ وَالرُّمَحَ فَقَالُوا لَا وَاللَّهِ لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ فَغَضِبْتُ فَنَزَلْتُ فَأَخَذْتُهُمَا ثُمَّ رَكِبْتُ فَشَدَدْتُ عَلَى الْجِمَارِ فَعَقَرْتُهُ ثُمَّ جِئْتُ بِهِ وَقَدْ مَاتَ فَوَقَعُوا فِيهِ يَأْكُلُونَهُ ثُمَّ إِنَّهُمْ شَكُّوا فِي أَكْلِهِمْ إِيَّاهُ وَهُمْ حُرْمٌ فَرَحْنَا وَخَبَأَتِ الْعُضُدُ مَعِيَ فَأَذْرَكُنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَعَكُمْ مِنْهُ شَرٌّ فَقُلْتُ نَعَمْ فَنَاولْتُهُ الْعُضْدَ فَأَكَلَهَا حَتَّى نَقَدَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ فَحَدَّثَنِي بِهِ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ

২৪০০ আবদুল আযীয ইবন আবদুল্লাহ্ (র.).... আবু কাতাদা সালামী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমি মক্কার পথে কোন এক মনযিলে নবী ﷺ-এর কয়েকজন সাহাবীর সংগে বসা ছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের অগ্রবর্তী কোন যমীনে অবস্থান করেছিলেন। সবাই ইহরাম অবস্থায় ছিলেন। আমি শুধু ইহরাম ছাড়া ছিলাম। তাঁরা একটি বন্য গাধা দেখতে পেলেন। আমি তখন আমার জুতা মেরামত করছিলাম। তাঁরা আমাকে সে সম্পর্কে অবহিত করেন নি। অথচ সেটি আমার নযরে পড়ুক তাঁরা তা চাচ্ছিলেন। আমি হঠাৎ সেদিকে তাকালাম, সেটা আমার নযরে পড়লো। তখন আমি উঠে ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেলাম এবং জীন লাগিয়ে তাতে সাওয়ার হলাম। কিন্তু চাবুক ও বর্শা নিতে ভুলে গেলাম। তখন তাঁদের বললাম, চাবুক আর বর্শাটা আমাকে তুলে দাও। কিন্তু তাঁরা বললেন, আল্লাহ্‌র কসম। গাধা শিকার করার ব্যাপারে আমরা তোমাকে কোন সাহায্যই করব না। আমি তখন রাগ করে নেমে এলাম এবং সে দু'টি তুলে নিয়ে সাওয়ার হলাম। আর গাধাটা আক্রমণ করে যখন

করলাম। এতে সেটি মারা গেল। এরপর সেটাকে নিয়ে আসলাম। (পাকানোর পর) তারা সেই গাধার গোশত খেতে লাগলেন। পরে তাদের মনে ইহরাম অবস্থায় তা খাওয়া নিয়ে সন্দেহ দেখা দিল। কিছু সময় পর আমরা যাত্রা শুরু করলাম। এক ফাঁকে আমি আমার কাছে গাধার একটি হাতা লুকিয়ে রেখেছিলাম। (পথে) আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাক্ষাৎ পেয়ে সেই গোশত সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তোমাদের সাথে সেটার গোশতের কিছু আছে কি? আমি বললাম, হ্যাঁ আছে। এরপর হাতাখানা তাঁকে দিলে তিনি ইহরাম অবস্থায় তার সবটুকু খেলেন। এ হাদীসটি যায়দ ইব্ন আসলাম (রা.)। ‘আতা’ ইব্ন ইয়াসার (র.)-এর মাধ্যমে আবু কাতাদা (রা.) থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন।

১৬০৭. بَابُ مَنْ اسْتَسْقَى وَقَالَ سَهْلٌ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ اسْقِنِي

১৬০৭. পরিচ্ছেদ ৪ পানি চাওয়া। সাহল (রা.) বর্ণনা করেন, নবী ﷺ আমাকে বললেন, আমাকে পান করাত

২৬.০৭ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو طَوَالَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي دَارِنَا هَذِهِ فَاسْتَسْقَى فَحَلَيْنَا شَاةً لَنَا ثُمَّ شَبَّثَهُ مِنْ مَاءٍ بَثَرْنَا هَذِهِ فَأَعْطَيْتُهُ وَأَبْوَكَرٍ عَنْ يَسَارِهِ وَعُمَرُ تَجَاهَهُ وَأَعْرَبِي عَنْ يَمِينِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ عُمَرُ هَذَا أَبُو بَكْرٍ فَأَعْطَى الْأَعْرَابِي فَضَلَّهُ ثُمَّ قَالَ الْأَيْمَنُونَ الْأَيْمَنُونَ، قَالَ أَنَسٌ فِيهِ سُنَّةٌ فِيهِ سُنَّةٌ فِيهِ سُنَّةٌ

২৪০১ খালিদ ইব্ন মাখলাদ (র.).... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের এই ঘরে আগমন করেন এবং কিছু পান করতে চাইলেন। আমরা আমাদের একটা বকরীর দুধ দোহন করে তাতে আমাদের এই কুয়ার পানি মিশালাম। তারপর তা সম্মুখে পেশ করলাম। এ সময় আবু বকর (রা.) ছিলেন তাঁর বামে, উমর (রা.) ছিলেন তাঁর সম্মুখে, আর এক বেদুঈন ছিলেন তাঁর ডানে। তিনি যখন পান শেষ করলেন, তখন উমর (রা.) বললেন, ইনি আবু বকর (তাঁকে দিন); কিন্তু রাসূল ﷺ বেদুঈনকে তার অবশিষ্ট পানি দান করলেন। এরপর বললেন, ডান দিকের লোকদেরই (অগ্রাধিকার) ডান দিকের লোকদের (অগ্রাধিকার) শোন! ডান দিক থেকেই শুরু করবে। আনাস (রা.) বলেন, এই সুন্নাহ। এই সুন্নাহ, তিনবার বললেন।

১৬১০. بَابُ قُبُولِ هَدِيَّةِ الصَّيِّدِ وَقَبِلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ أَبِي قَتَادَةَ عَضُدُ الصَّيِّدِ

১৬১০. পরিচ্ছেদ ৪ শিকারের গোশত হাদিয়াস্বরূপ গ্রহণ কর। আবু কাতাদা (রা.) থেকে নবী ﷺ শিকারকৃত পশুর একটি বাছ গ্রহণ করে ছিলেন।

২৬.২ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَفَجَّنَا أَرْثَابًا بِمَرِّ الظُّهْرَانِ فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغَبُوا فَأَذْرَكْتُهَا فَأَخَذْتُهَا فَاتَّيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا وَبَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِوَرِكَيْهَا أَوْ فَخِذَيْهَا قَالَ فَخِذَيْهَا لَا شَكَّ فِيهِ فَقَبِلَهُ ثَلُثُ وَأَكَلَ مِنْهُ قَالَ وَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ قَبِلَهُ

২৪০২ সুলায়মান ইবন হার্ব (র.).... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (মক্কার অদূরে) মাররায্ যাহারান নামক স্থানে আমরা একটি খরগোশ তাড়া করলাম। লোকেরা সেটার পিছনে ধাওয়া করে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। অবশেষে আমি সেটাকে নাগালে পেয়ে ধরে আবু তালহা (রা.)-এর কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি সেটাকে যবেহ করে তার পাছা অথবা রাবী বলেন, দু'উরু রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খিদমতে পাঠালেন। শু'বা (র.) বলেন, দু'টি উরুই পাঠিয়ে ছিলেন, এ শব্দের বর্ণনায় কোন সন্দেহ নেই। তখন নবী ﷺ তা গ্রহণ করেছিলেন। রাবী বলেন, আমি শু'বা (র.) -কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কি তা খেয়েছিলেন? তিনি বললেন। হ্যাঁ, খেয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন, নবী ﷺ তা গ্রহণ করেছিলেন।

২৬.৩ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِمَارًا وَحَشِيًا وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ يَوْذَ أَنْ فَرَدَّ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ أَمَا إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَا حُرْمٌ

২৪০৩ ইসমাদিল (র.)..... সা'আব ইবন জাস্সামা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি (সা'আব ইবন জাস্সামা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য একটি বন্য গাধা হাদিয়া পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন আবওয়া কিংবা ওয়াদান নামক স্থানে ছিলেন। তিনি হাদিয়া তাকে ফেরত পাঠালেন। পরে তার মুখমণ্ডলের বিষণ্ণতা লক্ষ্য করে বললেন, শুন! আমরা ইহরাম অবস্থায় আছি, তা না হলে তোমার হাদিয়া ফেরত দিতাম না।

১১১. بَابُ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ

১৬১১. পরিচ্ছেদ ৪ হাদিয়া গ্রহণ করা

২৬.৪ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ يَتَّبِعُونَ أَوْ يَبْتَغُونَ بِذَلِكَ
مَرْضَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

[২৪০৪] ইবরাহীম ইবন মুসা (র.)..... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, লোকেরা তাদের হাদিয়া পাঠাবার জন্য 'আয়িশা (রা.)-এর নির্ধারিত দিনের অপেক্ষা করত। এতে তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করত।

[২৪০৫] حَدَّثَنَا أَدَمُ بْنُ إِيَّاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ إِيَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَهْدَتْ أُمُّ حَفِيدٍ خَالَهٗ ابْنَ عَبَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَقِطًا وَسَمْنًا وَأَضْبًا فَأَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ الْأَقِطِ وَالسَّمْنِ وَتَرَكَ الْأَضْبَ تَقْذَرًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَكَلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أَكَلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

[২৪০৬] আদম ইবন আবু ইয়াস (র.)..... ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবন আব্বাসের খালা উম্মু হুফায়দ (রা.) একবার নবী ﷺ -এর খিদমতে পনীর, ঘি ও গুইসাপ হাদিয়া পাঠালেন। কিন্তু নবী ﷺ শুধু পনীর ও ঘি খেলেন আর গুইসাপ রুচি বিরুদ্ধ হওয়ার কারণে রেখে দিলেন। ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দস্তরখানে (গু-সাপ) খাওয়া হয়েছে। যদি তা হারাম হতো তা হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দস্তরখানে তা খাওয়া হত না।

[২৪০৭] حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنِي مَعْنُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ أَمْ هَدِيَّةٌ فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ قَالَ لِأَصْحَابِهِ كُلُّوا وَلَمْ يَأْكُلْ وَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَدِهِ ﷺ فَأَكَلَ مَعَهُمْ

[২৪০৮] ইবরাহীম ইবন মুনিযির (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খিদমতে কোন খাবার আনা হলে তিনি জানতে চাইতেন, এটা হাদিয়া, না সাদকা? যদি বলা হতো, সাদকা তা হলে সাহাবীদের তিনি বলতেন, তোমরা খাও। কিন্তু তিনি খেতেন না। আর যদি বলা হতো হাদিয়া। তাহলে তিনিও হাত বাড়তেন এবং তাদের সাথে খাওয়ায় শরীক হতেন।

[২৪০৯] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِلَحْمٍ فَقِيلَ تُصَدِّقُ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ

২৪০৭ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর খিদমতে কিছু গোশত আনা হলো এবং বলা হলো যে, এটা আসলে বারীরার কাছে সাদকাক্রমে এসেছিল। তখন তিনি বললেন, এটা তার জন্য সাদকা আর আমাদের জন্য হাদিয়া।

২৪.৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ وَأَنَّهُمْ اشْتَرَطُوا وَلَاءَ هَا فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا فَأَنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَأَهْدَى لَهَا لَحْمٌ فَقِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ هَذَا تُصَدِّقُ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ وَخَيْرْتُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ زَوْجَهَا حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ قَالَ شُعْبَةُ سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ عَنْ زَوْجِهَا قَالَ لَا أَدْرِي حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ -

২৪০৮ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বারীরার (রা.)-কে (আযাদ করার উদ্দেশ্যে) খরিদ করার ইচ্ছা করলে তার মালিক পক্ষ ওয়ালার শর্তারোপ করল। তখন বিষয়টি নবী ﷺ -এর সামনে আলোচিত হল। নবী ﷺ বললেন, তুমি তাকে খরিদ করে আযাদ করে দাও। কেননা যে আযাদ করবে, সেই ওয়ালার লাভ করবে। 'আয়িশা (রা.)-এর জন্য কিছু গোশত হাদিয়া পাঠানো হল। নবী ﷺ -কে বলা হল যে, এ গোশত বারীরার সাদকা করা হয়েছিল। তখন নবী ﷺ বললেন, এটা তার জন্য সাদকা আর আমাদের জন্য হাদিয়া। তাকে (বারীরাকে তার স্বামীর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার) ইখতিয়ার দেওয়া হল। (রাবী) আবদুর রাহমান (র.) বলেন, তার স্বামী তখন আযাদ কিংবা গোলাম ছিল? শু'বা (র.) বলেন, পরে আমি আবদুর রহমান (র.)-কে তার স্বামী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আমি জানি না, সে আযাদ ছিল না গোলাম ছিল।

২৪.৯ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدِ الْحَذَاءِ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ أَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ قَالَتْ لَا: إِلَّا شَيْءٌ بَعَثْتُ بِهِ أُمُّ عَطِيَّةٌ مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثَتْ إِلَيْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا

[২৪০৯] মুহাম্মদ ইব্ন মুকাতিল আবুল হাসান (র.) উম্মু আতিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ 'আয়িশা (রা.)-এর ঘরে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কাছে খাবার কিছু আছে কি? তিনি বললেন, না; তবে সে বকরীর কিছু গোশত উম্মু আতিয়া পাঠিয়েছেন, যা আপনি তাকে সাদকা স্বরূপ পাঠিয়েছিলেন। তিনি বললেন, সাদকা তো যথাস্থানে পৌছে গিয়েছে (অর্থাৎ এটা এখন তার মালিকানায়, সুতরাং আমাদের জন্য সেটা সাদকা নয়, হাদিয়া)।

১৬১২. بَابُ مَنْ أَهْدَى إِلَى صَاحِبِهِ وَتَحَرَّى بَعْضُ نِسَائِهِ دُونَ بَعْضٍ

১৬১২. পরিশ্বেদ : সংগীকে হাদিয়া দিতে গিয়ে তার কোন স্ত্রীর জন্য নির্ধারিত দিনে অপেক্ষা করা

[২৪১০] حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمِي وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ إِنَّ صَوَاحِبِي اجْتَمَعْنَ فَذَكَرَتْ لَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهَا

[২৪১০] সুলায়মান ইব্ন হার্ব (র.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা তাদের হাদিয়া পাঠাবার বিষয় আমার জন্য নির্ধারিত দিনের অপেক্ষা করত। উম্মু সালামা (রা.) বলেন, আমার সতিনগণ (এ বিষয় নিয়ে আমার ঘরে) একত্রিত হলেন। ফলে উম্মু সালামা (রা.) বিষয়টি তাঁর কাছে উত্থাপন করলেন, কিন্তু তিনি জওয়াব দিলেন না।

[২৪১১] حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ نِسَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُنَّ حِرْبَيْنِ فَحِزْبُ فِيهِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ وَصَفِيَّةُ وَسُودَةُ وَالْحِزْبُ الْآخَرُ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ قَدْ عَلِمُوا حُبَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَائِشَةُ فَإِذَا كَانَتْ عِنْدَ أَحَدِهِمْ هَدِيَّةٌ يُرِيدُ أَنْ يَهْدِيَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَخْرَمَهَا حَتَّى إِذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ بَعَثَ صَاحِبُ الْهَدِيَّةِ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ فَكَلَّمَ حِزْبُ أُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْنَ لَهَا كَلِمَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُكَلِّمُ النَّاسَ فَيَقُولُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ هَدِيَّةً فَلْيُهْدِهَا إِلَيْهِ حَيْثُ كَانَ مِنْ بُيُوتِ نِسَائِهِ فَكَلَّمَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ بِمَا قُلْنَ فَلَمْ يَقُلْ لَهَا شَيْئًا فَسَأَلَتْهَا فَقَالَتْ مَا قَالَ لِي شَيْئًا فَقُلْنَ لَهَا كَلِمِيهِ قَالَتْ فَكَلَّمَتْهُ حِينَ دَارَ إِلَيْهَا فَلَمْ يَقُلْ

لَهَا شَيْئًا فَسَأَلْنَهَا فَقَالَتْ مَا قَالَ لِي شَيْئًا فَقُلْنَا لَهَا كَلِمَتِهِ حَتَّى يُكَلِّمَكَ فَدَارَ إِلَيْهَا فَكَلِمَتُهُ فَقَالَ لَهَا لَا تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةَ فَإِنَّ الْوَحْيَ لَمْ يَأْتِنِي وَأَنَا فِي ثَوْبِ امْرَأَةٍ إِلَّا عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَالَتْ أَتَوْبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ إِنَّهُمْ دَعَوْنَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَرْسَلْنَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَقُولُ إِنَّ نِسَاءً كَ يَنْشُدْنَكَ اللَّهُ الْعَدْلَ فِي بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ فَكَلِمَتُهُ فَقَالَ يَا بَنِيَّةُ : أَلَا تُحِبِّينَ مَا أَحَبُّ فَقَالَتْ بَلَى فَرَجَعَتْ إِلَيْهِنَّ فَأَخْبَرْتَهُنَّ فَقُلْنَ إِرْجِعِي إِلَيْهِ فَأَبَتْ أَنْ تَرْجِعَ فَأَرْسَلْنَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ فَأَتَتْهُ فَأَغْلَظَتْ وَقَالَتْ إِنَّ نِسَائِكَ يَنْشُدْنَكَ اللَّهُ الْعَدْلَ فِي بِنْتِ ابْنِ أَبِي قُحَافَةَ فَرَفَعَتْ صَوْتَهَا حَتَّى تَنَاولَتْ عَائِشَةَ وَهِيَ قَاعِدَةٌ فَسَبَّتْهَا حَتَّى إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيَنْظُرُ إِلَى عَائِشَةَ هَلْ تَكَلَّمُ قَالَ فَتَكَلَّمَتْ عَائِشَةَ تَرُدُّ عَلَى زَيْنَبَ حَتَّى أَسْكَنَتْهَا قَالَتْ فَنَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى عَائِشَةَ ، وَقَالَ إِنَّهَا بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ . وَقَالَ أَبُو مَرْوَانَ الْغُسَّانِيُّ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ وَعَنْ هِشَامٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَرَجُلٍ مِنَ الْمَوَالِي عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَتْ عَائِشَةُ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَأْذَنْتُ فَاطِمَةَ

২৪১১ ইসমাইল (র.)..... ‘আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর জ্বীগণ দু’দলে বিভক্ত ছিলেন। একদলে ছিলেন ‘আয়িশা, হাফসা, সাফিয়্যা ও সাওদা (রা.), অপর দলে ছিলেন উম্মু সালামা (রা.) সহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্যান্য জ্বীগণ। ‘আয়িশা (রা.)-এর প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিশেষ ভালোবাসার কথা সাহাবীগণ জানতেন। তাই তাদের মধ্যে কেউ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কিছু হাদিয়া পাঠাতে চাইলে তা বিলম্বিত করতেন। যেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ ‘আয়িশা (রা.)-এর ঘরে অবস্থান করতেন সেদিন হাদিয়া দানকারী ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ‘আয়িশা (রা.)-এর ঘরে তা পাঠিয়ে দিতেন। উম্মু সালামা (রা.)-এর দল তা নিয়ে আলোচনা করলেন। উম্মু সালামা (রা.)-কে তাঁরা বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে (এ বিষয়ে) আপনি আলাপ করুন। তিনি যেন লোকদের বলে দেন যে, যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে হাদিয়া পাঠাতে চান, তারা যেন তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন, যে জ্বীর ঘরেই তিনি থাকুননা কেন। উম্মু সালামা (রা.) তাদের প্রস্তাব নিয়ে তাঁর সাথে আলাপ করলেন। কিন্তু তিনি তাঁকে কোন জওয়াব দিলেন না। পরে সবাই তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, তিনি আমাকে কোন জবাব দিলেন না। তখন তাঁরা তাকে বললেন, আপনি তার সাথে আবার আলাপ করুন।

(‘আয়িশা) বলেন; যেদিন তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) তাঁর (উম্মু সালামার) ঘরে গেলেন, সেদিন তিনি আবার তাঁর কাছে আলাপ তুললেন। সেদিনও তিনি তাকে কিছু বললেন না। তারপর তারা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তিনি বললেন, আমাকে তিনি কিছুই বলেননি। তখন তাঁরা তাঁকে বললেন, তিনি কোন জওয়াব না দেওয়া পর্যন্ত আপনি বলতে থাকুন। তিনি (নবী ﷺ) তার ঘরে গেলে আবার তিনি তাঁর কাছে সে প্রসংগ তুললেন। এবার তিনি তাকে বললেন, ‘আয়িশা (রা.)-এর ব্যাপার নিয়ে আমাকে কষ্ট দিও না। মনে রেখো, ‘আয়িশা (রা.) ছাড়া আর কোন স্ত্রীর বস্ত্রাচ্ছাদনে থাকা অবস্থায় আমার উপর ওহী নাযিল হয়নি। (‘আয়িশা রা.) বলেন, একথা শুনে তিনি (উম্মু সালামা রা.) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনাকে কষ্ট দেওয়ার (অপরাধ) থেকে আমি আল্লাহর কাছে তাওবা করছি। তারপর সকলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা ফাতিমা (রা.)-কে এনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে একথা বলার জন্য পাঠালেন যে, আপনার স্ত্রীগণ আল্লাহর দোহাই দিয়ে আবু বকর (রা.)-এর কন্যা সম্পর্কে ইনসাফের আবেদন জানাচ্ছেন। (ফাতিমা রা.) তাঁর কাছে বিষয়টি তুলে ধরলেন। তখন তিনি বললেন, প্রিয় কন্যা! আমি যা পসন্দ করি, তাই কি তুমি পসন্দ কর না? তিনি বললেন, অবশ্যই করি। তারপর তাদের কাছে গিয়ে তাদেরকে (আদ্যোপান্ত) অবহিত করলেন। তাঁরা তাঁকে বললেন, তুমি আবার যাও। কিন্তু এবার তিনি যেতে অস্বীকার করলেন। তখন তারা যায়নব বিনতে জাহাশ (রা.)-কে পাঠালেন। তিনি তাঁর কাছে গিয়ে কঠোর ভাষা ব্যবহার করলেন, এবং বললেন, আপনার স্ত্রীগণ! আল্লাহর দোহাই দিয়ে ইবন আবু কুহাফার (আবু বকর রা.)-এর কন্যা সম্পর্কে ইনসাফের আবেদন জানাচ্ছেন। এরপর তিনি গলার স্বর উঁচু করলেন। এমনকি ‘আয়িশা (রা.)-কে জড়িয়েও কিছু বললেন। ‘আয়িশা (রা.) সেখানে বসা ছিলেন। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ ‘আয়িশা (রা.)-এর দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন। তিনি কিছু বলেন কিনা। (রাবী উরওয়া রা.) বলেন, ‘আয়িশা (রা.) যায়নাব (রা.)-এর কথার প্রস্তুতি বাদে কথা বলতে শুরু করলেন এবং তাকে চুপ করে দিলেন। ‘আয়িশা (রা.) বলেন, নবী ﷺ তখন ‘আয়িশা (রা.)-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, এ হচ্ছে আবু বকর (রা.)-এর কন্যা। আবু মারওয়ান গাস্‌সানী (রা.) হিশাম এর সূত্রে উরওয়া (র.) থেকে বলেন, লোকেরা তাদের হাদিসসমূহ নিয়ে ‘আয়িশা (রা.)-এর জন্য নির্ধারিত দিনের অপেক্ষা করত। অন্য সনদে হিশাম (র.) মুহাম্মদ ইবন আবদুর রাহমান ইবন হারিস ইবন হিশাম (র.) থেকে বর্ণিত, ‘আয়িশা (রা.) বলেছেন, আমি নবী ﷺ-এর কাছে ছিলাম, এমন সময় ফাতিমা (রা.) অনুমতি চাইলেন।

১৬১২. بَابُ مَا لَا يُرَدُّ مِنَ الْهَدْيَةِ

১৬১৩. পরিচ্ছেদ : যে সব হাদিয়া ফিরিয়ে দিতে নেই

۲۴۱۲ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَنَاولَنِي طِيبًا قَالَ كَانَ أَنَسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ قَالَ وَزَعَمَ أَنَسُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ

২৪১২ আবু মা'মার (র.).... আযরা ইব্ন সাবিত আনসারী (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদিন ছুমামা ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.)-এর কাছে গেলাম, তিনি আমাকে সুগন্ধি দিলেন এবং বললেন আনাস (রা.) কখনো সুগন্ধি দ্রব্য ফিরিয়ে দিতেন না। তিনি আরো বলেন, আর আনাস (রা.) বলেছেন, নবী ﷺ সুগন্ধি ফিরিয়ে দিতেন না

১৬১৪. بَابُ مَنْ رَأَى الْهَبَةَ الْغَائِبَةَ جَائِزَةً

১৬১৪. পরিচ্ছেদ : যে বস্তু কাছে নেই, তা হিবা করা যিনি জাযিয় মনে করেন

২৪১৩ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ذَكَرَ عُرْوَةُ أَنَّ الْمِسُورَ ، بَنَ مَحْرَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَ مَرْوَانَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ جَاءَهُ وَقَدْ هَوَّازِنَ قَامَ فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَإِنْ إِخْوَانَكُمْ جَاءُوا تَائِبِينَ وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبِيَّهُمْ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيبَ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَقَالَ النَّاسُ طَيِّبْنَا لَكَ

২৪১৩ সাঈদ ইব্ন আবু মারযাম (র.).... মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা.) ও মারওয়ান (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তারা বলেন, হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধি দল যখন নবী ﷺ-এর কাছে এলেন। তখন তিনি লোকদের সামনে ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্ পাকের যথাযোগ্য প্রশংসা করলেন। এরপর বললেন, তোমার ভাইয়েরা আমাদের কাছে তওবা করে (মুসলমান হয়ে) এসেছে। আমি তাদেরকে ফেরত দিয়ে তাদের যুদ্ধবন্দীদের দেওয়া সংগত মনে করছি। কাজেই তোমাদের মধ্যে যারা সজ্জুটিচিণ্ডে করতে চায় তারা যেন তা করে। আর যে নিজের অংশ রেখে দিতে চায়, এভাবে প্রথম যে ফায়^১ আল্লাহ্ আমাদের দান করবেন সেখান থেকে তার হিসসা আদায় করে দিব। (সে যেন তা করে) তখন সকলেই বললেন, আমরা আপনার সন্তুষ্টির জন্য তা করলাম।

১৬১৫. بَابُ الْمَكَافَاةِ فِي الْهَبَةِ

১৬১৫. পরিচ্ছেদ : হিবার প্রতিদান দেওয়া

২৪১৬ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَمْ يَذْكُرْ وَكِيعٌ وَمُحَاضِرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ

২৪১৪ মুসাদ্দাদ (র.)..... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাদিয়া কবুল করতেন এবং তার প্রতিদানও দিতেন। আবু আবদুল্লাহ (র.) বলেন, ওয়াকী' ও মুহাযির (র.) হিশাম তার পিতা সূত্রে 'আয়িশা (রা.) থেকে উল্লেখ করেননি।

١٦١٦. بَابُ الْهَبَةِ لِلْوَلَدِ ، وَإِذَا أُعْطِيَ بَعْضَ وَلَدِهِ شَيْئًا لَمْ يَجْزُ حَتَّى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ وَيُعْطِيَ الْأَخْرَيْنَ مِثْلَهُ وَلَا يُشْهَدُ عَلَيْهِ ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَةِ وَقُلْ لِلْوَالِدِ أَنْ يَرْجِعَ فِي عَطِيَّتِهِ ، وَمَا يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يَتَعَدَّى النَّبِيُّ ﷺ مِنْ عُمَرَ بَعِيرًا ثُمَّ أَعْطَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَقَالَ اصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ

১৬১৬. পরিচ্ছেদ : সন্তানকে কোন কিছু দান করা। কোন এক সন্তানকে কিছু দান করা বৈধ হবে না, যতক্ষণ না ইনসাফের সাথে অন্য সন্তানদের সমভাবে দান করা হয়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে উক্ত পিতার বিরুদ্ধে কারো সাক্ষী দেওয়া চলবে না। নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন, সন্তানদেরকে কিছু দেওয়ার ব্যাপারে তোমরা ইনসাফপূর্ণ আচরণ করো। কিছু দান করে পিতার পক্ষে ফেরত নেওয়া বৈধ কি? পুত্রের সম্পদ থেকে ন্যায় সংগতভাবে পিতা খেতে পারবে, তবে সীমা লংঘন করবে না। নবী ﷺ একবার উমর (রা.)-এর কাছ থেকে একটি উট খরিদ করলেন, পরে ইব্ন উমরকে তা দান করে বললেন, এটা যে কোন কাজে লাগাতে পারো।

٢٤١٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا فَقَالَ أَكُلْ وَلَدِكَ نَحَلْتُ مِثْلَهُ قَالَ لَا قَالَ فَارْجِعْهُ

২৪১৫ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র.).... নু'মান বিন বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তার পিতা তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হাযির হলেন এবং বললেন, আমি আমার এই ছেলেকে একটি গোলাম

দান করেছি। তখন (তিনি) নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার সব ছেলেকেই কি তুমি এরূপ দান করেছ। তিনি বললেন, না (তা করিনি)? তিনি বললেন, তবে তুমি তা ফেরত নাও।

১৬১৭. بَابُ الْأَشْهَادِ فِي الْهَبَةِ

১৬১৭. পরিচ্ছেদ : হিবার ক্ষেত্রে সাক্ষী রাখা

২৬১৭ حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ عَلَى الْمَنَبْرِ يَقُولُ أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ : لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتُ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرْتَنِي أَنْ أَشْهَدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ قَالَ فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ

২৪১৬ হামীদ ইবন উমর (র.)....‘আমির (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নু‘মান ইবন বশীর (রা.)-কে মিস্রের উপর বলতে শুনেছি যে, আমার পিতা আমাকে কিছু দান করেছিলেন। তখন (আমার মাতা) আমরা বিন্ত রাওয়াহা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সাক্ষী রাখা ছাড়া (এ দানে) সম্মত নই। তখন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে হাযির হয়ে আরয করলেন, আমরা বিন্তে রাওয়াহার গর্ভজাত আমার পুত্রকে কিছু দান করেছি। কিন্তু ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে আমাকে বলেছে, আপনাকে সাক্ষী রাখতে। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার সব ছেলেকেই কি এ ধরনের দান করেছ? তিনি (বশীর) বললেন, না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তবে আল্লাহকে ভয় করো এবং আপন সন্তানদের মাঝে সমতা রক্ষা করো। (নু‘মান রা.) বলেন, এরপর তিনি ফিরে এসে তার দান প্রত্যাহার করলেন।

১৬১৮. بَابُ هَبَةِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ وَالْعَمْرَةِ لِزَوْجِهَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ جَانِزَةً وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا يَرْجِعَانِ وَاسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ ﷺ نِسَاءَهُ فِي أَنْ يُعْرَضَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْعَائِدُ فِي هَبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْبِهِ وَقَالَ الزُّمَرِيُّ فِيمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ هَبِي لِي بَعْضَ صَدَاقِكَ أَوْ كُلَّهُ ثُمَّ لَمْ يَمُكِّثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى طَلَّقَهَا فَرَجَعَتْ فِيهِ ، قَالَ يَرُدُّ إِلَيْهَا إِنْ كَانَ خَلَبَهَا

وَأِنْ كَانَتْ أَعْطَتْهُ عَنْ طَيْبٍ نَفْسٍ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِ خَدِيعَةَ جَارٍ قَالَ
اللَّهُ تَعَالَى : فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

১৬১৮. পরিচ্ছেদ : স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে এবং স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে দান করা। ইবরাহীম (র.) বলেছেন, এরূপ দান বৈধ। আর উমর ইবন আবদুল আযীয (র.) বলেছেন, (এ ধরনের দান পরে) তারা প্রত্যাহার করতে পারবে না। নবী ﷺ তাঁর স্ত্রীগণের কাছে ‘আয়িশা (রা.)-এর ঘরে সেবা-শুশ্রূষা গ্রহণের অনুমতি চেয়েছিলেন। নবী ﷺ বলেছেন, যে আপন দান ফেরত নেয়, সে ঐ কুকুরের ন্যায়, যে বমি করে পুনরায় খায়। ইমাম যুহরী (র.) বলেন, কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে বলে, আমাকে তোমার মাহরের কিছু অংশ বা সবটুকু দান করে দাও। অথচ সে দান করার কিছু (দিন বা সময়) পরেই তাকে তালাক দিয়ে বসে, আর স্ত্রীও তার দান ফেরত দাবী করে তাহলে তাকে তা ফেরত দিতে হবে; যদি প্রত্যাহার উদ্দেশ্যে এরূপ করে থাকে। আর যদি সে খুশী মনে দান করে থাকে, আর স্বামীর আচরণেও প্রত্যাহার না থাকে তাহলে বৈধ। আব্বাহ তা’আলা বলেনঃ পরে যদি তারা তার কিছু অংশ দান করে দেয় তবে স্বাচ্ছন্দে ও ভুক্তিভরে তা আহার কর। (৪ : ৪)

۲۴۱۷ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ فَاشْتَدَّ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يَمْرُضَ فِي بَيْتِي فَأَذِنَ لَهُ فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخَطَّى رِجْلَاهُ الْأَرْضَ وَكَانَ بَيْنَ الْعَبَّاسِ وَبَيْنَ رَجُلٍ آخَرَ فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَذَكَرْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ لِي وَهَلْ تَدْرِي مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ

২৪১৭ ইবরাহীম ইবন মুসা (র.).... ‘আয়িশা (রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং তাঁর কষ্ট বেড়ে গেল। তখন তিনি তাঁর স্ত্রীগণের কাছে আমার ঘরে সেবা-শুশ্রূষা লাভের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তারা তাঁকে সম্মতি দিলেন। তারপর একদিন দু’ ব্যক্তির উপর ভর করে বের হলেন, তখন তার উভয় কদম মুবারক মাটি স্পর্শ করছিল। তিনি আব্বাস (রা) ও আরেক ব্যক্তির মাঝে ভর দিয়ে চলছিলেন। উবায়দুল্লাহ (র.) বলেন, ‘আয়িশা (রা.) যা বলেন, তা আমি ইবন আব্বাস (রা.)-এর কাছে আর্য করলাম, তিনি তখন আমাকে বললেন, জানো, ‘আয়িশা (রা) যার নাম উল্লেখ করলেন না, তিনি কে? আমি বললাম, না; (জানি না)। তিনি বললেন, তিনি হলেন আলী ইবন আবু তালিব (রা.)।

۲۴۱۸ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ

عَبَّاسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِي ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

২৪১৮ মুসলিম ইবন ইব্রাহীম (র.).... ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যে তার দান ফেরত নেয়, সে ঐ কুকুরের ন্যায়, যে বমি করে এরপর পুনরায় খায়।

১৬১৭. بَابُ هِبَةِ الْمَرْأَةِ لِغَيْرِ نَدَجِهَا وَمَعْتَقِهَا إِذَا كَانَ لَهَا نَدَجٌ فَهُوَ جَائِزٌ إِذَا لَمْ تَكُنْ سَفِيهَةً فَإِذَا كَانَتْ سَفِيهَةً لَمْ يَجُزْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ

১৬১৯. পরিচ্ছেদ : মহিলার জন্য স্বামী থাকা অবস্থায় স্বামী ছাড়া অন্য কাউকে দান করা বা গোলাম আশাদ করা; যদি সে নির্বোধ না হয় তবে জাযিয, আর নির্বোধ হলে জাযিয নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন : নির্বোধদের হাতে তোমরা নিজেদের সম্পদ তুলে দিও না। (৪৪৫)

২৪১৭ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَالِي مَالٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَى الرَّبِيرِ فَأَتَصَدَّقُ قَالَ تَصَدَّقْ وَلَا تُؤْعِ فَيُؤْعَى عَلَيْكَ

২৪১৯ আবু 'আসিম (র.).... আসমা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যুবায়ের (রা.) আমার কাছে যে ধন-সম্পদ রাখেন, সেগুলো ছাড়া আমার নিজস্ব কোন ধন-সম্পদ নেই। এমতাবস্থায় আমি কি (তা থেকে) সাদকা করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ সাদকা করতে পার। লুকিয়ে রাখবে না। তাহলে তোমার ক্ষেত্রে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) লুকিয়ে রাখা হবে।

২৪২০ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَنْفَقِي وَلَا تَحْصِي فَيُحْصَى اللَّهُ عَلَيْكَ وَلَا تُؤْعِي فَيُؤْعَى اللَّهُ عَلَيْكَ

২৪২০ উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র.).... আসমা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, (আল্লাহর পথে) খরচ করো, আর হিসাব করতে যেওনা, তাহলে আল্লাহ তোমার বেলায় হিসাব করে দিবেন। লুকিয়ে রাখবে না, তবে আল্লাহও তোমার বেলায় লুকিয়ে রাখবেন।

۲৪২১ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيدَ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً وَلَمْ تَسْتَأْذِنْ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ قَالَتْ أَشَعَرْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنِّي أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي قَالَ أَوْ فَعَلْتَ قُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَعْطَيْتَهَا أَخْوَالِكَ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكَ ، وَقَالَ بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ مَيْمُونَةَ أَعْتَقَتْ

২৪২১ ইয়াহুইয়া ইবন বুকাযর (র.)..... মায়মূনা বিন্ত হারিস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ-এর অনুমিত না নিয়ে তিনি আপন বাঁদীকে আযাদ করে দিলেন। তারপর তার ঘরে নবী ﷺ-এর অবস্থানের দিন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি জানেন আমি আমার বাঁদী আযাদ করে দিয়েছি? তিনি বললেন, তুমি কি তা করেছ? মায়মূনা (রা.) বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, শুনো! তুমি যদি তোমার মামাদেরকে এটা দান করতে তাহলে তোমার জন্য তা অধিক পুণ্যের হত। অন্য সনদে বাকর ইবন মুযার (র.)---- কুরায়ব (র.) থেকে বর্ণিত যে, মায়মূনা (রা.) গোলাম আযাদ করেছেন।

২৪২২ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيُّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِثْلَهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا ، غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ تَبْتَغِيَ بِذَلِكَ رِضًا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

২৪২২ হিব্বান ইবন মুসা (র.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরের ইচ্ছা করলে স্ত্রীদের মাঝে কুরআর প্রক্রিয়া গ্রহণ করতেন। যার নাম আসতো তিনি তাঁকে নিয়েই সফরে বের হতেন। এছাড়া প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য একদিন এক রাত নির্ধারিত করে দিতেন। তবে সাওদা বিনতে যাম'আ (রা.) নিজের অংশের দিন ও রাত নবী ﷺ-এর স্ত্রী 'আয়িশা (রা.)-কে দান করেছিলেন। এর দ্বারা তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সন্তুষ্টি কামনা করতেন।

১১২০. بَابُ بِمَنْ يُبْدَأُ بِالْهَدِيَّةِ وَقَالَ بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً لَهَا فَقَالَ لَهَا لَوْ وَصَلْتَ بَعْضَ أَخْوَالِكَ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكَ

১৬২০. পরিচ্ছেদ : হাদিয়া দানের ক্ষেত্রে কাকে প্রথমে দিবে? বকর (র.)..... ইবন আব্বাস (রা.)
-এর আযাদকৃত গোলাম কুরায়ব থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর স্ত্রী মায়মূনা (রা.) তার
এক বাদীকে আযাদ করে দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন তাকে বললেন, তুমি যদি একে
তোমার মামাদের কাউকে দিয়ে দিতে তবে তোমার সওয়াব বেশী হত।

২৪২৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ
الْجَوْنِيِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَيْمٍ بِنِ مَرَّةٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لِي جَارِئِينَ فَالِي أَيِّهِمَا أَهْدِي قَالَ إِلَى أَقْرَبِيهِمَا مِنْكَ بِأَبَا

২৪২৩ মুহাম্মদ ইবন বাশ্শার (র.)..... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আরয়
করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার দু'জন প্রতিবেশী আছে। এ দু'জনের কাকে আমি হাদিয়া দিব? তিনি
ইরশাদ করলেন, এ দুয়ের মাঝে যার দরজা তোমার অধিক নিকটবর্তী।

১৬২১. بَابُ مَنْ لَمْ يَقْبَلِ الْهَدِيَّةَ لِعِلَّةٍ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَتْ
الْهَدِيَّةُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَدِيَّةً وَالتَّيْمُومُ رِشْوَةً

১৬২১. পরিচ্ছেদ : কোন কারণে হাদিয়া গ্রহণ না করা। উমর ইবন আবুল আযীয (র.) বলেছেন,
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে হাদিয়া (প্রকৃতই) হাদিয়া ছিল, কিন্তু আজকাল তা উৎকোচে
পরিণত হয়েছে।

২৪২৪ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبيدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ الصَّعْبَ بْنَ
جَثَامَةَ اللَّيْثِيَّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يُخْبِرُ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِمَارًا
وَحَشٍ وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَردَهُ فَقَالَ صَعْبٌ فَلَمَّا عَرَفَ فِي وَجْهِي رَدَهُ
مَدِيَّتِي قَالَ لَيْسَ بِنَارِدٍ عَلَيْكَ وَلَكِنَّا حَرَّمُ

২৪২৪ আবুল ইয়ামান (র.)..... আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী
-এর একজন সাহাবী সাআব ইবন জাহ্‌ছামা লাইছী (রা.)-কে বলতে শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে
তিনি একটি বন্য গাধা হাদিয়া দিয়েছিলেন। তিনি তখন ইহরাম অবস্থায় আবওয়াহ কিংবা ওয়াদদান
নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তাই তিনি তা ফিরিয়ে দিলেন। সাআব (রা.) বলেন, যখন তিনি

আমার চেহারা হাদিয়া ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলেন, তখন তিনি বললেন, আমরা ইহরাম অবস্থায় আছি। এ কারণ ব্যতীত তোমার হাদিয়া ফিরিয়ে দেওয়ার কোন কারণ নেই।

২৬২৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُروَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَمْعَنْتُ النَّبِيَّ ﷺ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ يَقُولُ لَهُ ابْنُ الْأَثْبَةِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا كُمْ وَهَذَا أَهْدَى لِي قَالَ فَهَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرُ يَهْدَى لَهُ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُورٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عَفْرَةَ أَبْطِيهِ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغَتْ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغَتْ ثَلَاثًا

২৪২৫ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র.)..... আবু হুমায়দ সাঈদী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আযদ গোত্রের ইবন উতবিয়া নামক এক ব্যক্তিকে সাদকা সংগ্রহের কাজে নিয়োগ করেছিলেন। তিনি ফিরে এসে বললেন, এগুলো আপনাদের (অর্থাৎ সাদকার মাল) আর এগুলো আমাদের হাদিয়া দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে তার বাবার ঘরে কিংবা তার মায়ের ঘরে কেন বসে থাকল না? তখন সে দেখত, তাকে কেউ হাদিয়া দেয় কিনা? যাঁর হাতে আমার প্রাণ, সেই সত্তার কসম, সাদকার মাল থেকে সামান্য পরিমাণও যে আত্মসাৎ করবে, সে তা কাঁধে করে কিয়ামতের দিন হাযির হবে। সে মাল যদি উট হয় তাহলে তা তার আওয়াজে, আর যদি গাভী হয় তাহলে হাঙ্গা হাঙ্গা রবে আর যদি বকরী হয় তাহলে ভ্যা ভ্যা রবে (আওয়াজ করতে থাকবে)। তাঁরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দু'হাত এতটুকু উত্তোলন করলেন যে, আমরা তাঁর উভয় বগলের শুভ্রতা দেখতে পেলাম। তিনি তিন বার বললেন, হে আল্লাহ! আমি কি পৌছে দিয়েছি। হে আল্লাহ! আমি কি পৌছে দিয়েছি?

১৬২২. بَابُ إِذَا وَهَبَ هِبَةً أَوْ وَعَدَ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَحْصِلَ إِلَيْهِ وَقَالَ عَمِيَّةُ إِنَّ مَاتَ وَكَانَتْ فُصِّلَتِ الْهَدِيَّةُ وَالْمُهْدَى لَهُ حَتَّى فَهِىَ لِوَرَثَتِهِ وَإِنْ لَمْ تُكُنْ فُصِّلَتْ فَهِىَ لِوَرَثَةِ الَّذِي أَهْدَى وَقَالَ الْحَسَنُ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ فَهِىَ لِوَرَثَةِ الْمُهْدَى لَهُ إِذَا قَبَضَهَا الرَّسُولُ

১৬২২ পরিচ্ছেদ : হাদিয়া পাঠিয়ে কিংবা পাঠানোর ওয়াদা করে তা পৌছানোর আগেই মারা গেলে।

আবীদা (র.) বলেন, দানকারী ব্যক্তি হাদিয়া সামগ্রী পৃথক করে হাদিয়া প্রাপকের জীবদ্দশায় মারা গেলে তা হাদিয়া প্রাপকের ওয়ারিসদের হক হবে। (যদি প্রাপক ইতিমধ্যে মারা গিয়ে থাকে) আর পৃথক না করে থাকলে হাদিয়া দাতার ওয়ারিসদের হক

হবে। আর হাসান (র.) বলেছেন, উভয়ের যে কোন একজন মারা গেলে এবং প্রাপক কর্তৃক নিয়োজিত ব্যক্তি উক্ত হাদিয়া সামগ্রী নিজ অধিকারে নিয়ে নিলে তা প্রাপকের ওয়ারিসদের হক হবে।

২৪২৬ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ لَوْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا ثَلَاثًا فَلَمْ يَقْدَمْ حَتَّى تُوَفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَمَرَ أَبُو بَكْرٍ مُنَادِيًا فَنَادَى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ عِدَّةٌ أَوْ دِينَارٌ فَلْيَاتِنَا فَاتَيْنَاهُ فَقُلْتُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَعَدَنِي فَحَتَّى لِي ثَلَاثًا

২৪২৬ আলী ইবন আবদুল্লাহ্ (র.).....জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে বললেন, বাহরাইন থেকে (জিযিয়া লব্ধ) মাল এসে পৌছলে তোমাকে আমি এভাবে (অঞ্জলী ভরে) তিন বার দিব, কিন্তু বাহরাইনের মাল আসার পূর্বেই নবী ﷺ-এর ওফাত হল। পরে আবু বকর (রা.)-এর নির্দেশে জনৈক ঘোষক ঘোষণা দিল; নবী ﷺ-এর পক্ষ থেকে কারো জন্য কোন প্রতিশ্রুতি থাকলে কিংবা কারো কোন ঋণ থাকলে সে যেন আমার কাছে আসে। এ ঘোষণা শুনে আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, আমাকে নবী ﷺ (বাহরাইনের সম্পদ এলে কিছু) প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তখন তিনি আমাকে অঞ্জলী ভরে তিনবার দান করলেন।

১৬২২. بَابُ كَيْفَ يَقْبَضُ الْعَبْدُ وَالْمَتَاعُ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ كُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ فَاشْتَرَاهُ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ هُوَ لَكَ يَاعَبْدَ اللَّهِ

১৬২৩. পরিচ্ছেদ ৪ গোলাম বা অন্যান্য সামগ্রী কিভাবে অধিকারে আনা যায়। ইবন উমর (রা.) বলেন, আমি এক অবাধ্য উটের উপর সাওয়ার ছিলাম। নবী ﷺ সেটি খরিদ করে বললেন, হে আবদুল্লাহ্! এটি তোমার।

২৪২৭ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقْبِيَّةً وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ مِنْهَا شَيْئًا فَقَالَ مَخْرَمَةُ يَا بَنِي إِثْلَاقٍ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَقَالَ ادْخُلْ فَأَدْعُهُ لِي قَالَ فَدَعَوْتُهُ لَهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا فَقَالَ خَبَانَا هَذَا لَكَ، قَالَ فَتَنَظَّرَ إِلَيْهِ فَقَالَ رَضِيَ مَخْرَمَةُ

[২৪২৭] কুতায়বা ইবন সাঈদ (র.)..... মিসওয়ার ইবন মাখরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার কিছু কবা' (পোশাক বিশেষ) বণ্টন করলেন। কিন্তু মাখরামাকে তা থেকে একটিও দিলেন না। মাখরামা (রা.) তখন (ছেলেকে) বললেন, প্রিয় বৎস! আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খিদমতে নিয়ে চল। (মিসওয়ার রা. বলেন) আমি তার সঙ্গে গেলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন, যাও, ভেতরে গিয়ে তাঁকে আমার জন্য আহ্বান জানাও। (মিসওয়ার রা.) বলেন, এরপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আহ্বান জানালাম। তিনি বেরিয়ে এলেন। তখন তাঁর কাছে একটি করা ছিল। তিনি বললেন, এটা আমি তোমার জন্য হিফাযত করে রেখে দিয়েছিলাম। মাখরামা (রা.) সেটি তাকিয়ে দেখলেন। নবী ﷺ বললেন, মাখরামা খুশী হয়ে গেছে।

١٦٢٤. بَابُ إِذَا وَهَبَ مِثْلَهُ فَقَبِضَهَا الْآخَرُ وَلَمْ يَقُلْ قَبِلْتُ

১৬২৪. পরিচ্ছেদ : হাদিয়া পাঠালে অপরজন গ্রহণ করলাম (একথা) না বলেই যদি তা নিজ অধিকারে নিয়ে নেয়

[২৪২৮] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ هَلَكْتُ فَقَالَ وَمَا ذَلِكَ قَالَ وَقَعْتُ بِأَهْلِي فِي رَمْضَانَ قَالَ تَجِدُ رَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِعَرَقٍ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ فِيهِ تَمْرٌ اذْهَبْ فَقَالَ بِهَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لَا بَنِيهَا أَهْلُ بَيْتِ أَحْوَجَ مِنَّا قَالَ اذْهَبْ فَأُطْعِمَهُ أَهْلَكَ

[২৪২৮] মুহাম্মদ ইবন মাহবুব (র.)..... আবু হরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এল এবং বলল, আমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তা কি? সে বলল, রমায়ানে (দিবাভাগে) আমি স্ত্রী সঙ্গোগ করেছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি কোন গোলামের ব্যবস্থা করতে পারবে? সে বলল না, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি একাধারে দু'মাস সিয়াম পালন করতে পারবে? সে বলল না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে তুমি কি ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াতে পারবে? সে বলল, না। বর্ণনাকারী বলেন, ইতিমধ্যে জনৈক আনসারী এক আরক খেজুর নিয়ে হাযির হল। আরক হল নির্দিষ্ট মাপের খেজুরপাত্র। তখন তিনি বললেন, যাও, এটা নিয়ে গিয়ে সাদকা করে দাও। সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের চেয়ে অধিক অভাবগ্রস্ত কাউকে সাদকা

করে দিব? যিনি আপনাকে সত্যাসহ পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম কংকরময় মরুভূমির মধ্যবর্তী স্থানে (অর্থাৎ মদীনায়) আমাদের চেয়ে অভাবগ্রস্ত কোন ঘর নেই। শেষে তিনি (নবী ﷺ) বললেন, আচ্ছা, যাও এবং তা তোমার পরিবার-পরিজনদের খাওয়াও।

১৬২৫. **بَابُ إِذَا وَهَبَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ قَالَ شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ هُوَ جَائِزٌ، وَوَهَبَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ لِرَجُلٍ دَيْنَهُ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ حَقٌّ فَلْيُعْطِهِ أَوْ لِيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ قَالَ جَابِرٌ قُتِلَ أَبِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ غُرْمَاءَهُ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطِي وَيَحْلُلُوا أَبِي**

১৬২৫. পরিচ্ছেদ : এক ব্যক্তির কাছে প্রাপ্য ঋণ অন্য কে দান করে দেওয়া। ও'বা (র.) হাকাম (র.) থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, তা জায়য। হাসান ইব্ন আলী (রা.) তার পাওনা টাকা এক ব্যক্তিকে দান করেছিলেন। নবী ﷺ বলেছেন, কারো ঋণায় কোন হক থাকলে তার কর্তব্য সেটা পরিশোধ করে দেওয়া, কিংবা হকদারের নিকট থেকে মাফ করিয়ে নেওয়া। জাবির (রা.) বলেন, আমার পিতা ঋণগ্রস্ত অবস্থায় শহীদ হলেন। তখন নবী ﷺ আমার বাগানের খেজুরের বিনিময়ে তার পিতাকে ঋণ থেকে অব্যাহতি দিতে পাওনাদারদেরকে বললেন

۲۴۲۹ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ، ح وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ كَعْبٍ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا فَاشْتَدَّ الْغُرْمَاءُ فِي حَقْوَقِهِمْ فَاتَّيْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) فَكَلَّمْتُهُ فَسَأَلَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطِي وَيَحْلُلُوا أَبِي فَأَبَوْا فَلَمْ يُعْطِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَائِطِي وَلَمْ يَكْسِرْهُ لَهُمْ وَلَكِنْ قَالَ سَاعِدُوا عَلَيْكَ فَقَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ فَطَافَ فِي النَّخْلِ وَدَعَا فِي ثَمَرِهِ بِالْبَرَكَةِ فَجَدَدَتْهَا فَقَضَيْتُهُمْ حَقْوَقَهُمْ وَبَقِيَ لَنَا مِنْ ثَمَرِهَا بَقِيَّةٌ ثُمَّ جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعُمَرَ اسْمَعْ وَهُوَ جَالِسٌ يَاعُمَرُ فَقَالَ عُمَرُ أَلَا نَكُونُ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ إِنَّكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ

২৪২৯ আবদান (র.).... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধে তাঁর পিতা শহীদ হলেন। পাওনাদাররা তাদের পাওনা আদায়ের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করল। তখন

আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে হাযির হয়ে তাঁকে এ বিষয়ে বললাম। তখন তিনি তাদেরকে আমার বাগানের খেজুর নিয়ে আমার পিতাকে অব্যাহতি দিতে বললেন। কিন্তু তারা অস্বীকার করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার বাগান তাদের দিলেন না এবং তাদের ফল কাটতেও দিলেন না। বরং তিনি বললেন, আগামীকাল ভোরে আমি তোমাদের কাছে যাবো। জাবির (রা.) বলেন, পরদিন ভোরে তিনি আমাদের কাছে আগমন করলেন এবং খেজুর বাগানে ঘুরে ঘুরে ফলের বরকতের জন্য দু'আ করলেন। এরপর আমি ফল কেটে এনে তাদের পাওনা পরিশোধ করলাম। তারপরও সেই ফলের কিছু অংশ রয়ে গেল। পরে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হাযির হয়ে তাঁকে সে সম্পর্কে অবহিত করলাম। তখন তিনি বসা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ উমরকে বললেন, শোন হে উমর! তখন তিনিও সেখানে বসা ছিলেন। উমর (রা.) বললেন, আমরা কি আগে থেকেই জানি না যে, আপনি আল্লাহর রাসূল? আল্লাহর কসম, নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহর রাসূল।

১৬২৬. **بَابُ مِيبَةِ الْوَاحِدِ لِلْجَمَاعَةِ، وَقَالَتْ أَسْمَاءُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَابْنِ أَبِي عَتِيقٍ وَرَثْتُ عَنْ أُخْتِي عَائِشَةَ بِالْغَابَةِ وَقَدْ أَعْطَانِي مُعَاوِيَةُ مِائَةَ أَلْفٍ فَهُوَ لَكُمْ**

১৬২৬. পরিচ্ছেদ : একজন কর্তৃক এক দলকে দান করা। আসমা (রা.) কাসিম ইবন মুহাম্মদ এবং ইবন আবু আতীক (র.)-কে বলেছেন, আমি আমার বোন 'আয়িশা (রা.) -এর কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে গাবাহ নামক স্থানে কিছু (সম্পত্তি) পেয়েছি। আর মু'আবিয়া (রা.) আমাকে (এর বিনিময়ে) এক লাখ দিরহাম দিয়েছিলেন। এগুলো তোমাদের দু'জনের।

২৪৩০. **حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِشَرَابٍ فَشَرِبَ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الْأَشْيَاخُ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ إِنْ أَذِنْتُ لِيْ أَعْطَيْتُ هَؤُلَاءِ فَقَالَ مَا كُنْتُ لِأَوْثِرَ بِنَصِيبِيْ مِنْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدًا فَتَلَّهُ فِي يَدِهِ**

২৪৩০. ইয়াহুইয়া ইবন কাযা'আ (র.).... সাহল ইবন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর কাছে কিছু পানীয় হাযির করা হল। সেখান থেকে কিছু তিনি নিজে পান করলেন। তাঁর ডান পার্শ্বে ছিল এক যুবক আর বাম পার্শ্বে ছিলেন বয়োবৃদ্ধগণ। তখন তিনি যুবককে বললেন, তুমি আমাকে অনুমতি দিলে এদেরকে আমি দিতে পারি। সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার (বরকত) থেকে আমার প্রাপ্য হিসসার ব্যাপারে আমি অন্য কাউকে অগ্রাধিকার দিতে পারি না। তখন তিনি তার হাতে পাত্রটি সজোরে রেখে দিলেন।

১৬২৭. **بَابُ الْهَبَةِ الْمَقْبُوضَةِ وَغَيْرِ الْمَقْبُوضَةِ وَالْمَقْسُومَةِ وَغَيْرِ الْمَقْسُومَةِ وَقَدْ وَفَّ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ لِهَوَازِنَ مَاغْنِمُوا مِنْهُمْ وَقَدْ غَيْرُ مَقْسُومٍ وَقَالَ ثَابِتٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَقَضَانِي وَزَادَنِي**

১৬২৭. পরিচ্ছেদ : দখলকৃত বা দখল করা হয়নি এবং বণ্টনকৃত বা বণ্টন করা হয়নি এমন সম্পদ দান করা। নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ হাওয়াযিন গোত্রের নিকট থেকে যে গনীমত লাভ করেছিলেন, তা বণ্টনকৃত না হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে তা দান করে দিয়েছিলেন। সাবিত (রা.).... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর কাছে মসজিদে উপস্থিত হলাম, তিনি আমাকে (পূর্বের মূল্য) পরিশোধ করলেন এবং আরো অতিরিক্ত দিলেন।

২৪৩১ **حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعَثَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعِيرًا فِي سَفَرٍ فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ إِنَّتِ الْمَسْجِدَ فَصَلَّ رَكْعَتَيْنِ فَوَزَنَ قَالَ شُعْبَةُ أَرَاهُ فَوَزَنَ لِي قَالَ فَأَرْجَحُ فَمَا زَالَ مِنْهَا شَيْءٌ حَتَّى أَصَابَهَا أَهْلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ**

২৪৩১ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.).... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সফরে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে একটা উট বিক্রি করলাম। মদীনায ফিরে এসে তিনি আমাকে বললেন, মসজিদে আস, দু' রাকাআত সালাত আদায় কর। তারপর তিনি (উটের মূল্য) ওয়ন করে দিলেন রাবী শু'বা (র.) বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছিলেন, তারপর তিনি আমাকে ওয়ন করে (উটের মূল্য) দিলেন এবং বলেন, তিনি ওয়নে প্রাপ্যের অধিক দিলেন। হাররা যুদ্ধের সময় সিরিয়াবাসীরা ছিনিয়ে নেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমার কাছে ঐ মালের কিছু না কিছু অবশিষ্ট ছিল।

২৪৩২ **حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى بِشَرَابٍ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاحٌ فَقَالَ لِلْغُلَامِ أَتَأْتَنِي لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ فَقَالَ الْغُلَامُ لَا وَاللَّهِ لَا أُؤْتِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا فَتَلَّهُ فِي يَدِهِ**

২৪৩২ কুতায়বা (র.).... সাহল ইব্ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কিছু পানীয় হাযির করা হল। তখন তাঁর ডানপাশে ছিল এক যুবক আর বামপাশে ছিল কতিপয়

বৃদ্ধ লোক। তিনি যুবককে বললেন, তুমি কি আমাকে এই পানীয় এদের দেওয়ার অনুমতি দিবে? যুবক বলল, না, আল্লাহর কসম! আপনার (বরকত) থেকে আমার প্রাপ্য অংশের ব্যাপারে আমি কাউকে অগ্রাধিকার দিব না। তখন তিনি পান পাত্র তার হাতে সজোরে রেখে দিলেন।

২৪৩৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ دَيْنٌ فَهُمْ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا وَقَالَ اشْتَرُوا لَهُ سِنًا فَأَعْطَوْهَا إِيَّاهُ فَقَالُوا إِنَّا لَا نَجِدُ سِنًا إِلَّا سِنًا هِيَ أَفْضَلُ مِنْ سِنَيْهِ قَالَ فَاشْتَرَوْهَا فَأَطَوْهَا إِيَّاهُ فَإِنْ مِنْ خَيْرِكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً

২৪৩৩ আবদুল্লাহ ইবন উসমান ইবন জাবালা (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এক ব্যক্তির কিছু ঋণ পাওনা ছিল। (তাগাদা করতে এসে সে অশোভন আচরণ শুরু করলে) সাহাবীগণ তাকে কিছু করতে চাইলেন। তিনি তাদের বললেন, তাকে ছেড়ে দাও, পাওনাদারের কিছু বলার অধিকার আছে। তিনি তাদের আরও বললেন, তাকে এক বছর বয়সী একটি উট খরিদ করে দাও। সাহাবীগণ বললেন, আমরা তো তার দেওয়া এক বছর বয়সী উটের মত পাচ্ছি না, বরং তার চেয়ে ভালো উট পাচ্ছি। তিনি বললেন, তবে তাই কিনে তাকে দিয়ে দাও। কেননা যে উত্তমরূপে ঋণ পরিশোধ করে, সে তোমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত। কিংবা তিনি বলেছেন সে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম।

২৪২৮. بَابُ إِذَا وَقَبَ جَمَاعَةٌ لِقَوْمٍ أَوْ وَقَبَ رَجُلٌ جَمَاعَةً جَاَزَ

১৬২৮. পরিচ্ছেদ : একদল অপর দলকে অথবা এক ব্যক্তি এক দলকে দান করলে তা জাযিয

২৪৩৬ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ حِينَ جَاءَهُ وَقَدْ هَوَّازَنَ مُسْلِمَيْنِ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ مَعِيَ مَنْ تَرَوْنَ وَأَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَى أَصْدَقِهِ فَاخْتَارُوا أَحَدَى الطَّائِفَتَيْنِ إِمَّا السَّبْيَ وَإِمَّا الْمَالَ وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْتَظَرُهُمْ بِضَعِّ عَشْرَةِ لَيْلَةٍ حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ فَلَمَّا

تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَيْرُ رَادٍ إِلَيْهِمْ إِلَّا أَحَدَى الطَّائِفَتَيْنِ قَالُوا فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبِيْنَا
فَقَامَ فِي الْمُسْلِمِينَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هَؤُلَاءِ
جَاؤُنَا تَائِبِينَ وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيبَ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ
وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يَفِيءُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ فَقَالَ
النَّاسُ طَيِّبْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ إِنَّا لَا نَذَرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِيهِ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ
فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرْفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرْفَاؤُهُمْ، ثُمَّ رَجَعُوا
إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا فَهَذَا الَّذِي بَلَّغْنَا مِنْ سَبْيِ هَوَازِنَ قَالَ أَبُو
عَبْدِ اللَّهِ هَذَا لِأَخِيرِ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ فَهَذَا الَّذِي بَلَّغْنَا

২৪৩৪ ইয়াহুইয়া ইবন বুকাযর (র.).... মারওয়ান ইবন হাকাম (র.) ও মিসওয়াল ইবন মাখরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাওয়াযিন গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণের পর প্রতিনিধি হিসাবে নবী ﷺ-এর কাছে এল এবং তাদের সম্পদ ও যুদ্ধবন্দী ফিরিয়ে দেওয়ার আবেদন জানাল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বললেন, তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার সঙ্গে আরো লোক আছে। আমার নিকট সত্য কথা হল অধিক প্রিয়। তোমরা যুদ্ধবন্দী অথবা সম্পদ এ দুয়ের একটি বেছে নাও। আমি তো তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। (রাবী বলেন) নবী ﷺ তায়েফ থেকে ফিরে প্রায় দশ রাত তাদের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। যখন তারেদ কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, নবী ﷺ দু'টির যে কোন একটিই শুধু তাদের ফিরিয়ে দিবেন, তখন তারা বলল, তবে তো আমরা আমাদের বন্দী (স্বজন)-দেরই পসন্দ করব। তারপর তিনি মুসলিমদের সামনে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা করে বললেন, আম্মাবাদ। তোমাদের এই ভায়েরা তাওবা করে আমাদের কাছে এসেছে, আর আমি তাদেরকে তাদের বন্দী (স্বজনদের) ফিরিয়ে দেওয়া সংগত মনে করছি, কাজেই তোমাদের মধ্যে যারা সন্তুষ্টচিত্তে এ সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া পসন্দ করে, তারা যেন তা করে। আর যারা নিজেদের হিসসা পেতে পসন্দ করে এরূপভাবে যে, আল্লাহ আমাকে প্রথমে যে, ফায় সম্পদ দান করবেন, তা থেকে তাদের প্রাপ্য অংশ আদায় করে দিব, তারা যেন তা করে। সকলেই তখন বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা সন্তুষ্টচিত্তে তা মেনে নিলাম। তিনি তাদের বললেন, তোমাদের মধ্যে কারা অনুমতি দিলে আর কারা দিলে না, তা-তো আমি বুঝতে পারলাম না। কাজেই তোমরা ফিরে যাও। তোমাদের নেতারা তোমাদের মতামত আমার কাছে পেশ করবে। তারপর লোকেরা ফিরে গেলো এবং তাদের নেতারা তাদের সাথে আলোচনা করল। পরে তারা নবী ﷺ-এর কাছে ফিরে এসে তাঁকে জানাল যে, সন্তুষ্টচিত্তে অনুমতি দিয়েছে। হাওয়াযিনের বন্দী সম্পর্কে আমাদের কাছে এতটুকুই পৌঁছেছে। আবু আবদুল্লাহ (র.) বলেন, এই শেষ অংশটুকু ইমাম যুহরী (র.)-এর বক্তব্য।

১৬২৭. بَابُ مَنْ أَهْدَى لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ جُلَسَاؤُهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَيُذَكَّرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جُلَسَاءَهُ شُرَكَاءَهُ وَلَمْ يَصِحْ

১৬২৯. পরিচ্ছেদ : সংগীদের মাঝে কাউকে হাদিয়া করা হলে সেই এর হকদার। ইবন আব্বাস (রা.) থেকে উল্লেখ করা হয়েছে, সংগীরাও শরীক থাকবে, কিন্তু তা সহীহ নয়।

২৪২৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَخَذَ سِنًا فَجَاءَ صَاحِبُهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالُوا لَهُ فَقَالَ إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، ثُمَّ قَضَاهُ أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ وَقَالَ أَفْضَلُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

২৪৩৫ মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল (র.)..... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ নির্দিষ্ট বয়সের একটি উট ধার নিয়েছিলেন। কিছুদিন পর উটের মালিক এসে তাগাদা দিল। সাহাবীগণও তাকে কি বললেন। তখন নবী ﷺ বললেন, পাওনাদারদের কিছু বলার অধিকার আছে। তারপর তিনি তাকে তার (দেওয়া) উটের চেয়ে উত্তম উট পরিশোধ করলেন এবং বললেন, ভালভাবে ঋণ পরিশোধকারী ব্যক্তিই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম।

২৪৩৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَكَانَ عَلَى بَكْرِ صَعْبٍ لِعُمَرَ وَكَانَ يَتَقَدَّمُ النَّبِيَّ ﷺ فَيَقُولُ أَبُوهُ يَاعَبْدُ اللَّهِ لَا يَتَقَدَّمُ النَّبِيَّ ﷺ أَحَدٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بَعْثِيهِ فَقَالَ عُمَرُ هُوَ لَكَ فَاشْتَرَاهُ ثُمَّ قَالَ هُوَ لَكَ يَاعَبْدُ اللَّهِ فَاصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ

২৪৩৬ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র.) ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সফরে তিনি নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলেন এবং তখন তিনি (ইবন উমর) উমর (রা.)-এর একটি অবাধ্য উটে সাওয়ার ছিলেন। উটটি বারবার নবী ﷺ-এর আগে যাচ্ছিল। আর তার পিতা উমর (রা.) তাকে বলছিলেন, হে আবদুল্লাহ! নবী ﷺ-এর আগে আগে চলা কারো জন্য উচিত নয়। তখন নবী ﷺ তাকে (উমর রা.)-কে বললেন, 'এটা আমার কাছে বিক্রি কর। উমর (রা.) বললেন, এটা তো আপনার। তখন তিনি সেটা খরিদ করে বললেন, হে আবদুল্লাহ! এটা (এখন থেকে) তোমার। কাজেই এটা দিয়ে তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পার।।

১৬২০. **بَابُ إِذَا وَهَبَ بَعِيرًا لِرَجُلٍ وَهُوَ رَاكِبُهُ فَهُوَ جَائِزٌ وَقَالَ الْحَمِيدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا لَنَا عُمَرُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سَفَرٍ وَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَغِيرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعُمَرَ بِعْنِيهِ فَبَاعَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ اللَّهِ**

১৬৩০. পরিচ্ছেদ ৪ উটের পিঠে আরোহী কোন ব্যক্তিকে সেই উটটি দান করা জাযিয়। হুমায়দী (র.)..... ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে এক সফরে ছিলাম আর আমি (আমার পিতার) একটি অবাধ্য উটের উপর সাওয়ার ছিলাম। তখন নবী ﷺ উমরকে বললেন, এটা আমার কাছে বিক্রি করে দাও। তিনি তা বিক্রি করলেন। এরপর নবী ﷺ তাকে বললেন, হে আবদুল্লাহ, এটা তোমার

১৬২১. **بَابُ هَدِيَّةٍ مَا يُكْرَهُ لِبِسْهََا**

১৬৩১. পরিচ্ছেদ ৪ এমন কিছু হাদিয়া করা, যা পরিধান করা অপসন্দনীয়

২৪২৭ **حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُلَّةً سِيْرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اشْتَرَيْتَهَا فَلَبِسْتُهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ قَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لَا خَلْقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، ثُمَّ جَاءَتْ حُلَّةٌ فَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ أَكْسَوْتَنِيهَا وَقُلْتُ فِي حُلَّةٍ عَطَارِدٍ مَا قُلْتُ إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لَتَلْبَسَهَا فَكَسَا عُمَرُ أَخَا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا**

২৪৩৭ আবদুল্লাহ ইবন মাসলামা (র.).... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা.) মসজিদের দ্বার প্রান্তে একজোড়া রেশমী বস্ত্র (বিক্রি হতে) দেখে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটা যদি আপনি খরিদ করে নেন এবং তা জুমআর-দিনে ও প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সাক্ষাতের সময়ে পরিধান করতেন। তখন তিনি বললেন, এ তো সে-ই পরিধান করে, আখিরাতে যার কোন হিসসা নেই। পরে (কোন এক সময়) কিছু রেশমী জোড়া আসলে রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখান থেকে উমর (রা.)-কে এক জোড়া দান করলেন। তখন উমর (রা.) বললেন, আপনি এটা আমাকে পরিধান করতে দিলেন অথচ (কয়েক দিন আগে) রেশমী কাপড় সম্পর্কে আপনি যা বলার বলেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি তো এটা তোমাকে নিজে পরিধান করার জন্য দেইনি। তখন উমর (রা.) তা মক্কায় বসবাসকারী তার এক মুশরিক ভাইকে দিয়ে দিলেন।

۲৪২৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا وَجَاءَ عَلَى فُذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ عَلَى بَابِهَا سِتْرًا مَوْشِيًا فَقَالَ مَالِي وَلِلدُّنْيَا فَاتَّاهَا عَلَى فُذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ لِيَأْمُرْنِي فِيهِ بِمَا شَاءَ قَالَ تُرْسَلُ بِهِ إِلَى فُلَانٍ أَهْلُ بَيْتٍ بِهِمْ حَاجَةٌ

২৪৩৮ মুহাম্মদ ইবন জা'ফর (র.).... ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ একদিন ফাতিমার ঘরে গেলেন। কিন্তু ভিতরে প্রবেশ না করে (ফিরে এলে) আলী (রা.) ঘরে এলে তিনি তাকে ঘটনা জানালেন। তিনি আবার নবী ﷺ-এর নিকট বিষয়টি আরয় করলেন। তখন তিনি বললেন, আমি তার দরজায় নকশা করা পর্দা ঝুলতে দেখেছি। দুনিয়ার চাকচিক্যের সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক? আলী (রা.)-এর কাছে এসে ঘটনা খুলে বললেন। (সব শুনে) ফাতিমা (রা.) বললেন, তিনি আমাকে এ সম্পর্কে যা ইচ্ছা নির্দেশ দিন। তখন নবী ﷺ বললেন, অমুক পরিবারের অমুকের কাছে এটা পাঠিয়ে দাও; তাদের বেশ প্রয়োজন আছে।

۲৪৩৯ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ حُلَّةً سِيْرَاءَ فَلَبِسْتُهَا فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَشَقَّقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي

২৪৩৯ হাজ্জাজ ইবন মিনহাল (র.).... আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে একজোড়া রেশমী কাপড় দিলেন। আমি তা পরিধান করলাম। তাঁর মুখমণ্ডলে অসন্তুষ্টির ভাব দেখতে পেয়ে আমি আমার (আত্মীয়া) মহিলাদের মাঝে তা ভাগ করে দিয়ে দিলাম।

۱৬৩২. بَابُ قُبُولِ الْهَدِيَّةِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِسَارَةٍ فَدْخَلَ قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ أَوْ جَبَّارٌ فَقَالَ أَعْطُونَا أَجْرًا وَأَمْدِنَتْ لِيَلْبِي ﷺ شَاةٌ فِيهَا سَمٌ وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ أَهْدَى مَلِكٌ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ ﷺ بَقْلَةً بَيْخَاءَ فَكَسَاهُ بُرْدًا وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِم

১৬৩২. পরিচ্ছেদ : মুশরিকদের হাদিয়া গ্রহণ করা। আবু হুরায়রা (রা.) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ইবরাহীম (আ.) (ত্বী) সারাকে নিয়ে হিজরত কালে এমন এক জনপদে

উপনীত হলেন, যেখানে ছিল এক বাদশাহ অথবা রাবী বলেন প্রতাপশালী শাসক। সে বলল একে (সারাকে) উপহার স্বরূপ হাজিরাকে দিয়ে দাও। নবী ﷺ-কে বিষ মিশানো বকরীর গোশত হাদিয়া দেওয়া হয়েছিলো। আবু হুমাইদ (র.) বলেন, আয়েলার শাসক নবী ﷺ-কে একটি স্বৈত খচ্চর উপহার দিয়েছিলেন, প্রতিদানে তিনি তাকে একটি চাদর দিয়েছিলেন আর সেখানকার শাসক হিসাবে তাকে নিয়োগ পত্র লিখে দিয়েছিলেন।

২৪৬০ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ ﷺ جُبَّةً سُنْدُسٍ وَكَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَرِيرِ فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَمَنَابِئِلُ سَعْدِ بْنِ مَعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ إِنَّ أُكَيْدَرَ نَوْمَةً أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ

২৪৬০ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র.) আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে একটি রেশমী জুব্বা হাদিয়া দেওয়া হলো। অথচ তিনি রেশমী কাপড় ব্যবহারে নিষেধ করতেন। এতে সাহাবীগণ খুশী হলেন। তখন তিনি বললেন, সেই সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, জান্নাতে সাদ ইবন মু'আযের রুমালগুলো এর চেয়ে উৎকৃষ্ট। সাঈদ (র.) কাতাদা (র.)-এর মাধ্যমে আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে দুমার উকাইদির নবী (সা)-কে হাদিয়া দিয়েছিলেন।

২৪৬১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا فَجِئَ بِهَا فَقِيلَ أَلَا تَقْتُلُهَا قَالَ لَا: فَمَارِئْتُ أَعْرِفُ مَا فِي لَهَوَاتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

২৪৬১ আবদুল্লাহ ইবন আবদুল ওয়াহাব (র.)..... আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ইয়াহুদী মহিলা নবী ﷺ-এর খিদমতে বিষ মিশানো বকরী নিয়ে এলো। সেখান থেকে কিছু অংশ তিনি খেলেন এবং (বিষক্রিয়া টের পেয়ে) মহিলাকে হাযির করা হল। তখন বলা হল, আপনি কি একে হত্যার আদেশ দিবেন না? তিনি বললেন, না। আনাস (রা.) বলেন নবী ﷺ-এর (মুখ গহবরের) তালুতে আমি বরাবরই বিষ ক্রিয়ার আলামত দেখতে পেতাম।

২৪৬২ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُمَانَ عَنْ

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ فَإِذَا مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نَحْوُهُ فَعَجِنَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌ طَوِيلٌ بَغْنَمٍ يَسُوقُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْعًا أَوْ عَطِيَّةً أَوْ قَالَ أَمْ هِبَةً قَالَ لَا بَلْ بَيْعٌ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً فَصُنِعَتْ وَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِسَوَادِ الْبَطْنِ أَنْ يُشَوَّى وَائِمَ اللَّهُ مَا فِي الثَّلَاثِينَ وَالْمِائَةِ إِلَّا قَدْ حَزَّ النَّبِيُّ ﷺ لَهُ حُرَّةٌ مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَأَهُ فَجَعَلَ مِنْهَا قَصْعَيْنِ فَآكَلُوا أَجْمَعُونَ وَشَبَعْنَا فَفَضَلَتْ الْقَصْعَتَانِ فَحَمَلْنَاهُ عَلَى الْبَعِيرِ أَوْ كَمَا قَالَ

২৪৪২ আবু নু'মান (র.)..... আবদুর রহমান ইবন আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (কোন এক সফরে) নবী ﷺ-এর সাথে আমরা একশ' ত্রিশজন লোক ছিলাম। সে সময় নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের কারো সাথে কি খাবার আছে? দেখা গেল, এক ব্যক্তির সঙ্গে এক সা' কিংবা তার কমবেশী পরিমাণ খাদ্য (আটা) আছে। সে আটা গোলানো হল। তারপর দীর্ঘ দেহী এলোমেলো চুল বিশিষ্ট এক মুশরিক এক পাল বকরী হাঁকিয়ে নিয়ে এল। নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন। বিক্রি করবে, না, উপহার দিবে? সে বলল না, বরং বিক্রি করব। নবী ﷺ তার কাছ থেকে একটা বকরী কিনে নিলেন। সেটাকে যবেহ করা হলো। নবী ﷺ বকরীর কলিজা ভুনা করার আদেশ দিলেন। আল্লাহর কসম! একশ' ত্রিশজনের প্রত্যেককে নবী ﷺ সেই কলিজার কিছু কিছু করে দিলেন। যে উপস্থিত ছিল, তাকে হাতে দিলেন; আর যে অনুপস্থিত ছিলো। তার জন্য তুলে রাখলেন। তারপর দু'টি পাত্রে তিনি গোশত ভাগ করে রাখলেন। সবাই তৃপ্তির সাথে খেলেন। আর উভয় পাত্রে কিছু উদ্বৃত্ত থেকে গেল। সেগুলো আমরা উটের পিঠে উঠিয়ে নিলাম। অথবা রাবী যা বললেন।

١٦٣٢. بَابُ الْهَدِيَّةِ لِلْمُشْرِكِينَ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

৬৩৩. পরিচ্ছেদ : মুশরিকদেরকে হাদিয়া দেওয়া। আল্লাহ তা'আলার ইরশাদঃ (মুশরিকদের মধ্যে) দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বের করেনি, তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ তো ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালবাসেন (৬০ : ৮)

۲۴৪۳ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَى عُمَرُ حُلَّةً عَلَى رَجُلٍ تَبَاعُ فَقَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ ابْتَغْ هَذِهِ الْحُلَّةَ تَلْبَسُهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَإِذَا جَاءَكَ الْوُقُودُ فَقَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَقَ لَهُ فِي الْأَخِرَةِ فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْهَا بِحُلٍّ فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ مِنْهَا بِحُلَّةٍ فَقَالَ عُمَرُ كَيْفَ أَلْبَسُهَا وَقَدْ قُلْتُ فِيهَا مَا قُلْتَ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسُهَا تَبِيعُهَا أَوْ تَكْسُوهَا فَأَرْسَلَ بِهَا عُمَرُ إِلَى أَخِي لَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ

২৪৪৬ খালিদ ইবন মাখলাদ (র.)...ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা.) জনৈক ব্যক্তিকে রেশমী কাপড় বিক্রি করতে দেখে নবী ﷺ-কে বললেন, এ জোড়াটি খরিদ করে নিন। জুমু'আর দিন এবং যখন আপনার খিদমতে কোন প্রতিনিধি দল আসে, তখন তা পরিধান করবেন। তিনি বললেন, এসব তো তারাই পরিধান করে, যাদের আখিরাতে কোন হিসসা নেই। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কয়েক জোড়া রেশমী কাপড় এলো। সেগুলো থেকে একটি জোড়া তিনি উমর (রা.)-এর কাছে পাঠালেন। তখন উমর (রা.) বলেন, এটা আমি কিভাবে পরিধান করব। অথচ এ সম্পর্কে আপনি যা বলার বলেছেন। এতে তিনি বললেন, এটা তোমাকে আমি পরিধান করার জন্য দেইনি। হয় এটা বিক্রি করে দিবে, নয় কাউকে দিয়ে দিবে। তখন উমর (রা.) সেটা মক্কায় বসবাসকারী তাঁর এক (দুধ) ভাইকে ইসলাম গ্রহণের আগে হাদিয়া পাঠালেন।

۲৪৪৪ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ قَدِمْتُ عَلَى أُمِّی وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاسْفَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقُلْتُ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَاصِلُ أُمِّی قَالَ نَعَمْ صِلِي أُمَّكَ

২৪৪৪ উবায়দ ইবন ইসমাঈল (র.)..... আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যামানায় আমার আত্মা মুশরিক অবস্থায় আমার কাছে এলেন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে ফাতওয়া চেয়ে বললাম তিনি আমার প্রতি খুবই আকৃষ্ট, এমতাবস্থায় আমি কি তার সাথে সদাচরণ করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ তুমি তোমার মায়ের সঙ্গে সদাচরণ করবে।

۱۶۳৪. بَابُ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي مِثْبَتِهِ وَصَدَقْتَهُ

২৪৪৫ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَشُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ

২৪৪৫ মুসলিম ইবন ইবরাহীম (র.).... ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, দান করার পর যে তা ফিরিয়ে নেয়, সে ঐ ব্যক্তির মতই, যে বমি করে তা আবার খায়।

২৪৪৬ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الَّذِي يَعُودُ فِي هَبْتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ

২৪৪৬ আবদুর রহমান ইবন মুবারক (র.).... ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, নিকৃষ্ট উপমা দেওয়া আমাদের জন্য শোভনীয় নয় (তবু বলতে হয়), যে দান করে তা ফিরিয়ে নেয়, সে ঐ কুকুরের মত, যে বমি করে তা আবার খায়।

২৪৪৭ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ مِنْهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَا تَشْتَرِهِ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدَرْهِمْ وَاحِدٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ

২৪৪৭ ইয়াহুহইয়া ইবন কাযা'আ (র.).... উমর ইবন খাতাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তিকে আমি আমার একটি ঘোড়া আল্লাহর রাস্তায় আরোহণের জন্য দান করলাম। ঘোড়াটি যার কাছে ছিল, সে তার চরম অযত্ন করল। তাই সেটা আমি তার কাছ থেকে কিনে নিতে চাইলাম, আমার ধারণা ছিল যে, সে তা কম দামে বিক্রি করবে। এ সম্পর্কে নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, এক দিরহামের বিনিময়েও যদি সে তোমাকে তা দিতে রাযী হয় তবু তুমি তা কিনবে না। কেননা, সাদকা করার পর যে তা ফিরিয়ে নেয়, সে ঐ কুকুরের ন্যায়, যে বমি করে আবার তা খায়।

۲৪৪۸ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُسُفَ أَنْ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ بَنِي صُهَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ جَدْعَانَ ادَّعَوْا بَيْتَيْنِ وَحَجْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَى ذَلِكَ صُهَيْبًا فَقَالَ مَرُوانُ مَنْ يَشْهَدُ لَكُمْ عَلَى ذَلِكَ قَالُوا ابْنُ عُمَرَ فَدَعَاهُ فَشَهِدَ لَا أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صُهَيْبًا بَيْتَيْنِ وَحَجْرَةً فَقَضَى مَرُوانُ بِشَهَادَتِهِمْ لَهُمْ

২৪৪৮ ইব্রাহীম ইবন মূসা (র.).... আবদুল্লাহ ইবন উবায়দুল্লাহ ইবন আবু মুলায়কা (র.) থেকে বর্ণিত 'তিনি বলেন, ইবন জুদ'আনের আযাদকৃত গোলাম সুহাইবের সন্তান দু'টি ঘর ও একটি কামরা রাসূলুল্লাহ ﷺ সুহায়ব (রা.)-কে দান করেছিলেন বলে দাবী জানান। (মদীনার গভর্নর) মারওয়ান (র.) তখন বললেন, এ ব্যাপারে তোমাদের পক্ষে কে সাক্ষী দিবে? তারা বলল, ইবন উমর (রা.) (আমাদের হয়ে সাক্ষী দিবেন) মারওয়ান (র.) তখন ইবন উমর (রা.)-কে ডেকে পাঠালেন। তিনি এ মর্মে সাক্ষী দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সুহায়ব (রা.)-কে দু'টি ঘর ও একটি কামরা দান করেছিলেন। তাদের স্বপক্ষে ইবন উমরের সাক্ষী অনুযায়ী মারওয়ান ফায়সালা করলেন।

۱۶۳۶. بَابُ مَا قِيلَ فِي الْعُمَرَى وَالرُقْبَى أَعْمَرْتُهُ الدَّارَ فَهِيَ عُمَرَى جَعَلْتُهَا لَهُ اسْتَعْمَرَكَمُ فِيهَا جَعَلَكُمْ عَمَارًا

১৬৩৬. পরিচ্ছেদ : উমরা ও রুক্বা'র সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে।
অর্থাৎ বাড়ীটি তাকে (তার জীবনকাল পর্যন্ত) দান করে দিলাম। আল্লাহর বাণী :
তোমাদেরকে তিনি তাতে বসবাস করিয়েছেন (১১ : ৬১)

۲৪৪৯ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالْعُمَرَى أَنَّهَا لِمَنْ وَهَبَتْ لَهُ

২৪৪৯ আবু নু'আঈম (র.)..... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী ﷺ উমরা (বস্তু) সম্পর্কে ফায়সালা দিয়েছেন যে, যাকে দান করা হয়েছে, সে-ই সেটার মালিক হবে।

۲৪৫০ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هَمَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنِي النَّضْرُ بْنُ أَنَسٍ

১. উমরা : কাউকে কোন জিনিস দান করার সময় বলা যে, তোমার জীবন পর্যন্ত এটি তোমাকে দিলাম। রুক্বা'র অর্থ এই শর্তে কাউকে বাড়ীতে বসবাস করতে দেওয়া। দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে যে দীর্ঘায়ু হবে, সে-ই এই বাড়ীর মালিক হবে।

عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعُمَرَى جَائِزَةٌ وَقَالَ عَطَاءٌ حَدَّثَنِي جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ

২৪৫০ হাফস ইবন উমর (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, উমরা জায়য। 'আতা (র.) বলেন, জাবির (রা) আমাকে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস শুনিয়েছেন।

১৬২৭. بَابُ مَنْ اسْتَعَارَ مِنَ النَّاسِ الْفَرَسَ وَالْذَّابَّةَ وَغَيْرَهَا

১৬৩৭. পরিচ্ছেদ : কারো কাছ থেকে ঘোড়া, চতুষ্পদ জন্তু বা অন্য কোন কিছু ধার নেওয়া

۲۴۵۱ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَعَلَيْهَا دِرْعُ قِطْرِ ثَمَنُ خُمْسَةِ دَرَاهِمَ، فَقَالَتْ أَرْفَعُ بَصْرَكَ إِلَى جَارِيَتِي أَنْظُرَ إِلَيْهَا فَإِنَّمَا تَزُولِي أَنْ تَلْبَسِي فِي الْبَيْتِ وَقَدْ كَانَ لِي مِنْهُنَّ دِرْعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَا كَانَتْ امْرَأَةً تَقِينُ بِالْمَدِينَةِ إِلَّا أَرْسَلْتُ إِلَى تَسْتَعِيرُهَا

২৪৫১ আদম (র.).... কাতাদা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস (রা.)-কে বলতে শুনেছি, মদীনায একবার শত্রুর আক্রমণের ভয় ছড়িয়ে পড়ল। নবী ﷺ তখন আবু তালহা (রা.)-এর কাছ থেকে একটি ঘোড়া ধার নিলেন এবং তাতে সাওয়ার হলেন। ঘোড়াটির নাম ছিল মানুদব। তারপর (মদীনা টহল দিয়ে) ফিরে এসে তিনি বললেন, কিছুই তো দেখতে পেলাম না, তবে এই ঘোড়াটিকে আমি সমুদ্রের তরঙ্গের মত পেয়েছি।

১৬২৮. بَابُ الْإِسْتِعَارَةِ لِلْعَرُوسِ عِنْدَ الْبَنَاءِ

১৬৩৮. পরিচ্ছেদ : বাসর সজ্জার সময় নব দম্পতির জন্য কোন কিছু ধার করা

۲۴۵۲ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَعَلَيْهَا دِرْعُ قِطْرِ ثَمَنُ خُمْسَةِ دَرَاهِمَ، فَقَالَتْ أَرْفَعُ بَصْرَكَ إِلَى جَارِيَتِي أَنْظُرَ إِلَيْهَا فَإِنَّمَا تَزُولِي أَنْ تَلْبَسِي فِي الْبَيْتِ وَقَدْ كَانَ لِي مِنْهُنَّ دِرْعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَا كَانَتْ امْرَأَةً تَقِينُ بِالْمَدِينَةِ إِلَّا أَرْسَلْتُ إِلَى تَسْتَعِيرُهَا

২৪৫২ আবু নু'আইম (র.).... আয়মান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আয়িশা (রা.)-এর নিকট আমি হাযির হলাম। তাঁর গায়ে তখন পাঁচ দিরহাম মূল্যের মোটা কাপড়ের কামিজ ছিল। তিনি আমাকে বললেন, আমার এ বাঁদীটার দিকে চোখ তুলে একটু তাকাও, ঘরের ভিতরে এটা পরতে সে অপসন্দ

করে। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যামানায় মদীনার মেয়েদের মধ্যে আমারই শুধু একটি কামিজ ছিল। মদীনায় কোন মেয়েকে বিয়ের সাজে সাজাতে গেলেই আমার কাছে কাউকে পাঠিয়ে ঐ কামিজটি চেয়ে নিত (সাময়িক ব্যবহারের জন্য)।

১৬৩৯. بَابُ فَضْلِ الْمَنِحَةِ

১৬৩৯. পরিচ্ছেদ : মানীহা^১ অর্থাৎ দুধ পানের জন্য উট বা বকরী দেওয়ার ফযীলত

২৪৫৩ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ نِعَمَ الْمَنِحَةُ اللَّيْقَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً وَالشَّاءُ الصَّفِيُّ تَغْدُو بِإِنَاءٍ وَتَرُوحُ بِإِنَاءٍ

২৪৫৩ ইয়াহুইয়া ইবন বুকাযর (র.) আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মানীহা হিসাবে অধিক দুধেল উটনী ও অধিক দুধেল বকরী কতইনা উত্তম, যা সকালে বিকালে, পাত্র ভর্তি দুধ দেয়।

২৪৫৪ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفٍ وَاسْمَعِيلُ عَنْ مَالِكٍ قَالَ نِعَمَ الصَّدَقَةُ

২৪৫৪ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ ও ইসমাঈল (র.) হাদীসটি মালিক (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন, এতে তিনি বলেন, সাদকা হিসাবে কতইনা উত্তম (দুধেল উটনী, যা মানীহা হিসাবে দেওয়া হয়)।

২৪৫৫ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ مِنْ مَكَّةَ وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ وَكَانَتْ الْأَنْصَارُ أَهْلُ الْأَرْضِ وَالْعَقَارِ فَقَاسَمَهُمُ الْأَنْصَارُ عَلَى أَنْ يُعْطَوْهُمْ ثَمَارَ أَمْوَالِهِمْ كُلِّ عَامٍ وَيَكْفُوهُمْ الْعَمَلَ وَالْمَوْنَةَ، وَكَانَتْ أُمُّهُ أُمُّ أَنَسٍ أُمُّ سُلَيْمٍ كَانَتْ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، فَكَانَتْ أَعْطَتْ أُمُّ أَنَسٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِذَاقًا فَأَعْطَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أُمُّ أَيُّمَنَ مَوْلَاتِهِ أُمُّ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي أَنَسٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا فَرَغَ مِنْ قَتْلِ أَهْلِ خَيْبَرَ وَأَنْصَرَفَ إِلَى الْمَدِينَةِ رَدَّ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى الْأَنْصَارِ مَنَاحِيَهُمُ الَّتِي كَانُوا مَنَحُوهُمْ مِنْ ثَمَارِهِمْ فَردَّ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أُمِّهِ عِذَاقَهَا فَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمُّ أَيُّمَنَ

১. মানীহা' ঐ দুগ্ধবতী জন্তুকে বলা হয় যা কাউকে দুধ পান করার জন্য দেওয়া হয় এবং দুধ পান শেষে মালিকের নিকট ফেরত দেওয়া হয়। (আইনী)

مَكَانَهُنَّ مِنْ حَائِطِهِ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَيْبٍ أَخْبَرَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ بِهَذَا وَقَالَ مَكَانَهُنَّ مِنْ خَالِصِهِ

২৪৫৫ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র.).... আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা থেকে মদীনায হিজরতের সময় মুহাজিরদের হাতে কোন কিছু ছিল না। অন্য দিকে আনসারগণ ছিলেন জমি ও ভূসম্পত্তির অধিকারী। তাই আনসারগণ এই শর্তে মুহাজিরদের সাথে ভাগাভাগি করে নিলেন যে, প্রতি বছর তারা (মুহাজিররা)-এর উৎপন্ন ফল ও ফসলের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ তাদের (আনসারদের) দিবেন আর তারা এ কাজে শ্রম দিবে ও দায়দায়িত্ব নিবে। আনাসের মা উম্মু সুলাইম (রা.) ছিলেন আবদুল্লাহ ইব্ন আবু তালহার মা। আনাসের মা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে (ফল ভোগ করার জন্য) কয়েকটি খেজুর গাছ দিয়ে ছিলেন। আর নবী ﷺ সেগুলো তাঁর আযাদকৃত বান্দী উসামা ইব্ন যায়দের মা উম্মু আয়মানকে দান করে দিয়েছিলেন। ইব্ন শিহাব (র.) বলেন, আনাস (রা.) আমাকে বলেছেন যে, নবী ﷺ খায়বারে ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধে লড়াই শেষে মদীনায ফিরে এলে মুহাজিরগণ আনসারদেরকে তাদের অস্থায়ী দানের সম্পত্তি ফিরিয়ে দিলেন; যেগুলো ফল ও ফসল ভোগ করার জন্য তারা মুহাজিরদের দান করেছিলেন। নবী ﷺ ও তাঁর (আনাসের) মাকে তার খেজুর গাছগুলো ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্মু আয়মানকে ঐ গাছগুলোর পরিবর্তে নিজ বাগানের কিছু অংশ দান করলেন। আহমদ ইব্ন শাবীব (র.) বলেন, আমার পিতা আমাদেরকে ইউনুসের সূত্রে এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন এবং- حَائِطُهُ - এর স্থলে- خَالِصِهِ বলেছেন, যার অর্থ নিজ ভূমি থেকে।

২৪৫৬ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةٍ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعُونَ خَصْلَةً أَعْلَاهُنَّ مَنِيحَةُ الْغَنَزِ، مِمَّنْ عَامِلٌ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءً ثَوَابِهَا، وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا إِلَّا أَنْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ، قَالَ حَسَّانُ فَعَدَدْنَا مَا دُونَ مَنِيحَةِ الْغَنَزِ، مِنْ رِزْقِ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِمَاطَةِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَنَحْوِهِ، فَمَا اسْتَطَعْنَا أَنْ نَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً

২৪৫৬ মুসাদ্দাদ (র.).... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, (আল্লাহ তা'আলার বিশেষ প্রিয়) চল্লিশটি স্বভাবের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট হলো দুধ পান করার জন্য কাউকে বকরী দেওয়া। কোন বান্দা যদি সওয়াবের আশায় এবং পুরস্কার দানের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস রেখে উক্ত চল্লিশ স্বভাবের যে কোন একটির উপরে আমল করে তবে আল্লাহ অবশ্যই তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। হাস্‌সান (র.) বলেন, দুধেল বকরী মানীহা দেওয়া ছাড়া আর যে কয়টি স্বভাব আমরা গণনা করলাম, সেগুলো হলো সালামের উত্তর দেওয়া, হাঁচি দাঁতার হাঁচির উত্তরে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা, (চলাচলের) পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো ইত্যাদি। কিন্তু আমরা পনেরটি স্বভাবের বেশী গণনা করতে সক্ষম হলাম না।

২৪৫৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ لِرَجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرْضَيْنِ فَقَالُوا نُوَاجِرُهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَالنِّصْفِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ * وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي الرَّهْزِيُّ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ الْهَجْرَةِ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّ الْهَجْرَةَ شَأْنُهَا شَدِيدٌ فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتَطِيْ صَدَقَتَهَا قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَهَلْ تَمْنَعُ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ نَعَمْ فَتَحْلُبْهَا يَوْمَ وَرَدِهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبَحَارِ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتْرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا

২৪৫৭ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র.).... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে কিছু লোকের অতিরিক্ত ভূসম্পত্তি ছিল। তারা পরস্পর পরামর্শ করে ঠিক করলো যে এগুলো আমরা তিন ভাগের এক ভাগ, চার ভাগের এক ভাগ বা অর্ধেক হিসাবে ইজারা দিবে। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কারো অতিরিক্ত জমি থাকলে হয় সে নিজেই চাষ করবে, কিংবা তার ভাইকে তা (চাষ করতে) দিবে। আর তা না করতে চাইলে তা নিজের কাছেই রেখে দিবে। মুহাম্মাদ ইব্ন ইউসুফ (র.).... আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক বেদুঈন নবী ﷺ -এর কাছে এসে হিজরত সম্পর্কে জানতে চাইল। তিনি তাকে বললেন, থাম! হিজরতের ব্যাপার সুকঠিন। (তার চেয়ে বরং বল) তোমার কি উট আছে? সে বলল, হ্যাঁ আছে। তিনি বললেন, তুমি কি এর সাদকা (যাকাত) আদায় করে থাক? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি দুধ পানের জন্য এগুলো মানীহা হিসাবে দিয়ে থাকো সে বলল, হ্যাঁ। আবার তিনি প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা! পানি পান করানোর (ঘাটে সমবেত অভাবী লোকদের মাঝে বিতরণের জন্য) উটগুলো দোহন করো কি? সে বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি ইরশাদ করলেন, এ যদি হয় তাহলে সাগরের ওপারে হলেও অর্থাৎ তুমি যেখানে থাক আমল করতে থাক। আল্লাহ তোমার আমলের প্রতিদানে কম করবেন না।

২৪৫৮ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو عَنْ طَاوُسٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ إِلَى أَرْضٍ تَهْتَرُ زُرْعًا، فَقَالَ لِمَنْ هَذِهِ فَقَالُوا اكْتَرَاهَا فَلَنْ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لَوْ مَنَحَهَا إِيَّاهُ كَانَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْرًا مَعْلُومًا

২৪৫৮ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.)... ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ একবার এক জমিতে গেলেন, যার ফসলগুলো আন্দোলিত হচ্ছিল। তিনি জানতে চাইলেন, কার (ফসলের) জমি? লোকেরা বলল, (অমুক ব্যক্তির কাছে থেকে) অমুক ব্যক্তি এটি ইজারা নিয়েছে। তিনি

বললেন, জমিটার নির্দিষ্ট ভাড়া গ্রহণ না করে সে যদি তাকে সাময়িকভাবে তা দিয়ে দিত তবে সেটাই হতো তার জন্য উত্তম।

১৬৬০. **بَابُ إِذَا قَالَ أَخْدَمْتُكَ هَذِهِ الْجَارِيَةُ عَلَى مَا يَتَعَارَفُ النَّاسُ فَهُوَ جَائِزٌ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ هَذِهِ عَارِيَةٌ وَإِنْ قَالَ كَسَوْتُكَ هَذَا الثَّوبَ فَهُوَ هِبَةٌ**

১৬৪০. পরিচ্ছেদ : প্রচলিত অর্থে কেউ যদি কাউকে বলে এই বান্দিটি তোমার সেবার জন্য দান করছি, তা হলে তা জায়িম। কোন কোন ফিকাহ বিশারদ বলেন, এটা আরিয়ত হবে। তবে কেউ যদি বলে, এ কাপড়টি তোমাকে পরিধান করতে দিলাম, তবে তা হিবা হবে

২৬৫৭ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بِسَارَةٍ فَأَعْطَوْهَا أَجْرَ فَرَجَعَتْ فَقَالَ لَشَعَرْتُ أَنَّ اللَّهَ كَبَتَ الْكَافِرَ وَأَخْدَمَ وَابِدَةً وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ

২৪৫৯ আবুল ইয়ামান (র.)....আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বর্ণিত গ্রন্থ হতে বলেছেন, ইবরাহীম (আ.) (স্ত্রী) সারাকে সাথে নিয়ে হিজরত করলেন। (পথে এক জনপদের) লোকেরা সারার উদ্দেশ্যে হাজিরাকে হাদিয়া দিলেন। তিনি ফিরে এসে (ইবরাহীমকে) বললেন, আপনি কি জেনেছেন; কাফিরকে আল্লাহ পরাস্ত করেছেন এবং সেবার জন্য একটি বালিকা দান করেছেন। ইবন সীরীন (র.) আবু হুরায়রা (রা.)-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে, বর্ণনা করেন, তারপর (সেই কাফির) সারার সেবার উদ্দেশ্যে হাজিরাকে দান করলো।

১৬৬১. **بَابُ إِذَا حَمَلَ رَجُلًا عَلَى فَرَسٍ فَهُوَ كَالْعُمْلَى وَالْحَدَقَةِ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا**

১৬৪১. পরিচ্ছেদ : কেউ কাউকে আরোহণের জন্য ঘোড়া দান করলে তা উমরা (عُمَرَى) ও সাদকা বলেই গণ্য হবে। আর কোন কোন ফিকাহ বিশারদ বলেন, দাতা তা ফিরিয়ে নিতে পারে।

২৬৬০ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَرَأَيْتُهُ يُبَاعُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَا تَشْتَرِ وَلَا تَعْدُ فِي صَدَقَتِكَ

২৪৬০ হুমায়দী (র.)...উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি একটি লোককে আল্লাহর পথে বাহন হিসাবে একটি ঘোড়া দিলাম। কিন্তু পরে তা বিক্রি হতে দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেন, এটা খরিদ করো না এবং সাদকাকৃত মাল ফিরিয়ে নিও না।

كِتَابُ الشُّهُادَاتِ

অধ্যায় : শাহাদাত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

অধ্যায় : শাহাদাত

١٦٤٢ بَابُ فِي الثَّبِيَةِ عَلَى الْمُدْعَى لِقَوْلِهِ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَقَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا

১৬৪২. পরিচ্ছেদ : বাঁদীকেই প্রমাণ পেশ করতে হবে। মহান আল্লাহর বাণী : হে মু'মিনগণ! তোমরা যখন একে অন্যের সাথে নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের কারবার কর তখন তা লিখে রাখবে ----- (২ : ২৮২) এবং মহান আল্লাহর বাণী : হে মু'মিনগণ! তোমরা ন্যায় বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর সাক্ষীরূপ যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতামাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়;..... আল্লাহ তার সম্যক খবর রাখেন। (৪ : ১৩৫)

١٦٤٣. بَابُ إِذَا عَدَلَ رَجُلٌ أَحَدًا فَقَالَ لَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا أَوْ مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا

১৬৪৩. পরিচ্ছেদ : কেউ যদি কারো সত্যতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে বলে, একে তো ভালো বলেই জানি অথবা বলে যে, -এর সম্পর্কে তো ভালো ছাড়া কিছু জানি না

٢٤٦١ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةُ بْنُ قَاصٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَبَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا قَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيًّا وَأَسَامَةَ حِينَ اسْتَلْبِثَ الْوَحْيُ يَسْتَأْمِرُ هُمَا فِي

فَرَأَى أَهْلَهُ ، فَأَمَّا أُسَامَةُ فَقَالَ : أَهْلُكَ وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا ، وَقَالَتْ بَرِيرَةُ إِنَّ رَأَيْتُ عَلَيْهَا
 أَمْرًا أَغْمَصَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَنَّهَا حَدِيثُ السِّنِّ تَنَامُ عَنْ عَجِيزٍ أَهْلِهَا ، فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ
 فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يَعْذِرْنِي مِنْ رَجُلٍ يَلْغِي أَدَاهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْ
 أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا

[২৪৬৯] হাজ্জাজ (র.)..... ইবন শিহাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার নিকট 'আয়িশা (রা.)-এর ঘটনা সম্পর্কে উরওয়া, ইবন মুসায়্যাব, আলকামা, ইবন ওয়াক্কাস এবং উবায়দুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেছেন, তাদের বর্ণিত হাদীসের এক অংশ অন্য অংশের সত্যতা প্রমাণ করে, যা অপবাদকারীরা 'আয়িশা (রা.) সম্পর্কে রটনা করেছিল। এদিকে ওয়াহী অবতরণ বিলম্বিত হলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী ও উসামা (রা.)-কে স্বীয় সহধর্মিণীকে পৃথক রাখার ব্যাপারে পরামর্শের জন্য ডেকে পাঠালেন। উসামা (রা.) তখন বললেন, আপনার স্ত্রী সম্পর্কে ভাল ছাড়া কিছুই আমরা জানি না। আর বারীরা (রা.) বললেন, তার সম্পর্কে একটি মাত্র কথাই আমি জানি, তা এই যে, অল্প বয়স হওয়ার কারণে পরিবারের লোকদের জন্য আটা খামির করার সময় তিনি ঘুমিয়ে পড়েন আর সেই ফাঁকে বকরী এসে তা খেয়ে ফেলে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন, সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে কে আমাকে সাহায্য করবে; যার জ্বালাতন আমার পারিবারিক ব্যাপারে আমাকে আঘাত হেনেছে? আল্লাহর কসম আমার সহধর্মিণী সম্পর্কে আমি ভাল ছাড়া অন্য কিছু জানি না। আর এমন এক ব্যক্তির কথা তারা বলে, যার সম্পর্কে আমি ভাল ছাড়া অন্য কিছু জানি না।

١٦٤٤. بَابُ شَهَادَةِ الْمُخْتَبِيِّ وَأَجَازَةِ عَمْرٍ بِنِ حُرَيْثٍ قَالَ وَكَذَلِكَ يُفَعَّلُ
 بِالْكَاذِبِ الْفَاجِرِ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَابْنُ سَيَرِينَ وَعَطَاءٌ وَقَتَادَةُ السَّمْعُ شَهَادَةٌ
 وَقَالَ الْحَسَنُ يَقُولُ لَمْ يُشْهِدُونِي عَلَى شَيْءٍ وَلَكِنْ سَمِعْتُ كَذَا وَكَذَا

১৬৪৪. পরিচ্ছেদ : অন্তরালে অবস্থানকারী ব্যক্তির সাক্ষ্যদান। আমার ইবন হুরায়স (র.) এ ধরনের সাক্ষ্য বৈধ বলে মত প্রকাশ করেছেন, তিনি বলেন, পাপাচারী মিথ্যুক লোকের বিরুদ্ধে এরূপ সাক্ষ্য গ্রহণ করা যেতে পারে। ইমাম শা'বী, ইবন সীরীন, 'আতা' ও কাতাদা (র.) বলেন, শুনতে পেলেই সাক্ষী হওয়া যায়। হাসান বসরী (র.) বলেন, (এরূপ ক্ষেত্রে সে বলবে) আমাকে এরা সাক্ষী বানায়নি, তবে আমি এরূপ এরূপ শুনেছি।

٢٤٦٢ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَالِمٌ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ

عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ ائْتَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبَى بْنُ كَعْبٍ الْأَنْصَارِيُّ يُؤْمَانِ النَّخْلَ الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ حَتَّى إِذَا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ طَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْتَرِي بِجُنُوعِ النَّخْلِ وَهُوَ يَخْتَلِ أَنْ يَسْمَعَ مِنْ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ وَابْنُ صَيَّادٍ مُسْتَطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْرَمَةٌ أَوْ زَمْزَمَةٌ فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ النَّبِيَّ ﷺ هُوَ يَقْتَرِي بِجُنُوعِ النَّخْلِ ، فَقَالَ لِابْنِ صَيَّادٍ آئِي صَافٍ هَذَا مُحَمَّدٌ ، فَتَنَاهَى ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ تَرَكْتَهُ بَيْنَ

২৪৬২ আবুল ইয়ামান (র.).... আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিন বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও উবাই ইবন কাআব আনসারী (রা.) সেই খেজুর বাগানের উদ্দেশ্যে রওযানা হলেন, যেখানে ইবন সাইয়াদ থাকত। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন (বাগানে) প্রবেশ করলেন, তখন তিনি সতর্কতার সাথে খেজুর শাখার আড়ালে আড়ালে চললেন। তিনি চাচ্ছিলেন, ইবন সাইয়াদ তাঁকে দেখে ফেলার আগেই তিনি তার কোন কথা শুনে নিবেন। ইবন সাইয়াদ তখন চাদর মুড়ি দিয়ে বিছানায় শায়িত ছিলো। আর গুন গুন বা (রাবী বলেছেন) গুমগুমভাবে কিছু বলছিল। এ সময় ইবন সাইয়াদের মা নবী ﷺ -কে খেজুর শাখার আড়ালে আড়ালে সতর্কতার সাথে আসতে দেখে ইবন সাইয়াদকে বলল, হে সাফ! (নামের সংক্ষেপ) এই যে মুহাম্মাদ! তখন ইবন সাইয়াদ চুপ হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে (তার মা) যদি (কিছু না বলে) তাকে নিজের অবস্থায় ছেড়ে দিত, তাহলে (তার প্রকৃত অবস্থা আমাদের সামনে) প্রকাশ পেয়ে যেত।

২৪৬৩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ رِفَاعَةَ الْقُرْظِي النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَقْنِي فَأَبَتْ فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الرَّبِيعِ فَأَنِمَا مَعَهُ مِثْلُ هَذِهِ الثُّوبِ ، فَقَالَ أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذَوَّقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذَوَّقَ عُسَيْلَتَكَ وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ الْعَاصِ بِالثَّابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ ، فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَسْمَعُ إِلَى هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ

২৪৬৩ আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ (র.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রিফাআ কুরাযীর স্ত্রী নবী ﷺ -এর নিকট এসে বলল, আমি রিফা'আর স্ত্রী ছিলাম। কিন্তু সে আমাকে বায়েন তালাক

দিয়ে দিল। পরে আমি আবদুর রহমান ইবন যুবাইর কে বিয়ে করলাম। কিন্তু তার সাথে রয়েছে কাপড়ের আঁচলের মত নরম কিছু (অর্থাৎ সে পুরুষত্বহীন) তখন নবী ﷺ বললেন, তবে কি তুমি রিফা'আর কাছে ফিরে যেতে চাও? না, তা হয় না, যতক্ষণ না তুমি তার মধুর স্বাদ গ্রহণ করবে আর সে তোমার মধুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আবু বকর (রা) তখন তাঁর কাছে বসা ছিলেন। আর খালিদ ইবন সাদ্দ ইবন 'আস (রা.) দ্বারপ্রান্তে প্রবেশের অনুমতির অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি বললেন, হে আবু বকর! মহিলা নবী ﷺ-এর দরবারে উচ্চৈঃস্বরে যা বলছে, তা কি আপনি শুনতে পাচ্ছেন না?

১৬৬৫. **بَابُ إِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ : أَوْ شَهِدَ بِشَيْءٍ فَقَالَ أَخْرُؤُنْ مَا عَلِمْنَا ذَلِكَ يُحْكَمْ بِقَوْلِ مَنْ شَهِدَ ، قَالَ الْحَمِيدِيُّ هَذَا كَمَا أَخْبَرَ بِلَالٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي الْكَعْبَةِ ، وَقَالَ الْفَضْلُ لَمْ يُصَلِّ ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِشَهَادَةِ بِلَالٍ ، كَذَلِكَ إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنْ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ أَلْفٌ دِرْهَمٌ وَشَهِدَ أُخْرَانِ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ يُقْضَى بِالزِّيَادَةِ**

১৬৪৫. পরিচ্ছেদ : এক বা একাধিক ব্যক্তি কোন বিষয়ে সাক্ষ্য দিলে আর অন্যরা বলে যে, আমরা এ বিষয়ে জানি না সেক্ষেত্রে সাক্ষ্যদাতার বক্তব্য মুতাবিক ফায়সালা করা হবে। হুমায়দী (র) বলেন এটা ঠিক, যেমন বিলাল (রা) খবর দিয়েছিলেন যে, (মক্কা বিজয়ের দিন) নবী ﷺ কা'বার অভ্যন্তরে সালাত আদায় করেছেন। পক্ষান্তরে ফযল (রা.) বলেছেন, তিনি (কা'বা অভ্যন্তরে) সালাত আদায় করেন নি। বিলালের সাক্ষ্যকেই লোকেরা গ্রহণ করেছে। তদ্রূপ দু'জন সাক্ষী যদি অমুক অমুকের কাছে এক হাজার দিরহাম পাবে বলে সাক্ষ্য দেয় আর অন্য দু'জন দেড় হাজার পাবে বলে সাক্ষ্য দেয়, তাহলে অধিক পরিমাণের অনুকূলেই ফায়সালা দেওয়া হবে।

২৬৬৬. **حَدَّثَنَا حِبَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةَ لَابِي إِهَابِ ابْنِ عَزِيزٍ فَاتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالتَّتِي تَزَوَّجَ فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ مَا أَعْلَمُ أَنَّكَ أَرْضَعْتَنِي وَلَا أَخْبَرْتَنِي فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي إِهَابٍ فَسَأَلَهُمْ فَقَالُوا مَا عَلِمْنَا أَرْضَعْتَ صَاحِبَتَنَا فَرَكِبَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ فَفَارَقَهَا وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ**

শাহাদাত

২৪৬৪ হিব্বান (র.).... উকবা ইব্ন হারিছ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আবু ইহাব ইব্ন আযীযের কন্যাকে বিয়ে করলেন। পরে জনৈক মহিলা এসে বলল, আমি তো উকবা এবং যাকে সে বিয়ে করেছে দু'জনকেই দুধ পান করিয়েছি। উকবা (রা.) তাকে বললেন, এটা তো আমার জানা নেই যে, আপনি আমাকে দুধ পান করিয়েছেন আর আপনিও এ বিষয়ে আমাকে অবহিত করেননি। এরপর আবু ইহাব পরিবারের কাছে লোক পাঠিয়ে তিনি তাদের কাছে (এ সম্পর্কে) জানতে চাইলেন। তারা বলল, সে আমাদের মেয়েকে দুধ পান করিয়েছে বলে তো আমাদের জানা নেই। তখন তিনি মদীনার উদ্দেশ্যে সাওয়ার হলেন এবং নবী ﷺ এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যখন একুপ বলা হয়েছে তখন এটা (আবু ইহাবের কন্যাকে বিয়ে করা) কিভাবে সম্ভব? তখন উকবা (রা.) তাকে ত্যাগ করলেন। আর সে অন্য জনকে বিয়ে করল।

১৬৬১. **بَابُ الشَّهَادَةِ الْعَدُولِ ، وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنْكُمْ**
وَمِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَادَةِ

১৬৪৬. পরিচ্ছেদ : ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী প্রসঙ্গে : আল্লাহ তা'আলার বাণী : তোমরা তোমাদের ন্যায়পরায়ণ দু'জন লোককে সাক্ষী রাখবে (৬৫ : ২)। (আল্লাহর বাণী) সাক্ষীদের মধ্যে যাদের উপর তোমরা রাযী তাদের মধ্যে। (২ : ২৮২)

২৬৬০ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنَّ أَنَسًا كَانُوا يُؤَخِّنُونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمْ الْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ ، فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا أَمِنَاهُ وَقَرَّبْنَاهُ ، وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ اللَّهُ مُحَاسِبُهُ فِي سَرِيرَتِهِ وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا لَمْ نَأْمَنَهُ وَلَمْ نَصِدِّقْهُ ، وَإِنْ قَالَ إِنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةٌ

২৪৬৫ হাকাম ইব্ন নাফি' (র.).... উমর ইব্ন খাতাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যামানায় কিছু লোককে ওয়াহীর ভিত্তিতে পাকড়াও করা হত। এখন যেহেতু ওয়াহী বন্ধ হয়ে গেছে, সেহেতু এখন আমাদের সামনে তোমাদের যে ধরনের আমল প্রকাশ পাবে, সেগুলোর ভিত্তিতেই আমরা তোমাদের বিচার করবো। কাজেই যে ব্যক্তি আমাদের সামনে ভালো প্রকাশ করবে তাকে আমরা নিরাপত্তা দান করবো এবং কাছে টানবো, তার অন্তরের বিষয়ে আমাদের কিছু করণীয় নেই। আল্লাহ্ তা'আলার অন্তরের বিষয়ে হিসাব নিবেন। আর যে ব্যক্তি আমাদের সামনে মন্দ আমল প্রকাশ করবে, তার প্রতি আমরা তাদের নিরাপত্তা প্রদান করবো না এবং সত্যবাদী বলে গ্রহণও করবো না; যদিও সে বলে যে, তার অন্তর ভাল।

১৬৬৭. بَابُ تَعْدِيلِ كَمْ يَجُوزُ

১৬৪৭. পরিচ্ছেদ : কারো সততা প্রমাণের ক্ষেত্রে ক'জনের সাক্ষ্য প্রয়োজন

২৪৬৭ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَرُّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِجَنَازَةٍ فَأَثْنُوا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ وَجِبَتْ، ثُمَّ مَرُّ بِأُخْرَى فَأَثْنُوا عَلَيْهَا شَرًّا أَوْ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ، فَقَالَ وَجِبَتْ، فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ لِهَذَا وَجِبَتْ وَلِهَذَا وَجِبَتْ، قَالَ شَهَادَةُ الْقَوْمِ الْمُؤْمِنُونَ شَهَادَةُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ

২৪৬৬ সুলাইমান ইবন হার্ব (র.).... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী -এর সম্মুখ দিয়ে এক জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। লোকটি সম্পর্কে সবাই প্রশংসা করছিলেন। তিনি বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেছে। পরে আরেকটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। লোকেরা তার সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করলো কিংবা বর্ণনাকারী অন্য কোন শব্দ বলেছেন। তিনি বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেছে। তখন বলা হল; ইয়া রাসূল্লাহ! এ ব্যক্তি সম্পর্কে বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেছে আবার ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেছে। তিনি বললেন, মানুষের সাক্ষ্য (গ্রহণযোগ্য) আর মু'মিনগণ হলেন পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষ্যদাতা।

২৪৬৭ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفَرَاتِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ وَهُمْ يَمُوتُونَ مَوْتًا ذَرِيعًا فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَمَرَّتْ جَنَازَةٌ فَأَثْنَى خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ وَجِبَتْ، ثُمَّ مَرُّ بِأُخْرَى فَأَثْنَى خَيْرًا فَقَالَ وَجِبَتْ، ثُمَّ مَرُّ بِالثَّلَاثَةِ فَأَثْنَى شَرًّا فَقَالَ وَجِبَتْ فَقُلْتُ مَا وَجِبَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ ادْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، قُلْنَا وَثَلَاثَةٌ قُلْتُ وَاثْنَانِ قَالَ وَاثْنَانِ ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ

২৪৬৭ মুসা ইবন ইসমাইল (র.)..... আবুল আসওয়াদ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি মদীনায আসলাম, সেখানে তখন মহামারী দেখা দিয়েছিল। এতে ব্যাপক হারে লোক মারা যাচ্ছিল। আমি উমর (রা.)-এর কাছে বসেছিলাম। এমন সময় একটি জানাযা অতিক্রম করলো এবং তার সম্পর্কে ভালো ধরনের মন্তব্য করা হলো। তা শুনে উমর (রা.) বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেছে। এরপর আরেকটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এবং তার সম্পর্কেও ভালো মন্তব্য করা হলো। তা শুনে

তিনি বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেছে। এরপর তৃতীয় জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এবং তার সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করা হলো। এবারও তিনি বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি ওয়াজিব হয়ে গেছে, হে আমীরুল মুমিনীন? তিনি বললেন, নবী পালাতায় আলমইদ্রি ওয়া সালতায় যেমন বলেছিলেন, আমিও তেমন বললাম। (তিনি বলেছিলেন) কোন মুসলমান সম্পর্কে চার জন লোক ভালো সাক্ষ্য দিলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, আর তিনজন সাক্ষ্য দিলে? তিনি বললেন, তিনজন সাক্ষ্য দিলেও। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, দু'জন সাক্ষ্য দিলে? তিনি বললেন, দু'জন সাক্ষ্য দিলেও। এরপর আমরা একজনের সাক্ষ্য সম্পর্কে তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিনি।

১৬৬৪. **بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْأَنْسَابِ ، وَالرُّضَاعِ الْمُسْتَفِيضِ ، وَالْمَوْتِ الْقَدِيمِ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَرْضَعْتَنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثَوْبَةَ وَالثَّبُتُ فِيهِ**

১৬৪৮. পরিচ্ছেদ : বংশধারা, সর্ব অবহিত দুধপান ও পূর্বের মৃত্যু সম্পর্কে সাক্ষ্য দান; নবী পালাতায় আলমইদ্রি ওয়া সালতায় বলেছেন, সুওয়াইবা আমাকে এবং আবু সালামাকে দুধপান করিয়েছেন এবং এর উপর অটল থাকা।

২৬৬৪ **حَدَّثَنَا أَبُو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ عَنْ عِرَاقِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُروَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اسْتَأْذَنَ عَلِيٌّ أَفْلَحَ فَلَمْ أَذْنِ لَهُ فَقَالَ اتَّحَجَّجِيْنِ مِنِّي وَأَنَا عَمَّكَ ، فَقُلْتُ وَكَيْفَ ذَلِكَ قَالَ أَرْضَعْتُكِ امْرَأَةً أَخِي بَلْبَنٍ أَخِي ، فَقَالَتْ سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ صَدَقَ أَفْلَحَ إِذْذَنِي لَهُ**

২৪৬৮ আদম (র.).... 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আফলাহ (রা.) আমার সাক্ষাতের অনুমতি চাইলেন। আমি অনুমতি না দেওয়ায় তিনি বললেন, আমি তোমার চাচা, অথচ তুমি আমার সাথে পর্দা করছ? আমি বললাম, তা কিভাবে? তিনি বললেন, আমার ভাইয়ের স্ত্রী, আমার ভাইয়ের দুধ (ভাইয়ের কারণে তার স্তনে হওয়া দুধ) তোমাকে পান করিয়েছে। 'আয়িশা (রা.) বলেন, এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ পালাতায় আলমইদ্রি ওয়া সালতায়-কে আমি জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আফলাহ (রা.) ঠিক কথাই বলেছে। তাকে (সাক্ষাতের) অনুমতি দিও।

২৬৬৭ **حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هَمَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ لَا تَحِلُّ لِي يَحْرُمُ مِنَ الرُّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنَ الرُّضَاعَةِ**

২৪৬৯ মুসলিম ইবন ইবরাহীম (র.).... ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ হামযার কন্যা সম্পর্কে বলেছেন, সে আমার জন্য হালাল নয়। কেননা বংশ সম্পর্কের কারণে যা হারাম হয়, দুধ পানের সম্পর্কের কারণেও তা হারাম হয়, আর সে আমার দুধ ভাইয়ের কন্যা।

২৪৭০ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوَّجَ النَّبِيَّ ﷺ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا وَانْهَارَ سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَرَاهُ فَلَانَا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرُّضَاعَةِ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لَوْ كَانَ فَلَانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرُّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ إِنَّ الرُّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحَرِّمُ مِنَ الْوِلَادَةِ

২৪৭০ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কাছে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় তিনি একজন লোকের আওয়াজ শুনতে পেলেন। সে হাফসা (রা.)-এর ঘরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করছে। 'আয়িশা (রা.) বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই যে একজন লোক আপনার ঘরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করছে। তিনি বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকে হাফসার অমুক দুধ চাচা বলে মনে হচ্ছে। তখন 'আয়িশা (রা.) বললেন, আচ্ছা আমার অমুক দুধ চাচা যদি জীবিত থাকত তাহলে সে কি আমার ঘরে প্রবেশ করতে পারত? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ, পারত। কেননা, জন্মসূত্রে যা হারাম, দুধ পানেও তা হারাম হয়ে যায়।

২৪৭১ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعِنْدِي رَجُلٌ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ مَنْ هَذَا، قُلْتُ أَخِي مِنَ الرُّضَاعَةِ، قَالَ يَا عَائِشَةُ : أَنْظُرِينَ مَنْ إِخْوَانُكُمْ فَإِنَّمَا الرُّضَاعَةُ مِنَ الْخِجَاعَةِ تَابِعَهُ ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ

২৪৭১ মুহাম্মদ বিন কাছীর (র.)... আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমার নিকট তাশরীফ আনলেন, তখন আমার কাছে একজন লোক ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হে 'আয়িশা! এ কে? আমি বললাম, আমার দুধ ভাই। তিনি বললেন, হে 'আয়িশা! কে তোমার সত্যিকার দুধ ভাই তা যাঁচাই করে দেখে নিও। কেননা, ক্ষুধার কারণে (অর্থাৎ শিশু বয়সে শরীআত অনুমোদিত মুদততে) দুধ পানের ফলেই শুধু দুধ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ইবন মাহদী (র.) সুফিয়ান (র.) থেকে হাদীস বর্ণনায় মুহাম্মদ ইবন কাছীর (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

১৬৬৯. **بَابُ شَهَادَةِ الْقَاضِي وَالزَّانِي** ، وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَجَلَدُوا عُمَرُ أَبَا بَكْرَةَ وَشِبْلَ بْنَ مَعْبُدٍ وَنَافِعًا بِقَذْفِ الْمُغَيَّرَةِ ، ثُمَّ اسْتَنَابَهُمْ ، وَقَالَ مَنْ تَابَ قَبِلْتُ شَهَادَتَهُ ، وَأَجَازَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ وَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَ طَاوُسٌ وَ مُجَاهِدٌ وَالشَّعْبِيُّ وَ عِكْرِمَةُ وَ الزُّهْرِيُّ وَ مُحَارِبُ بْنُ دِينَارٍ وَ شُرَيْحٌ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ ، وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ الْأَمْرُ عِنْدَنَا بِالْمَدِينَةِ إِذَا رَجَعَ الْقَاضِي عَنْ قَوْلِهِ ، فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ قَبِلْتُ شَهَادَتَهُ ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَتَنَادَةُ إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ ، وَقَبِلْتُ شَهَادَتَهُ ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ إِذَا جُلِدَ الْعَبْدُ ، ثُمَّ أُعْتِقَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ ، وَإِنْ اسْتَقْضَى الْمُحْدُوذُ فَقَضَايَاهُ جَائِزَةٌ * وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاضِي وَإِنْ تَابَ ، ثُمَّ قَالَ لَا يَجُوزُ نِكَاحُ بَغِيَرٍ شَاهِدَيْنِ ، فَإِنْ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ مُحْدُوذَيْنِ جَازَ ، وَإِنْ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ عَبْدَيْنِ لَمْ يَجُزْ ، وَأَجَازَ شَهَادَةُ الْمُحْدُوذِ وَالْعَبْدِ وَالْأَمَةِ لِرُؤْيَاةٍ مِلَالٍ رَمْضَانَ وَكَيْفَ تُعْرَفَ تَوْبَتُهُ ، وَقَدْ نَفَى النَّبِيُّ ﷺ الزَّانِيَ سَنَةً ، وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ كَلَامِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَمَاجِئِهِ حَتَّى مَضَى خَمْسُونَ لَيْلَةً

১৬৬৯. পরিচ্ছেদ : ব্যভিচারের অপবাদ দাতা, চোর ও ব্যভিচারীর সাক্ষ্য। আল্লাহ তা‘আলার বাণীঃ তাদের সাক্ষ্য কখনো গ্রহণ করবে না। তারাই তো সত্যত্যাগী, তবে যদি এরপর তারা তাওবা করে (২৪ : ৪)। উমর (রা.) আবু বকর, শিবল ইবন মা‘বাদ ও নাকি‘ (র.)-কে মুগীরা (রা.)-এর প্রতি অপবাদ আরোপের অপরাধে বেত্রাঘাত করেছিলেন। পরে তাদের তাওবা করিয়ে বলেছিলেন, যারা তাওবা করবে, তাদের সাক্ষ্য আমি গ্রহণ করব। আবদুল্লাহ ইবন উত্বা, উমর ইবন আবদুল আযীয, সাঈদ ইবন যুযায়র, তাউস, মুজাহিদ, শা‘বী, ইকরিমা, যুহরী, মুহারিব ইবন দিসার, শুরাইহ ও মু‘আবিয়া ইবন কুররা (র.) বৈধ বলে রায় দিয়েছেন। আবু যিনাদ (র.) বলেন, মদীনায় আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, অপবাদ আরোপকারী নিজের কথা প্রত্যাহার করে আল্লাহর কাছে ইস্তিগ্ফার করলে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। শা‘বী ও কাতাদা (র.) বলেন, নিজেকে মিথ্যাবাদী বলে

স্বীকার করলে তাকে বেত্রাঘাত করা হবে, তবে তার সাক্ষ্যও গ্রহণ করা হবে। সাওরী (র.) বলেন, (উপরোক্ত অপরাধগুলোর কারণে) কোন গোলামকে বেত্রাঘাতের পর আযাদ করা হলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। হদ্দ (শরীআত নির্ধারিত শাস্তি) প্রাপ্ত ব্যক্তিকে বিচারক নিয়োগ করা হলে তার সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকর হবে। তবে কোন ফিকাহ বিশারদের বক্তব্য হলো, তাওবা করলেও অপবাদকারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। অথচ তিনি একথাও বলেন যে, দু'জন সাক্ষী ছাড়া বিয়ে বৈধ নয়। তবে দু'জন হদ্দ প্রাপ্ত ব্যক্তির সাক্ষীতে বিয়ে হলে তা বৈধ হবে। কিন্তু দু'জন গোলামের সাক্ষীতে বিয়ে করলে তা বৈধ হবে না। অন্য দিকে রমায়ানের চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে তিন হদ্দ প্রাপ্ত ব্যক্তি, গোলাম ও বাঁদীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য বলে রায় দিয়েছেন। তার (হদ্দ প্রাপ্ত ব্যক্তির) তাওবা সম্পর্কে কিভাবে অবহিত হওয়া যাবে? ব্যভিচারীকে নবী ﷺ এক বছরের জন্য দেশান্তর করেছেন। এবং নবী ﷺ কাআব ইব্ন মালিক ও তার সাথীদের সাথে কথা বলার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন। এ অবস্থায় পঞ্চাশ রাত অতিবাহিত হয়েছিল।

۲۴۷۲ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ ح وَ قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الرُّبَيْرِ أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ فَأَتَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ أَمَرَ فْقَطِعَتْ يَدُهَا، قَالَتْ عَائِشَةُ فَحَسَنْتُ تَوَيْتُهَا وَتَزَوَّجْتُ وَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

২৪৭২ ইসমাইল (র.) উরওয়া ইব্ন যুবার (রা.) থেকে বর্ণিত যে, মক্কা বিজয়ের সময় জনৈক মহিলা চুরি করলে তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে হাযির করা হলো, তারপর তিনি তার সম্পর্কে নির্দেশ জারি করলে তার হাত কাটা হলো। 'আয়িশা (রা.) বলেন, এরপর খাঁটি তাওবা করল এবং বিয়ে করলো। তারপর সে (মাঝে মাঝে আমার কাছে) আসলে আমি তার প্রয়োজন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে পেশ করতাম।

۲۴۷۳ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ أَمَرَ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصِنْ بِجِلْدٍ مِائَةً وَتَغْرِيبٍ عَامٍ

২৪৭৩ ইয়াহইয়া ইব্ন বুকাযর (র.)... যায়দ ইব্ন খালিদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অবিবাহিত ব্যভিচারী সম্পর্কে একশ' বেত্রাঘাত এবং এক বছরের নির্বাসনের নির্দেশ দিয়েছেন।

১৬৫০. بَابُ لَا يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ جَوْرٍ إِذَا أُشْهِدَ

১৬৫০. পরিস্ফেদ : অন্যায়ের পক্ষে সাক্ষী করা হলেও সাক্ষ্য দিবে না

২৬৭৬ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَأَلْتُ أُمَّيْ أَبِي بَعْضَ الْمُؤَهَّبَةِ لِي مِنْ مَالِهِ ثُمَّ بَدَأَ لَهُ فَوَهَبَهَا لِي فَقَالَتْ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَخَذَ بِيَدِي وَأَنَا غُلَامٌ فَأَتَى بِي النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أُمَّهُ بِنْتُ رَوَاحَةَ سَأَلَتْنِي بَعْضَ الْمُؤَهَّبَةِ لِهَذَا، قَالَ أَلَيْكَ وَلَدٌ سِوَاهُ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَأَرَاهُ قَالَ لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ، وَقَالَ أَبُو حَرِيْرٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ لَا أُشْهِدُ عَلَى جَوْرٍ

২৪৭৪ আবদান (র.).... নু'মান ইব্ন বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার মাতা আমার পিতাকে তার মালের কিছু অংশ আমাকে দান করতে বললেন। পরে তাকে দেওয়া ভাল মনে করলে আমাকে তা দান করেন। তিনি (আমার মাতা) তখন বললেন, নবী ﷺ-কে সাক্ষী করা ছাড়া আমি রাখি নই। এরপর তিনি (আমার পিতা) আমার হাত ধরে আমাকে নবী ﷺ-এর নিকট নিয়ে গেলেন, আমি তখন বালক মাত্র। তিনি বললেন, এর মা বিন্ত রাওয়াহা এ-কে কিছু দান করার জন্য আমার কাছে আবদার জানিয়েছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সে ছাড়া তোমার আর কোন ছেলে আছে? তিনি বললেন হ্যাঁ, আছে। নু'মান (রা.) বলেন, আমার মনে পড়ে, তিনি বলেছিলেন, আমাকে অন্যায়ে কাজে সাক্ষী করবেন না। আর আবু হারীয (র.) ইমাম শা'বী (র.) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আমি অন্যায়ে কাজে সাক্ষী হতে পারি না।

২৬৭৫ حَدَّثَنَا أَدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَبُو جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ زُهْدَمَ بْنَ مُضَرِّبٍ قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ لَا أَتَرَى أَنْكَرَ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنْ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمِنُونَ وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَرُونَ وَيَنْذَرُونَ وَلَا يُفُونَ وَيُظْهِرُ فِيهِمُ السِّمْنَ

২৪৭৫ আদম (র.).... ইমরান ইব্ন হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, আমার যুগের লোকেরাই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম। তারপর তাদের নিকটবর্তী যুগের লোকেরা, এরপর

তাদের নিকটবর্তী যুগের লোকেরা। ইমরান (রা.) বলেন, আমি বলতে পারছি না, নবী ﷺ (তাঁর যুগের) পরে দুই যুগের কথা বলছিলেন, না তিন যুগের কথা। নবী ﷺ বলেছেন, তোমাদের পর এমন লোকদের আগমন ঘটবে, যারা খিয়ানত করবে, আমানতদারী রক্ষা করবে না। সাক্ষ্য দিতে না ডাকলেও তারা সাক্ষ্য দিবে। তারা মান্নত করবে কিন্তু তা পূর্ণ করবে, না। তাদের মধ্যে মেদ বৃদ্ধি পাবে।

۲۴۷۶ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينُهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتُهُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَكَانُوا يَضْرِبُونََنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ

২৪৭৬ মুহাম্মদ ইবন কাছীর (র.).... আবদুল্লাহ্ (ইবন মাস'উদ) (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার যুগের লোকেরাই হচ্ছে সর্বোত্তম লোক, এরপর যারা তাদের নিকটবর্তী, এরপর যারা তাদের নিকটবর্তী যুগের। এরপরে এমন সব লোক আসবে যারা কসম করার আগেই সাক্ষ্য দিবে, আবার সাক্ষ্য দেওয়ার আগে কসম করে বসবে। ইবরাহীম (নাখ্ঈ) (র.) বলেন, আমাদেরকে সাক্ষ্য দিলে ও অংগীকার করলে মারতেন।

۱۶۵۱. بَابُ مَا قِيلَ فِي شَهَادَةِ الزُّفْدِ، لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّفْدَ ، وَكِتْمَانِ الشَّهَادَةِ وَقَوْلِهِ : وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ، ثَلَاثَا السِّنَّتُكُمْ بِالشَّهَادَةِ

১৬৫১. পরিচ্ছেদ : মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া প্রসংগে। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : আর (আল্লাহ্‌র খাঁটি বান্দা তারা) যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না (২৫ : ৭২) এবং সাক্ষ্য গোপন করা প্রসংগে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী : তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না। তারা তা গোপন করবে তাদের অন্তর অপরাধী আর তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ্ তা সব জানেন। (২ : ২৮৩) তোমরা সাক্ষ্য প্রদানে কথা ঘুরিয়ে বল

۲۴۷۷ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ وَهْبَ بْنَ جَرِيرٍ وَعَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ

النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْكَبَائِرِ فَقَالَ الْأَشْرَافُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ
* تَابَعَهُ عُندَرٌ وَأَبُو عَامِرٍ وَيَهُزُّ وَعَبْدُ الصِّمْدِ عَنْ شُعْبَةَ

[২৪৭৭] আবদুল্লাহ ইব্ন মুনীর (র.).... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -কে কবীরা গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, (সেগুলো হচ্ছে) আল্লাহর সাথে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। গুনদর, আবু আমির, বাহয ও আবদুস সামাদ (র.) শু'বা (র.) থেকে হাদীস বর্ণনায় ওয়াহাব (র.)-এর অনুসরণ করেছেন।

[২৪৭৮] حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمَفْضَلِ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لَا أَنْبِئُكُمْ بِكَبِيرِ الْكَبَائِرِ ثَلَاثًا، قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ : قَالَ الْأَشْرَافُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَجَلَسَ وَكَانَ مَتَكِّنًا، فَقَالَ: إِلَّا وَقَوْلُ الزُّوْرِ قَالَ فَمَا زَالَ يُكْرِهَهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ * وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ

[২৪৭৯] মুসাদ্দদ (র.).... আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ একদিন তিনবার বললেন, আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহগুলো সম্পর্কে অবহিত করবো না? সকলে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অবশ্য বলুন। তিনি বললেন, (সে গুলো হচ্ছে) আল্লাহর সাথে শিরক করা এবং পিতামাতার অবাধ্য হওয়া। তিনি হেলান দিয়ে বসেছিলেন; এবার সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, শুনে রাখো, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, এ কথাটি তিনি বার বার বলতে থাকলেন। এমনকি আমরা বলতে লাগলাম, আর যদি তিনি না বলতেন।

١٦٥٢. بَابُ شَهَادَةِ الْأَعْمَى وَآثَرِهِ وَنِكَاحِهِ وَإِنِكَاحِهِ وَمُبَايَعَتِهِ وَقَبُولِهِ فِي التَّائِدِينَ وَغَيْرِهِ ، وَمَا يُعْرَفُ بِالْأَصْوَاتِ ، وَأَجَازَ شَهَادَتَهُ قَاسِمٌ وَ الْحَسَنُ وَابْنُ سَيْثَرَيْنَ وَالزُّهْرِيُّ وَعَطَاءٌ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : يَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِذَا كَانَ عَاقِلًا ، وَقَالَ الْحَكَمُ : رَبُّ شَيْءٍ تَجُوزُ فِيهِ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : أَرَأَيْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ لَوْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ أَكْثَرَ تَرُدُّهُ ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَبْعَثُ رَجُلًا إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ أَفْطَرَ ، وَيَسْأَلُ عَنِ الْفَجْرِ، فَإِذَا قِيلَ لَهُ طَلَعَ مَلَى رُكْعَتَيْنِ وَقَالَ سَلِيمَانُ بْنُ يَسَارٍ : اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَعَرَفْتُ صَوْتِي ، قَالَتْ ،

سُلَيْمَانُ، أُدْخِلْ فَإِنَّكَ مَمْلُوكٌ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ شَيْءٌ ، وَأَجَازَ سَمْرَةَ بَنُ جُنْدَبٍ
شَهَادَةَ امْرَأَةٍ مُتَّقِبَةٍ

১৬৫২. পরিচ্ছেদ : অন্ধের সাক্ষ্যদান, কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দান, নিজে বিয়ে করা, কাউকে বিয়ে দেওয়া, ক্রয়-বিক্রয় করা, আযান দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে তাকে গ্রহণ করা আওয়াযে পরিচয় করা। কাসিম, হাসান, ইবন সীরীন, যুহরী ও আতা (র.) অন্ধের সাক্ষ্যদান অনুমোদন করেছেন। ইমাম শাবী (র.) বলেন, বুজ্জিমান হলে তার সাক্ষ্যদান বৈধ। হাকাম (র.) বলেন, অনেক বিষয় আছে, যেখানে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। ইমাম যুহরী (র.) বলেন, তুমি কি মনে করো যে, ইবন আব্বাস (রা.) কোন বিষয়ে সাক্ষ্য দিলে তা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে? ইবন আব্বাস (রা.) (দৃষ্টিশক্তি লোপ পাওয়ার পর) একজন লোক পাঠিয়ে সূর্য ডুবেছে কিনা জেনে নিয়ে ইফতার করতেন। অনুরূপভাবে ফজরের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। ফজর হয়েছে বলা হলে তিনি দু' রাকআত সালাত আদায় করতেন। সুলায়মান ইবন ইয়াসার (র.) বলেন, একবার আমি 'আয়িশা (রা.)-এর কাছে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলাম। তিনি আমার আওয়ায চিনতে পেরে বললেন, সুলায়মান না কি, এসো! (তোমার সাথে পর্দার প্রয়োজন নেই। (কেননা) যতক্ষণ (মুকাতাবাতের দেয় অর্থের) সামান্য পরিমাণও বাকি থাকবে। ততক্ষণ তুমি গোলাম^১ সামুরা ইবন জুনদুব (রা.) নিকাব পরিহিতা নারীর সাক্ষ্যদান অনুমোদন করেছেন।

٢٤٧٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ بْنِ مَيْمُونٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ رَجُلًا يَقْرَأُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً أَسْقَطْتُهُنَّ مِنْ سُورَةٍ كَذَا وَكَذَا وَزَادَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ تَهَجَّدَ النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْتِي فَسَمِعَ صَوْتَ عَبْدٍ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَصَوْتُ عَبْدٍ هَذَا، قُلْتُ نَعَمْ : قَالَ اللَّهُمَّ أَرْحَمْ عَبْدًا

২৪৭৯ মুহাম্মদ ইবন উবায়দ ইবন মায়মুন (র.)..... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ এক লোককে মসজিদে (কুরআন) পড়তে শুনলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ্ তাকে রহম করুন। সে আমাকে অমুক অমুক সূরার অমুক অমুক আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, যা আমি ভুলে গিয়েছিলাম। আব্বাদ ইবন আবদুল্লাহ্ (র.) 'আয়িশা (রা.) থেকে এতটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ

১. তিনি মায়মুন (রা.)-এর মুকাতাব ছিলেন। 'আয়িশা (রা.)-এর মতে নিজের বা পরের কোন গোলামের সাথে পর্দা জরুরী নয়।

আমার ঘরে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করলেন। সে সময় তিনি মসজিদে সালাত রত আববাদের আওয়ায শুনতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হে 'আযিশা! এটা কি আববাদের কণ্ঠস্বর? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্ আব্বাদকে রহম করুন।

২৪৮০ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنْ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤْذِنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ أَوْ قَالَ تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُؤْذِنُ حَتَّى يَقُولَ لَهُ النَّاسُ أَصْبَحَتْ

২৪৮০ মালিক ইব্ন ইসমাইল (র.)..... আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, বিলাল (রা.) রাত থাকতেই আযান^১ দিয়ে থাকে। সুতরাং ইব্ন উম্মু মাকতূম (রা.) আযান দেওয়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার করতে পার। অথবা তিনি বলেন, ইব্ন উম্মু মাকতূমের আযান শোনা পর্যন্ত। ইব্ন উম্মে মাকতূম (রা.) অন্ধ ছিলেন, ফলে ভোর হয়ে যাচ্ছে, লোকেরা একথা তাকে না বলা পর্যন্ত তিনি আযান দিতেন না।

২৪৮১ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ حَيٍّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمُسَوِّرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَقْبِيَةً فَقَالَ لِي أَبِي مَخْرَمَةَ انْطَلِقْ بِنَا إِلَيْهِ عَسَى أَنْ يُعْطِينَا مِنْهَا شَيْئًا فَقَامَ أَبِي عَلَى الْبَابِ فَتَكَلَّمَ فَعَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ صَوْتَهُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَعَهُ قَبَاءٌ وَهُوَ يَرِيهِ مَحَاسِنَهُ وَهُوَ يَقُولُ: خَبَاتُ هَذَا لَكَ، خَبَاتُ هَذَا لَكَ

২৪৮১ যিয়াদ ইব্ন ইয়াহুইয়া (র.)...মিসওয়্যার ইব্ন মাখরামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর কাছে কিছু 'কাবা' (পোশাক বিশেষ) আসল। আমার পিতা মাখ রামা (রা.) তা শুনে আমাকে বললেন, আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলো। সেখান থেকে তিনি আমাদের কিছু দিতেও পারেন। আমার পিতা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বললেন, নবী ﷺ তার কণ্ঠস্বর চিনতে পারলেন। নবী ﷺ তখন একটি 'কাবা' সাথে করে বেরিয়ে এলেন, তিনি তার সৌন্দর্য বর্ণনা করছিলেন এবং বলছিলেন, আমি এটা তোমার জন্য লুকিয়ে রেখেছিলাম। আমি এটা তোমার জন্য লুকিয়ে রেখেছিলাম।

১. এটা ছিলো তাহাজ্জুদের আযান। ফজর উদয় হলে ইব্ন উম্মু মাকতূম (রা.) দ্বিতীয়বার আযান দিতেন।

১৬০২. بَابُ شَهَادَةِ النِّسَاءِ ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى : فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَاتَانِ

১৬০৩. পরিচ্ছেদ : মহিলাদের সাক্ষ্যদান। আল্লাহ তা'আলার বাণী : যদি দু'জন পুরুষ না থাকে
তবে একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোক (কে সাক্ষী নিয়োগ করো।) (২ : ২৮২)

২৪৮২ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ
مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ ، قُلْنَا بَلَى : قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نَقْصَانِ عَقْلِهَا

২৪৮২ ইবন আবু মারযাম (রা.).... আবু সাঈদ খুদরী (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি
বলেন, মহিলাদের সাক্ষ্য কি পুরুষদের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয়? তারা (উপস্থিত মহিলারা) বলল, তাহা
অবশ্যই অর্ধেক। তিনি বলেন, এটা মহিলার জ্ঞানের ক্রটির কারণেই।

১৬০৪. بَابُ شَهَادَةِ الْأَمَاءِ وَالْعَبِيدِ ، وَقَالَ أَنَسُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَ
عَدْلًا ، وَأَجَازَةُ شَرِيحٍ وَ زُرَّادَةُ بْنُ أَوْفَى ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ شَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ إِلَّا
الْعَبْدَ لِسَيِّدِهِ ، وَأَجَازَةُ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ فِي الشَّيْءِ الثَّانِي ، وَقَالَ شَرِيحٌ
كُلُّكُمْ بَنُو عَبِيدٍ وَأَمَاءٍ

১৬০৪. পরিচ্ছেদ : গোলাম ও বাদীর সাক্ষ্য। আনাস (রা.) বলেন, গোলাম নির্ভরযোগ্য হলে তার
সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। শুরাইহ ও যুরারা ইবন আওফাও তা অনুমোদন করেছেন। ইবন
সীরীন (র.) বলেন, গোলামের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে, তবে মনীবের ব্যাপারে নয়।
অপরদিকে হাসান (বসরী) (র.) ও ইব্রাহীম (নাখ্শ) (র.) সাধারণ বিষয়ে তা
অনুমোদন করেছেন, আর শুবাইহ (র.) বলেন, তোমরা সবাই তো (আল্লাহর) দাস ও
দাসীরই সন্তান

২৪৮৩ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ ح وَ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي
مُلَيْكَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ أَوْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ

قَالَ فَجَاءَتْ أُمُّ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَأَعْرَضَ عَنِّي
قَالَ فَتَنَحَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمْتَ أَنْ قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا فَهِيَ عَنْهَا

২৪৮৩ আবু আসিম (র.) ও আলী ইবন আবদুল্লাহ (র.)... উকবা ইবন হারিস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি উম্মু ইয়াহুইয়া বিন্ত আবু ইহাবকে বিয়ে করলেন। তিনি বলেন, তখন কালো বর্ণের এক দাসী এসে বলল, আমি তো তোমাদের দু'জনকে দুধপান করিয়েছি। সে কথা আমি নবী ﷺ-এর কাছে উত্থাপন করলে তিনি আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমি সরে গেলাম। পরে এক বিষয়টি (আবার) তার কাছে উত্থাপন করলাম। তিনি তখন বললেন, (এ বিয়ে হতে পারে) কি ভাবে? সে তো দাবী করছে যে, তোমাদের দু'জনকেই সে দুধ পান করিয়েছে। এরপর তিনি তাকে (উকবাকে) তার (উম্মু ইহাবের) সাথে বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করতে বললেন।

১৬৫৫ . بَابُ شَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ

১৬৫৫. পরিচ্ছেদ : দুধদায়িনীর সাক্ষ্য

২৪৮৬ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ
تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَجَاءَتْ امْرَأَةً فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا فَاتَيْتُ فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ
وَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ دَعَهَا عَنْكَ أَوْ نَحْوَهُ

২৪৮৪ আবু আসিম (র.).... উকবা ইবন হারিস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক মহিলাকে আমি বিয়ে করলাম। কিন্তু আরেক মহিলা এসে বলল, আমি তো তোমাদের দু'জনকে দুধপান করিয়েছি, তখন আমি নবী ﷺ-এর কাছে গিয়ে (বিষয়টি) উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, এমন কথা যখন বলা হয়েছে তখন আর তা (বিয়ে) কিভাবে সম্ভব? তাকে তুমি পরিত্যাগ কর। অথবা তিনি অনুরূপ কিছু বললেন।

১৬৫৬ . بَابُ تَعْدِيلِ النِّسَاءِ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا

১৬৫৬. পরিচ্ছেদ : এক মহিলা অপর মহিলার সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দান

২৪৮৫ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَآقَهْمَنِي بَعْضُهُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ
سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَ عَلْقَمَةَ بْنِ
وَقَاصٍ اللَّيْثِيِّ وَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ

النَّبِيِّ ﷺ حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا فَبَرَأَهَا اللَّهُ مِنْهُ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ وَ كُلُّهُمْ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنْ حَدِيثِهَا وَبَعْضُهُمْ أَوْعَى مِنْ بَعْضٍ وَاتَّبَعْتُ لَهُ إِقْتِصَاصًا ، وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ الْحَدِيثَ الَّذِي حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ وَ بَعْضُ حَدِيثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا ، زَعَمُوا أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ ، فَأَيَّتَهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ سَهْمِي فَخَرَجْتُ مَعَهُ بَعْدَ مَا أَنْزَلَ الْحِجَابُ ، فَأَنَا أُحْمَلُ فِي هَوْدَجٍ وَأَنْزَلَ فِيهِ ، فَسَرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ غَزْوَتِهِ تَلَكَّ وَقَفَلَ وَ دَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ ، أَذِنَ لَيْلَةً بِالرُّحَيْلِ ، فَكُنْتُ حِينَ أَذْنُو بِالرُّحَيْلِ ، فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ ، فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأْنِي ، أَقْبَلْتُ إِلَى الرَّحْلِ ، فَلَمَسْتُ صَدْرِي ، فَإِذَا عِقْدٌ لِي مِنْ جَزَعٍ أَظْفَارٍ قَدْ انْقَطَعَ ، فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي فَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ ، فَأَقْبِلَ الَّذِينَ يُرْحَلُونَ لِي فَأَحْتَمَلُوا هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ ، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنِّي فِيهِ ، وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِيفًا لَمْ يَثْقُلْنَ ، وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ ، وَإِنَّمَا يَأْكُلْنَ الْعُلُقَةَ مِنَ الطَّعَامِ ، فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ ، حِينَ رَفَعُوهُ ثِقَلَ الْهُودَجِ فَأَحْتَمَلُوهُ ، كُنْتُ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ فَبِعَعْتُوهُ الْجَمَلَ وَسَارُوا فَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَ مَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ فَجِئْتُ مَنْزِلَهُمْ وَلَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ ، فَأَمُمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفْقِدُونِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ غَلَبَتْنِي عَيْنَايَ فَنِمْتُ ، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعْطَلِ السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذُّكْوَانِيُّ مِنَ وِدَاءِ الْجَيْشِ ، فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي ، فَرَأَى سَوَادَ إِسْهَانٍ نَائِمٍ فَاتَّانِي ، وَكَانَ يَرَانِي قَبْلَ الْحِجَابِ ، فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ فَوُطِئَ يَدَاهُ فَرَكِبْتُهَا فَأَنْطَلَقَ يَقُودُنِي الرَّاحِلَةُ حَتَّى أَتَيْنَا الْجَيْشَ بَعْدَ مَا نَزَلُوا مُعَرَّسِينَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ فَهَلَكَ مِنْ هَلَكٍ ، وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى الْإِفْكَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ أَبِي ابْنِ سُلُولٍ ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَاسْتَكَيْتُ بِهَا شَهْرًا وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ مِنْ

قَوْلِ أَصْحَابِ الْأَفْكَ، وَيُرِيْبُنِي فِي وَجْعِي أَنِّي لَا أَرَى مِنَ النَّبِيِّ ﷺ اللَّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَمْرُضُ ، إِنَّمَا يَدْخُلُ فَيُسَلِّمُ ، ثُمَّ يَقُولُ كَيْفَ تَيْكُمُ لَا أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى نَقْهَتْ فَخَرَجْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ قَبْلَ الْمَنَاصِعِ مُتَبَرِّزًا لَانْخَرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَى لَيْلٍ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَتَّخِذَ الْكُنْفُ قَرِيبًا مِنْ بَيْوتِنَا، وَأَمَرْنَا أَمْرَ الْعَرَبِ الْأَوَّلِ فِي الْبَرِيَّةِ أَوْ فِي التَّنَزُّهِ فَاقْبَلْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ بِنْتُ أَبِي رَهْمٍ نَمْشِي فَعَثَرْتُ فِي مِرْطِهَا فَقَالَتْ تَعَسَ مِسْطَحٌ فَقُلْتُ لَهَا بِئْسَ مَا قُلْتَ اتَّسِبَيْنِ رَجُلًا شَهِدَ بَدْرًا ، فَقَالَتْ يَا هَنَتَاهُ أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالُوا، فَأَخْبَرْتَنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الْأَفْكَ فَازْدَدْتُ مَرَضًا عَلَى مَرَضِي ، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي ، دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَلَّمَ فَقَالَ كَيْفَ تَيْكُمُ ، فَقُلْتُ ائِذْنِي لِي أَتِ أَبَوَيَّ قَالَتْ وَأَنَا حِينَئِذٍ أُرِيدُ أَنْ أَسْتَحِقِّنَ الْخَبَرَ مِنْ قَبْلِهِمَا فَاذْنِي لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاتَّيْتُ أَبَوَيَّ ، فَقُلْتُ لَأُمِّي مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ فَقَالَتْ يَا بَنِيَّةُ هَوْنِي عَلَى نَفْسِكَ الشَّانُ قَوْلُ اللَّهِ نَقَلْنَا كَانَتْ امْرَأَةً قَطُ وَضِيئَةً عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا وَلَهَا ضَرَائِرُ إِلَّا أَكْثَرْنَ عَلَيْهَا، فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَلَقَدْ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِهَذَا، قَالَتْ فَبِتُّ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لَا يَرْقَا لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ، ثُمَّ أَصْبَحْتُ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى بَنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِينَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ يَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِمَا فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِالَّذِي يَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ مِنَ الْوُدِّ لَهُمْ ، فَقَالَ أُسَامَةُ أَهْلُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا نَعْلَمُ وَاللَّهِ إِلَّا خَيْرًا ، وَأَمَّا عَلَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ يُضَيِّقِ اللَّهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ وَسَلِّ الْجَارِيَةَ تَصَدَّقْكَ ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَرِيرَةَ فَقَالَ يَا بَرِيرَةُ هَلْ رَأَيْتِ فِيهَا شَيْئًا يُرِيبُكَ ، فَقَالَتْ بَرِيرَةُ : لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنْ رَأَيْتُ مِنْهَا أَمْرًا أَغْمِصُهُ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ أَنِّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنِ الْعَجِينِ فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ يَوْمِهِ ، فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ابْنِ سَلُولٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ بَلَّغْنِي إِذَاهُ فِي أَهْلِي ، قَوْلُ اللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا وَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا

عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا ، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِيَ ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا وَاللَّهِ أَعْذِرُكَ مِنْهُ إِنْ كَانَ مِنَ الْأَوْسِ ضَرْبِنَا عَنْقَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا
مِنَ الْخَزْرَجِ أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا فِيهِ أَمْرَكَ ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ ، وَكَانَ
قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا وَلَكِنْ احْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ ، فَقَالَ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ لَا تَقْتُلُهُ وَلَا تَقْدِرُ
عَلَى ذَلِكَ ، فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ الْحَضِيرِ فَقَالَ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ ، وَاللَّهِ لَنَقْتُلَنَّهُ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ
تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ ، فَتَارَ الْحَيَّانِ الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ حَتَّى هَمُّوا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى
الْمَنْبَرِ فَنَزَلَ فَخَفَضَهُمْ حَتَّى سَكَتُوا وَسَكَتَ وَيَكَيْتُ يَوْمِي لَا يَرَقًا لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ
بَنَوْمٍ فَأَصْبَحَ عِنْدِي أَبَوَايَ قَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمًا حَتَّى أَظُنَّ مِنْ أَنَّ الْبُكَاءَ فَالِقُ كَبِدِي ،
قَالَتْ فَبَيْنَاهُمَا جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي إِذَا اسْتَأْذَنْتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَذْنَتْ لَهَا
فَجَلَسَتْ تَبْكِي مَعِيَ ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَلَسَ وَلَمْ يَجْلِسْ
عِنْدِي مِنْ يَوْمٍ قِيلَ لِي مَا قِيلَ قَبْلَهَا وَقَدْ مَكَثَ شَهْرًا لَا يُوحَى إِلَيْهِ فِي شَأْنِي شَيْءٌ قَالَتْ
فَتَشْهَدُ ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي عَنْكَ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ كُنْتَ بِرِيئَةٍ فَسَيُبرِّكُ اللَّهُ
وَأِنْ كُنْتَ الثَّمْتِ فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتَوُوبِي إِلَيْهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ تَابَ
اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَا أَحْسُ مِنْهُ قَطْرَةً
وَقُلْتُ لَأَبِي أَجِبْ عَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ
لَأُمِّي أَجِيبِي عَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيمَا قَالَ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ
قَالَتْ وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّينِ لَا أَقْرَأُ كَثِيرًا مِنَ الْقُرْآنِ ، فَقُلْتُ إِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ
سَمِعْتُمْ مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ وَقَرَأَ فِي أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ ، وَلَكِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بِرِيئَةٌ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي لَبَرِيئَةٌ لَا تُصَدِّقُنِي بِذَلِكَ وَلَكِنْ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي بِرِيئَةٌ
لَتُصَدِّقُنِي ، وَاللَّهُ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا إِلَّا أَبَا يُوسُفَ إِذْ قَالَ : فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ
الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ، ثُمَّ تَحَوَّلْتُ عَلَى فِرَاشِي ، وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يُبَرِّتَنِي اللَّهُ وَلَكِنْ

وَاللَّهُ مَا ظَنَنْتُ أَنْ يُنْزَلَ فِي شَأْنِي وَحْيًا وَلَا نَا أَحَقُّرُ فِي نَفْسِي مِنْ أَنْ يُتَكَلَّمَ بِالْقُرْآنِ فِي أَمْرِي وَلِكِنِّي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي النَّوْمِ رُؤْيَا تُبْرِئَنِي فَوَاللَّهِ مَا رَأَمَ مَجْلِسَهُ وَلَا خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ حَتَّى أَنْزَلَ عَلَيْهِ فَآخِذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرْحَاءِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ مِنَ الْعَرَقِ فِي يَوْمٍ شَاتٍ، فَلَمَّا سَرَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَضْحَكُ فَكَانَ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ لِي يَا عَائِشَةُ اإِحْمَدِي اللَّهَ فَقَدْ بَرَكَ اللَّهُ فَقَالَتْ لِي أُمِّي قَوْمِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ لَا وَاللَّهِ لَا أَقُومُ إِلَيْهِ، وَلَا أَحْمَدُ إِلَّا اللَّهَ، فَانْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْأَفْكِ عَصَبَةٌ مِنْكُمْ الْآيَاتِ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ هَذَا فِي بَرَاءَةٍ تَى قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ يُثْفِقُ عَلَى مِسْطَحَ بْنِ أَثَّاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَاللَّهُ لَا أَنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ شَيْئًا أَبَدًا بَعْدَ مَا قَالَ لِعَائِشَةَ فَانْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: وَلَا يَأْتِلْ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ إِلَى قَوْلِهِ غُفُورٌ رَحِيمٌ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: بَلَى وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحٍ الَّذِي كَانَ يُجْرِي عَلَيْهِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْأَلُ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ عَنْ أَمْرِي، فَقَالَ يَا زَيْنَبُ مَا عَلِمْتُ مَا رَأَيْتُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحْمِي سَمْعِي وَيَصْرِي وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلَّا خَيْرًا قَالَتْ وَهِيَ الْتَمِي تَسَامِيْنِي فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِالْوَرَعِ * حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ مِثْلَهُ * قَالَ وَحَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي بَكْرٍ مِثْلَهُ

২৪৮৫ আবু রাবী‘ সুলাইমান ইব্ন দাউদ (র.).... নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী ‘আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, মিথ্যা অপবাদকারীরা যখন তাঁর সম্পর্কে অপবাদ রটনা করল এবং আত্মাহু তা থেকে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করলেন। রাবীগণ বলেন, ‘আয়িশা (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরে বের হওয়ার ইচ্ছা করলে স্বীয় সহধর্মিণীদের মধ্যে কুর’আ তালার মাধ্যমে সফর সংগীণী নির্বাচন করতেন। তাঁদের মধ্যে যার নাম বেরিয়ে আসত তাকেই তিনি নিজের সঙ্গে নিয়ে যেতেন। এক যুদ্ধে যাওয়ার সময় তিনি আমাদের মধ্যে কুর’আ তাললেন, তাতে আমার নাম বেরিয়ে এলো। তাই আমি তাঁর সঙ্গে (সফরে) বের হলাম। এটা পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পরের ঘটনা। আমাকে হাওদার ভিতরে সাওয়ারীতে উঠানো

হতো, আবার হাওদার ভিতরে (থাকা অবস্থায়) নামানো হতো। এভাবেই আমরা সফর করতে থাকলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ যুদ্ধ শেষ করে যখন প্রত্যাভর্তন করলেন এবং আমরা মদীনার কাছে পৌঁছে গেলাম তখন এক রাতে তিনি (কাফেলাকে) মনযিল ত্যাগ করার ঘোষণা দিলেন। উক্ত ঘোষণা দেওয়ার সময় আমি উঠে সেনাদলকে অতিক্রম করে গেলাম এবং নিজের প্রয়োজন সেরে হাওদায় ফিরে এলাম। তখন বুকে হাত দিয়ে দেখি আযফার দেশীয় সাদা কালো পাথরের তৈরি আমার একটা মালা ছিড়ে পড়ে গেছে। তখন আমি আমার মালার সন্ধানে ফিরে গেলাম, এবং সন্ধান কার্য আমাকে দেবী করিয়ে দিলো। ওদিকে যারা আমার হাওদা উঠিয়ে দিতো তারা তা উঠিয়ে যে উটে আমি সওয়ার হতাম, তার পিঠে রেখে দিলো। তাদের ধারণা ছিলো যে, আমি হাওদাতেই আছি। তখনকার মেয়েরা হালকা পাতলা হতো, মোটা সোটা হতো না। কেননা খুব সামান্য খাবার তারা খেতে পেতো। তাই হাওদায় উঠতে গিয়ে তার ভার তাদের কাছে অস্বাভাবিক বলে মনে হলো না। তদুপরি সে সময় আমি অল্প বয়স্ক কিশোরী ছিলাম এবং তখন তারা হাওদা উঠিয়ে উট হাঁকিয়ে রওনা হয়ে গেলো। এদিকে সেনাদল চলে যাওয়ার পর আমি আমার মালা পেয়ে গেলাম। কিন্তু তাদের জায়গায় ফিরে এসে দেখি, সেখানে কেউ নেই। তখন আমি আমার জায়গায় এসে বসে থাকাই মনস্থ করলাম। আমার ধারণা ছিল যে, আমাকে না পেয়ে আবার এখানে তারা ফিরে আসবে। বসে থাকা অবস্থায় আমার দু' চোখে ঘুম নেমে এলে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। সাফওয়ান ইব্ন মুআত্তাল, যিনি প্রথমে সুলামী এবং পরে যাকওয়ানী হিসাবে পরিচিত ছিলেন, সেনা দলের পিছনে (পরিদর্শক হিসাবে) থেকে গিয়েছিলেন। সকালের দিকে আমার অবস্থান স্থলের কাছাকাছি এসে পৌঁছলেন এবং একজন ঘুমন্ত মানুষের অবয়ব দেখতে পেয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। পর্দার বিধান নাযিলের আগে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। যে সময় তিনি উট বসাস্থলেন, সে সময় তার 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' শব্দে আমি জেগে গেলাম। তিনি উটের সামনের পা চেপে ধরলে আমি তাতে সওয়ার হলাম। আর তিনি আমাকে নিয়ে সাওয়ারী হাঁকিয়ে চললেন। সেনাদল ঠিক দুপুরে যখন অবতরণ করে বিশ্রাম করছিল, তখন আমরা সেনাদলে পৌঁছলাম। সে সময় যারা ধ্বংস হওয়ার, তারা ধ্বংস হল। অপবাদ রটনায় যে নেতৃত্ব দিয়েছিল, সে হলো (মুনাফিকের সরদার) আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালুল। আমরা মদীনায় উপনীত হলাম এবং আমি এসেই একমাস অসুস্থতায় ভোগলাম। এদিকে কিছু লোক অপবাদ রটনাকারীদের রটনা নিয়ে চর্চা করতে থাকল। আমার অসুস্থতার সময় এ বিষয়টি আমাকে সন্দিহান করে তুললো যে, নবী ﷺ-এর তরফ থেকে সেই স্নেহ আমি অনুভব করছিলাম না, যা আমার অসুস্থতার সময় সচরাচর আমি অনুভব করতাম। তিনি শুধু ঘরে প্রবেশ করে সালাম দিয়ে বলতেন কেমন আছ? আমি সে বিষয়ের কিছুই জানতাম না। শেষ পর্যন্ত খুব দুর্বল হয়ে পড়লাম। (একরাত্রে) আমি ও উম্মু মিসতাহ্ প্রয়োজন সারার উদ্দেশ্যে ময়দানে বের হলাম। আমরা রাতেই শুধু সে দিকে যেতাম। এ আমাদের ঘরগুলোর নিকটবর্তী স্থানে পাখানা বানানোর আগের নিয়ম। জংগলে কিংবা দূরবর্তী স্থানে প্রয়োজন সারার ব্যাপারে আমাদের অবস্থাটা প্রথম যুগের

আরবদের মতই ছিলো। যাই হোক, আমি এবং উম্মু মিসতাহ বিনত আবু রুহম হেঁটে চলছিলাম। ইত্যবসরে সে তার চাদরে পা জড়িয়ে হেঁচট খেলো এবং (পড়ে গিয়ে) বললো মিসতাহ এর জন্য দুর্ভোগ। আমি তাকে বললাম, তুমি খুব খারাপ কথা বলেছ। বদর যুদ্ধে শরীক হয়েছে, এমন এক লোককে তুমি অভিশাপ দিচ্ছ! সে বলল, হে সরলমনা! (তোমার সম্পর্কে) যে সব কথা তারা উঠিয়েছে, তা কি তুমি শুনানি? এরপর অপবাদ রটনাকারীদের সব রটনা সম্পর্কে সে আমাকে অবহিত করলো। তখন আমার রোগের উপর রোগের তীব্রতা বৃদ্ধি পেলো। আমি ঘরে ফিরে আসার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন আছো? আমি বললাম, আমাকে আমার পিতা-মাতার কাছে যাওয়ার অনুমতি দিন। তিনি ('আয়িশা রা.) বলেন, আমি তখন তাদের (পিতা-মাতার) কাছে থেকে এ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাচ্ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে অনুমতি দিলেন। আমি আমার পিতা-মাতার কাছে গেলাম। তারপর আমি মাকে বললাম, লোকেরা কি বলাবলি করে? তিনি বললেন, বেটি! ব্যাপারটাকে নিজের জন্য হালকাভাবেই গ্রহণ কর। আল্লাহর কসম! এমন সুন্দরী নারী খুব কমই আছে, যাকে তার স্বামী ভালোবাসে আর তার একাধিক সতীনও আছে; অথচ ওরা তাকে উজ্জ্বল করে না। আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ! লোকেরা সত্যি তবে এসব কথা রটিয়েছে? তিনি ('আয়িশা) বলেন, ভোর পর্যন্ত সে রাত আমার এমনভাবে কেটে গেলো যে, চোখের পানি আমার বন্ধ হল না এবং ঘুমের একটু পরশও পেলাম না। এভাবে ভোর হল। পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ ওয়াহীর বিলম্ব দেখে আপন স্ত্রীকে বর্জনের ব্যাপারে ইব্ন আবু তালিব ও উসামা ইব্ন যায়দকে ডেকে পাঠালেন। যাই হোক; উসামা পরিবারের জন্য তাঁর (নবী ﷺ-এর) ভালোবাসার প্রতি লক্ষ্য করে পরামর্শ দিতে গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর কসম (তাঁর সম্পর্কে) ভালো ছাড়া অন্য কিছু আমরা জানি না, আর আলী ইব্ন আবু তালিব (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কিছুতেই আল্লাহ আপনার পথ সংকীর্ণ করেন নি। তাঁকে ছাড়া আরো অনেক মহিলা আছে। আপনি না হয় বাঁদীকে জিজ্ঞাসা করুন সে আপনাকে সত্য কথা বলবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন (বাঁদী) বারীরাহকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন। হে বারীরা! তুমি কি তার মধ্যে সন্দেহজনক কিছু দেখতে পেয়েছ? বারীরা বলল, আপনাকে যিনি সত্যসহ পাঠিয়েছেন, তাঁর কসম করে বলছি, না, তেমন কিছু দেখিনি, এই একটি অবস্থায়ই দেখেছি যে, তিনি অল্পবয়স্কা কিশোরী। আর তাই আটা-খামীর করতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। সেই ফাঁকে বকরী এসে তা খেয়ে ফেলে। সে দিনই রাসূলুল্লাহ ﷺ (মসজিদে) ভাষণ দিতে দাঁড়িয়ে আবদুল্লাহ ইব্ন উবাই ইব্ন সালুলের ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচার উপায় জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমার পরিবারকে কেন্দ্র করে যে লোক আমাকে জ্বালাতন করেছে, তার মুকাবিলায় কে প্রতিকার করবে? আল্লাহর কসম, আমি তো আমার স্ত্রী সম্পর্কে ভালো ছাড়া অন্য কিছু জানি না। আর এমন ব্যক্তিকে জড়িয়ে তারা কথা তুলেছে, যার সম্পর্কে ভালো ছাড়া অন্য কিছু আমি জানি না আর সে তো আমার সাথে ছাড়া আমার ঘরে কখনও প্রবেশ করত না। তখন সা'দ (ইব্ন মু'আয রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর কসম, আমি তার প্রতিকার করবো। যদি সে আউস গোত্রের কেউ হয়ে থাকে, তাহলে তার গর্দান উড়িয়ে দিব; আর যদি সে আমাদের খায়রাজ

গোত্রীয় ভাইদের কেউ হয়, তাহলে আপনি তার ব্যাপারে আমাদের নির্দেশ দিবেন, আমরা আপনার নির্দেশ পালন করব। খায়রাজ গোত্রপতি সা'দ ইবন উবাদা (রা.) তখন দাঁড়িয়ে গেলেন। এর আগে তিনি ভালো লোকই ছিলেন। আসলে গোত্রপ্রীতি তাকে পেয়ে বসেছিলো। তিনি বললেন, তুমি মিথ্যা বলছ। আল্লাহর কসম! তুমি তাকে হত্যা করতে পারবে না, সে শক্তি তোমার নেই। তখন উসায়িদ ইবনুল হুযাইর (রা.) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, তুমিই মিথ্যা বলছ। আল্লাহর কসম! আমরা অবশ্যই তাকে হত্যা করে ছাড়ব। আসলে তুমি একজন মুনাফিক। তাই মুনাফিকদের পক্ষ হয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছ। এরপর আউস ও খায়রাজ উভয় গোত্রই উত্তেজিত হয়ে উঠলো। এমনকি রাসূলুল্লাহ ﷺ মিথ্যারে থাকা অবস্থায়ই তারা (লড়াইয়ে) উদ্যত হল। তখন তিনি নেমে তাদের চূপ করালেন। এতে সবাই শান্ত হল আর তিনিও নীরবতা অবলম্বন করলেন। 'আয়িশা (রা.) বলেন, সেদিন সারাক্ষণ আমি কাঁদলাম, চোখের পানি আমার শুকালনা এবং ঘুমের সামান্য পরশও পেলাম না। আমার পিতা-মাতা আমার পাশে পাশেই থাকলেন। পুরো রাত দিন আমি কেঁদেই কাটালাম। আমার মনে হল, কান্না বুঝি আমার কলিজা বিদীর্ণ করে দিবে। তিনি ('আয়িশা) বলেন, তারা (পিতা-মাতা) উভয়ে আমার কাছেই বসা ছিলেন, আর আমি কাঁদছিলাম। ইতিমধ্যে এক আনসারী মহিলা ভিতরে আসার অনুমতি চাইল। আমি তাকে অনুমতি দিলাম। সেও আমার সংগে বসে কাঁদতে শুরু করল। আমরা এ অবস্থায় থাকতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রবেশ করে (আমার কাছে) বসলেন, অথচ যে দিন থেকে আমার সম্পর্কে অপবাদ রটানো হয়েছে। সেদিন থেকে তিনি আমার কাছে বসেননি। এর মধ্যে একমাস কেটে গিয়েছিল। অথচ আমার সম্পর্কে তার কাছে কোন ওয়াহী নাযিল হল না। তিনি ('আয়িশা) বলেন, এরপর হামদ ও সানা পাঠ করে তিনি বললেন, হে 'আয়িশা! তোমার সম্পর্কে এ ধরনের কথা আমার কাছে পৌছেছে। তুমি নির্দোষ হলে আল্লাহ অবশ্যই তোমার নির্দোষতা ঘোষণা করবেন। আর যদি তুমি কোন গুনাহে জড়িয়ে গিয়ে থাক, তাহলে আল্লাহর কাছে তাওবা ও ইসতিগ্ফার কর। কেননা, বান্দা নিজের পাপ স্বীকার করে তাওবা করলে আল্লাহ তাওবা কবুল করেন। তিনি যখন তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন, তখন আমার অশ্রু বন্ধ হয়ে গেল। এমনকি এক বিন্দু অশ্রুও আমি অনুভব করলাম না। আমার পিতাকে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আমার তরফ থেকে জওয়াব দিন। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, আমি বুঝে উঠতে পারি না, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কি বলব? এরপর আমার (মা-কে) বললাম, আমার তরফ থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কথার জওয়াব দিন। তিনিও বললেন, আল্লাহর কসম! আমি বুঝি উঠতে পারি না, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কি বলব? আমি তখন অল্প বয়স্কা কিশোরী! কুরআনও খুব বেশী পড়িনি। তবুও আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমার জানতে বাকী নেই যে, লোকেরা যা রটাচ্ছে, তা আপনারা শুনতে পেয়েছেন এবং আপনাদের মনে তা বসে গেছে, ফলে আপনারা তা বিশ্বাস করে নিয়েছেন। এখন যদি আমি আপনাদের বলি যে, আমি নিষ্পাপ আর আল্লাহ জানেন, আমি অবশ্যই নিষ্পাপ, তবু আপনারা আমার সে কথা বিশ্বাস করবেন না। আর যদি আপনাদের কাছে কোন বিষয়

আমি স্বীকার করি, অথচ আল্লাহ্ জানেন আমি নিষ্পাপ তাহলে অবশ্যই আপনারা আমাকে বিশ্বাস করে নিবেন। আল্লাহ্‌র কসম, ইউসুফ (আ.)-এর পিতার ঘটনা ছাড়া আমি আপনাদের জন্য কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাচ্ছি না। যখন তিনি বলেছিলেন, পূর্ণ ধৈর্যধারণই আমার জন্য শ্রেয়। আর তোমরা যা বলছো সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্‌ই আমার সাহায্যকারী। এরপর আমি আমার বিছানায় পার্শ্ব পরিবর্তন করে নিলাম। এটা আমি অবশ্যই আশা করছিলাম যে, আল্লাহ্‌ আমাকে নির্দোষ ঘোষণা করবেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম! এ আমি ভাবিনি যে, আমার ব্যাপারে কোন ওয়াহী নাযিল হবে। কুরআনে আমার ব্যাপারে কোন কথা বলা হবে, এ বিষয়ে আমি নিজেকে উপযুক্ত মনে করি না। তবে আমি আশা করছিলাম যে, নিদ্রায় আল্লাহ্‌র রাসূল এমন কোন স্বপ্ন দেখবেন, যা আমাকে নির্দোষ প্রমাণ করবে। কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম! তিনি তাঁর আসন ছেড়ে তখনও উঠে যাননি এবং ঘরের কেউ বেরিয়েও যায়নি, এরই মধ্যে তাঁর উপর ওয়াহী নাযিল হওয়া শুরু হয়ে গেল এবং (ওয়াহী নাযিলের সময়) তিনি যে রূপ কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতেন, সে রূপ অবস্থার সম্মুখীন হন। এমনকি সে মুহূর্তে শীতের দিনেও তার শরীর থেকে মুক্তার ন্যায় ফোটা ফোটা ঘাম ঝরে পড়তো। যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে ওয়াহীর সে অবস্থা কেটে গেল, তখন তিনি হাঁসছিলেন। আর প্রথম যে বাক্যটি তিনি উচ্চারণ করলেন তা ছিল এই যে, আমাকে বললেন, হে 'আয়িশা! আল্লাহ্‌র প্রশংসা করো। কেননা, তিনি তোমাকে নির্দোষ ঘোষণা করেছেন। আমার মাতা তখন আমাকে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে যাও। (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর) আমি বললাম, না, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তাঁর কাছে যাবো না এবং আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারো প্রশংসাও করব না। আল্লাহ্‌ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন, **الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ۚ أَلَا يَأْتِيهِمُ الْفُتْلُ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا إِلَىٰ قَوْلِهِ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ** যখন আমার সাফাই সম্পর্কে নাযিল হল তখন আবু বকর সিদ্দীক (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! নিকটাত্মীয়তার কারণে মিসতাহ্‌ ইব্ন উসাসার জন্য তিনি যা খরচ করতেন, 'আয়িশা (রা.) সম্পর্কে এ ধরনের কথা বলার পর মিসতার জন্য আমি আর কখনও খরচ করবো না। তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন **وَلَا يَأْتِلُ أَوْلُوا** তোমাদের মধ্যে যারা নিয়ামতপ্রাপ্ত ও স্বচ্ছল, তারা যেন দান না করার কসম না করে.... আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল ও মেহেরবান। তখন আবু বকর (রা.) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম। আমি অবশ্যই চাই আল্লাহ্‌ আমাকে ক্ষমা করুন। এরপর তিনি মিসতাহ্‌ -কে যা দিতেন, তা পুনরায় দিতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যায়না'ব বিন্তে জাহাশকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি বললেন, হে যায়না'ব! ('আয়িশা সম্পর্কে) তুমি কি জান? তুমি কি দেখছো? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি আমার কান, আমি আমার চোখের হিফাজত করতে চাই আল্লাহ্‌র কসম তার সম্পর্কে ভালো ছাড়া অন্য কিছু আমি জানি না। 'আয়িশা (রা.) বলেন, অথচ তিনিই আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন। কিন্তু পরহেযগারীর কারণে আল্লাহ্‌ তাঁর হিফায়ত করেছেন। আবু রাবী' (র.)... 'আয়িশা ও আবদুল্লাহ্‌ ইব্ন যুবায়র (রা.) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ফুলাইহ্‌ (র.).... কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবু বকর (রা.) থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।

১৬০৭. **بَابُ إِذَا زَكَى رَجُلٌ رَجُلًا كَفَاهُ وَقَالَ أَبُو جَمِيلَةَ وَجَدْتُ مَثْبُوثًا فَلَمَّا رَأَيْتُ عُمَرَ قَالَ عَسَى الْغَوِيَرُ أَبُوسًا كَأَنَّهُ يَتَّهِمُنِي قَالَ عَرِيفِي إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ قَالَ كَذَلِكَ إِذْهَبْ وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ**

১৬৫৭. পরিচ্ছেদ : কারো নির্দোষ প্রমাণের জন্য একজনের সাক্ষীই যথেষ্ট। আবু জামিলা (র.) বলেন, আমি একটা ছেলে কুড়িয়ে পেলাম। উমর (রা.) আমাকে দেখে বললেন, ছেলেটির হয়ত অনিষ্ট হতে পারে। মনে হয় তিনি আমাকে সন্দেহ করছিলেন। আমার এক পরিচিত লোক বলল, তিনি একজন সৎলোক। উমর (রা.) বললেন, এরূপই হয়ে থাকে। নিয়ে যাও এবং এর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব আমার (বায়তুল মালের)

২৪৮৬ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَنَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ وَلَيْكَ قَطَعْتَ عَنْقَ صَاحِبِكَ قَطَعْتَ عَنْقَ صَاحِبِكَ مِرَارًا ثُمَّ قَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ فَلَانَا وَاللَّهِ حَسْبِيهِ وَلَا أُرَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا أَحْسِبُهُ كَذًا وَكَذَا إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ

২৪৮৬ মুহাম্মদ ইবন সালাম (র.)... আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী -এর সামনে এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির প্রশংসা করল। তখন তিনি (রাসূল) বললেন, তোমার জন্য আফসোস! তুমি তো তোমার সাথীর গর্দান কেটে ফেললে, তুমি তো তোমার সাথীর গর্দান কেটে ফেললে। তিনি একথা কয়েকবার বললেন, এরপর তিনি বললেন, তোমাদের কেউ যদি তার (মুসলমান) ভাইয়ের প্রশংসা করতেই চায় তাহলে তার (এভাবে) বলা উচিত, অমুককে আমি এরূপ মনে করি, তবে আল্লাহই তার সম্পর্কে অধিক জানেন। আর আল্লাহর প্রতি সোপর্দ না করে আমি কারো সাফাই পেশ করি না। তার সম্পর্কে ভালো কিছু জানা থাকলে বলবে, আমি তাকে এরূপ এরূপ মনে করি।

১৬০৮. **بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْأُطْنَابِ فِي الْمَدْحِ وَلْيَقُلْ مَا يَعْلَمُ**

১৩৫৮. পরিচ্ছেদ : প্রশংসার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন অপসন্দীয়। যা জানে সে যেন তাই বলে।

২৪৮৭ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرَّةٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ رَجُلًا يَتَنَى عَلَى رَجُلٍ وَيُطَرِّبُهُ فِي مَدْحِهِ ، فَقَالَ أَهْلَكْتُمْ أَوْ قَطَعْتُمْ ظَهَرَ الرَّجُلِ

২৪৮৭ মুহাম্মদ ইবন সাব্বাহ (র.)... আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির প্রশংসা করতে শুনে বললেন, তোমরা তাকে ধ্বংস করে দিলে কিংবা (রাবীর সন্দেহ) বলেছেন, তোমরা লোকটির মেরুদণ্ড ভেঙে ফেললে।

১৬৫৭. **بَابُ بُلُوغِ الصَّبِيَّانِ وَشَهَادَتِهِمْ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : إِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا الْآيَةَ وَقَالَ مُغِيرَةُ احْتَلَمْتُ وَأَنَا ابْنُ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَبُلُوغُ النِّسَاءِ فِي الْحَيْضِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَاللَّائِي يَنْشُرْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِلَى قَوْلِهِ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَقَالَ الْحَسَنُ مِنْ صَالِحِ ادَّرَكْتُ جَارَةً لَنَا جَدَّةً بِنْتُ أَحَدَى وَعِشْرَيْنَ سَنَةً**

১৬৫৯. পরিচ্ছেদ : বাচ্চাদের প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া এবং তাদের সাক্ষ্যদান। আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ তোমাদের সন্তান-সন্ততি বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তারাও যেন অনুমতি চায় (২৪ : ৫৯) মুগীরা (র.) বলেন, বারো বছর বয়সে আমি সাবালক হয়েছি। আর মেয়েরা সাবালেগা হয় হায়িহ হলে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তোমাদের যে সব মেয়েরা ঋতুস্রাবের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে----- সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত (৬৫ঃ৪)। হাসান ইবন সাহিহ (র.) বলেন, আমাদের এক প্রতিবেশীকে একুশ বছর বয়সেই আমি নানী হতে দেখেছি।

২৪৮৮ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِي قَالَ نَافِعٌ فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ خَلِيفَةُ فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَكَتَبَ إِلَى عُمَالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ

২৪৮৮ উবায়দুল্লাহ ইবন সাঈদ (র.).... ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ ^{সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম} -এর কাছে তাকে (ইবন উমরকে) পেশ করলেন, তখন তিনি চৌদ্দ বছরের বালক। (ইবন উমর বলেন) তখন তিনি আমাকে (যুদ্ধে গমনের) অনুমতি দেননি। পরে খন্দকের যুদ্ধে তিনি আমাকে পেশ করলেন এবং অনুমতি দিলেন। তখন আমি পনের বছরের যুবক। নাসিফ (র.) বলেন, আমি খলীফা উমর ইবন আবদুল আযীযের কাছে গিয়ে এ হাদীস শুনালাম। (হাদীস শুনে) তিনি বললেন, এটাই হচ্ছে প্রাপ্ত

ও অপ্রাপ্ত বয়সের সীমা রেখা। এরপর তিনি তাঁর গভর্নরদেরকে লিখিত নির্দেশ পাঠালেন যে, (সেনাবাহিনীতে) যাদের বয়স পনেরতে উপনীত হয়েছে তাদের জন্য যেন ভাতা নির্ধারণ করেন।

২৪৮৭ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ سَلِيمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

২৪৮৭ আলী ইবন আবদুল্লাহ্ (র.)... আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের উপর জুমু'আ দিবসের গোসল কর্তব্য।

১১৬. بَابُ سُؤَالِ الْحَاكِمِ الْمُدْعَى هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ قَبْلَ الْيَمِينِ

১৬৬০. পরিচ্ছেদ : শপথ করানোর পূর্বে বিচারক কর্তৃক বাদীকে জিজ্ঞাসা করা যে, তোমার কি কোন প্রমাণ আছে?

২৪৯০ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرَأٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ قَالَ ، فَقَالَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فِيَّ وَاللَّهِ كَانَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَكْ بَيِّنَةٌ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ إِحْلِفْ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا يَحْلِفُ وَيَذْهَبُ بِمَالِي قَالَ فَاتَزَلَّ اللَّهُ تَعَالَى : إِنَّ الدِّينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

২৪৯০ মুহাম্মদ (র.).... আবদুল্লাহ্ (ইবন মাস'উদ) (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের সম্পদ আত্মসাতের উদ্দেশ্যে মিথ্যা শপথ করবে, (কিয়ামতের দিন) সে আল্লাহ্র সংগে সাক্ষাৎ করবে এমন অবস্থায় যে আল্লাহ্ তার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। রাবী বলেন, তখন আশ'আস ইবন কায়স (রা.) বলেন, আল্লাহ্র কসম। এ বর্ণনা আমার ব্যাপারেই। একখণ্ড জমি নিয়ে (জৈনিক) ইয়াহূদী ব্যক্তির সাথে আমার বিবাদ ছিল। সে আমাকে অস্বীকার করলে আমি তাকে নবী ﷺ -এর কাছে হাযির করলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে বললেন, তোমার কি কোন প্রমাণ আছে! আস'আস (রা.) বলেন, আমি বললাম, না (কোন প্রমাণ নেই।) তখন

তিনি (উক্ত ইয়াহুদীকে) বললেন, তুমি কসম কর। আশআস (রা.) বলেন, (একথা শুনে) আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তবে তো সে (মিথ্যা) কসম করে আমার সম্পদ আত্মসাত করে ফেলবে। আশআস (রা.) বলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন : যারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা এবং নিজের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে(৩ : ৭৭)।

١٦٦١. بَابُ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ فِي الْأَمْوَالِ وَالْحُدُودِ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ وَقَالَ قَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ شُبْرُمَةَ كَلَّمَنِي أَبُو الزِّنَادِ فِي شَهَادَةِ الشَّاهِدِ، وَ يَمِينِ الْمُدْعَى فَقُلْتُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى قُلْتُ : إِذَا كَانَ يَكْتَفَى بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينِ الْمُدْعَى فَمَا يَحْتَاجُ أَنْ تُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى مَا كَانَ يُصْنَعُ بِذِكْرِ هَذِهِ الْأُخْرَى

১৬৬১. পরিচ্ছেদ : অর্থ- সম্পদ ও হদ্দ এর (শরীআত নির্ধারিত দণ্ডসমূহ)-এর বেলায় বিবাদীর কসম করা। নবী ﷺ বলেছেন, তোমার দু'জন সাক্ষী পেশ করতে হবে কিংবা তার (বিবাদির) কসম করতে হবে। কুতায়বা (র.) বলেন, সুফিয়ান (র.) ইবন শুবরুমা (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন, আবু যিনাদ (র.) সাক্ষীর সাক্ষ্য এবং বাঁদীর কসমের ব্যাপারে আমার সাথে আলোচনা করলেন। আমি তাকে বললাম, আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ সাক্ষীদের মধ্যে যাদের উপর তোমরা রাযী, তাদের মধ্যে দু'জন পুরুষ সাক্ষী রাখবে, যদি পুরুষ না থাকে তবে একজন পুরুষ ও দু'জন জ্বীলোক, জ্বীলোকদের মধ্যে একজন ভুল করলে তাদের অপরজন স্বরণ করিয়ে দেবে (২ : ২৮২) আমি বললাম, একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য আর বাঁদীর কসম যথেষ্ট হলে এক মহিলা অপর মহিলাকে স্বরণ করিয়ে দেওয়ার কি প্রয়োজন আছে? এই অপর মহিলাটির স্বরণ করাতে কি কাজ হবে?

٢٤٩١ حَدَّثَنَا أَبُو نَعِيمٍ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ

২৪৯১ আবু নু'আইম (র.).... ইবন আবু মুলায়কা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবন আব্বাস (রা.) আমাকে লিখে জানিয়েছেন, নবী ﷺ ফায়সালা দিয়েছেন যে, বিবাদীকে কসম করতে হবে।

১৬৬২. بَابُ

১৬৬২. পরিচ্ছেদ :

۲۴۹۲ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ مِنْ حَلْفٍ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَ ذَلِكَ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا إِلَى قَوْلِهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ثُمَّ إِنَّ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ خَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَحَدَّثْنَاهُ بِمَا قَالَ فَقَالَ صَدَقَ لَفِي نَزَلَتْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي شَيْءٍ فَأَخْتَصَمْنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ إِذَا يَحْلِفُ وَلَا يَبَالِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ ثُمَّ اقْتَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ

২৪৯২ উসমান ইবন আবু শায়বা (র.)... আবদুল্লাহ (ইবন মাস'উদ) (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে এমন (মিথ্যা) কসম করে, যা দ্বারা মাল প্রাপ্ত হয়।^১ সে (কিয়ামতের দিন) আল্লাহর সংগে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, আল্লাহ তার উপর অসন্তুষ্ট, তারপর আল্লাহ তা'আলা উক্ত বর্ণনার সমর্থনে আয়াত নাযিল করেনঃ যারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে..... তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। (৩ : ৭৭) এরপর আশআস ইবন কায়স (রা.) আমাদের কাছে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, আবু আবদুর রাহমান (র.) তোমাদের কি হাদীস শুনিয়েছেন আমরা তাঁর বর্ণিত হাদীসটি তাঁকে শুনালাম। তিনি বললেন, তিনি (ইবন মাসউদ) ঠিকই বলেছেন। আমার ব্যাপারেই আয়াতটি নাযিল হয়েছে। কিছু একটা নিয়ে আমার সাথে এক (ইয়াহুদী) ব্যক্তির বিবাদ ছিল। আমরা উভয়ে নবী ﷺ-এর নিকট আমাদের বিবাদ উত্থাপন করলাম। তখন তিনি বললেন, তোমার দু'জন সাক্ষী পেশ করতে হবে অথবা তার (বিবাদীর) কসম করতে হবে। তখন আমি বললাম, তবে তো সে মিথ্যা কসম করতে কোন দ্বিধা করবে না। তখন নবী ﷺ বললেন, কেউ যদি এমন কসম করে, যার দ্বারা মাল প্রাপ্ত হয় এবং সে যদি উক্ত ব্যাপারে মিথ্যাবাদী হয়, তা হলে (কিয়ামতের দিন) সে আল্লাহর সংগে সাক্ষাৎ করবে এমন অবস্থায়, আল্লাহ তার উপরে অসন্তুষ্ট। এরপর আল্লাহ তা'আলা এ বর্ণনার সমর্থনে আয়াত নাযিল করেন। একথা বলে তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন।

১. ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে বাদীকে দু'জন সাক্ষী পেশ করতে হবে। এক সাক্ষী পেশ করে আরেক সাক্ষীর পরিবর্তে কসম করলে চলবে না। সে ক্ষেত্রে এবং বিবাদী কসম করলে এবং সে আলোকেই ফায়সালা হবে। এমতের ভিত্তি হলো আলোচ্য আয়াত।

১৬৬৩. **بَابُ إِذَا ادْعَى أَوْ قَذَفَ فَلَهُ أَنْ يَلْتَمِسَ الْبَيِّنَةَ وَ يَنْطَلِقَ لِطَلَبِ الْبَيِّنَةِ**

১৬৬৩. পরিচ্ছেদ : কেউ কোন দাবী করলে কিংবা (কারো প্রতি) কোন মিথ্যা আরোপ করলে তাকেই প্রমাণ করতে হবে এবং প্রমাণ সন্ধানের জন্য বের হতে হবে।

২৪৭৩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِشَرِيكَ بْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ يَقُولُ الْبَيِّنَةُ وَالْأَحَدُ فِي ظَهْرِكَ فَذَكَرَ حَدِيثَ الْإِلْعَانِ

২৪৯৩ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.).... ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, হিলাল ইব্ন উমাইয়া নবী। -এর কাছে তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে শারীক ইব্ন সাহমা এর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগ করলে নবী বললেন, হয় তুমি প্রমাণ (সাক্ষী) পেশ করবে, নয় তোমার পিঠে (বেত্রাঘাতের) দণ্ড আপতিত হবে। সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাদের কেউ কি আপন স্ত্রীর উপর অপর কোন পুরুষকে দেখে প্রমাণ সংগ্রহের জন্য ছুটে যাবে? কিন্তু নবী একই কথা (বার বার) বলতে থাকলেন, হয় প্রমাণ পেশ করবে, নয় তোমার পিঠে বেত্রাঘাতের দণ্ড আপতিত হবে। তারপর তিনি লি'আন (لعان) সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করলেন।

১৬৬৪. **بَابُ الْيَمِينِ بَعْدَ الْعَصْرِ**

১৬৬৪. পরিচ্ছেদ : আসরের পর কসম করা

২৪৭৬ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا يَكْمُمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الْيَمِّ، رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِطَرِيقٍ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنُ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا لَا يَبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ وَالْأَمُّ يَفِ لَهُ، وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بِسَلِعةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللَّهِ أَعْطَى بِهِ كَذًا وَكَذَا فَآخَذَهَا

২৪৯৪ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র.)... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ

বলেছেন, তিন শ্রেণীর ব্যক্তির সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা কথা বলবেন না এবং (করুণার দৃষ্টিতে) তাদের প্রতি তাকাবেন না এবং তাদের পাপ মোচন করবেন না আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তি সে, যার কাছে অতিরিক্ত পানি রয়েছে রাস্তার পাশে, আর সে পানি থেকে মুসাফিরকে বঞ্চিত রাখে। আর এক শ্রেণীর ব্যক্তি সে, যে কারো অনুগত্যের বায়আত করে এবং একমাত্র দুনিয়ার গরয়েই সে তা করে। ফলে চাহিদা মারফিক তাকে দিলে সে অনুগত থাকে, আর না দিলে অনুগত থাকে না। আর এক শ্রেণীর ব্যক্তি সে-যে আসরের পর কারো সাথে পণ্য নিয়ে দামদর করে এবং আল্লাহর নামে মিথ্যা হলফ করে বলে যে, সে ক্রয় করতে এত মূল্য দিয়েছে আর তা শুনে ক্রেতা তা কিনে নেয়।

১৬৬০. **بَابُ يَحْلِفُ الْمُدْعَى عَلَيْهِ حَيْثُمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ وَلَا يُصَرَفُ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى غَيْرِهِ قَضَى**
مُرَوَاتِنُ بِالْيَمِينِ عَلَى زَيْدٍ بِنِ ثَابِتٍ عَلَى الْمَنْبَرِ، فَقَالَ أَحْلَفُ لَهُ مَكَانِي فَجَعَلَ زَيْدٌ يَحْلِفُ وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ
عَلَى الْمَنْبَرِ، فَجَعَلَ مَرْوَانُ يَعْجَبُ مِنْهُ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ فَلَمْ يَخْصُ مَكَانًا بَوْنًا مَكَانًا

১৬৬৫. পরিচ্ছেদ : যে স্থানে বিবাদীর উপর হলফ ওয়াজিব হয়েছে, সেখানই তাকে হলফ করানো হবে। একস্থান থেকে অন্যস্থানে নেওয়া হবে না। মারওয়ান (র.) যাদদ ইবন সাবিত (রা.)-কে মিম্বরে গিয়ে হলফ করার নির্দেশ দিলে তিনি বললেন, আমি আমার জায়গায় থেকেই হলফ করব। এরপর তিনি হলফ করলেন কিন্তু মিম্বরে গিয়ে হলফ করতে অস্বীকার করলেন। মারওয়ান তার এ আচরণে বিস্ময়বোধ করলেন। নবী ﷺ বলেছেন, (বাদীকে বলেছেন) তোমাকে দু'জন সাক্ষী পেশ করতে হবে। নতুবা বিবাদী হলফ করবে। এক্ষেত্রে কোন জায়গা নির্ধারণ করা হয়নি।

২৪৭০. **حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ**
ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لِيَقْتَطَعَ بِهَا مَالًا
لِقَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانِ

২৪৯৫. মুসা ইবন ইসমাঈল (র.).... ইবন মাস'উদ (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সম্পদ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে (মিথ্যা) কসম করবে (কিয়ামতের দিন) সে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করাবে এমন অবস্থায় যে আল্লাহ তার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট থাকবেন।

১৬৬৬. **بَابُ إِذَا تَسَارَعَ قَوْمٌ فِي الْيَمِينِ**

১৬৬৬. পরিচ্ছেদ : কতিপয় লোকজন কে কার আগে হলফ করবে তা নিয়ে প্রতিযোগিতা করা

২৬৭৭ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَرَضَ عَلَى قَوْمِ الْيَمِينِ فَاسْرِعُوا فَأَمَرَ أَنْ يُسْهِمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ

২৪৯৬ ইসহাক ইবন নাসর (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, একদল লোককে নবী ﷺ হলফ করতে বললেন। তখন (কে কার আগে হলফ করবে এ নিয়ে) তাড়াহুড়া শুরু করে দিল। তখন তিনি কে (আগে) হলফ করবে, তা নির্ধারণের জন্য তাদের নামে লটারী করার নির্দেশ দিলেন।

১৬৬৭. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا

১৬৬৭. পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার বাণী : যারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে (৩ : ৭৭)।

২৬৭৭ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ أَبُو إِسْمَاعِيلَ السُّكْسَكِيُّ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَقَامَ رَجُلٌ سِلْعَتَهُ فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا مَالَهُ يُعْطِيهَا فَنَزَلَتْ: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا وَقَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى: النَّاجِشُ أَكِلُ الرِّبَا خَائِنٌ

২৪৯৭ ইসহাক (র.).... আবদুল্লাহ ইবন আবু আওফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক লোক তার মালপত্র বাজারে এনে এবং হলফ করে বলল যে, এগুলো (খরিদ বাবদ) সে এত দিয়েছে, অথচ সে তত দেয়নি। তখন আয়াত নাযিল হলো : যারা নগণ্য মূল্যের বিনিময়ে আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা এবং নিজের শপথ বিক্রি করে.....। ইবন আবু আওফা (রা.) বলেন, (দাম চড়ানোর মতলবে) যে ধোঁকা দেয়, সে মূলতঃ সূদখোর ও খিয়ানত কারী।

২৬৭৯ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبًا لِيَقْتَطِعَ مَالَ رَجُلٍ أَوْ قَالَ أَخِيهِ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ فَانْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي

الْقُرْآنِ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا الْآيَةَ فَلَقِينِي الْأَشْعَثُ فَقَالَ مَا حَدَّثَكُمْ عَبْدُ اللَّهِ الْيَوْمَ قُلْتُ كَذًا وَكَذَا قَالَ فِي أَنْزَلْتُ

২৪৯৮ বিশর ইবন খালিদ (র.).... আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি কারো অথবা তার ভাইয়ের অর্থ আত্মসাতের মতলবে মিথ্যা হলফ করবে, সে (কিয়ামতে) মহান আল্লাহর দেখা পাবে এমন অবস্থায় যে, তিনি তার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা উক্ত হাদীসের সমর্থনে কুরআনে এই আয়াত নাযিল করলেন : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا هَٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ হতে পর্যন্ত। যারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা এবং নিজেদের শপথ তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে, আখিরাতে তাদের কোন অংশ নেই (৩ : ৭৭)। আর আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের প্রতি (করুণার দৃষ্টিতে) তাকাবেন না এবং তাদেরকে (পাপ থেকে) বিস্মৃতও করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। পরে আশআস (রা.) আমার সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞাসা করলেন, আবদুল্লাহ (রা.) আজ তোমাদের কি হাদীস শুনিয়েছেন? আমি বললাম, এই এই (হাদীস শুনিয়েছেন) তিনি বললেন, আমার ব্যাপারেই আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

١٦٦٨. بَابُ كَيْفَ يَسْتَحْلِفُ وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ثُمَّ جَاءُوكَ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ ، يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضَوْكُمْ ، فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا يُقَالُ بِاللَّهِ وَتَالَهُ وَوَالَهُ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَدَجَلٌ حَلَفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا بَعْدَ الْعَصْرِ وَلَا يَحْلِفُ بِغَيْرِ اللَّهِ

১৬৬৮. পরিক্ষেদ : কিভাবে হলফ নেওয়া হবে? মহান আল্লাহর বাণী : তারপর তারা আপনার নিকট এসে আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে আমরা কল্যাণ এবং সম্প্রীতি ব্যতীত অন্য কিছুই চাই না (৪ : ৬২)।

তারা আল্লাহর নামে শপথ করে যে, তারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত (৯ : ৫৬)।

তারা তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য তোমাদের নিকট আল্লাহর শপথ করে (৯ : ৬২)।

তারা উভয়ে আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, আমাদের সাক্ষ্য অবশ্যই তাদের সাক্ষ্য হতে অধিকতর সত্য (৫ : ১০৭)। কসম করার জন্য ব্যবহৃত হয় وَ تَالَهُ - بِاللَّهِ ও تَالَهُ - وَاللَّهِ নবী (সা.) বলেন, আর যে ব্যক্তি আসরের পর আল্লাহর নামে মিথ্যা শপথ করে।

আল্লাহ ব্যতীত আর কারো নামে শপথ করা যাবে না।

২৬৭৭ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَالْأَيْلَةَ فَقَالَ هَلْ عَلَى غَيْرِهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوُّعَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ هَلْ عَلَى غَيْرِهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوُّعَ قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الزَّكَاةَ قَالَ هَلْ عَلَى غَيْرِهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوُّعَ فَادْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ

২৪৯৯ ইসমাঈল ইবন আবদুল্লাহ (র.).... তালহা ইবন উবাদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে তাঁকে ইসলাম (এর করণীয়) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত। সে বলল, আমার উপর আরও কিছু ওয়াজিব আছে? তিনি বললেন, না, নেই। তবে নফল হিসাবে পড়তে পার। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আর রমায়ান মাসের সিয়াম। সে জিজ্ঞাসা করল, আমার উপর এ ছাড়া আরও কি ওয়াজিব আছে? তিনি বললেন, না, নেই। তবে নফল হিসাবে (সিয়াম) পালন করতে পার। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে যাকাতের কথাও বললেন; সে জানতে চাইল, আমার উপর এ ছাড়া আরও কিছু ওয়াজিব আছে? তিনি বললেন, না, নেই; তবে নফল হিসাবে (সাদকা) করতে পার। তারপর লোকটি এই বলে প্রস্থান করল, আল্লাহর কসম! এতে আমি কোন কম-বেশী করব না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সত্য বলে থাকলে সে সফল হয়ে গেল।

২৫০০ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرَةُ قَالَ ذَكَرَ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيُحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصُمْتُ

২৫০০ মুসা ইবন ইসমাঈল (র.).... আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, কারও হলফ করতে হলে সে যেন আল্লাহর নামেই হলফ করে, নতুবা চূপ করে থাকে।

১৬৬৮. بَابُ مَنْ أَقَامَ الْبَيْتَةَ بَعْدَ الْيَمِينِ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَعَلَّ بَعْضَكُمْ الْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَقَالَ طَائِسٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَشَرِيحُ الْبَيْتَةِ الْعَادِلُ أَحَقُّ مِنَ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةُ

১৬৬৯. পরিচ্ছেদ : (বিবাদী) হলফ করার পর বাদী সাক্ষী উপস্থিত করলে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত প্রমাণ উপস্থিত করার ব্যাপারে অপরের চেয়ে বেশী বাকপটু। তাউস, ইবরাহীম ও শুরাইহ (র.) বলেন, মিথ্যা হলফের চেয়ে সত্য সাক্ষ্য অগ্রাধিকারযোগ্য।

২৫.১ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا بِقَوْلِهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلَا يَأْخُذُهَا

২৫৫১ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র.).... উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা আমার কাছে মামলা-মোকাদ্দমা নিয়ে আস। আর তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত প্রতিপক্ষের তুলনায় প্রমাণ (সাক্ষী) পেশ করার ব্যাপারে অধিক বাকপটু। তবে যেনে রেখ, বাকপটুতার কারণে যার অনুকূলে আমি তার ভাইয়ের প্রাপ্য হক ফায়সালা করে দেই, তার জন্য আসলে আমি জাহান্নামের অংশ নির্ধারণ করে দেই। কাজেই, সে যেন তা গ্রহণ না করে।

১৬৭. بَابُ مَنْ أَمَرَ بِإِنْجَازِ الْوَعْدِ وَفَعَلَهُ الْحَسَنُ، وَ ذَكَرَ إِسْمَاعِيلُ بَانَهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَ قَضَى ابْنُ الْأَشْوَعِ بِالْوَعْدِ وَ ذَكَرَ ذَلِكَ عَنْ سَمُرَةَ بِنِ جُنْدُبٍ وَ قَالَ الْمِسْوَدُ بْنُ مَخْرَمَةَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَ ذَكَرَ صِبْهَرًا لَهُ قَالَ وَ عَدْنِي فَوَفَى لِي قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَ رَأَيْتُ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يَحْتَجُّ بِحَدِيثِ ابْنِ أَشْوَعٍ

১৬৭০. পরিচ্ছেদ : ওয়াদা পূরণ করার নির্দেশ দান। হাসান বসরী (র.) এরূপ করেছেন। আব্দুল্লাহ তা'আলা ইসমাঈল (আ.)-এর উল্লেখ করে ইরশাদ করেছেন যে, তিনি ওয়াদা পূরণে একনিষ্ঠ ছিলেন। (কুফার কাযী) ইব্ন আশওয়া (র.) ওয়াদা পূরণের রায় ঘোষণা করেছেন। সামুরা ইব্ন জুনদুব (রা.) থেকেও এরূপ বর্ণিত আছে। মিসওয়্যার ইব্ন মাখরামা (রা.) বলেছেন, নবী ﷺ-কে তাঁর এক জামাতা সম্পর্কে বলতে শুনেছি, “সে আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা রক্ষা করেছে।” আবু আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) (র.) বলেন,

ইসহাক ইব্ন ইবরাহীমকে আমি ইব্ন আশওয়া (র.) -এর হাদীস প্রমাণরূপে পেশ করতে দেখেছি।

২৫০২ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْرَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَفْيَانَ أَنَّ هِرْقَلَ قَالَ لَهُ سَأَلْتُكَ مَاذَا يَأْمُرُكُمْ فَرَعَمْتُ أَنَّهُ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقِ وَالْعَفَافِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ قَالَ وَهَذِهِ صِفَةُ نَبِيِّ

২৫০২ ইবরাহীম ইবন হামযা (র.)..... আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু সুফিয়ান (রা.) আমাকে খবর দিয়েছেন যে, (রোম সম্রাট) হেরাক্লিয়াস তাকে বলেছিলেন, তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি (নবী ﷺ) তোমাদের কি কি আদেশ করেন? তুমি বললে যে, তিনি তোমাদেরকে সালাতের, সত্যবাদিতার, পবিত্রতার, ওয়াদা পূরণের ও আমানত আদায়ের আদেশ দেন। হিরাক্লিয়াস বললেন, এটাই (অবশ্যই) নবীগণের সিফাত (গুণাবলী)।

২৫০৩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا أَوْثَمَنَ خَانَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ

২৫০৩ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুনাফিকের আলামত তিনটি-বলতে গেলে মিথ্যা বলে, আমানত রাখলে (তাতে) খিয়ানত কর, আর ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে।

২৫০৪ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ لَمَّا مَاتَ النَّبِيُّ ﷺ جَاءَ أَبَا بَكْرٍ مَالٌ مِنْ قِبَلِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ دَيْنٌ أَوْ كَانَتْ لَهُ قَبْلَهُ عِدَّةٌ فَلْيَأْتِنَا قَالَ جَابِرٌ فَقُلْتُ وَعَدَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُطِئَنِي هَكَذَا وَهَكَذَا فَبَسَطَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ جَابِرٌ فَعَدَّ فِي يَدَيْ خَمْسِمِائَةٍ ثُمَّ خَمْسِمِائَةٍ ثُمَّ خَمْسِمِائَةٍ

২৫০৪ ইবরাহীম ইব্ন মুসা (র.).... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর ওফাতের পর আবু বকর (রা.)-এর কাছে (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক নিয়োগকৃত বাহরাইনের শাসক) ‘আলা ইব্ন হাযরামীর পক্ষ থেকে মালপত্র এসে পৌঁছল। তখন আবু বকর (রা.) ঘোষণা করলেন, নবী ﷺ-এর যিম্মায় কারো কোন ঋণ (পাওনা) থাকলে কিংবা তাঁর পক্ষ থেকে কোন ওয়াদা থাকলে সে যেন আমাদের কাছে এসে তা নিয়ে যায়। জাবির (রা.) বলেন, আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে এরূপ, এরূপ এবং এরূপ দান করার ওয়াদা করেছিলেন। জাবির (রা.) তার দু’হাত তিনবার ছড়িয়ে দেখালেন। জাবির (রা.) বলেন, তখন তিনি (আবু বকর) (রা.) আমার দু’হাতে গুণে গুণে পাঁচ শ’ দিলেন, আবার পাঁচ শ’ দিলেন, আবার পাঁচ শ’ দিলেন।

২৫০৫ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ عَنْ سَالِمِ الْأَفْطَسِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلَنِي يَهُودِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ أَيْ الْأَجَلِيِّنَ فَضَى مُوسَى قُلْتُ لَا أَتَرَى حَتَّى أَقْدَمَ عَلَى حَبْرِ الْعَرَبِ فَاسْأَلَهُ فَقَدِمْتُ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ قَضَى أَكْثَرَهُمَا وَأَطِيبَهُمَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَالَ فَعَلَ

২৫০৬ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রাহীম (র.).... সাঈদ ইব্ন জুবায়র (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হীরাতের জনৈক ইয়াহুদী আমাকে প্রশ্ন করল, দুই মুদতের কোনটি মুসা (আ.) পূর্ণ করেছিলেন? আমি বললাম, আরবের কোন জ্ঞানীর কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা না করে আমি বলতে পারব না। পরে ইব্ন আব্বাসের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, মুসা (আ.) দীর্ঘতর ও উত্তম সময় সীমাই পূর্ণ করেছিলেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ যা বলেন, তা করেন।

١٦٧١. بَابُ لَا يُسْأَلُ أَهْلُ الشِّرْكَ عَنِ الشَّهَادَةِ وَغَيْرِهَا ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْمِلَلِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ الْآيَةُ

১৬৭১. পরিচ্ছেদ : সাক্ষী ইত্যাদির ক্ষেত্রে মুশরিকদের কিছু জিজ্ঞাসা করা হবে না। ইমাম শা‘বী (র.) বলেন, এক ধর্মাবলম্বীর সাক্ষ্য অন্য ধর্মাবলম্বীর বিরুদ্ধে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, আল্লাহ্ তা‘আলা বলেছেন : তাই আমি তাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগরুক করেছি। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমরা আহলি কিতাবদের সত্যবাদীও মনে করো না আবার মিথ্যাবাদীও মনে করো না। আল্লাহ্ তা‘আলার বাণী :

বরং তোমরা বলবে, আমরা আল্লাহতে ঈমান রাখি এবং যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে ২ : ৩৬।

২৫.৬ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ يَامَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ وَكِتَابُكُمُ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى نَبِيِّهِ أَحَدُ الْأَخْبَارِ بِاللَّهِ تَقْرُونَهُ لَمْ يَشَبْ وَقَدْ حَدَّثَكُمْ اللَّهُ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ بَدَّلُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ وَغَيَّرُوا بِأَيْدِيهِمُ الْكِتَابَ فَقَالُوا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أَفَلَا يَنْهَاهُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنَ الْعِلْمِ عَنْ مَلَلَتِهِمْ وَلَا وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلًا قَطُّ يَسْأَلُكُمْ عَنِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ

২৫০৬ ইয়াহুইয়া ইবন বুকাযর (র.).... আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে মুসলিম সমাজ! কি করে তোমরা আহলে কিতাবদের নিকট জিজ্ঞাসা কর? অথচ আল্লাহ তাঁর নবীর উপর যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, তা আল্লাহ সম্পর্কিত নবতর তথ্য সম্বলিত, যা তোমরা তিলাওয়াত করছ এবং যার মধ্যে মিথ্যার কোন সংমিশ্রণ নেই। তদুপরি আল্লাহ তোমাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, আহলে কিতাবরা আল্লাহ যা লিখে দিয়েছিলেন, তা পরিবর্তন করে ফেলেছে এবং নিজ হাতে সেই কিতাবের বিকৃতি সাধন করে তা দিয়ে তুচ্ছ মূল্যের উদ্দেশ্যে প্রচার করেছে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ। তোমাদেরকে প্রদত্ত মহাজ্ঞান কি তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করার ব্যাপারে তোমাদের বাধা দিয়ে রাখতে পারে না? আল্লাহর শপথ! তাদের একজনকেও আমি কখনো তোমাদের উপর যা নাযিল হয়েছে সে বিষয়ে তোমাদের জিজ্ঞাসা করতে দেখিনি।

১৬৭২. بَابُ الْقُرْعَةِ فِي الْمَشْكَلَاتِ وَقَوْلِهِ : اِنْ يَلْقَوْنَ اَقْلَامَهُمْ اِيَهُمْ يَكْفُلُ مَرِيْمَ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اِقْتَرَعُوا فَجَرَّتِ الْاَقْلَامُ مَعَ الْجَرِيَةِ وَعَالَ قَلَمُ زَكَرِيَّا الْجَرِيَةَ فَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا وَقَوْلِهِ فَسَامَ اَقْرَعَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ يَعْنِي مِنَ الْسَهْوِيِّنَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَرَضَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينِ فَاسْرَعُوا فَاَمَرَ اَنْ يُسَمَّ بَيْنَهُمْ اِيَهُمْ يَحْلِفُ

১৬৭২. পরিচ্ছেদ : জটিল বিষয়ে কুর'আর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। মহান আল্লাহর বাণী : যখন তারা তাদের কলম নিক্ষেপ করছিল মারয়ামের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাদের মধ্যে কে গ্রহণ করবে? (৬ : ৪৪) ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, তারা (কলম নিক্ষেপের মাধ্যমে)

কুর'আর ব্যবস্থা করল, তখন তাদের সবার কলম স্রোতের সাথে ভেসে গেল। শুধু যাকারিয়ার কলম স্রোতের মুখেও ভেসে রইল। তাই তাকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে রেখে দিলেন। (ইউনুস আ সম্পর্কে) আল্লাহ তাআলা বাণী : **أَقْرَعُ** এর অর্থ হলো **أَقْرَعُ** কুরআ নিষ্কেপ করল। আর **فَكَانَ مِنَ اللَّاحِظِينَ** এরপর তিনি পরাভূত হলেন। (৩৭ : ১৪১)। আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, নবী ﷺ একদল লোককে হলফ করার নির্দেশ দিলেন। তারা কে আগে হলফ করবে তাই নিয়ে তাড়াহুড়া শুরু করল। তখন কুর'আর মাধ্যমে কে হলফ করবে তা নির্ধারণের নির্দেশ দিলেন।

২০.৭ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي الشَّعْبِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ الثُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَثَلُ الْمُدَّهِنِ فِي حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا مَثَلُ قَوْمٍ اسْتَهْمُوا سَفِينَةً فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَعْلَاهَا فَكَانَ الَّذِي فِي أَسْفَلِهَا يَمْرُؤٌ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِينَ فِي أَعْلَاهَا فَتَأْتُوهُ فَآخِذًا فَاسًّا فَجَعَلَ يَبْقُرُ أَسْفَلَ السَّفِينَةِ فَاتَوْهُ فَقَالُوا مَالِكٌ قَالَ تَأْذِيْتُمْ بِي وَلَا بُدُّ لِي مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَنْجَوْهُ وَنَجَّوْا أَنْفُسَهُمْ إِنْ تَرَكُوهُ أَهْلَكُوهُ وَأَهْلَكُوا أَنْفُسَهُمْ

২৫০৭ উমর ইবন হাফস ইবন গিয়াস (র.)..... নু'মান ইবন বশীর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখার ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করা এবং তা লংঘনকারী ব্যক্তির উপমা হল সেই যাত্রীদল, যারা কুর'আর মাধ্যমে এক নৌযানে নিজেদের স্থান নির্ধারণ করে নিল। ফলে কারো স্থান হল এর নীচতলায় আর কারও হল উপরতলায়। যারা নীচতলায় ছিল তারা পানি নিয়ে উপর তলা লোকদের কাছ দিয়ে আসত। এতে তারা বিরক্তি প্রকাশ করল। তখন এক লোক কুড়াল নিয়ে নৌযানের নীচের অংশে ফুটো করতে লেগে গেল। এ দেখে উপর তলার লোকজন তাকে এসে জিজ্ঞাসা করল তোমার হয়েছে কি? সে বলল, আমাদের কারণে তোমরা কষ্ট পেয়েছ। অথচ আমারও পানি প্রয়োজন আছে। এ মুহূর্তে তারা যদি এর দু'হাত চেপে ধরে তাহলে তাকে যেমন রক্ষা করা হল তেমনি নিজেদেরও রক্ষা হল। আর যদি তাকে ছেড়ে দেয় তবে তাকে ধ্বংস করা হল এবং নিজেদেরও ধ্বংস করা হল।

২০.৮ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ أُمَّ الْعَلَاءِ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِمْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ ﷺ أَخْبَرْتَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَطْعُونٍ طَارَ لَهُ سَهْمُهُ فِي

السُّكْنَى حِينَ أَقْرَعَتِ الْأَنْصَارُ سَكْنَى الْمُهَاجِرِينَ قَالَتْ أُمُّ الْعَلَاءِ فَسَكَنَ عِنْدَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطْعُونٍ فَاشْتَكَى فَمَرَضْنَاهُ حَتَّى إِذَا تَوَفَّى وَجَعَلْنَاهُ فِي ثِيَابِهِ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ فَشَهِدَتْنِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللَّهُ فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا يَدْرِيكَ أَنَّ اللَّهَ أَكْرَمَهُ فَقُلْتُ لَا أَدْرِي بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَّا عُثْمَانُ فَقَدْ جَاءَهُ وَاللَّهِ الْيَقِينُ وَإِنِّي لَأَرْجُوهُ الْخَيْرَ وَاللَّهِ مَا أَدْرِي وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يَفْعَلُ بِهِ قَالَتْ فَوَاللَّهِ لَا أُرَكِّي أَحَدًا بَعْدَهُ أَبَدًا وَاحْزَنْنِي ذَلِكَ فَنِمْتُ فَأَرَيْتُ لِعُثْمَانَ عَيْنًا تَجْرِي فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ذَلِكَ عَمَلُهُ

২৫০৮ আবুল ইয়ামান (র.)...উম্মুল আলা (রা.) নামী একজন আনসারী মহিলা যিনি নবী ﷺ-এর (হাতে) বায়আত হয়েছিলেন, তিনি বলেন, মুহাজিরদের বাসস্থান দানের জন্য আনসারগণ যখন কুর'আ নিষ্ক্ষেপ করলেন, তখন তাদের ভাগে উসমান ইব্ন মাযউনের জন্য বাসস্থান দান নির্ধারিত হল। উম্মুল আলা (রা.) বলেন, সেই থেকে উসমান ইব্ন মাযউন (রা.) আমাদের এখানে বসবাস করতে থাকেন। এরপর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে আমরা তার সেবা-শুশ্রূষা করলাম। পরে তিনি যখন মারা গেলেন এবং আমরা তাকে কাফন পরালাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের এখানে আসলেন। আমি (উসমান ইব্ন মাযউনকে লক্ষ্য করে) বললাম, হে আবু সাযিব! তোমার প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। তোমার সম্পর্কে আমার সাক্ষ্য এই যে, আল্লাহ তোমাকে অবশ্য মর্যাদা দান করেছেন। নবী ﷺ তাকে বললেন, তোমাকে কে জানাল যে, আল্লাহ তাকে মর্যাদা দান করেছেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। আমি জানি না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহর কসম। উসমানের কাছে তো মৃত্যু এসে গেছে, আমি তো তার জন্য কল্যাণের আশা করি। আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহর রাসূল হওয়া সত্ত্বেও জানি না তার সাথে কি আচরণ করা হবে। তিনি (উম্মুল আলা) বলেন, আল্লাহর কসম, একথার পরে কখনো আমি কাউকে পূত-পবিত্র বর্ণনা করি না। সে কথা আমাকে চিন্তায় ফেলে দিল। তিনি বলেন, পরে আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, উসমান (ইব্ন মাযউন রা.)-এর জন্য একটা প্রস্রবণ প্রবাহিত হচ্ছে। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে তাঁকে সে খবর জানালাম। তিনি বলেন, সেটা হচ্ছে তার নেক আমল।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ ٢٥٠٩ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ

بَيْنَ نِسَائِهِمْ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَهَا غَيْرَ أَنْ سَوْدَةَ بِنْتُ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضًا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

[২৫০৯] মুহাম্মদ ইবন মুকাতিল (র.)....‘আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরের ইরাদা করলে তাঁর স্ত্রীদের মাঝে কুর’আ নিষ্কেপ করতেন, যার নাম বের হত। তাকে সাথে নিয়েই তিনি সফরে বের হতেন। আর তিনি স্ত্রীদের প্রত্যেকের জন্যই দিন রাত বণ্টন করতেন। তবে সাওদা বিন্ত যাম’আ (রা.) তাঁর ভাগের দিনরাত নবী ﷺ -এর স্ত্রী ‘আয়িশা (রা.)-কে দান করে দিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তা করেছিলেন।

[২৫১০] حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ سُمَيْرِ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْبَدَأِ وَالْصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبَوًّا

[২৫১০] ইসমাইল (র.).... আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আযান ও প্রথম কাতারের মর্যাদা মানুষ যদি জানত আর (প্রতিযোগিতার কারণে) কুর’আ নিষ্কেপ ছাড়া সে সুযোগ তারা না পেত, তাহলে কুর’আ নিষ্কেপ করত, তেমনি আগেভাগে জামা’আতে শরীক হওয়ার মর্যাদা যদি তারা জানত তাহলে তারা সেদিকে ছুটে যেত। অনুরূপভাবে ঈশা ও ফজরের জামা’আতে শরীক হওয়ার মর্যাদা যদি তারা জানত তা হলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা তাতে হাযির হত।



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ